রাইয়তী পাবলিক লাইব্রেরী কে

উপহার প্রদত্ত হইল —

শ্রী [illegible]

প্র
থ
ম
সং
স্ক
র
ণ

কলিকাতা
১২-১ নং চোরবাগান লেন,
বাণী প্রেস
হইতে
শ্রীশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
দ্বারা মুদ্রিত

ভক্তি-স্মৃতি

উপন্যাস সাহিত্যের নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গ-সাহিত্যের
প্রদীপ্ত-সূর্য্য আমার অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র

শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীচরণ-কমলেষু।

——:০:——

শ্রদ্ধাস্পদেষু!

আপনার নামটুকু বুকে ধরিয়া ধর্ম্ম-পত্নী প্রকাশিত হইল। আমি ক্ষুদ্র,—আমার শক্তি ক্ষুদ্র, আপনি আপনার নামটুকু ইহাতে সংশ্লিষ্ট করিতে অনুমতি দিয়া শুধু আমার গৌরব বৃদ্ধি করেন নাই,—আমার এ অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস, আমার এ লেখনী সত্যই আজ ধন্য করিয়াছেন। আমি জানি,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার নাম সংস্পর্শে আমার এ "ধর্ম্ম-পত্নী" প্রত্যেক ধর্ম্ম-পত্নীর একমাত্র আদরের সামগ্রী হইয়া আমার ভক্তি-স্মৃতিটুকু বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচার করিবে।

কলিকাতা,
২৫শে ভাদ্র ১৩২৫

স্নেহাস্পদ—
শ্রীযতীন্দ্র না[illegible]পাল

ধর্ম্ম-পত্নী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লী-সতীর শান্তি বক্ষে আরতির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ক্ষেত-খামার পরিপূর্ণ বঙ্গ-জননীর অভয়-অঞ্চল যেন একটা ভক্তি উচ্ছ্বাসে লুটাইয়া পড়িল। সান্ধ্য সমীরণ এক অপূর্ব্ব অচিন্তনীয় মহা পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যেক নর-নারীর কর্ণ কুহরে বলিয়া দিল, অবসর হীন কর্ম্ম কোলাহলের ভিতর দিয়া কর্ম্মময় দিন চলিয়া গিয়াছে; শান্তি ও বিশ্রাম লইয়া চির-শান্তিময়ী রজনী উপস্থিত। এই অবসর কালে সেই মহা পুরুষের চরণতলে একবার প্রণাম কর। তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইলে বিশ্রামের নির্বিঘ্ন শান্তির পূর্ণ সুখ উপভোগ হইবে।

উমাসুন্দরী কুটিরের দাওয়ায় উপর বসিয়াছিলেন, ঠাকুরবাড়ীর কাঁশর ঘণ্টার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অঞ্চলটা গলায় বেষ্টন করিয়া, সেই দাওয়ার উপর মাথাটা দুই তিনবার ঠেকাইয়া ঠাকুরবাড়ীর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। আজ তাঁহার

প্রাণটা বড় চঞ্চল। এক মাত্র পুত্র কলিকাতায় গিয়াছে,—আজ, আসিবার কথা কিন্তু কলিকাতার গাড়ী একখানির পর একখানি করিয়া অনেকগুলি আসিয়া গেল তথাপি পুত্রের দেখা নাই। চিন্তায় তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, ঠাকুর প্রণাম করিয়া সেই অস্থির চিত্তটা যেন তাঁহার কতকটা সুস্থির হইল। তিনি একটা অশান্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন; মনে মনে বলিলেন, "ঠাকুর তুমিই কেবল ভরসা!"

উমাসুন্দরী আজ প্রায় দশ বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন,—এই দশ বৎসর কাল তিনি অনেক কষ্ট সহিয়া একমাত্র পুত্র হিরণকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বল কিছুই ছিল না,—থাকিবার মধ্যে ছিল এই ভগ্ন কুটীরখানি ও গ্রাসাচ্ছাদনের মত অতি সামান্যই জোত জমা। তিনি অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া অনেক কষ্ট সহিয়া কলিকাতায় রাখিয়া পুত্রকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছেন। উমাসুন্দরীর বয়স এক্ষণে যদিও পঞ্চাশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তথাপি তাঁহার দেহের বিশেষ কোনই সামর্থ কমে নাই। বিশুদ্ধাকারে থাকিয়া সমস্ত দিন ঠাকুর পূজা ও সংসারের একটা না একটা কাজে তিনি নিজেকে সর্ব্বদা জুড়িয়া রাখিতেন। সংসারের কাজে তাঁহাকে কেহ কোন দিন বিরক্ত বা ব্যাজার হইতে দেখে নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহার সমস্ত দেহটা বেষ্টন করিয়া কেমন যেন একটা মাতৃ ভাবে জড়াইয়া ছিল। তাহার স্বরের এমন একটা মধুরতা ও কোমলতা ছিল যে, তাহা অনায়াসেই সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিত।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রাত্রি অর্দ্ধ পরিপূর্ণ চাঁদের হাসি চাঁপা গাছের একটা মোটা ডালের ভিতর দিয়া দাওয়ার ঠিক উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ক্ষীণ অলোয় আসে পার্শ্বে সমস্ত দ্রব্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হইলেও অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। উমাসুন্দরী তাঁহার সেই ভগ্নকুটীরের দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া পুত্রের অপেক্ষায় পথের পানে চাহিয়াছিলেন। চাঁদের অলো খড়ের ঢালু চালে ও মাটীর দেওয়ালের উপর মাতালের মত ঢলিয়া পড়িয়া লুটোপুটি খাইতেছিল। সেই আলোয় কুটীরের দাওয়ার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনও ঝক্‌ঝক্ তকতক করিতেছে। চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কুটীরখানি বিল ডোবা ও বাঁশ ঝাড়ের ভিতর হইতে চন্দ্রালোকে মাথা উচু করিয়া বিশ্বামিত্র মুনির মত যেন একটা মহা সাধনায় স্থবীর হইয়া উঠিয়াছে।

কুটীরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যস্থলে তুলসী-মঞ্চ। সন্ধ্যার সময় সেই তুলসী মঞ্চের উপর যে প্রদীপটী জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা তৈলভাবে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার জীবনী শক্তি ফুরাইবার আর যে অধিক বিলম্ব নাই মাঝে মাঝে দপ্‌দপ্ করিয়া তাহাই যেন কাতর ভাবে সে চারিদিকে জানাইয়া দিতেছে। উমাসুন্দরী স্থির দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, রাত্রির গভীরতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। দণ্ডের পর দণ্ড, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনন্ত কালের কোলে ক্রমাগতই ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। চাঁদ ধীরে ধীরে চাঁপা গাছের মাথার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদের অস্পষ্ট হাসি একবারে স্পষ্ট হইয়া প্রাঙ্গন ও কুটীরের দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল। উমাসুন্দরী অন্ত মনে

পুত্রের ভাবনা ভাবিতে ছিলেন সহসা শিবাগণের প্রথম প্রহরিক চীৎকারে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার দৃষ্টি যত দূর চলে তত দূর একটা আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্র আর আজ আসিল না সে বিষয়ে একেবারে স্থির নিশ্চিত হইয়া তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন সেই সময় প্রাঙ্গনের সম্মুখস্থ পথের উপর শুষ্ক পত্রের মচ্‌মচ্‌ শব্দ তাঁহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে আবার ফিরিলেন। চাঁদের আলোয় পথের অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে ছিল,—ফিরিবা মাত্রই তাঁহার দৃষ্টি পুত্রের উপর পতিত হইল। যে উৎকণ্ঠা বুকে পুরিয়া উমাসুন্দরী শয়ন করিতে যাইতেছিলেন,—পুত্রকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তে তাহা তিরোহিত হইল;—সঙ্গে সঙ্গে একটা বিমল আনন্দে তাঁহার সমস্ত হৃদয়টুকু ভরিয়া উঠিল। তিনি আকুল আগ্রহে পুত্রের এত বিলম্ব হইবার কারণটুকু জানিবার জন্য পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হিরণ প্রাঙ্গনের ভিতর দিয়া দাওয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে পথ হইতেই জননীকে দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সে জননীর সম্মুখীন হইয়া মাতার পদতলে মাথাটা নীচু করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা তুমি এত রাত পর্য্যন্ত এমনি ভাবে বাহিরে দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছ? রাত যে ঢের হয়েছে মা। ঘরের ভেতর শুয়ে থাকলেইতো পারতে,—মিছিমিছি বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকবার কি দরকার ছিল। আমি যখন তোমায় বলে গেছি

আসবো তখন তো তোমার বোঝাই উচিত মা যে আমি নিশ্চয়ই আসবো।"

একটা ক্ষীণ স্বর্গীয় হাসি উমাসুন্দরীর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, তিনি যে কেন এমন কষ্ট করিয়া দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাতো ভাষায় ব্যক্ত করিবার জিনিষ নহে। জননীর প্রাণে পুত্রের জন্য স্নেহের যে লহর সতত বহিতে থাকে তাহা জননী ব্যতীত অপরের অনুভব করা অসম্ভব। মা এমন সম্বন্ধ কি আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে? তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোর তো আস্‌বার সকাল সকাল কথা ছিল এত রাত্তির হ'লো কেন রে? তুই বুঝি আর আজ এলিনি ভেবে আমি দরজা দিয়ে শুতে যাচ্ছিলুম। ভেবেছিলুম বুঝি কোন কাজ কর্ম্মে আজ আর তোর আসা হ'লো না। রাত ঢের হয়েছে নে কাপড় জামা খুলে, হাত মুখ ধুয়ে ফেল।"

হিরণ তখন দাওয়ার উপর উঠিয়া জননীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "না মা বেলাবেলিই আস্‌তুম্ কিন্তু চাকরী দেবেন বলে যিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি যখন তাঁর বাড়ী উপস্থিত হলুম তখন তিনি বাড়ী ছিলেন না। না দেখা করে তো আর আস্‌তে পারিনি, তাই এত রাত হয়ে গেল।"

হিরণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া জামাটা একটা কাঠের আল্‌নার উপর টাঙ্গাইয়া রাখিয়া একটা গাড়ু লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। উমাসুন্দরী মহা আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যার কাছে গেস্‌লি তিনি কি বল্লেন? কিছু কি সুবিধে হ'লো?"

হিরণ তখন দাওয়ার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুখ হাত ধুইতে ছিল। সে তাহার পদদ্বয়ে জল ঢালিতে ঢালিতে জননীর কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা, আসছে মাসের প্রথম থেকেই তিনি আমায় চাকরীতে বাহাল করেছেন। আপাততঃ কিছু দিন কল্‌কাতায় থাকতে হবে, সেখানে কাজ কর্ম্ম গুলো একটু বুঝে নিতে পাল্লেই মফঃসলে কোন একটা কাছারির ভার পাবো। মা শ্বশুর মশায়ের ব্যবহারে বড়লোকদের উপর আমার একটা অভক্তি হয়ে গেস্‌লো কিন্তু আমি যাঁর কাছে গেস্‌লুম তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে আমার সে ধারণা বদ্‌লে গেছে। বড়লোকের মধ্যে এমন দেবতার মতন মানুষ যে থাকতে পারে তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে এর আকাশ পাতাল প্রভেদ। অহঙ্কার বলে একটা জিনিষ এর একেবারেই নেই। শ্বশুর মহাশয়ের চেয়ে এর জমিদারীর আয়ও প্রায় চার পাঁচ গুণ বেশী কিন্তু মা এমন ভদ্রলোক আমি কখন দেখিনি। যেমন কথাবার্ত্তা তেমনি ব্যবহার।"

পুত্রের কথায় পুত্রবধূর স্মৃতিটুকু উমাসুন্দরীর প্রাণের ভিতর উঁকি দিয়া উঠিল। পুত্রবধূর সেই ঢলঢলে টুকটুকে মুখখানি যে তাঁহার বুকের ভিতর অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সে আজ বহু দিনের কথা সে কেবল আটটি দিন মাত্র তাঁহার এই জীর্ণ কুটীরে বাস করিয়া গিয়াছে, তাহাতেই সে যে তাঁহার বুকের সব স্থানটুকু জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহার পর আর বহু দিন তিনি তাহাকে দেখেন নাই, তাহার পিতা তাহাকে আর এক দিনের জন্যও এই ভগ্ন কুটীরের অধিকারিণী বিধবার নিকট পাঠান নাই। উমাসুন্দরী কত অনুরোধ করিয়া কেবল একটীবার মাত্র বধূকে দেখিবার জন্য বৈবাহিক

মহাশয়কে কতবার বলিয়া পাঠাইয়াছেন কিন্তু গর্ব্বীত ধনীর নিকট কাঙ্গালের কাতর ভিক্ষার কোনই মূল্য হয় নাই,—বিদ্রুপের সহিত সে ভিক্ষা প্রতিবারই প্রত্যাখিত হইয়াছে। উমাসুন্দরী বড় আশা করিয়াছিলেন পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া তাহাকে অসীম স্নেহে ডুবাইয়া রাখিবেন,—বৃদ্ধ বয়সে সে তাঁহার দুঃখ বেদনার শান্তি প্রলেপ হইবে কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা,—সে সাধ একেবারেই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যে কোন দিন সে সাধ তাঁহার পূর্ণ হইবে সে আশাও নাই। পুত্রবধূর ক্ষীণ স্মৃতিটুকুতে আঘাত লাগায় উমাসুন্দরীর মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া পড়িল, তিনি পুত্রের কথায় আর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না,—একটা বড় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুত্রের জন্য জল খাবার আনিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

হিরণ হাত মুখ ধুইবার পর, গাড়ুটা দাওয়ার একপার্শ্বে রাখিয়া, গৃহের ভিতর হইতে একখানা চৌকি টানিয়া আনিয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। আজ তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল,—সে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর এই ছয় মাস কাল বাড়ীতে বসিয়া দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করিতেছিল কিন্তু চাকুরীর বাজার দুর্ম্মূল্য, এ বাজারে যতই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হও চাকুরী সহজে মিলতে চায় না,—বিশেষ মুরুব্বীর প্রয়োজন। যাহার মুরুব্বী নাই তাহার চাকুরী মেলা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। হিরণকে পরীক্ষায় কোন দিনই ঠেকিতে হয় নাই বটে কিন্তু চাকুরীর বাজারে নামিয়া তাহাকে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইল। সে পদে পদে নিরাশ হইয়া যখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় ভগবান তাহার প্রতি

সুপ্রসন্ন হইলেন, একটু আশার ক্ষীণ আলো তাহার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল,—তাহার চাকুরী মিলিল।

হিরণ বাল্যে পিতৃহীন হইয়াছে,—জননীর একান্ত চেষ্টায় সে লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে। তাহার বয়স এক্ষণে সাতাশ আটাশের অধিক নহে। এই জীবনেই তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সে যে কত কষ্ট সহ্য করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছে তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। উকিল হইবার আশায় সে বড় যত্নে আইন পড়িয়াছিল,—আইন পরীক্ষায় উচ্চস্থানও লাভ করিয়াছিল কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই তাহার সে ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাছারিতে উকিলদিগের অবস্থা দেখিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে তাহার আর সাহসে কুলায় নাই। জননী যে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, সে কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। কেমন করিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবে,—কেমন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবে এক্ষণে তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র চিন্তা হইয়াছে।

উমাসুন্দরী পুত্রের জলখাবারের রেকাবীখানি হাতে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। জননীকে আসিতে দেখিয়া হিরণ তাহার দিকে মুখটা ফিরাইয়া বলিল, "আবার তুমি জলখাবার আনলে কেন মা,—রাততো অনেক হয়েছে। একেবারে খেতে বসলেইতো হতো।"

উমাসুন্দরী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই সমস্ত দিন তেতে পুড়ে এলি এখন একটু না জিরুলে খেতে পারবি কেন? এখন একটু

মিষ্টি খেয়ে জল খা, তারপর একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ভাত খাস।"

হিরণ আর কোন কথা কহিল না, জননী প্রদত্ত মিষ্টান্নগুলি এক একটী করিয়া মুখে তুলিতে লাগিল। উমাসুন্দরী পুত্রের সম্মুখে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে আবার প্রশ্ন করিলেন, "হারে বৌমার কোন খবর টবর পেলি? তার জন্যে মাঝে মাঝে মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠে। আর এমন করেও একলাটি থাকা যায় না, প্রাণটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে পড়ে। এ সময় যদি বৌটী কাছে থাকতো তবু একটু শান্তিতে থাকতে পারতুম।"

হিরণ যে বৎসর সুখ্যাতির সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সেই বৎসরই তাহার বিবাহ হয়। সুস্থ সবল গৌরবর্ণ মূর্ত্তিটী, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার প্রভৃতি সুলক্ষণগুলি বিবাহ বাজারে তাহার মূল্যটাকে বেশ একটু চড়াইয়া দিয়া ছিল। অনেক কন্যার পিতাই সে সময় কন্যাটীকে তাহার হস্তে দিবার জন্য রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকগুলি সম্বন্ধের ভিতর হইতে উমাসুন্দরী নেউলের জমিদার যদুনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ কন্যা বাসনালতার সহিত পুত্রের বিবাহ স্থির করেন। বড়লোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে প্রথম হইতেই হিরণের আপত্তি ছিল,—তাহারা গরীব তাহাদের সহিত বড়লোকের মিশ খাইবে কেন? কিন্তু জননীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন দিনই কোন কথা কহে নাই, এ বিষয়ও কোন আপত্তি করিল না। কাজেই প্রথম আষাঢ়ের শুভ লগ্নেই যদুনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ কন্যার সহিত

তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই হিরণ যাহা ভাবিয়া ছিল [illegible] তাহাই ঘটিল, ধনীর সহিত দরিদ্রের খাপ্ খাইল না। ধনীর ধন-গর্ব্ব হিরণের অসহ্য হইল, সে শ্বশুরের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিল। তাহার বিবাহটা কেবল নাম মাত্র বিবাহ হইল বটে কিন্তু পত্নীর সহিত সাত আট রাত্রের অধিক দেখা সাক্ষাৎ হইল না। পতি পত্নী উভয়কে চিনিবার পূর্ব্বেই পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কাহাকে চিনিবার বুঝিবার অবসরটুকুও পাইল না। হিরণের জলযোগ শেষ হইয়াছিল সে জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "মা শ্বশুর মশাই যখন তাকে আমাদের বাড়ীতে কিছুতেই পাঠাবেন না তখন আর তার বিষয় ভেবে কি কর্ব্বে বল? অত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়াই তোমার তখন ভুল হয়ে ছিল। বড়লোকের সঙ্গে গরীবের কখন কি মিল হতে পারে মা? যারা দুঃখ কি জানে না,—তারা কি মা পরের দুঃখ বুঝতে পারে? পৃথিবীতে মানুষ যে কত কষ্ট সহে, বুকে কত ব্যথা চেপে রেখে দিন কাটাচ্ছে তা তারা কেমন করে বুঝবে মা? তারা নিজের নিজের অহঙ্কার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তারা আমাদের মত গরীবকে ভ্রূক্ষেপের মধ্যেই আনে না। বড়লোকের সঙ্গে গরীবের বিয়ে সে বিয়ে বিয়েই নয়। তুমি যদি মা বল তা'হলে আমি আমাদের মতন গরীবের একটী মেয়ে বিয়ে করে এনে তোমার দাসী করে দিই। সে তোমার সেবা যত্ন কর্ব্বে,—সে গরীব বলে আমাদের ঘেন্না কর্ব্বে না।"

আবেগে হিরণ বলিয়া যাইতেছিল, জননীর স্বরে তাহাকে চুপ করিতে হইল। উমাসুন্দরী পুত্রের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মৃদুস্বরে

বলিলেন, "ছি! অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? সে যে তোর ধর্ম্ম-পত্নী। ভগবানকে সাক্ষী রেখে তুই যে তার সুখ দুঃখের ভার নিয়েছিস্। বৌমাকে বেয়াই মশাই পাঠান না তাতে বৌমার অপরাধ কি বাবা? সে ছেলে মানুষ সে তো শ্বশুরবাড়ী আস্‌বার জন্যে বাপের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে পারে না। সে তো আমাদের সঙ্গে কোন কুব্যবহার করেনি। সে যে আট দিন আমার কাছে ছিল, সে আমাকে মা বল্‌তে অজ্ঞান হয়ে যেত। যাবার সময় যখন আমি জিজ্ঞাসা করি, মা আবার শিগ্‌গির আসবে তো? মা আমার ঘাড়টি নেড়ে বলে গেছলো, মা আপনি যখনই আমায় নিয়ে আস্‌বেন তখনই আমি আস্‌বো। তার সেই মিষ্টি কথাগুলো এখনও যেন আমার কাণে বাজ্ছে। বেহাই মশাই হাজারই আমাদের সঙ্গে কুব্যবহার করুন তার যাতে মন্দ হয় এমন কাজ কর্ত্তে আমি কোন দিনই তোকে বল্‌তে পারবো না। মেয়ে মানুষের যে কত জ্বালা তা মেয়ে মানুষ ভিন্ন অন্যের বোঝবার উপায় নেই। বাবা, ভেতরে ভেতরে পুড়ে পুড়ে তারা একেবারে ছাই হয়ে যায় তবু মুখ ফুটে অনেক কথা বল্‌তে পারে না। এ দুঃখ কি কম দুঃখ।"

উমাসুন্দরী নীরব হইলেন, হিরণও জননীর কথার উত্তর দিবার মত আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। জলখাবারের রেকাবীখানা ও জলের গ্লাসটা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া প্রাঙ্গনের মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইল। স্তব্ধ নীরবতায় চারিদিক পরিপূর্ণ,—চাঁদের নির্ম্মল আলোয় কি যেন একটা পবিত্র শান্তি পল্লী-জননীর সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। উমাসুন্দরী কিছুক্ষণ

নীরবে বসিয়া থাকিবার পর সহসা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যানা একবার বৌমাকে দেখে আয় না। অনেক দিনতো যাস্‌নি ভালো মন্দ কোন খবরই তার পাইনি। না পাঠাক তবু তার খবরটাতো পাবো।"

হিরণ মাথাটা নাড়িয়া জননীর কথার উত্তর দিল, "না মা সেখানে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না। শ্বশুর মশায়ের কথা শুন্‌লে মানুষ যে, সে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরে চুপ করে থাক্‌তে পারে না। যার বিশ্বাস গরীব যারা তারা মানুষই নয় তার বাড়ী কি কোন মানুষের যাওয়া উচিত ?"

উমাসুন্দরীর মধুর স্বর অতি মধুর ভাবেই বাহির হইল, "অভিমান করিস্‌নি,—শ্বশুরের ওপর অভিমান করে সেই দুখের মেয়েটার ঘাড়ে চির দিনের মত দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিস্‌নি। নিজের স্ত্রী,—তোর ধর্ম্ম-পত্নী তার খবর যদি তুই না নিস্‌, কে তার খবর নেবে বল ? আমি বল্‌ছি যা এক দিন বৌমাকে দেখে আয়।"

হিরণ জননীর কথার উপর কোন দিনই কোন কথা কহে নাই। সে জানিত, জননীর আদেশ প্রতিপালন করাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জননীর কথার উত্তরে মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি যখন বল্‌ছো মা তখন আর আমি না বল্‌তে পারিনি কিন্তু আমার মতে না যাওয়াই ছিল ভালো। বাপের তো মেয়ে, তার আচরণ কত ভালো হবে তুমি আশা কর্ত্তে পারো ? বিয়ের ক'নে আট দিন এখানে ছিল সে সময় তার ভেতরের জিনিষ তো আর কিছুই প্রকাশ পায়নি।"

জননী পুত্রের কথায় বাধা দিলেন ; ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাত কি বাবা সব টিপ্‌তে হয়রে ? একটা টিপ্‌লেই বুঝতে পারা যায় সেদ্ধ হয়েছে কিনা। আমরা মেয়ে মানুষ ;—মেয়ে মানুষের সঙ্গে একটা কথা কইলেই বুঝতে পারি তার ভেতরে কি আছে। বৌমা যে আমার লক্ষ্মী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার কথা শোন এক দিন গিয়ে বৌমাকে দেখে আয়।"

হিরণ অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "তুমি যখন বল্‌ছো মা,— তোমার যখন ইচ্ছে তখন আর আমার আপত্তি করবার কিছু নেই।"

উমাসুন্দরী আর কোন কথা কহিলেন না,—পুত্রের ভাত বাড়িয়া আনিবার জন্য রন্ধন গৃহের দিকে উঠিয়া গেলেন। হিরণ সেই উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া শ্বশুরালয়ের কথাই ভাবিতে লাগিল। চাঁদের মধুর সুষমা তাহার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা স্বর্গের শান্তি লেপিয়া দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাছারি বাটীর ফরাশের উপর তখন "কচেবার" বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল,—তাহারই ভৈরব গর্জ্জনে সমস্ত ঘরখানা একেবারে গম্‌গম্‌ করিতে ছিল। ধবধবে সাদা ফরাশের ঠিক মাঝখানে পাশার ছক্‌ পড়িয়াছে। ছকের চারিপার্শ্বেই প্রায় পাঁচ সাতটা পাকা মাথা প্রতিবার দান পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তালে তালে দুলিয়া উঠিতেছে। প্রায় সকল হস্তেই এক একটা হুকা। তাহা হইতে তাম্রকূট ধূম চাপ চাপ বাহির হইয়া গ্যাস ঘরের কত জানালা ও দরজার ভিতর দিয়া সারি বন্দিভাবে শূন্যে উঠিতেছে। নেউলের জমিদার যদুনাথ মিত্রের কাছারি বাটীতে প্রত্যহই এই সময়ে একটা পাশা খেলার বিরাট আড্ডা বসিত। সটাক ও সাদা চুল মস্তিষ্ক জমিদারবাবুর পার্শ্বচরগণ এই সময়টায় কাছারি বাটীতে উপস্থিত হইয়া পাশা খেলার সঙ্গে সঙ্গে বিনা পয়সায় পান তামাকের আর্দ্ধ শ্রাদ্ধ করিয়া বহু রাত্রে যে যাহার গৃহে ফিরিত। বর্ষা বাদলের দিনে অনেক রাত্রিই বাড়ীর আহারের খরচটাও অনেকের বাঁচিয়া যাইত। বিনা পয়সায় পান তামাক পাইলে আড্ডা জমাইবার কোনই অভাব হয় না। বিশেষ বাঙ্গালী এ বিষয়ে খুবু মজবুত। কাজেই জমিদার যদুনাথ মিত্রের আড্ডায় কোন দিনই লোকের অভাব হইত না। সন্ধ্যার পর হইতেই কাছারি বাড়ীখানি বেশ জমজমা হইয়া উঠিত। পল্লীগ্রামে কাজকর্ম্ম বিহীন বেকার কুঁড়ের অভাব নাই,—তাহাদের

জীবনের একমাত্র কার্য্যই হইতেছে, গ্রামের বড়লোকদিগের মোসাহিবী—পরচর্চ্চা—পরনিন্দা ও দলাদলি। যতুনাথ মিত্র বড়লোক, অর্থের অভাব নাই। কাজেই তাঁহার আসে পার্শ্বে কুঁড়েরও অভাব ছিল না। তাহারা দিন রাত্র বাবুর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া তোতা পাখীর মত, "বাবুর মত লোক হয় না,—বাবু যেন কলিতে রামচন্দ্র" প্রভৃতি অমৃত বুলিতে মিত্র মহাশয়ের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও কর্ম্ম বিহীন ভারগ্রস্থ সময়টা অনেকটা পাতলা হইয়া আসিত।

মিত্র মহাশয়ের জমিদারীর আয় বৎসর সালিয়ানা প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা। গ্রামের নাম নেউল হইলেও গ্রামটী নিতান্ত গণ্ড গ্রাম নহে। বিস্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। ইংরাজি স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, বাজার প্রভৃতি সকলই আছে। এই ছোট খাটো গ্রামটীর মিত্র মহাশয়ই জমিদার। মিত্র মহাশয়ের আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের হিসাব অতি অল্পই ছিল। তাঁহার পরিবারে লোকজনের বড়ই অভাব। থাকিবার মধ্যে ছিল তাঁহার সংসারে এক বিধবা ভগ্নি ও তুইটী কন্যা। কন্যা তুইটিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্বশুরালয় যে কেমন জিনিষ তাহা তাহাদের ভাগ্যে দেখা ঘটে নাই বলিলেই হয়। মিত্র মহাশয় কন্যাদিগকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার একেবারেই পক্ষপাতি ছিলেন না,—তাই তিনি তুইটি দরিদ্রের সন্তানের সহিত কন্যার তুইটির বিবাহ দিয়াছিলেন। জামাতা তুইটিকে ঘরজামাই রাখিয়া কন্যা তুইটিকে চির দিন নিজের কাছে কাছে রাখিবেন এইটাই ছিল তাহার সঙ্কল্প। বড় জামাতা বিপ্রদাস তাঁহার সংসারে বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিল কিন্তু কনিষ্ঠ হিরণ কুমার

ঠিক ইহার বিপরীত ;—একেবারেই থাপ খাইতে পারে নাই। ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও আত্ম মর্য্যাদার মূল্য তাহার নিকট অধিক হওয়ায় সে শ্বশুরের বাড়া ভাত পরিত্যাগ করিয়া নিজের কুটীরের সাঁক্ ভাতে সন্তুষ্ট ছিল। সেই কারণ মিত্র মহাশয়ও কনিষ্ঠ জামাতার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। বড় জামাতা বিপ্রদাসই তাঁহার মনোমত হইয়াছিল। প্রায় আট দশ বৎসর হইল মিত্র মহাশয়ের পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, বিপত্নীক হইবার পর তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী সকল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দার পরিগ্রহ করিবার জন্য নানা ভাবে প্রলোভিত করিয়াছিল। কিন্তু জানিনা কি ভাবিয়া মিত্র মহাশয় আর সে কার্য্যটা করেন নাই। তাঁহার বয়স এক্ষণে ষাটের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও ষাট পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার দেহের গঠন ছিপছিপে,—মাথার চুলগুলি সবই সাদা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার বড় বড় গোঁপ গুলার একগাছিও পাকে নাই। কাজেই তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িবা-মাত্রই তাঁহার সেই খোঁচা খোঁচা কালো কালো গোপ গুলিই সর্ব্বাগ্রে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পাশা খেলাটা তখন বেশ জাকিয়া উঠিয়াছে, একটা পাকা ঘুটী আড়িতে পড়িয়াছে। মিত্র মহাশয় সেইটাকে বধ করিবার জন্য পাশা তুলিয়াছেন। আসে পার্শে সকলেই দানটা কি পড়ে দেখিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে একেবারে ছকের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হুজুর ছোট জামাই বাবু এসেছেন।"

মিত্র মহাশয় একবার মুখ তুলিয়া ভৃত্যের দিকে চাহিলেন ; তাহার পর দৃষ্টি নত করিয়া বলিলেন, "ছোট জামাইবাবু ; হুঁ—আঠার।"

মিত্র মহাশয় পাশা ছাড়িয়া দিলেন, দৈবক্রমে সেবার পাশায় আঠারই দান পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা লঙ্কা বিজয়ের কাণ্ডে সমস্ত ঘরখানা একেবারে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। মিত্র মহাশয়ের আসে পার্শ্বে যে সকল বৃদ্ধ বসিয়া খেলা দেখিতে ছিল, তাহারা একেবারে আনন্দে প্রায় তিন চারি হাত লাফাইয়া উঠিয়া আকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাবাশ হাত। একেই বলে দান ফেলা,—একেই বলে আড়ীর মার। আহা হাতখানাকে সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হয়।"

সেই আঠারোর আড়ীতে নটবরের একটা অর্দ্ধপক্ক ঘুটী মারা পড়িয়াছিল। গ্রামের মধ্যে নটবর বেশ একজন মুরুব্বীগোছের লোক। নটবরের ন্যায় প্রাচীন লোক এ গ্রামে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না; তাই গ্রামের সকলেই তাহাকে একটু বিশেষ মান্য ভক্তি করিয়া চলিত। একে পাকা ঘুটীটা মারা গিয়াছে, তাহার উপর এই বীভৎস চীৎকারে নটবরের মেজাজটা একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিল, সে চীৎকারকারীদিগের দিকে ফিরিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "নে নে তোদের আর মুখ নাড়তে হবে না। ও আঠার আবার একটা আড়ী। হঠাৎ পড়ে গেছে তার জন্যে আবার এত লাফালাফি। বুঝতুম যদি আমাদের মত আড়ী পড়তো। উপরি উপরি ছ'তুয়া চক্ এই হাতের দানে সাত বার মরেছে।"

নটবর তাহার সেই বাকারীর মত হাতখানা সেই আসরের মাঝখানে বার পাঁচ সাত নাড়িয়া দেখাইয়া দিল। চীৎকারকারী-দিগের মধ্যে একজন নটবরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মুখখানা

যেন একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, "তোমার বাবার হাড়ের পাশা কিনা, যে তাকে যা বল্‌বে তাই শুনবে। তুমি আবার আড়ী মারবে কি হে? কচে বার মার্‌তে যার এতখানি জীব্ বেরিয়ে যায় সে মারবে আড়ী! বড় খেল্‌ওয়াড় কিনা। বিশ্বকর্ম্মার কারিকুরি যত ওই জগন্নাথেই মালুম।"

নটবরের সমস্ত দেহটা রাগে একেবারে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। এই তীব্র বুলিতে তাহার ভিতরের সব রাগটা যেন চারিদিক একেবারে দগ্ধ করিয়া দিবার জন্য আগ্নেয়-গিরির খর প্রস্রবনের মত হুহু শব্দে বাহিরে বাহির হইয়া আসিল। সে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুই যে বড় আমার বাপ্ তুল্‌লি রে শালা। এক্ষনি জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেব জানিস্।"

নটবরের ক্রোধান্বিত কম্পিত কলেবর,—মুখ চোখের বিকৃত ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সেই লোকটা যেন কেমন থতমত খাইয়া গেল। মিত্র মহাশয় নটবরের বাম হস্তখানা ধরিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আরে বোস বোস নটবর কি কর? আরে ও একটা চাংড়া ছোড়া ওর সঙ্গে কথা কওয়া কি তোমার সাজে?"

জমিদার বাবুর কথায় নটবর তাহার বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিটা একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার ফরাশের উপর বসিতে বসিতে বলিল, "দেখ না ব্যাটার আস্পর্দ্ধার কথাটা। ওকে নাংটা খেল্‌তে দেখ্‌লুম ও কিনা চাল দেয় আমার ওপর। ব্যাটা কি না আড়ী মারা শেখায় আমায়। ওরে ব্যাটা তুই যখন জন্মাস্‌নি আমি যে তখন থেকে আড়ী মারছি।"

সকলেই সমস্বরে বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় বলিয়া উঠিল, "তাতে আর কথা কি আছে! খুড়ো কি আমাদের আজ্‌কের লোক। মিউটিনির সময় খুড়ো আমাদের কমিসারিয়েটে কাজ কর্ত্তো;—বাপ সে কি আজকের কথা।"

নটবর তাহার এক রাশ সাদা চুল পরিপূর্ণ মাথাটা বার দুই ঝাকি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই ব্যাটাকে সেই কথাটা একবার ভালো করে বুঝিয়ে দাও। ব্যাটা আমায় আড়ী মারা শেখাচ্ছে।"

গোলযোগে খেলা বন্ধ হইবার মত হইয়াছিল, এক ব্যক্তি নটবরের হাতে পাশা তিনখানা গুজিয়া দিয়া বলিল, "নাও খুড়ো খেল। খেলাটা বন্ধ যায় কেন?"

আবার খেলা আরম্ভ হইল, আবার একটু থমথমা পড়িয়া আসিল। ভৃত্য এতক্ষণ দরজার পার্শ্বটীতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত পায় নাই। এতক্ষণে একটু ফাঁক পাইয়া মাথাটা তুলিয়া বলিল, "হুজুর ছোট জামাইবাবু এসেছেন!"

মিত্র মহাশয় একটা ঘুটী চালিতে চালিতে উত্তর দিলেন, "এসেছেন নাকি! তা বেশ করেছেন, এত অনুগ্রহ কেন?"

ভৃত্য সে কথার কি উত্তর দিবে। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে তাঁকে এখানে নিয়ে আস্‌বো কি?"

নটবরের মাথাটা চোর্‌কীর মত যেন এক পাক ঘুরিয়া গেল; সে ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া বেশ একটু বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল,

ছোট জামাইবাবু এসেছেন, তাকে এখানে নিয়ে আস্‌বো কি না তার এত ভনিতার দরকার কি বাবা। জামাই হলেন ইষ্ট গুরুর ওপর। তাকে আন্‌বে কি না আনবে তাও কি বাবা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে। মাথায় করে ব্যাটা এই আসরের মাঝখানে এনে বসিয়ে দে। যা ব্যাটা যা। আবার বাবুর মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যাও বাবা বাঞ্চারাম যাও, আর ভগ্ন দূতের মত সাম্‌নে খাড়া হ'য়ে থেক না।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, নটবর মিত্র মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মিত্তির মশাই, ছোট জামাই বাবাজিকে বড় একটা এখানে দেখতে পাইনি কেন? তোমার ছোট মেয়েটি বুঝি বড় একটা এখানে থাকে না। শ্বশুরবাড়ীই বুঝি বেশী সময় থাকে,— তাতো থাক্‌বেই।

কন্যা শ্বশুরবাড়ী থাকে শুনিয়া মিত্র মহাশয়ের চোখের তারা দুইটা যেন একেবারে বাহিরে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত হইল। তিনি নটবরের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ী থাকে সে কি রকম কথা! একি তুমি ছোট-লোকের মেয়ে পেয়েছ নাকি হে যে সে শ্বশুরবাড়ী থাক্‌বে?"

নটবর মিত্র মহাশয়ের মুখ চোখের ভাবে ও কথার ভঙ্গিমায় রীতিমত যেন একটু কিন্তু হইয়া পড়িল। অবাক ভাবে মিত্র মহাশয়ের দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া প্রশ্ন করিল, "এখনকার কালে বুঝি আর ভদ্রলোকদের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া রেওয়াজ নেই। মেয়েরা এখন লেখা পড়া শিখ্‌ছে,—জুতো মোজা পরছে,—ঘোমটা ফেলে

সদর রাস্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে,—কালে কালে কতই হচ্ছে। ভদ্রলোকদের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী যাওয়াটা যে একটা মস্ত দোষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার তো কোন খবর পাইনি। এটা আবার কত দিন থেকে হলো ? তা হ'লে দেখ্‌ছি এখন বিস্তর বদ্‌লে গেছে। আমাদের সময় কিন্তু ভদ্রলোকদের মেয়েরাই শ্বশুরবাড়ী যেত বরং ছোটলোকের মেয়েরাই কেউ কেউ যেত না। তখন শ্বশুরবাড়ী যাওয়াটা মেয়েদের যে বিশেষ দোষের ছিল তা বলে তো মনে হয় না,—তখন বরং যাওয়াটাই ছিল মহা গর্ব্বের। এখন দেখ্‌ছি একেবারে আগাগোড়াই উল্‌টে গেছে।"

নটবর আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভৃত্যের সহিত হিরণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে নীরব হইল। হিরণ আজ প্রায় এক বৎসর পরে আবার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। অর্থশালী দাম্ভিক শ্বশুরের গৃহে আর তাহার আসিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কেবল জননীর অনুরোধে তাহাকে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যতবারই সে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে ততবারই শ্বশুরের অবজ্ঞার দৃষ্টি, ধন গর্ব্ব তাঁহার বংশ মর্য্যাদায় এমনি সজোরে আঘাৎ করিয়াছে যে তাহার বুকের সব কয়খানি পঞ্জর পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে। ধনবানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার এইটুকু জ্ঞান হইয়াছে যে, ধনবানেরা নিজেকে যত দূর বড় করিয়া তুলে, তাহা তাহাদের নিজেদের পক্ষেই বিশ্রী অশোভন হয় ; অপরের পক্ষে হইবে তাহাতে আর সন্দেহের কি থাকিতে পারে। সে এবার শ্বশুরালয়ে উপযাচক হইয়া আসিয়াছে, শ্বশুরের আদর যত্নের প্রত্যাশী হইয়া

নহে,—কেবল মাতার অনুরোধে পত্নীর মতামতটুকু জানিতে। সে তাহাদের ভগ্ন কুটীরে যাইতে প্রস্তুত কি না শুধু এইটুকু জানিতে পারিলেই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হয়। হিরণ ফরাশের নিকটবর্ত্তী হইয়া মাথাটা নীচু করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে একটা প্রণাম করিল। মিত্র মহাশয় হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "থাক্ হয়েছে,—বোস।"

হিরণ ফরাশের এক পার্শ্বে ধীরে ধীরে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। নটবর তাহার দিকে মাথাটা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজির পাশা টাসা খেলা আসে নাকি?"

হিরণ ঘাড় হেট করিয়া বসিয়াছিল, মাথাটা একটু তুলিয়া অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে আমার পাশা খেলা কখন অভ্যাস নেই।"

মিত্র মহাশয় দান ফেলিতে যাইতেছিলেন, জামাতার দিকে একবার একটু বঙ্কিম নেত্রে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "নটবর ধোড়া সাঁপ দেখছ,—আমার এই ছোট জামাইটী ঠিক তাই,—একটী ধোড়া সাঁপ। বিষ এক ফোঁটাও নেই কিন্তু কুলোপানা চক্রখানা খুব আছে। ও তুমি যাই কেন জিজ্ঞাসা কর না তারই উত্তর শুনবে, জানিনি। গান বল,—বাজনা বল,—খেলা বল উনি কিছুই জানেন না। গান বাজনা হ'লো সুর,—সুর হলেন ব্রহ্ম, তাই যদি না জানলে বাপু তবে জানলে কি? বললুম ভালো কথা এখানে থাকো গান বাজনার চর্চ্চা কর,—কেবা কার কথা শোনে। ওই যে বললুম নটবর বিষ নেই কুলোপানা চক্র আছে। তারপর শুনি কি মনে করে এ গরীবের বাড়ীতে হঠাৎ পদধূলি পড়লো?"

হিরণ নীরব। শ্বশুর মহাশয়ের কথাগুলা তাহার কর্ণের ভিতর যেন শত সহস্র বৃশ্চিকের দংশনের মত একটা তীব্র জ্বালা দিতে লাগিল। এক বৎসর পরে সে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, এই কি শ্বশুরের প্রথম সম্ভাষণ? তাহার মনে হইল, তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ করে কিন্তু মাতার অনুরোধটুকু মনে পড়ায় সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া লইল। পত্নীর মুখের কথাটা না শুনিয়া সে কিছুতেই শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিতে পারে না,—ধর্ম্ম-পত্নীকে বিনা অপরাধে সে কোন হিসাবে পরিত্যাগ করিবে? মাতার সেবার জন্য বাধ্য হইয়া যদি তাঁহাকে আবার বিবাহও করিতে হয় তথাপি পত্নীকে শেষ একবার জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া তাঁহার সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য। হিরণকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া মিত্র মহাশয় হাতের দানটা ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এখনও আমার সদবুদ্ধি শোন, লক্ষ্মী ছাড়ার মত ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে এখানে এসে আরামে থাক। বাড়ীতে তো এক বুড়ো মা আছে তাকেও না হয় সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এস। মেয়ের জন্যে তার ভারও নিতে আমি প্রস্তুত আছি। ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে তো থাক, তার আবার এত বড়াই কিসের? এখানে তোফা পাকা দালানে থাকবে তা না যত সব অলক্ষণে বুদ্ধি। পূর্ব্বে তোমার এমন স্বভাব জানলে কি আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিই? আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা! আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে দু হাজার ব্যাটা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, শুধু এক ব্যাটা ঘটকের ধাপ্পায় পড়েই না তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলুম। আমার ছেলে নেই পিলে নেই ওই দুই

মেয়েই হ'লো আমার সম্পত্তির মালিক। তাদের আবার বিয়ের ভাবনা।"

ফরাশে উপবিষ্ট সকলেই একেবারে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাতো বটেই। আপনার মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা? পয়সা থাক্‌লে একটা মেয়ের অমন দুশো বিয়ে দেওয়া যায়।"

নটবর বেশ একটু অবাক ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পয়সা হ'লে আজ কাল একটা মেয়ের দুটো তিনটে বিয়েও চল্‌ছে নাকি হে?"

আসে পার্শ্বে তোতাপাখীগুলি অমনি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কত শত চাও"।

নটবর হাতটা নাড়িয়া বলিল, "না—না আমার চাইনি আমার সাত কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার আর ওসবের দরকার কি। সে যাক্ বাবাজি অনেক দূর থেকে আস্‌ছে,—রাতও ঢের হ'লো। একটু জলখাবার টলখাবারের হুকুম হ'য়ে যাক।"

মিত্র মহাশয় ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা জামাইবাবুকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। জলখাবারের বন্দোবস্ত করে দিতে বল্‌গে যা।"

ভৃত্য হিরণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আসুন।"

হিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল,—তিনি ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, মিত্র মহাশয় জামাতার দিকে মুখটা তুলিয়া পুনঃরায় বলিলেন, "যা বল্লুম তা একটু

কাণে নিয়ো। যার পয়সা নেই তার কি অত তেজ শোভা পায়?"

হিরণ তথাপি কোন কথা কহিল না,—ভৃত্যের সহিত নীরবে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে 'একাই একশো,'—কথাটা যে প্রকৃতই সত্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। নেউলের জমিদার যদুনাথ মিত্রের বিধবা ভগ্নি বৈকুণ্ঠপিসি সত্যই একাই একশো ছিলেন। যদু মিত্রের অন্তঃপুরে লোক সংখ্যা বিরল বলিলেই হয় কিন্তু তথাপি অন্তঃপুরটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোলাহল বিরহিত থাকিতে পাইত না। একা পিসির দাপটেই সেটা একেবারে দিন রাত্রি সরগরম হইয়া থাকিত। যদু মিত্রের জমিদারীর সকলেরই তিনি পিসি ছিলেন। পঞ্চম বৎসরের বালক হইতে অশিতিপর বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে বৈকুণ্ঠপিসি বলিত। কি সম্পর্কে,—কেন,—তাহার কোন পরিষ্কার কইফিয়ৎ ছিল না। জমিদার অপেক্ষাও জমিদারের ভগ্নিকেই সকলে অধিক ভয় করিয়া চলিত। তাঁহার বিশেষত্ব ছিল এইটুকু যে তিনি জানিতেন না পৃথিবীতে এমন কোন বিষয়ই ছিল না। জমিদারী সেরেস্তার কাজ হইতে আইন কানুন,—সরকারী ও বেসরকারী যাহা কিছুই আলোচনা হউক না কেন,—বাজের মত পিসি একেবারে তাহার উপর যাইয়া ঝাপাইয়া পড়িতেন। তর্কে তাঁহার সমতুল্যা দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না তাহার সঠিক মীমাংসা আজও হয় নাই বটে কিন্তু তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত তর্কে যে কেহ আটিয়া উঠিতে পারে নাই ;—এ কথাটার ভিতর এক বিন্দুও অসত্য নাই। একে তাঁহার দাপট ভয়ঙ্কর,—তাহার উপর

তিনি আবার জমিদারবাবুর ভগ্নি কাজেই তাঁহার নিকট তর্কে সকলেই হার স্বীকার করিয়া লইত। বিশ্বাস হউক্ আর না হউক্ অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্যও সকলে পিসির কথায় সায় দিয়া যাইত। এ হেন বৈকুণ্ঠপিসি দোর্দণ্ড প্রতাপে যদু মিত্রের অন্তঃপুরে বিরাজ করিতে ছিলেন।

যদু মিত্রের আপনার ভাই কিংবা অপর আর কেহ বড় একটা নিকট আত্মীয় ছিল না,—এই বিধবা বোনটীই ছিল তাঁহার একমাত্র সহোদরা। সেকালের জমিদারদিগের কন্যাগণ প্রায়ই শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিতেন না: এমন কি করাটা অপমানজনক মনে করিতেন। পিসি সে কালের জমিদারের কন্যা কাজেই তাঁহার ভাগ্যেও শ্বশুরালয়ে যাওয়া ঘটে নাই। তাঁহার স্বামী তাঁহার পিতার ঘরজামাই ছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় সে, নাকি গাঁজা খাইয়া খাইয়া রক্ত উঠিয়া হঠাৎ এক দিন এই শ্বশুরালয়েই মারা যায়,—কিন্তু বৈকুণ্ঠপিসি সে কথাটা কিছুতেই স্বীকার করিতে চান না। কেন? আজ অবধি তাহার কোন সঠিক মীমাংসা হয় নাই। পিসির বর্ণটা ছিল শ্যামবর্ণ,—গড়নটী ছিল ছিপ্-ছিপে। বয়স আন্দাজ প্রায় চল্লিশ। তাঁহার কাজের মধ্যে ছিল তিন;—প্রথম দিন রাত্রি বাটির গোমস্তা হইতে দাসদাসীর সহিত কেবলই খিটখিটিনি, দ্বিতীয় মিত্র মহাশয়ের কন্যাদ্বয়ের সহিত কথায় কথায় তুমুল কোন্দল;—তৃতীয় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দেশের ও দশের সমালোচনা। প্রথম প্রথম যদু মিত্র তাঁহার ভগ্নির এই পাড়ায় বেড়ান রোগটা নিরাময় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,—গ্রামের জমিদারের ভগ্নির এরূপ পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাটা যে বিশেষ

মানহানিকর ব্যাপার এ কথাটা বোধ হয় তিনি তাঁহার ভগ্নিকে দুই-শতবার বুঝাইয়া বলিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। পিসির পাড়া বেড়ান রোগটা একটুও কমে নাই। মিত্র মহাশয় ভগ্নির এই রোগটা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ছাড়াইতে না পারিয়া শেষ এ রোগ নিরাময় হইবার নয় ভাবিয়া আর কোন কথা বলিতেন না।

রাত্রের অন্ধকার বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের কালো আকাশের কালো অন্ধকার আসে পার্শ্বে ডোবা ও ঝোপের ভিতর জমাট পাকাইয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠপিসি এই সবে মাত্র পাচিকার সহিত একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া ভাড়ারের সম্মুখে বসিয়া একটু দম লইতে ছিলেন। সেই সময় মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কামনালতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পিসি মাথাটা তুলিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে কি রাজরাণীর নীচে নাম্‌বার অবসর হ'লো?"

কামনার কাণের ভিতর বোধ হয় সে কথা প্রবেশ করিল না,—সে পিসির সম্মুখে আসিয়া বলিল, "পিসিমা খাবার দাও।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদু মিত্রের দুই কন্যা,—বড়র নাম কামনা,—ছোটর নাম বাসনা। মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বৈকুণ্ঠপিসির মোটেই বনিত না। সেওতো পিসির ভাইঝি,—কাজেই বিবাদে তর্কে সেও বড় কম ছিল না। কিন্তু কনিষ্ঠা বাসনা দিদির ঠিক বিপরীত ছিল। ঝগড়া তর্কতো দূরের কথা সে বড় একটা কথাই কহিত না। মাথা নাড়িয়া সায় দিয়াই সে প্রতি কথার উত্তর সারিয়া লইত। সেইজন্য বাসনার সহিত বৈকুণ্ঠপিসির

বনিতও ভালো। তিনি যখন তখন যাহার তাহার নিকট বাসনারই সুখ্যাতি ছড়াইয়া আসিতেন কিন্তু কামনার কথা উঠিলে ভালো মন্দ কিছুই বলিতেন না কেবল একটু মুখ সিট্‌কাইতেন। তাহার কারণ তিনি যদি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করিতেন তবে সে কামনাকে। প্রকাশ্যে তাহার নিন্দা করিতে, সত্য কথা বলিতে কি তাঁহার সাহসে কুলাইত না। কামনার কথার উত্তরে তিনি নাকটা সিটকাইয়া,—মাথাটা বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "বলি হ্যাঁলা খাবারটা সন্ধ্যার আগে খেতেও কি মনে থাকে না? দিন রাত্তির ধেই ধেই করে বেড়ান কি ভালো! আমরাও তো জমিদারের মেয়ে,—তোর মতন তো অমন ধেই ধেই পানা আমাদের বাবার জন্মেও ছিল না। ছি ছি একেবারে ঘেন্না ধরালি। বাসী কোন সন্ধ্যে বেলায় খেয়ে গেছে, আর তোর তিন প্রহর রাত্রি না হ'লে আর খাবার সময় হয় না,—না? এই আমার সাত ছোঁয়া কাপড় নিয়ে এখন আমি ভাড়ারে ঢুকি কি করে বল্‌তো? মেয়ের কি সবই বাড়াবাড়ি।"

ষোড়শের পরিপূর্ণ যৌবনে কামনার সমস্ত দেহটী যেন ঢল্‌ঢল্‌ করিতে ছিল। তাহার দেহটী সুন্দর,—বর্ণটী গৌর। তাহার উপর ভাবের বাহারের কোন স্থানটুকুতেই অভাব নাই। চঞ্চল যৌবন তাহার হৃদয়ের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উচ্ছ্বলিয়া পড়িতেছিল। পিসির কথার কামনার সমস্ত মুখখানার উপর যেন একটা বিরক্তির ছাপ পড়িল;—সে ম্যাহা বিরক্তির স্বরে উত্তর দিল, "আমি অত কথার কারুর ধার ধরিনি। খাবার দেবে তো দাও না দেবে তো বল চলে

খাচ্ছি। ঘাট হয়েছে তোমার কাছে খাবার চেয়ে। তোমার হুকুম মত তো আর আমি খাবার খাব না।”

ভাইঝির [illegible] স্বরে পিসি একেবারে হুম্‌কি দিয়া উঠিল, “আমার হুকুমে যদি না খাবি, নিজে নিয়ে খেতে পারিস্‌নি। তোর বাপ তো আর আমায় তোদের মাইনে করা বাঁদী রাখেনি, যে তার মেয়েদের আমি নিত্যি খাবার জোগাব। আমার এই জ্বালার শরীর, তবু এই সংসারের সমস্ত কাজ করে মর্চ্ছি। মেয়ের কথার ছিরি দেখ না। আমি তোর অত কথার কি ধার ধারি না!”

ক্ষুধার সময় খাবার চাইয়া না পাইয়া একেই কাননার ভিতরটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, পিসির কথাগুলো তাহার উপর যেন আবার সজোরে বাতাস দিল; সে পিসির কথার মাঝখানেই একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, “ধার ধারতে তো কেউ বল্‌ছে না। ধার ধারতে এস কেন? আমি তোমার ও মুখনাড়া সহ্য কর্ব্বো না তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি। আজই যদি আমি না বাবাকে বলে আমার সব আলাদা করে নিই তা হ’লে আমার অতি বড় দিব্বি রইলো।”

আলাদা বন্দোবস্তের কথাটা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পিসি একেবারে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন, “নেনা, নেনা আলাদা বন্দোবস্ত করে, তার অত ভয় দেখাচ্ছিস্‌ কারে লা। আমি তোর বাপের কথার ধার ধারিনি, তুই তো তুই। যেমন মেয়ে ভাতার জুটেছেও তেমনি। দিন রাত পড়ে পড়ে কেবল তামাক টান্‌ছে। আমি হ’লে অমন ভাতারের মুখে মেয়ে লাতি মারি!”

স্বামীর নিন্দায় কামনার ভিতরটা রাগে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল। সে একেবারে পিসির মুখের সম্মুখে দুই হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি যে বড় আমার ভাতার তুল্লে? আমার ভাতার যেমন হক্ তুমি তার নিন্দে করবার কে? সে তো আর তোমার ভাতার হতে যাবে না। তুমি তাকে খোঁটা দেবার কে? সে তোমার খায় না পরে? তার ইচ্ছে সে দিন রাত তামাক টান্‌বে, তোমার তাতে কি? নিজে সাত জন্ম কপাল পুড়িয়ে আছেন, ভাতার কি সাত জন্মে চোখেও দেখেননি উনি আসেন ভাতার তুল্‌তে। ফের যদি তুমি আমার ভাতার তোলো তাহ'লে ভাল হবে না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

নাম করা ডাকসাইটে বৈকণ্ঠপিসি তিনিও তো সোজায় ক্ষান্ত হইবার মেয়ে নন। তিনি এবার একেবারে দাঁত মুখ খিচাইয়া হাউ হাউ করিয়া উঠিলেন, "দুশোবার ভাতার তুলবো কি কর্ত্তে পারিস্ কর। ভাতারের ভক্তি দেখে মেয়ের আর বাঁচিনি। ভাতারের মুখে দুশো লাতি মার্‌তেও তো ছাড়িস্‌নি। আজ আবার ভাতারের ভক্তি একেবারে যে উথ্‌লে উঠ্‌ছে। অমন ভাতারের মুখে আমরা নুড়ো জ্বেলে দিই। ঘরজামাই, তার আবার বড়াই।"

পিসি ও ভাইঝিতে বাধিয়াছে, যদিও এটা নূতন কিছু নহে তবুও দুই একজন দাসী আসিয়া আসে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফোড়ন দিবার জন্য জুটিতে লাগিল। কিন্তু পালাটা আজ আর তেমন করিয়া জমিতে পারিল না। জমিবার মুখেই যেন আসরের ওপর পাল চাপা পড়িল। বাহির বাটী হইতে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ছোট জামাইবাবু আস্‌ছেন।"

সহসা নিসুপ্ত রাত্রে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছাউনির ভিতর গোলা আসিয়া পড়িলে সকলে যে ভাবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়। পিসি ও ভাইঝি ঠিক সেই ভাবে অবাক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিল। কামনা প্রথম বিস্ময়ের ধমকটা কতক সাম্‌লাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট জামাইবাবু আসছেন সে কি রে? কোথায় তিনি,—কখন এলেন?"

ভৃত্য উঠানের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, "এই মাত্র এসেছেন,—ওই যে আস্‌ছেন।"

ভৃত্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই হিরণ আসিয়া সেই বারান্দার উপর উপস্থিত হইল। বারান্দায় উঠিয়া সর্ব্ব প্রথমই হিরণের দৃষ্টি পিস্‌শাশুড়ী ও জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার উপর পতিত হইল। সে ধীরে ধীরে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া মাথাটা একটু নীচু করিয়া দুইজনকেই দুইটা নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৈকণ্ঠপিসি বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি আশীর্ব্বাদ করিলেন অন্তর্য্যামী বলিতে পারেন; তিনি প্রকাশে বলিলেন, "এস, বাবা এস, চির জীবী হও।"

ভৃত্য এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, পিসির কথা শেষ হইবামাত্র সে বলিল, "বাবু বল্লেন, জামাইবাবুর জল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিতে।"

বৈকণ্ঠপিসি একটা ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই যা দেখি তোর নিজের কাজে। আমাদের ছেলে বাড়ী এসেছে আমরা জানি না কি কর্ত্তে হবে। ওনি জ্যাঠামি করে বলতে এলেন, বাবু বল্লেন জামাইবাবুকে জল খাবার দিতে। আজ

কালকার লোকজনও হয়েছে কি বেয়াড়া বাপু। না জামাইবাবুকে জলখাবার দেওয়া হবে না—ছাই দেওয়া হবে।"

ভৃত্য পিসিঠাকুরুণকে চিনিত। আর দ্বিতীয় কথা কহিলেই তুমুল কাণ্ড এখনি বাধিয়া যাইবে জানিয়া সে নীরবে আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ভৃত্য চলিয়া যাইবার পর কামনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ কোন পুকুরে মুখ ধুয়ে ছিলুম, সেই পুকুরেই রোজ মুখ ধোব। ভাগ্যি ভালো তবু যাহক্ ডুমুরের ফুল দেখা হ'লো,—বড় লোকের পায়ের ধুলো আমাদের বাড়ীতে পড়লো।"

হিরণ কোন কথা কহিল না, কথা কহিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। শ্বশুর মহাশয়ের খটখটে কথাগুলা তখনও তাহার কর্ণের ভিতর যেন করতালির মত ঝণঝণ করিতেছিল। সে তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার এই রসিকতার উত্তরে কেবল কষ্টে একটু মৃদু হাসিল। বৈকুণ্ঠপিসি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে কে আছিস্ শিগগির বাসীকে ডেকে দে। বল নীচে বড় মজা হয়েছে,—শিগগির দেখবে যাও।"

বাসনা উপরে শয়ন গৃহে মেঝের উপর বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল,—পিসির সেই হুঙ্কারটা উপরে তাহার কর্ণেও প্রবেশ করিল। সে তাড়াতাড়ি পুস্তকখানি এক পার্শ্বে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নীচে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য একটা কৌতূহল তাহার প্রাণের ভিতর তাল পাকাইয়া উঠিয়াছিল,—সে মহা ব্যস্ত ভাবে উপর হইতে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল। সে

সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। পিসি ও দিদির সম্মুখে বারান্দার উপর হিরণকে দেখিবামাত্র একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ তাহার সমস্ত শরীরের ভিতরে যেন তরতর করিয়া বহিয়া গেল। সে নামিবে কি উপরে ফিরিয়া যাইবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সেইখানেই পাষানের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিঁড়ির উপরের পদ শব্দ নিম্নে আসিবামাত্রই নিম্নের সব কয়টা দৃষ্টিই সিঁড়ির দিকে পতিত হইয়াছিল। হিরণের সচকিত দৃষ্টি বাসনার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও দেহের প্রতি শিরায় শিরায় কেমন যেন একটা আনন্দ প্রবাহ বহিয়া গেল,—তাহাতে তাহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে ফুলিয়া ফুলিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার মত হইল। সে পলক শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল,—দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না। পত্নীর দিকে ওরূপ ভাবে চাওয়াটা যে একটা বিশেষ লজ্জাজনক ব্যাপার সেটুকু সে একেবারে ভুলিল। বৈকুণ্ঠপিসি এক গাল হাসিয়া বাসনার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্ দেখ্ বাসী কে এসেছে দেখ্।"

তাঁহার কথায় বাসনার যেন চৈতন্য হইল, সে তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠনটা খুব খানিকটা মুখের উপর টানিয়া দিয়া, মহা সঙ্কোচিত ভাবে উপরে চলিয়া গেল। বাসনা চলিয়া গেল বটে কিন্তু সেই চকিতের দৃষ্টিতে হিরণ পত্নীর মুখখানি যেটুকু দেখিল তাহাতেই যেন তাহার প্রাণের ভিতর একটা নূতন লহর খেলিয়া গেল। আজ প্রায় সাত আট মাস সে তাহার পত্নীকে দেখে নাই,—এই সাত আট মাসের ভিতরই সে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল।

সাত আট মাস পূর্ব্বে সে যখন তাহার পত্নীকে দেখিয়াছিল, তখন তাহার দেহের উপর কিশোরের পূর্ণ বিকাশ চলিতেছিল, এক্ষণে প্রথম যৌবন সমাগমে সে মূর্ত্তি আরও মনোরম,—আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল তাহার প্রাণের সমস্ত অন্ধকার সচকিত করিয়া একখানা দামিনী যেন তাহার চক্ষের উপর খেলিয়া গেল। পলক শূন্য দৃষ্টিতে হিরণ সিঁড়ির দিকে চাহিয়াছিল কামনার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সে লজ্জায় দৃষ্টি নত করিল। কামনা এক গাল হাসিয়া বলিল, "আর ওদিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে কোন লাভ নেই। বাসীর যে লজ্জা সে এতক্ষণ ঘরে গিয়ে নিশ্চয়ই দোরে খিল দিয়েছে। আমার ছোট বোনটী যে কোন কর্ম্মের নয়। আমাদের হাতে পড়তেন তো মজা টের পেতেন। নাকে দড়ি দিয়ে ভাল্লুকের মত নাচিয়ে তবে ছাড়তুম।"

হিরণ নীরব ;—তাহার হইয়া উত্তর দিলেন বৈকণ্ঠপিসি, "নিজের আদিখ্যাতা আর নিজেকে কর্ত্তে হবে না,—তুই খুব মর্দ্দ আছিস্ তা সবাই জানে। এখন যা হিরণকে ওপরে নিয়ে বসাগে যা। আমি জলখাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

কামনা পিসির কথার আর কোন উত্তর দিল না। সে হিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আসুন জামাইবাবু উপরে।"

হিরণ এবারও কোন কথা কহিল না। তাহার প্রাণের ভিতর তখন চিন্তা সমুদ্র তোলপাড় করিতেছিল। সে নীরবে কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। কামনা উপরে উঠিয়া তুই তিনখানা ঘর অতিক্রম করিয়া একখানা ঘরের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল। হিরণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল কাজেই তাহাকেও সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। কামনা তাহার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "যান এই ঘরের ভেতর গিয়ে একটু বসুন। এর ভেতর আমার এক পোশা ভেড়া আছে। ততক্ষণ তার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা গল্প গুজব করুণ। আমি যাই দেখিগে পিসিমা আপনার জলখাবারের কি কল্লেন।"

হিরণ এতক্ষণে কথা কহিল;—মৃদুস্বরে বলিল, "জলখাবারের জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? জলখাবারের জন্যে আমি বিশেষ ব্যস্ত নই।"

"আপনি যে ব্যস্ত নন্ তা জানি কিন্তু বাড়ীতে জামাই এলে বাড়ীর লোকদের যে একটু ব্যস্ত হওয়া উচিত।" কামনা হিরণের আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, একটু মৃদু হাসিয়া আবার নীচের দিকে চলিয়া গেল। হিরণ ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতরকার আলোটা নিস্তেজ হইয়া জ্বলিতেছিল, তাহাতে গৃহের সবটা অন্ধকার সরিয়া যায় নাই, কেবল উপরের ছোপটা কাটিয়া গিয়াছিল মাত্র। হিরণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিল, গৃহের মেঝের উপর মোটা একটা শুভ্র ফরাশের মাঝখানে এক ব্যক্তি একটা তাকিয়ার উপর ভর দিয়া অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় পড়িয়া মুদ্রিত চক্ষে গুড়গুড়ি নলটায় মৃদু মৃদু টান দিতেছে। সেই মৃদু টানে যতটুকু তাম্রকূট ধূম বাহির হইতেছে তাহারই সুগন্ধে সমস্ত ঘরখানা একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। হিরণের গৃহ প্রবেশের শব্দে সেই ব্যক্তি গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে

বাহির করিয়া চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি কে বাবা অসময় হানা দিচ্ছ ?"

হিরণ অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "আমি হিরণ।"

"হিরণ অসময় কিরণ দিতে হাজির। সে কি রকম ?" সে ব্যক্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, জোর করিয়া চক্ষু খুলিয়া মহা বিস্ফারিত চক্ষে হিরণের দিকে চাহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুত্র বিহীন জমিদারের ঘর জামাতা হইতে পারিলে আর কিছু সুবিধা হউক আর না হউক আহারের পারিপাট্যটা রীতিমতই হইয়া থাকে। বিপ্রদাস সন্ধ্যার পর এক পেট জলযোগ করিয়া নিজের ঘরটীর ভিতর কোমল ফরাশের উপর পড়িয়া আল্‌বোলায় তামাক টানিতেছিল, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আলস্য জীবনের ভারবাহী সময়টা নিশ্চিন্তে ধ্বংস করিতেছিল। হিরণকুমারকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া সে বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। হিরণ শ্বশুরালয়ে যে আর কোন দিন আসিতে পারে বিপ্রদাসের সে ধারণাটুকুও আর ছিল না। আমি হিরণ শুনিয়াই সে একেবারে মহা বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়াছিল; তাড়তাড়ি বলিল, "এস এস ভায়া এস, বোস। অনেক দিন পরে যে,—বাড়ীর খবর সব ভালো তো? ওরে কে আছিস্ কলকেটা বদ্‌লে দিয়ে যা।"

হিরণ জুতা খুলিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া ফরাশের উপর বিপ্রদাসের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। বিপ্রদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর বাড়ীর সব খবর কি? মঙ্গল নিশ্চয়ই। অনেক দিন বাদে ব্যাপার কি,—পথ ভুলে নাকি?"

হিরণ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "নানা গোল্‌যোগে এত দিন আসা আর হয়ে ওঠেনি। একটা চাক্‌রী বাকরীর চেষ্টায় ঘুর্‌তে হচ্ছিল। তাই আর এখানে আসার সময় করে উঠ্‌তে পারিনি।"

চাক্‌রী বাক্‌রীর চেষ্টার কথায় বিপ্রদাস যেন বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে

পারিল না। মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "ভায়ার দেখ্‌ছি এখনও বেশ বিকার রয়েছে। আচ্ছা ভায়া একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি সেই চাকরী বাকরীরই চেষ্টা কর্ত্তে হ'লো, তবে ছাই বড়-লোকের মেয়েকে বিয়ে করে ফল কি হ'লো? ন দেবায় ন ধর্ম্মায়। সংসারেরও কাজে লাগলো না, খোরাকেরও সংস্থান হ'লো না। শুধু বিয়ে করাই সার। ও ছেটে ফেলে দাও চাকরী বাকরী, যখন সংসারের কাজে লাগবে না তখন খোরাকটারও সংস্থান হক। লাতি ঝাঁটা না বেমালুম হজম কর্ত্তে পাল্লে কি আর ঘরজামায়ের পূর্ণ সুখটুকু ভোগ করা যায়! গাঁজা চণ্ডু চরস খেয়ে কাণের ছেঁদা বন্ধ করে নিটোল হয়ে বসে থাক্‌তে পাল্লে তবে ঘর-জামায়ের সুখ পাওয়া যায়। ভায়া আমার মত বিকার ত্যাগ করে, একটা ঘর নিয়ে বসে যাও। মরতেই যখন হবে তখন ভাল ভাবে খেয়ে মরাই ভালো। আর মান অপমান ও সব কিছু নয়। ও সঙ্গেও আসেনি সঙ্গেও যাবে না।"

বিপ্রদাসের মুখের দিকে চাহিয়া হিরণ তাহার এই হিতোপদেশ গুলি বেশ উদ্‌গ্রীব ভাবে শুনিতেছিল। তাহার এই কথা গুলায় সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই লোকটা এই কথাগুলা এমন নিশ্চিন্ত ভাবে কেমন করিয়া বলিয়া ফেলিল। শ্বশুরালয়ে পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহাতে তো এ বিন্দুমাত্র লজ্জিত নহে। হিরণকুমার বিপ্রদাসের ভাব পাইল না। বিপ্রদাস নীরব হইলে সে আবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এখানে এমন ভাবে পড়ে থাকতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।"

বিপ্রদাস মাথাটা নাড়িয়া বলিল, “বিন্দু মাত্র না। বুঝলে ভায়া ও যাই কর প্রথম প্রথম সব বিষয়েই একটু আধটু অসুবিধে হয়ে থাকে কিন্তু একবার ধাতে বসে গেলে আর কোন অসুবিধে নেই। ও কেরাণী থেকে জজিয়তী পর্য্যন্ত ও যাই কর প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হতেই হবে। সে কেবল দু চার দিন তারপর আর কোন কষ্ট নেই। তোফা রাজার মত খাও আর চক্ষু বুজে ফর্সি টান।”

হিরণ এ কথার কি উত্তর দিবে, সে বিপ্রদাসের কথার কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইল না। যে পারে সে পারে তাহার দ্বারা ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্বশুরের অন্নে জীবন যাপন অপেক্ষা মৃত্যুও যে সহস্র গুণে শ্রেয়। নিজের মান মর্য্যাদা—এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সে শ্বশুর প্রদত্ত রাজভোগ খাইতেও প্রস্তুত নয়। হিরণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিপ্রদাস আবার বলিল, “ভায়া তুমি আগা গোড়াই ভুল কচ্ছ। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যে অন্ন দেবার জন্যে তোমার সাধ্য সাধনা কচ্ছেন তা কি কখন তোমার ছাড়া উচিত? আমি জোর ক’রে বলতে পারি কিছুতেই নয়।”

ভৃত্য গুড়গুড়ির কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গেল; বিপ্রদাস নলটা তুলিয়া লইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “নাও সে যা হয় পরে হবে, এখন এক ছিলিম তামাক টেনে শরীরটা একটু ধাতস্থ করে নাও। ট্রেনে আসার মানেই হচ্ছে শরীরটাকে একেবারে ভেঙ্গে চুরে ফেলা।”

বিপ্রদাস গুড়গুড়ির নলটা হিরণকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া

ধরিল ;—হিরণ তাহার মুখের উপর একটা মিনতির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি ত তামাক খাইনি।"

হিরণের কথায় বিপ্রদাস যেন একেবারে অবাক হইয়া গেল ;—সে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তামাক খাওনা সে কি হে ? তাইতো বলি তোমার বুদ্ধির গোড়ায় এখন ধোঁয়া পড়েনি তোমার বুদ্ধি পাক্‌বে কি করে ? চাণক্য পণ্ডিতের অত তীক্ষ্ন বুদ্ধি হয়ে ছিল কেন জান, দিন-রাত তামাক টানতো বলে ? না না, তুমি জমিদারের জামাই হবার একেবারেই উপযুক্ত নও। শ্বশুরের সম্পত্তির তুমি হ'লে অর্দ্ধেক অংশীদার আর তুমি কিনা তামাক খাও না। আরে ছ্যা তোমার দ্বারা জগতের কোনও কাজ হবে না। সম্পত্তি তো তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে না ভাই। না না ও সব ভালো-ছেলেগিরী ছাড়। সংসারে ও সব বুজরুকী চলবে না। নাও নাও তামাক ধর। শুধু তামাক কেন গাঁজা ধর্ত্তে পাল্লে আরোও ভালো হয়। সব দেবতার বড় দেবতা মহাদেব হ'লেন কেন জান, গাঁজাটা হরদম চালাতে পার্ত্তেন বলে। তাই সময় সময় মনে হয়, তামাক ছেড়ে গাঁজা ধরি। ধর্ত্তে পাল্লে বোধ হয় এত দিন ভালোই হ'তো, কিন্তু গন্ধটা বড়ই বিকট।"

হিরণ কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বৈকণ্ঠপিসিকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে নীরব হইল। পিসি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হিরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস, বাবা ও ঘরে এস, একটু জলখাবার খাবে চল।"

হিরণ পিসির মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল,

"এখন আর জলখাবারের দরকার কি? একেবারে খেলেই তো হ'তো।"

বৈকণ্ঠপিসি হিরণকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তা কি হয় বাবা, সেই কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছ একটু কিছু মিষ্টি মুখ না কল্লে কি হয়? নাও আর বেশী দেরী করোনা ওঠো।"

বাধ্য হইয়াই হিরণকে উঠিতে হইল, ক্ষুধা যে একেবারে পায় নাই তাহাও নহে। হিরণকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বৈকণ্ঠপিসি বিপ্রদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বিপ্র কিছু খাবে নাকি? চল না হিরণের সঙ্গে যা হয় কিছু খাবে।"

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "পিসিমা, যা জলখাবার খেয়েছি, তাতেই আমি আকণ্ঠ হয়ে আছি। ছোট জামাইবাবুকে ভালো করে যত্নটা আসটা কর যাতে লাগাম মুখে নেয়, আমার জন্যে চিন্তা কর্ত্তে হবে না। আমার ধাতে একেবারে বসে গেছে। পিসিমা আমি এখন একেবারে কাজের বাহিরে গিয়ে পড়েছি। বসে বসে খেয়ে খেয়ে আমার অবস্থা পি পু ফি শু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিট পুড়্‌ছে ফিরে শোও এটুকুও এখন আর বল্‌তে পারিনি; পি পু ফি শু দিয়ে সার্ত্তে-পাল্লেই ভালো হয়। আমায় কিছু বল্‌তে হবে না। আমি যে তার পেয়ে গেছি এখন আমায় মেরে তাড়ালেও এখান থেকে নড়বার জোটী নেই।"

বিপ্রদাসের কথার উত্তরে পিসি আর কিছু বলিলেন না, তিনি হিরণকে সঙ্গে লইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যে গৃহে হিরণের খাবার দেওয়া হইয়াছিল, পিসি সেই গৃহে হিরণকে আনিয়া

বলিলেন, "বোস বাবা ঐ আসনের ওপর, রাত অনেক হয়েছে যা হক্ একটু মিষ্টিমুখ কর।"

হিরণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহে বিশেষ আসবার পত্র কিছুই নাই। কেবল শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মেঝে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এই গৃহটী কেবল আহারের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। গৃহের মধ্যস্থলে একটা সুরঞ্জিত কার্পেট আসন পাতা হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রৌপ্য পাত্রে জলথাবার প্রদত্ত হইয়াছে। হিরণ ধীরে ধীরে যাইয়া সেই রৌপ্য পাত্রের সম্মুখস্থ কার্পেট আসনে উপবিষ্ট হইল। কামনা গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "খান, আবার বসে রইলেন কেন ?"

কামনার কণ্ঠ স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় হিরণের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। সে বেশ একটু লজ্জিত স্বরে বলিল," ও! আপনিও যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন্।"

হিরণের কথায় কামনা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে গালে হাত দিয়া বলিল, "ও মা,—তাও বুঝি দেখতে পান্নি। আজ কাল চোখেও বুঝি কম দেখছেন ? তাতো দেখতেই হবে,—এক বছরের ভেতরে যে তার নিজের স্ত্রীর খবর নেয় না, তার ওই রকম দুর্দ্দশাই হয়। চোখে কাণে কিছুই দেখতে পায় না।"

বৈকণ্ঠপিসি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তুই বাছা থাম। নাও বাবা খাও আর দেরী করো না।"

হিরণ আর কোন কথা কহিল না,—নীরবে জলযোগে মনোনিবেশ

করিল। শ্বশুরালয়ের জলযোগ তাহাতে অধিক সময় ব্যয় হয় না। প্রচুর আহারীয় সামগ্রী সম্মুখে রহিলেও, আহার অতি অল্পই করিতে হয়,—ইহাই চিরন্তন প্রথা। অধিক আহারে নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। কাজে কাজেই হিরণেরও জলযোগ অতি সত্বর সম্পন্ন হইয়া গেল। সে জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইল। কামনা তাড়াতাড়ি বলিল, "বাঃ বেশ খাওয়া হ'লো তো,—এর চেয়ে না বস্‌লেইতো হ'তো ভাল।"

হিরণ অতি লজ্জিত স্বরে উত্তর দিল, "আমি মিষ্টিটিষ্টি বড় বেশি খেতে পারিনি।"

বৈকণ্ঠপিসি মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বাছা যা খেয়েছ সেই ভালো। গাঁয়ের যে মরণ হয়েছে, ভালো জিনিষ কি কিছু পাবার যো আছে।"

তাহার পর কামনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন. "তুই বাছা এখন আর ওকে খাবার জন্যে বেশী পেড়াপেড়ী করিস্‌নি, তা হ'লে রাতে আর মোটেই খেতে পার্ব্বে না।"

আর কেহ কোন কথা কহিল না,—হিরণ জলযোগ শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জামাইবাবুর জন্য পূর্ব্ব হইতেই কামনা ডিবে করিয়া পান লইয়া আসিয়াছিল। হিরণের জলযোগ শেষ হইয়া গেলে, সে পানের ডিবেটা তাহার হস্তে প্রদান করিল। হিরণ পানের ডিবেটা খুলিয়া একেবারে দুইটি পান মুখে দিয়া চিবাইতে লাগিল। বৈকণ্ঠপিসি বলিলেন, "রান্নাও প্রায় শেষ হয়ে এল, খাবারও আর বড় দেরী নেই, যাও বাবা ততক্ষণ একটু বিপ্রার সঙ্গে বসে গল্প গুজব কর। যা কামী হিরণকে নিয়ে যা।"

কামনা খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "পিসিমা এখন কি আর জামাইবাবুর তার সঙ্গে গল্প গুজব ভালো লাগবে! যার সঙ্গে ভালো লাগবে সেইখানেই দিয়ে আসিগে। কি বলেন জামাইবাবু বাজে কাজে সময় নষ্ট করে ফল কি?"

বৈকুণ্ঠপিসি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নে বাছা তোর এখন ঢং রাখ,—আর বেচারীকে অমন করে দাঁড় করিয়ে রাখিস্ নি। সে বেচারী ওর জন্যে বসে আছে।"

হিরণকে সঙ্গে লইয়া কামনা আবার বিপ্রদাসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহের দরজার সম্মুখে আসিয়া অবগুণ্ঠনটা খুব খানিকটা টানিয়া দিয়া গৃহের ভেজান দরজাটা বেশ একটু শব্দ করিয়া খুলিয়া ফেলিল। গৃহের ভিতর বিপ্রদাস হিরণের আগমন প্রতীক্ষায় বেশ একটু সজাগ হইয়া বসিয়াছিল। দরজা খোলার শব্দে তাহার দৃষ্টি দ্বারের দিকে পতিত হইল। গৃহের ভিতরের প্রকাণ্ড কেরোসিনের আলোটা তখন বেশ সতেজেই জ্বলিতেছিল। বিপ্রদাস দেখিল তাহার পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ হিরণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। সে ফরাশের উপর একটা তাকিয়ার উপর একটু হেলিয়া পড়িয়াছিল,—একেবারে সটাং খাড়া হইয়া বসিয়া বলিল, "এই যে,—জামাইবাবুটীকে একেবারে পুরোদম খাইয়ে আন্‌লে তো। কুঁড়ো দাও,—কুঁড়ো দাও,—মাছ চারে এসেছে যখন তখন টোপ গেলা চাই। দেখো যেন শুধু ঘাই মেরে না চলে যায়। ঠিক এই আমার মত এমনি ধরা নড়ন চড়ন রহিত করে দেওয়া চাই। শুধুতো একজন বুড়ো মা তাঁকে ত্যাগ কর্ত্তে আর বেশী সময় লাগে

না। আবার মা, বাবা, ভাই বোন, সাতগুষ্টিকে ত্যাগ করাতে পেরেছ, তখন আর একটা মাকে ত্যাগ করাতে কতক্ষণ লাগবে। শুধু কুঁড়ো শুধু কুঁড়ো——"

হিরণ তখন বিপ্রদাসের পার্শ্বে ফরাশের উপর যাইয়া বসিয়াছিল। স্বামীর কথায় কামনা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ফোঁশ করিয়া উঠিল, "বসে, বসে, তোমাকে আর ল্যাজ নাড়তে হবে না। কেনা গোলাম, —তার আবার অত কথা। উঠতে বল্‌লে উঠতে হবে, বস্‌তে বল্‌লে বস্‌তে হবে। তা বুঝি মনে নেই।"

বিপ্রদাস বলিল, "মনে খুব আছে। ওরে তোদের নতুন জামাই-বাবু এসেছেন এক বার ভালো করে তামাক দিয়ে যা।"

"দিন রাত কেবল ভড়র ভড়র, জ্বালাতন।" কামনা মহা বিরক্ত ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। বিপ্রদাস তাহাকে বাধা দিল; বলিল, "দাঁড়াও দাঁড়াও চট কেন? তোমার ছোট জামাইবাবু এসেছেন, ভালো করে ধোঁয়া না দিলে ভেতরের ধোঁয়া কাটবে কেন? আহারটাই পৃথিবীর মধ্যে সার বস্তু এইটুকু বুঝতে না পাল্লে তো আর শ্বশুরবাড়ী পড়ে থাকা চলে না। শ্বশুরবাড়ী থাকৃতে গেলে পরমহংস হতে হয়। মনে একটু বিকার থাকৃলে আর শ্বশুরবাড়ী থাকা একেবারেই চলে না।"

কামনা কোন উত্তর দিল না,—কেবল স্বামীর প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কামনা চলিয়া যাইবার পর বিপ্রদাস হিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "জল-যোগ করে কি বল ভায়া এইবার একটু ধাতস্থ হয়েছতো, এইবার

দুচারটে সুখ দুঃখের কথা বল শুনি। মানুষের সঙ্গেতো অনেক কাল দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, আমার ভেতরে যে মানুষটা ছিল সেটাতো বনে এসে বন মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভায়া কথা কও চুপ করে থেক না। পড়ে পড়ে শ্বশুরের অন্ন খাচ্ছি বলে যদি দুটো গালাগালি দিতে ইচ্ছে হয়, প্রাণ খুলে দাও। ন্যায় অন্যায় যে কি তা যে বুঝিনি তা নয় তবে পারিনি এই যা। খবর নেই বাদ নেই হঠাৎ যে এসে হাজির হ'লে, মতলবটা কি তাও না হয় শুনি।"

হিরণ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি আমার এখানে আসবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তবে কি কর্ব্বো মার অনুরোধ কাজেই আস্‌তে বাধ্য হ'তে হ'লো।"

বিপ্রদাস বিস্ফারিত নয়নে হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তিনি এমন বেয়াড়া অনুরোধ কল্লেন কেন?"

হিরণ বার দুই মাথা চুলকাইয়া বলিল, "মা আমার স্ত্রীর মুখ থেকে একবার জান্‌তে চান, সে আমাদের ওখানে যেতে চায় কিনা।"

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "এই কথা। ধল্লুম, স্ত্রী না হয় বল্লেন,—তিনি আপনার ওখানে যেতে রাজি আছেন, কিন্তু তাতে ফল হবে কি? পাঠাবার মালিক যিনি তিনি যদি না পাঠান তাতে সে বেচারী কর্ত্তে পারে কি?"

ভৃত্য আবার গুড়গুড়ির কল্কেটা বদলাইয়া দিয়া গেল। হিরণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "সে যদি যেতে চায়, তা'হলে একবার শ্বশুর মশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো তিনি পাঠাতে চান কি না। যদি না পাঠান, তা হ'লে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত।

বিপ্রদাস গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়াছিল, সে তাহাতে বড় রকম একটা টান দিয়া বলিল, "অমন কাজও করো না। ভবি ভুল্‌বে নয়। আমার সৎ পরামর্শ শোন, মিছি মিছি সাপের ল্যাজে পা দিয়ে লাভ কি। যে ক'দিন এখানে থাক্‌বে যদি যত্ন খাতির চাও তবে ও কাজটা করো না। মিছে কতকগুলো খটখটে কথা শুনে লাভ কি?"

হিরণ কি একটা আবার বলিতে যাইতেছিল। সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, জামাইবাবু খাবার দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি গভীর বিশ্ব প্রকৃতি সুষুপ্তির কোলে অঙ্গ ঢালিয়া যেন একেবারে নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে ; সাড়া নাই,—শব্দ নাই চারিদিক একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। হিরণ আহারের পর দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার উপর পড়িয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। শ্বশুরালয়ের যে গৃহখানির ভিতর পড়িয়া সে এই চিন্তা সমুদ্রের ভিতর হাবুডবু খাইতে ছিল, সে গৃহখানি বেশ সুসজ্জিত। মূল্যবান আসবাব পত্রে গৃহের আগাগোড়া সুসজ্জিত ; যেখানে যে সামগ্রটীর প্রয়োজন সেখানে সে দ্রব্যটীর অভাব নাই। প্রাচীর গাত্রে বড় বড় আয়না,—চারি পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর আলমারী। দর্পণের উপরে দেওয়ালের গায়ে দেব দেবীর বড় বড় ছবি। হিরণের দৃষ্টি সেদিকে নাই, সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক্ষণে কি করিবে আর কি না করিবে তাহারই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বশেষ বিপ্রদাস তাঁহাকে যে কয়টি কথা বলিয়াছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই কথাটা তাহার প্রাণের ভিতর নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেছিল। পত্নী যদিই বা যাইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেই বা তাহার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে পাঠাইবেন কেন? তিনি যদি পাঠাইতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে সে কি করিবে? শ্বশুরের বিনা অনুমতিতে কেমন করিয়া তাঁহার পত্নীকে সে এখান হইতে লইয়া যাইবে? তাহা হইলে কি এখান হইতে তাহাকে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। না কখন না, তাহা কিরূপে

সম্ভব হইতে পারে? নেউল হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। পত্নীকে লইয়া যাইতে হইলে গাড়ীর বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন, কিন্তু তাহা এই পল্লীগ্রামে শ্বশুরের সাহায্য ব্যতীত মেলা একেবারেই অসম্ভব। এই সকল কথা নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে আর কিছুতেই এরূপ ভাবে শয্যার উপর পড়িয়া থাকিতে পারিল না, বার কতক এপাশ ওপাশ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি গৃহের প্রত্যেক আসবাব পত্রের উপর পতিত হইল। পালঙ্কের সম্মুখে প্রাচীর গাত্রে তাহার বিবাহের সময় যে ফোটাগ্রাফখানি তোলা হইয়াছিল তাহা টাঙ্গান রহিয়াছে। ছবিতে তাহার বর বেশে সজ্জিত প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে লাজ-আননা নববধূর বেশে তাহার পত্নী দণ্ডায়মানা। সে ছবিখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হিরণের কত কথাই মনে হইতে লাগিল, কত পুরাতন স্মৃতি, কত নূতন আশা তাহার হৃদয় পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ করিয়া নববধূকে গৃহে আনিয়া কত সুখে,—কত শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবে ভাবিয়াছিল, তাহার সে সকল আশা, সে সকল বাসনা জল বুদ্‌বুদের মত হৃদয়ের ভিতর একবারমাত্র বুদ্‌বুদ্ করিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। হিরণ এক দৃষ্টিতে ছবির দিকে চাহিয়াছিল, সহসা দরজা খোলার শব্দে সে চমকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিল। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, তাহার পত্নীকে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা কামনা। কামনা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "এই নিন জামাইবাবু আপনার জিনিষ বুঝে পড়ে নিন্।

রাত অনেক হয়েছে,—এইবার যত পারেন সমস্ত রাত ধরে ফুসফুস্ গুজ্ গুজ্ করুন।”

কামনা কনিষ্ঠা ভগ্নিকে গৃহের ভিতর রাখিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাসনা তাহায় অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া থাকায় তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। ভগ্নীর অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, “মরণ আর কি, আমার আঁচল ছাড়,—রাত অনেক হয়েছে আমি শুইগে যাই।”

বাসনা দিদির অঞ্চল ছাড়িয়া দিল, কামনা আর কোন কথা না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া দরজাটা টানিয়া বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। বাসনা দ্বারের অর্গলটা বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া পালঙ্কের সম্মুখে দাঁড়াইল। হিরণ আদরে পত্নীকে সম্ভাষন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল না, এই লাজ বিজড়িত চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার সম্মুখে কে যেন আজ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার দেহের সমস্ত কলকব্জা যেন একেবারে বিকল হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত প্রাণটা কেমন যেন আনচান করিয়া উঠিল। আজ কত দিন তাহার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু পত্নীর সহিত এইবার লইয়া তাহার সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চমবার সাক্ষাৎ। হিরণ অনেক চেষ্টা করিয়াও এই বালিকার সহিত একটীও কথা কহিতে পারিতে ছিল না, ক্রমেই যেন কেমন লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু ভগবান বোধ হয় করুণা পরবশ হইয়া তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বাসনা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অতি মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা

করিল, "তুমি আমায় কবে নিয়ে যাবে? সেই বলে গেছলে শিগ্‌গির নিয়ে যাবে, কই তারপর তো এক বৎসর হয়ে গেল নিয়ে গেলে না?"

হিরণ তাহার পত্নীর মুখে এমন কথা শুনিবার একেবারেই আশা করে নাই। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। গৃহের উজ্জ্বল আলোকে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে ঢাকা পত্নীর মুখখানি আজ তাহার বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। সেই মুখখানির উপর সে আজ যে সৌন্দর্য্যের সুষমা দেখিল তাহা পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই। সে এক দৃষ্টিতে পত্নীর সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। স্বামীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বাসনা আবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্‌ছো,—তোমার শরীর ভাল আছে তো, মা ভাল আছেন তো?"

হিরণ এইবার মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমার শরীর ভাল আছে,—মাও বেশ ভালই আছেন?"

স্বামীর মুখের দিকে একটা কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বাসনা অতি মৃদুস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে অমন করে ভাবছ কি?"

পত্নীর মধুর স্বরে হিরণের প্রাণের সমস্ত তার যেন একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এমন। আমি ভেবেছিলুম তুমিও বুঝি তোমার বাবার মত।"

বাসনা নীরব! হিরণ দেখিল, পত্নীর সেই ঢলঢলে চক্ষু দুইটী অশ্রুজলে ছলছল করিতেছে। এই সামান্য কথা কয়টীতে সে যে এমন প্রাণে আঘাত পাইবে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পুস্তক

লইয়াই তাঁহার চির জীবনটা কাটিয়া আসিয়াছে,—বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অসীম প্রেম কেতাবে সে অনেক পড়িয়াছে কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার আস্বাদন করা তাঁহার ভাগ্যে কোন দিন ঘটে নাই। তাই পত্নীর অশ্রু পরিপূর্ণ নয়ন দুইটীর কাতর দৃষ্টি তাহার প্রাণে একটা তীব্র বেদনার সৃষ্টি করিল। সে শত সোহাগে পত্নীকে হৃদয়ে টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কি সাধ যে তোমায় এখানে ফেলে রাখি? তোমার বাবা যে তোমাকে আমাদের ভাঙ্গা কুটীরে পাঠাতে চান না। এ অবস্থায় বল দেখি তোমায় কেমন করে নিয়ে যাই?"

এ কথায় বাসনা কি উত্তর দিবে! সে স্বামীর বুকের উপরে মাথাটী রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। হিরণ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "তোমার বাবা চান আমি এখানে থাকি। কিন্তু তুমিই বল না, যে মানুষ,—যার একটুও আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান আছে সে কি কখন শ্বশুরবাড়ী পড়ে থাকতে পারে? যার এতটুকুও মনুষত্ব আছে সে কিছুতেই পড়ে পড়ে শ্বশুরের অন্ন হজম কর্ত্তে পারে না। আমি শ্বশুরবাড়ী পড়ে থাক্‌তে পারি না কাজেই তোমার বাবা আমার ওপর চটা। কিন্তু কি কর্ব্বো আমি তা পারি না। তুমিই বল না আমার এখানে পড়ে থাকা কি উচিত?"

বাসনা স্বামীর বুক হইতে মাথাটা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "না, —না,—তা কি করে হবে! তা হ'লে মার যে ভারি কষ্ট হবে। তিনি কি কখন একলা থাকতে পারেন? তুমি বাবাকে বলে আমায় তোমার সঙ্গে এবার নিয়ে চল।"

হিরণ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমাকে নিয়ে যাব বলেই এবার এসেছি। মা'ও আমায় সেইজন্যেই পাঠিয়েছেন! আমি তোমার বাবাকে কাল সে কথা বল্‌বো কিন্তু তাতে তোমার যাওয়ার কত দূর হবে তা বল্‌তে পারিনি কারণ তোমার বাবা যে তোমায় পাঠাবেন সে বিশ্বাস আমার মোটেই নেই। তবু বলে দেখি।"

স্বামীর কথায় বাসনার চক্ষু দুইটী আবার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। স্বামীর এই কথা কয়টীতে তাহার প্রাণে যে কি বেদনা বাজিল তাহা কেবল অন্তর্যামীই বুঝিলেন। পিতা যদি পাঠাইতে অসম্মত হন তাহা হইলে চিরদিনের মত তাহার জীবনটা একেবারে অসার হইয়া যাইবে। নারীর সাক্ষাৎ দেবতা,—জন্ম জন্মান্তরের সাধনার সামগ্রী যে স্বামী,—জীবন যদি তাহারই সেবায় উৎসর্গ না হয় তাহা হইলে সে জীবনে ফল কি? যে নারীর প্রাণ পতি দেবতার চরণে নির্ম্মাল্য না হয় তাহার ন্যায় ভাগ্যহীনা পৃথিবীতে আর কে আছে? বাসনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা স্বামীর মুখের দিকে বড় একটা করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে কি হ'বে? আমি কেমন করে এখানে পড়ে থাক্‌বো। তা হ'লে আর কি আমার জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

হিরণ পত্নীর কথায় বাধা দিল,—ধীরে ধীরে বলিল, "আর দেখা হবে না এ কথা আমি তোমায় কেমন করে বল্‌বো। তুমি আমার ধর্ম্ম-পত্নী যখনই তুমি আমার ঘরে আস্‌বে তখনই আমি তোমায় আদর করে ঘরে তুলবো। তোমার তো কোন অপরাধ নেই,—বিনা অপরাধে আমি আমার ধর্ম্ম-পত্নীকে ত্যাগ কর্ব্বো কোন হিসেবে,

কিন্তু কি কর্ব্বো আমি তো তোমায় জোর করে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারিনি,—আমার তো সে শক্তি নেই। আমি নিঃস্ব গরীব,—তোমার বাবা ধনশালী জমিদার। কাজেই ন্যায্য হউক আর অন্যায্য হউক তাঁর কথাই থাকৃবে। পৃথিবীতে আজ কাল অর্থেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপ হয়েছে। যাক সে কথা এবারও যদি তোমার বাবা তোমাকে আমার সঙ্গে না পাঠান তা হ'লে আর আমার এখানে আসা কিছুতেই উচিত নয়। আমিও আর এখানে আসবো না।"

হিরণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বাসনার দুই নয়ন বহিয়া বেদনার উত্তপ্ত অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার পকেটে রুমাল ছিল সে তাহা বাহির করিয়া পত্নীর চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ছি, কেঁদনা। দেখ আজ কত দিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আজ আমার প্রাণে কত আনন্দ। এ সময় যদি তুমি কাঁদ তা হ'লে কি আর আমার প্রাণে কোন আনন্দ,—কোন শান্তি থাকৃতে পারে ?"

বাসনা প্রাণপণ শক্তিতে চোখের জল দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অবাধ্য চোখের জল সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না,—সে যেমন ঝরিয়া পড়িতে ছিল তেমনই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আমি কি কর্ব্বো ?"

হিরণ পত্নীর চিবুকটী ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানকে ডাকৃবে,—তিনি মঙ্গলময়,—তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল কর্ব্বেন। যদি তাঁকে তেমন করে ডাকৃতে পারো নিশ্চয়ই আবার এক দিন না এক দিন

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। তুমি আমার ঘরের গিন্নি হয়ে আমার প্রাণে শত সুখ ঢেলে দেবে।"

কথায় কথায় তাহার পর পতি পত্নীর ভিতর কত কথাই হইল। সুখ দুঃখ,—আশা নিরাশার ভিতর দিয়া এত শীঘ্র কেমন করিয়া রজনী চলিয়া গেল তাহা যেন তাহারা বুঝিবারও অবসর পাইল না। পূর্ব্ব দিক উষার আলোয় রঞ্জিত হইয়া উঠিল;—কাক, কোকিল উষার বর্ণনা সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গৃহের গবাক্ষের ভিতর দিয়া শীতল সমীরণের সহিত প্রভাতের আলো হু হু করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। বাসনা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল "সকাল হয়ে গেছে এখন তবে আমি যাই ?"

হিরণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এস।"

বাসনা ধীরে ধীরে পালঙ্ক হইতে নামিয়া, স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। হিরণ একটা গাড় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষে হিরণ গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখিল, দ্বারের পার্শ্বেই ভৃত্য তাহারই অপেক্ষায় গাড়ু ও তোয়ালে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বন্দোবস্তের কোনই ক্রুটী নাই। সে অতি সত্বর প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈটকখানা-বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। এই বৈটকখানা বাটীটি সম্প্রতি নির্ম্মান হইয়াছে,—আধুনিক ফ্যাসানে বাড়ীখানি সজ্জিত। তাহাতে প্রবেশ করিলে একেবারে যেন নূতনের ভিতর আসিয়া পড়িতে হয়। এই বাড়ীখানি যদুনাথ মিত্র বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জামাতাদিগের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মান করাইয়াছেন। হিরণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিপ্রদাস তাঁহার পূর্ব্বেই প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া তথায় আসিয়া বসিয়াছে। হিরণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া,—সে একটা হাই তুলিয়া বলিল, "এস ছোট কর্ত্তা এস। আমি তোমারই অপেক্ষায় বসে আছি। তারপর রাত্তিরের খবর কি? ছোটগিন্নি যত্ন খাতির কল্লেন কি রকম? কোন অসুবিধে টসুবিধে হয়নি তো?"

হিরণ মৃদু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না, অসুবিধে হবার তো কারণ নেই।"

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "অন্য কিছু নয় আমাদের দেশের বড়লোকের মেয়েরা জানিনে কেন একটু বেশী মুখরা হয়ে দাঁড়ায়। সেই অসুবিধেটার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি। ছোটগিন্নি রাত্তিরে বেশ একটু শান্ত ছিলেন তো?"

হিরণ সম্মতিসূচক কেবল ঘাড় নাড়িল,—বিশেষ কোন উত্তর দিল না। বিপ্রদাস বলিল, "খুব ভালো তা হ'লে আর কথাবার্ত্তা নেই। জমি নিয়ে বসে যাও। কোথায় টোটো করে ভাতের চিন্তায় বেড়াবে, এখানে নির্ভাবনায় চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার, এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে,—না কোন মানুষে ছাড়ে? প্রথম দু একটা দিন একটু বাধ বাধ ঠেক্‌বে বটে সে কিছুই নয়। শুধু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চক্ষু বুঝে তামাক টান। রাতের পর দিন, আর দিনের পর রাত আসুক্ আর যাক্। দুনিয়ায় প্রলয় হ'লেও চোখ খুল না, দেখবে তোফা আরামে আছ।"

ভৃত্য জামাইবাবুদিগের প্রাতঃকালীন জলখাবার লইয়া উপস্থিত হইল, বিপ্রদাস তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এই পয়লা নম্বর সুরু হ'লো, তারপর ক্রমাগতই চল্‌বে। এমন যাচা অন্ন কি কেউ ত্যাগ কর্ত্তে পারে? নাও আর দেরী করে লাভ কি, আমাদের কাজ আমরা সুরু করে দিই।"

বিপ্রদাস জলখাবারের রেকাবী একখানা হিরণের দিকে ঠেলিয়া দিয়া একখানা নিজের দিকে টানিয়া লইল। তাহার পর হিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ভাবছ, ভাববার, চিন্তবার এর ভেতর কিছু নেই। বড়লোকের ঘর জামাইয়ের কাজই হ'লো খাওয়া আর শোয়া। তখন আর সে বিষয়ে দ্বিধা নেই চিন্তা নেই।"

বিপ্রদাস আরম্ভ করিয়া দিল কাজেই হিরণকেও আহার সুরু করিতে হইল। প্রায় রেকাবী শেষ করিয়া বিপ্রদাস সহসা হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর এখন মায়ের ব্যবস্থা

কি কর্ব্বে ভাবছ, তাঁকেও কি এইখানেই আনবে স্থির করে নাকি ?"

হিরণের আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল,—সে হাতটা গ্লাসের জলে ধুইয়া ফেলিয়া,—বিপ্রদাসের কথার তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "সেকি মাকে এখানে আনবো কি ? আমি আজই বাড়ী ফিরে যাব ভাব্‌ছি।"

"আজই বাড়ী ফিরে যাব সে কি রকম হে ?" বিপ্রদাস চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ যেন একেবারে অবাক হইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কথাটা যেন একেবারে বিশ্বাসের কথাই নয়—এইরূপ তাহার মুখ চোখের ভাব হইল। হিরণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি আজ আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাব স্থির করেছি। সেও তাতে সম্মত আছে।"

বিপ্রদাস মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তাই নাকি ? কিন্তু যিনি পাঠাবেন তিনি তো সম্মত হ'বেন না।"

হিরণ বিপ্রদাসকে বাধা দিয়া বেশ একটু আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন,—তাঁর না পাঠাবার তো কোন কারণ নেই। তাঁর মেয়ে যখন যেতে রাজি আছে তখন তিনি আপত্তি করবেন কেন ?"

বিপ্রদাস চীৎকার করিয়া হাঁকিল, "ওরে কে আছিস তামাক নিয়ে আয়।"

তাহার পর হিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কেনর কোন কেন নেই। শুধু বুঝতে হবে, এই রকমই বড় লোকেরা করে থাকে। দেখ ছোটকর্ত্তা তোমায় একটা সৎ-পরামর্শ দিই,—শ্বশুর মশাইকে যাই বল,

আর যাই কর ওই তার মেয়েটিকে নিয়ে যাবার নাম করো না। করেছ কি সর্ব্বনাশ। নিজে যদি নেহাত থাকতে না চাও সোজাসুজি চলে যাও। পরিবারটি সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছ কি গেছ।”

বিপ্রদাসের কথাগুলা হিরণের নিকট একেবারেই ভালো ঠেকিল না,—সে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তা কেমন করে হয়। নারায়ণশীলার সম্মুখে আমি যাকে ধর্ম্ম-পত্নী বলে গ্রহণ করেছি বিনা দোষে আমি তো তাকে ত্যাগ কর্ত্তে পারিনি। সে যখন আমার সঙ্গে যেতে চায় তখন কি আমার কর্ত্তব্য নয় তাকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া? নিয়ে যেতে পারি না পারি সে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখাও আমার কর্ত্তব্য।”

ভৃত্য গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল। বিপ্রদাস নলটা তুলিয়া লইয়া একেবারে তাকিয়াটার উপর হেলিয়া পড়িল। হিরণ বেশ একটু আবেগের সহিত বলিতে লাগিল, “আপনি পারেন, আমি পারিনি। হাত পা থাকতে এমন অলসভাবে বসে শ্বশুরের অন্ন গ্রহণ করা এটা একটা মহাপাপ বলে আমার মনে হয়। ভগবানের নিয়ম স্বামীই স্ত্রীকে প্রতিপালন কর্ব্বে,—স্ত্রী স্বামীকে প্রতিপালন কর্ব্বে না। নিজের মান মর্য্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে শ্বশুরের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে মরা কি ভাল নয়?”

বিপ্রদাস বেশ মৌজ করিয়া তামাক টানিতেছিল,—সে খুব এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হিরণ তাহার হাসিতে বেশ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, “আপনি হাসতে পারেন। কিন্তু এর ভেতর হাসির কথা যে আপনি কোথায় পেলেন,

—বুঝতে পারলুম না। আপনার মত লোকের এভাবে শ্বশুরবাড়ী পড়ে থাকা কি উচিত,—এই তাচ্ছল্যের রাজভোগের চেয়ে বাড়ীর মাছ ভাত যে ঢের শান্তির।"

বিপ্রদাস উঠিয়া বসিয়াছিল,—ফুর্‌সির নলটা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "উচিত যে নয় সে তুমিও যেমন বোঝ আমিও ঠিক তেমনই বুঝি। কিন্তু উচিত বুঝে কচ্ছি কি? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। এখন আর ভেবে ফল কি? বড়লোকের বাড়ী যখন বিয়ে করেছিলুম তখনই তো জানি এই রকম হবে। এখন আর বৃথা লম্ফঝম্ফে লাভ কি? তার চেয়ে সদাশিব হয়ে পড়ে থাকাই, কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যা ভাল বোঝ চাঁদ তাই কর তবে কথা হচ্ছে এই তোমার বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করা একেবারেই উচিত হয়নি। কাদা মাখবে না অথচ মাছ ধর্ব্বে তাও কি কখন হয়।"

বিপ্রদাসের কথার উত্তরে হিরণ আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু যদুনাথ মিত্রকে তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে নীরব হইল। যদুনাথ মিত্র গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে ছোট জামাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন থাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধে হয়নি তো?"

হিরণ ঘাড় নাড়িয়া শ্বশুর মহাশয়ের কথার উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।"

যদুনাথ মিত্র সদল বলে আসিয়া ফরাশের উপর উপবিষ্ট হইলেন।

এক ব্যক্তি মিত্র মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এইটী মিত্র মহাশয়ের ছোট জামাই বাবাজী বুঝি। আহা জামাই নয়তো যেন সোনার চাঁদ। রূপের কি চটক।"

নটবর পার্শ্বে বসিয়াছিল,—সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "মিত্তিরজায়ের জামায়ের রূপের চটক হবে নাতো কি তোর জামায়ের রূপের চটক হবে। ব্যাটার কি কথারে? মোসাইবী করবারও একটা ভঙ্গিমে নেই।"

তাহার পর হিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তারপর বাবাজীর কি করা হয়?

হিরণ অবনত মস্তকে উত্তর দিল, "এখন বিশেষ কিছু করিনি, সম্প্রতি বি, এল পাস করেছি।"

যদু মিত্র জামাতার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সব ভালো শুধু ওই এক দোষেই বাবাজীকে সেরেছে। বিষ নেই কিন্তু কুলো পানা চক্র আছে। যাক এখন যখন আমার মেয়েকে বিয়ে করেছ তখন অমন হাঘোরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আমার মুখে আর চুণ কালি লেপ না। এখানে খাও দাও আরামে থাক। আমি আজই তোমার মাকে আন্‌বার বন্দোবস্ত কচ্ছি। যদু নাথ মিত্তির ভাত দিতে কখন কারুকে পেচ পাও হয় না।"

আসে পাশে একেবারে পাঁচ সাত জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তা কি আর বল্‌তে। আপনাদের বংশেরই যে ওই ধারা। ভাত খেতে চেয়ে এ বাড়ী থেকে ফিরতে হয়েছে এ কথা কখন কেউ শোনেনি।"

মাতাকে আজই আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে শুনিয়া হিরণ বেশ একটু বিস্মিত হইয়া শ্বশুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার জননী এখানে আসিবে কোন হিসাবে! সে উপযুক্ত পুত্র জীবিত থাকিতে, পুত্রের শ্বশুরের অন্নে মাতা প্রতিপালিত হইবে? তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে ঊর্দ্ধলোক হইতে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ঘৃণায় তাহার দিকে ফিরিয়াও চাইবে না। সে জীবিত থাকিতে তাহার বংশ মর্য্যাদা,—তাহার পিতার গৌরব সে কিছুতেই লুপ্ত হইতে দিতে পারে না। মিত্র মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতাকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, "সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই আমি আজই লোক জন পাঠাচ্ছি। তোমার মার আসার যাতে কোন অসুবিধে না হয় সে বন্দোবস্তের কোন ত্রুটী হবে না। আর যা তোমার কুঁড়ে আছে সে থাকলেই বা কি গেলেই বা কি? সে ঘরে তোমরা থাক কি করে আশ্চর্য্য, তাতে তো গোয়াল ঘরও হয় না।"

শ্বশুরের এই অবজ্ঞার কথায় হিরণের মর্য্যাদায় আঘাৎ লাগায় সমস্ত ভিতরটা যেন একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পিতার বাটী, পিতামহের ভিটা থাকিলেই বা কি যাইলেই বা কি? যাহার প্রতি ধূলিকণার সহিত জীবন তাহার বর্দ্ধিত,—শষ্য শ্যামলা জন্মভূমি যে তাহার নিকট কত পবিত্র তাহা অর্থশালী দাম্ভীক ধনী কি বুঝিবে? সেই ঝরঝরে কুঁড়েই যে রাজ প্রাসাদের চেয়েও গৌরবের সামগ্রী মহা তীব্র স্বরে আর একটু হইলেই সেই কথাটা হিরণের মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল কিন্তু সে মহা কষ্টে নিজেকে

সামলাইয়া লইয়া অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "আজ্ঞে আমি আজ বাড়ী যাব ভাব্ছি।"

জামাতার কথায় মিত্র মহাশয়ের চোখের তারা দুইটা কপালে উঠিবার চেষ্টা করিল। বহু দিন পরে হিরণকে আসিতে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন দারিদ্র কষ্টে পড়িয়া,—আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া এত দিন পরে জামতা তাহার আশ্রয় হইল। কিন্তু জামাতার মুখে একি কথা? কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে, এই সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে ইহারই ভিতর গমনের প্রস্তাব। হিরণের কথাটা শুনিয়া প্রথম একটু মিত্র মহাশয় অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সে অতি অল্প সময়ের জন্য, পর মুহূর্ত্তেই একটা প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁহার সমস্ত দেহটা ফুলিয়া ফাপিয়া লাল হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এমন আসবারতো কোন প্রয়োজন ছিল না;—তোমার ও মূর্ত্তিখানা দেখবার জন্যে আমিতো বড় ব্যস্ত হয়ে পড়িনি। যে সেখানা আমায় একবার দেখাবার জন্যে এসে হাজির হয়েছ। আমার অতি গেরো ছিল তাই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তোমার মত জামায়ের মরণই মঙ্গল। হতছাড়ার ঘরে মেয়ে দিয়ে একেবারে হাড়ে নাড়ে জ্বালাতন।"

নটবর হাতখানা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আহা আহা ওকি কথা,—হাজার হক্ জামাই কুটুম।"

মিত্র মহাশয় রাগে কাঁপিতেছিল নটবরকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জামাই কুটুম! অমন জামায়ের মুখে আমি পঞ্চাশ বা জুতো

মারি। তেজের কথা শোন না, আমি আজই বাড়ী ফিরে যাবো। যাবি তো এলি কেন? বড় বাড়ী শিখেছে, বাড়ীতো কেমন একখানা ঝরঝরে কুড়ে তার আবার এত বড়াই। তোমার মত জামায়ের আমি মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে চাইনি।"

হিরণ অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, শ্বশুরের কটুক্তিগুলা শক্তিশেলের মত হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। সে যে কি কষ্টে আত্ম সংযম করিতেছিল সে হিসাব দিতে পারেন সে কেবল অন্তর্য্যামী। এতক্ষণে শ্বশুরকে নীরব হইতে দেখিয়া সে মাথাটা তুলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আমার মুখ দেখুন আর না দেখুন সে জন্যে আমি দুঃখিত নই,—আমিও আর আপনাকে মুখ দেখাতে আসবো না। তবে আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই, সেও যেতে রাজি আছে, আপনি এখন তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিবেন কি না সেইটুকু শুধু জানতে চাই।"

আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতে ছিল, হিরণের এই কথাগুলা আবার তাহাতে যেন বাতাস দিল। মিত্র মহাশয় রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, "যত বড় মুখ ততবড় কথা। ঘুটে কুড়ুনির ব্যাটা পদ্মলোচন হয়েছে,—স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন। এ যেন একটা ছোট লোকের মেয়ে পেয়েছে কিনা! তোর বাড়ীতে যদু মিত্রের মেয়ে কখন পা ধুয়ে দিয়েও আসবে না। ব্যাটা আমার মেয়েকে বিয়ে করে একেবারে মাথাটা কিনে নিয়েছে। এখনি আমার বাড়ী থেকে দূর হ'

ব্যাটা পাজি ছুঁচো, নইলে দরওয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেব।"

হিরণ এ পর্য্যন্ত প্রাণপণ শক্তিতে কোন ক্রমে নিজেকে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল,—কিন্তু আর পারিল না;—মনুষে পারে না। সে এবার বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে শ্বশুরের কথার উত্তর দিল, "স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীলোকের পা ধুতে পাওয়াটাও অনেক পুণ্যের দরকার। আপনি যার বাবা, সে মেয়ের এ পুণ্যি থাক্‌তেই পারে না যে সে স্বামীর বাড়ীতে পা ধুতে পাবে। পূর্ব্ব জন্মের তার অনেক পাপ ছিল তাই সে আপনার মেয়ে হয়ে জন্মেছে। টাকার অত বড়াই কর্ব্বেন না, জান্‌বেন এখন মর্য্যাদার এত ক্ষমতা আছে যে সে অনায়াসে ঐশ্বর্য্যের মাথায় পদাঘাত কর্ত্তে পারে।"

যদুনাথ মিত্র এইবার ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন, তিনি একেবারে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "দারওয়ান, দারওয়ান। ব্যাটাকে ঘাড় ধরে এখনি বের করে দাও। ব্যাটার বড় লম্বা লম্বা কথা হয়েছে না। জুতিয়ে মুখ সিধে করে দিচ্ছি।"

হিরণ ফরাশ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ঘাড় ধরে কাউকে বের করে দিতে হবে না—আমি নিজেই যাচ্ছি কিন্তু যাবার সময় ব'লে চল্লুম, ঈশ্বর যদি থাকেন তবে এক দিন এমন দিন আসবে যে দিন এই পায়ে ধরে যদু মিত্তির কাঁদতে কাঁদতে তার মেয়েকে আমার সেই কুড়েতে দিয়ে আসতে পথ পাবে না।"

যদুনাথ মিত্র জামাতাকে আক্রমণ করিবার জন্য ব্যাঘ্রের মত একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু মহা ব্যস্ত ভীত ভাবে ভৃত্যকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইল। ভৃত্য গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মহা ভীতি-স্বরে সংবাদ দিল, "বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে,—ছোটদিদিমণি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।"

"ছোটদিদিমণি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।" যদু মিত্র ভীত ভাবে ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ স্নেহ সজোরে তাঁহার হৃদয়ে আঘাৎ করিয়া তাঁহাকে একেবারে মহা বিচলিত করিয়া ফেলিল। তিনি ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, কথা! ডাক্তারকে খবর দে,—ডাক্তারকে খবর দে।"

ভৃত্য মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে ডাক্তার বাবুকে খবর দেওয়া হয়েছে। পিসিমা আপনাকে ডাকছেন, আপনি একবার ভেতরে চলুন।"

মিত্র মহাশয় সত্যই কন্যা দুইটীকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। কন্যা দুইটীই ছিল তাঁহার প্রাণ। কন্যার ব্যাধির কথা শুনিয়া তাহার আর অপর কিছু ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবসর রহিল না, তিনি মহা ব্যস্ত ভাবে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিলেন। ছোটদিদিমণি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া হিরণও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—তাহার একবার ইচ্ছা হইল অন্তঃপুরের ভিতর ছুটিয়া যায় কিন্তু পরক্ষণেই শ্বশুরের কথা গুলা মনে হওয়ায়

তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা প্রাণেই মিলাইয়া গেল। সে একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিতেছিল, বিপ্রদাস ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিল। বিপ্রদাসের ইঙ্গিতে হিরণ অনিচ্ছা সত্বেও দ্বারের নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস গম্ভীর স্বরে বলিল, "যেওনা একটু দাঁড়াও এ সময় রাগ-করে চলে যাওয়া ঠিক নয়। ছোট গিন্নি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন;—যখন এখানে রয়েছ তখন একবার তাকে দেখে যাওয়াও উচিত।"

হিরণের প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বুঝিতে ছিলেন। তাহার দেহের শিরা অনুশিরা পর্য্যন্ত তখনও সেই নিদারুণ অপমানে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। ক্ষোভে দুঃখে তাহার একেবারে কণ্ঠ রোধ হইয়া গিয়াছিল, সে বিপ্রদাসের কথার উত্তরে মহা কষ্টে বলিল, "এ বাড়ীতে জীবনে আর আমি কখন পা দেব না। যদি সে বেঁচে থাকে তাকে বল্‌বেন, তার স্বামী বড় ব্যথা প্রাণে নিয়ে চলে গেছে। যদি কখন সময় হয় তা হ'লে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে। আর ভগবান যদি দিন না দেন তা হ'লে এই পর্য্যন্ত শেষ।"

হিরণ আর উত্তরের পর্য্যন্ত অপেক্ষা না রাখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিল। বিপ্রদাস একটা তাকিয়া টানিয়া কিছুক্ষণ আড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাহির বাটীর মহীরাবণের পালাটা—যখন শ্বশুর ও জামাতা একেবারে সপ্তমে তান ছাড়িয়া রীতিমত আসর সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল তখন বাটীর বহু দিনের পুরাতন দাসী ক্ষান্তমণি কি একটা কার্য্যে বাহিরে আসিয়া আভাসে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা কতক বুঝিয়া লইল। এমন মজার সংবাদটা সে কি অন্তঃপুরের মধ্যে না ছড়াইয়া থাকিতে পারে! শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া সবটা শুনিবারও তাহার ধৈর্য্য রহিল না। সে তখনই সংবাদটা শত রং এ রঞ্জিত করিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রদান করিতে ছুটিল। বাসনা স্নান করিয়া আসিয়া ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখের বারান্দার উপর জলখাবার খাইতে বসিয়াছিল। সকাল বেলাকার রৌদ্র উঠানের নীচু গাছটার ঘন পাতার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে স্নানের পর শুভ্র একখানি কালা পেড়ে সাড়ী পরিয়াছে,—পৃষ্ঠের উপর তৈল সিক্ত ঘন কুঞ্চিত কালো চুলগুলি দুলিতেছে। কপালে সিঁদুরের টিপ সূর্য্য কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সেই টিপটুকু যেন স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনায় উদ্দীপ্ত। বাসনা খাবারের রেকাবী হইতে একটা মিষ্টান্ন তুলিয়াছিল সেই সময় বৈকণ্ঠ পিসি আসিয়া প্রথম সংবাদ দিলেন, "ওরে বাসী সর্ব্বনাশ হয়েছে, হিরণের সঙ্গে নাকি দাদার হাতাহাতি হবার মত হয়ে উঠেছে। বাইরের বৈঠকখানা বাড়ীতে একেবারে লোক গিস্‌গিস্ কচ্ছে।"

পিসির কথায় বাসনা একেবারে অবাক হইয়া গেল। পিতার সহিত তাহার স্বামীর সহসা হাতাহাতি হইবার কারণ কি তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে বিহ্বলের মত পিসির মুখের দিকে চাহিয়া মহা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে পিসিমা ?"

বৈকুণ্ঠপিসি ঘাড়টা বাঁকাইয়া মাথাটা নাড়িয়া বেশ একটু ভঙ্গির সহিত বলিলেন, "তা বাছা এতে হিরণের যে দোষ নেই তাই বা কি করে বলি। এলি বাছা দুদিন থাক,—ভাল মন্দ খা ; তা না এসেই যাব যাব। তার মেয়েটীকে যে সে বিয়ে দিলে কেন ? মেয়ের কি একটা সাধ আহ্লাদ নেই। এক বছর বাদে তো এলি,—এসেই অমনি যাই যাই। না বাছা সে সব বিষয়ে বিপ্র আমাদের ঢের ভালো। শ্বশুরের কথার ওপরে কথাটী পর্য্যন্ত কয় না। তা আর আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে কি কর্ব্বি বল বাছা,—যেমন বরাৎ করে এসেছিস্ তেমনি তো হবে। দাদা যে রাগি মানুষ তাকে কি বাটান উচিত ? আমাদের বাপ পিতামহের যে ওই ধারা,—রাগ্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। নে বাছা খাবারগুলো খেয়ে নে।"

বৈকুণ্ঠপিসি কথাটা শেষ করিয়াই রন্ধন গৃহের দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাসনার মৃদুস্বরে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তা পিসিমা তিনি কেমন করে থাকবেন বল ! বাড়ীতে তাঁর মা একলা আছেন, এখানে তিনি এক দিনের বেশী তো থাকতে পারেন না।"

বৈকণ্ঠপিসি নাকটা সিটকাইয়া বলিলেন, "নে বাছা তুই আর ঢলাস্‌নি। এক দিনের বেশী তো থাকতে পারেন না? বুড়ো মা বাড়ীতে আছে তার জন্যে আবার এত ভাবনা কিসের? তাকে তো আর কেউ লুটে নিয়ে যাবে না। শ্বশুরবাড়ী যখন এলি তখন তো তোর জানাই উচিত যে সেখানে দু'দশ দিন থাক্‌তে হবে। এক বছর বাদে জামাই এলে কে আবার কবে এক দিনে ছেড়ে দেয়।"

বৈকণ্ঠপিসি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় ক্ষান্তমনি একেবারে হুম্‌কি দিয়া আসিয়া আসর একেবারে সরগরম করিয়া তুলিল, "ওমা একি সর্ব্বনাশের কথা গো? আমাদের সাত পুরুষে কখন তো এমন শ্বশুর দেখিনি গো।"

পিসির কথাই বাসনার সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; ক্ষান্তমনির চীৎকারে তাহা যেন একেবারে কণ্ঠে আসিয়া ঠেকিল। পলকশূন্য নয়নে সে ক্ষান্তমণির মুখের দিকে চাহিল। ক্ষান্তমণির চীৎকারে বৈকণ্ঠপিশি নাক মুখ সিটকাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন,—মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "মাগী যেন ঢং। সব কাজেই হাউ হাউ হাউ। ঢং করবার বুঝি আর জায়গা পেলিনি?"

ক্ষান্তমনি বেশ একটু ভঙ্গিমার সহিত পিসির কথার উত্তর দিল, "তুমি তো বাছা আমাদের সব সময়ই ঢং দেখ। কিন্তু এমন কাণ্ড তো বাছা আমরা এত বড়টা হলুম কখন শুনিনি—জানিনি,—দেখিনি। জামাইকে কখন কেউ দরবান দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিতে বলে। এ কথা কেউ কখন শুনেছে না দেখেছে।

ছোটদিদিমনি তোমার কপাল ভেঙ্গেছে গো। বাবু ছোটজামাই-বাবুকে দরবান দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দিতে বল্লেন। আমি এই স্বকর্ণে শুনে এলুম।"

ক্ষান্তমণির কথা গুলায় কে যেন খানিকটা তীব্র বিষ বাসনার কর্ণের ভিতর ঢালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহটা একেবারে নীল হইয়া গেল,—তাহার সমস্ত শরীরটা বার দুই ঈষৎ কম্পিত হইয়া সেইখানেই মুর্চ্ছিতাবস্থায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সহসা বাসনাকে মুর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া বৈকণ্ঠপিসি হাত পা নাড়িয়া পল্লীগ্রামের খ্যামটাওয়ালির মত ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া উঠিলেন, "ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে,—ওরে বাসীর একি হ'লো রে,—ওরে কে আছিস রে,—ওরে দাদাকে খবর দেনা রে।"

ক্ষান্ত তখনও সব কথাটা শেষ করিতে পারে নাই, তখনও তাহার অনেক ঠমক বাকি ছিল কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল,—সেও একেবারে হাউ হাউ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "ওরে ছোট দিদিমনি ভীর্ম্মি গেল রে,—ওরে সর্ব্বনাশ হ'লো রে।"

একা বৈকণ্ঠপিসিতেই রক্ষা নাই, তাহার উপর আবার ক্ষান্তমনী। কাজেই অন্তঃপুরের ভিতর একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড পড়িয়া গেল। অন্তঃপুরের মধ্যে দাস দাসী যে যেখানে ছিল সেই হৈ হৈ শব্দে সকলে আসিয়া সেই বারান্দায় সমবেশ হইতে লাগিল। কেহ বাসনার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল,—কেহ মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। বাটীর বেতনভোগী ডাক্তারকে ও মিত্র মহাশয়কে

সংবাদ দিবার জন্য দুই দিকে দুই জন ভৃত্য ছুটিল। অন্তঃপুরে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

মিত্র মহাশয় যখন অন্তঃপুরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন,—তখন ভিতরে হুলুস্থূল কাণ্ড চলিতেছিল। তাঁহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বৈকণ্ঠপিসি, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "দাদা গো, বাসী বুঝি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যায় গো—বাসীর কি হ'লো গো—সে এমন কচ্চে কেন গো!"

অন্তঃপুরের মধ্যে পা দিয়াই ভগ্নির এই বিভৎস্য মড়া কান্নায় যদুনাথ মিত্র একেবারে মহা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কন্যার কি হইয়াছে না হইয়াছে তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার তিনি কোনই সুবিধা পাইলেন না। কে কাহার কথার উত্তর দিবে। সকলেই সমস্বরে মড়া কান্না জুড়িয়াছে। জমিদারের কন্যা সহসা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রাণে যাহার যাহাই হউক, চীৎকার করা উচিত ও বিধি,—কাজেই সকলে সমস্বরে চীৎকার করিতেছে।

মিত্র মহাশয় ধীরে ধীরে কন্যার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যার অবস্থাটা দেখিবার জন্য তিনি একটু সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়িলেন। বাসনার নিশ্বাস ঘনঘন পড়িতেছে। জলের ঝাপটা মুখে চোখে ক্রমাগত দেওয়ায় তাহার মুখ ও চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার সদ্যস্নাত দেহটী মাটীর উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। কন্যার অবস্থা দেখিয়া মিত্র মহাশয়ের সমস্ত প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই চীৎকার করিয়া

বলিলেন, "শিগ্‌গির ডাক্তারকে ডেকে আন,—শিগগির ডাক্তারকে ডেকে আন।"

ভৃত্য পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে গিয়াছিল। জমিদার কন্যা সহসা অচৈতন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া ডাক্তারবাবু ছুটিয়া জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারকে সম্মুখে দেখিয়া মিত্র মহাশয় মহা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির আসুন। দেখুন দেখি আমার মেয়ের হঠাৎ আবার কি হ'লো?"

ডাক্তারবাবু রোগীর নিকটে আসিয়া তাহার নাড়ীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া একবার মুখটা একটু বিকৃত করিলেন,—গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "এঁকে এমন ক'রে মাটীর ওপর ফেলে রেখেছেন কেন,—বিছ্‌নায় নিয়ে গিয়ে তুলে শুইয়ে দিন।"

এক বাড়ী লোক আসিয়া বাসনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সকলেই চীৎকার করিতেছিল কিন্তু বাসনাকে বিছানায় তুলিয়া শোয়াইতে হইবে এ কথা কাহার আর এ পর্য্যন্ত খেয়াল হয় নাই। ডাক্তারবাবুর কথায় তিন চারিজন পরিচারিকা বাসনার অসাড় দেহটা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া তাহার গৃহে লইয়া যাইয়া শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দিল। ডাক্তারবাবু ও মিত্র মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বাসনাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিলে ডাক্তারবাবু যাইয়া তাহার শিয়রের নিকট বসিলেন ও আর একবার নাড়ীটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া কয়েক ফোঁটা ঔষধ রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন। বাটীর সমস্ত দাস

দাসী বাতাস বন্ধ করিয়া দরজার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তারবাবু মহা বিরক্ত ভাবে তাহাদের দরজা ছাড়িয়া নিজ নিজ কাজে যাইতে বলিলেন ;—কিন্তু তথাপি কেহই তথা হইতে নড়িতে চায় না। তখনও পর্য্যন্ত বাসনা অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে,—ভাল মন্দ তাহার যাহা হয় একটা শেষ না দেখিয়া কাহারও নড়িতে প্রাণ চাহিতে ছিল না,—কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন, "ডাক্তারবাবু যে তোদের এখান থেকে সরে যেতে বল্লেন তা বুঝি তোদের খেয়াল হ'লো না। দূর হ' ব্যাটারা,—এখান থেকে দূর হ'।"

মনিবের নিকট হইতে তিরস্কার খাইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাস দাসীগণ একে একে তথা হইতে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তারবাবু পকেট হইতে স্মেলিংসল্টের শিশিটা বাহির করিয়া অতি সাবধানতার সহিত আবার তাহা বাসনার নাকের নিকট ধরিলেন। স্মেলিংসল্টের তীব্র গন্ধ নাসিকার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বাসনার সমস্ত দেহটা একবার একটু মৃদু কম্পিত হইল, তাহার পর সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। চারি পার্শ্বে ডাক্তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া সে ভাল কিছুই বুঝিতে পারিল না,—সে গৃহের চারি পার্শ্বে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল,—সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া মিত্র মহাশয় এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারবাবুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ মেয়েটা এমন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কেন ডাক্তার? ভেতরে ভেতরে কোন অসুখ বিসুখ হয় নাই ত?"

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "না,—ব্যাম বিশেষ কিছু কই দেখছিনিতো। বোধ হয় হঠাৎ কোন একটা সক্ লেগে আপনার কন্যা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ খুব বেশী শোক কিম্বা দুঃখ কিম্বা আনন্দ হ'লে মানুষের সময় সময় এ রকম হয়ে থাকে। আপনার মেয়ের কি হঠাৎ এই রকম একটা কিছু হয়ে ছিলো।"

যদুনাথ মিত্র চোখ দুইটা বেশ একটু বড় করিয়া বলিলেন, "কই তাতো বল্‌তে পারিনি?"

ডাক্তার পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মেয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখন সেখানে কে কে ছিল?"

যদুনাথ মিত্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাওতো বল্‌তে পারিনি।"

কামনা গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। যদু মিত্র তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওরে বাসী যখন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে,—তখন সেখানে কে কে ছিল জানিস্?"

কামনা পিতার কথার উত্তরে অতি মৃদু স্বরে কহিল, "পিসিমা ছিলেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তাঁকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারলেই কারণটা বোধ হয় জানলেও জান্‌তে পারা যায়।"

দ্বারের পার্শ্বে ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল,—যদু নাথ মিত্র চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে বৈকণ্ঠকে একবার ডেকে দেতো।"

ভৃত্য পিসিকে ডাকিতে ছুটিল বৈকণ্ঠপিসি তখনও বারান্দার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া মড়া কাঁন্না কাঁদিতেছিলেন। ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিল, "পিসিমা বাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

ভৃত্যের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পিসি একেবারে ডাক ফুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে তবে কি আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছেরে,—ওরে বাসী কি তবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে রে।"

পিসির চীৎকারে ভৃত্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে বিরক্তস্বরে বলিল, "পিসিমা তুমি অত চীৎকার ক'চ্ছ কেন? ছোট দিদিমনি বেশ ভালো আছেন। চল তোমাকে বাবু ডাক্‌ছেন।"

"তবু ভালো।" বলিয়া বৈকণ্ঠপিসি উঠিয়া দাঁড়াইলেন দেখিতে দেখিতে তাহার চোক্ষের জল যে কেমন করিয়া শুখাইয়া গেল,—তাহা কেবল ভগবানই বলিতে পারেন। তিনি তাহার বস্ত্র বেশ করিয়া সংযত করিয়া লইয়া উপরে বাসনার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ভাইঝি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখন কি আপনি সেখানে ছিলেন?"

বৈকণ্ঠপিসি হাউ হাউ করিয়া উঠিলেন, "ও আমার পোড়া কপাল,—আমি কি আর ছিলুম,—বাসীর মুখ চোখের ভাব দেখেই আমার চোখের তারা কপালে উঠে ছিল। আমার সে থাকা না থাকারই মধ্যে।"

ডাক্তারবাবু পিসির কথায় বেশ বুঝিলেন ইহাকে কোন কথা

জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—যদু মিত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভয়ের আর কোন কারণ নেই। হঠাৎ অজ্ঞান হবার দরুণ শুধু একটু দুর্ব্বল হয়েছেন। আমি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি সেটা দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

মিত্র মহাশয় মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। ডাক্তার রোগীর নাড়ীটা একবার পরীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর বৈকণ্ঠপিসি মিত্র মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা বাসীর আর কোন ভয় নেই তো?"

"না," বলিয়া যদু মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ধীরে ধীরে কাছারি বাটীর দিকে রওনা হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ বাটী ফিরিল,—পুত্র যে এত শীঘ্র ফিরিবে উমাসুন্দরী সে আশা একেবারেই করেন নাই। হিরণ যাইবার সময়ও বলিয়া গিয়াছিল, "মা শ্বশুরালয়ে আমার অধিক বিলম্ব হইবার কোন কারণ নাই,—যে দুই চারিদিন দেরী হইবে সে কয় দিন তুমি খুব সাবধানে থাকিও।" অথচ পুত্র দুইদিনও যায় নাই ইহার মধ্যে ফিরিয়া আসায় উমাসুন্দরীর সমস্ত প্রাণটা গুরগুর করিয়া কেমন যেন একটা অমঙ্গলের সূচনা ধ্বনিত হইতে লাগিল। পুত্র গৃহে পদার্পণ করিবা-মাত্রই তিনি ব্যস্ত ভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে এত শিগ্‌গির ফিরে এলি যে, বৌমা ভালো আছে তো?"

হিরণের প্রাণের ভিতর তখনও সেই শ্বশুরের রূঢ় কথা গুলা থাকিয়া থাকিয়া একটা তীব্র অপমানে তাহার সমস্ত বুকটা যেন চারিধার হইতে মুষড়াইয়া ধরিতে ছিল। সে দরিদ্র তাই তাঁহার শ্বশুর দরওয়ান দিয়া তাড়াইয়া দিবার কথাটা মুখে উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছলেন নতুবা তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি এ কথা কণ্ঠের নিকটে আনিতে পারেন। দরিদ্র জামাতা তাঁহার অপ-মানের প্রতিকার করিতে অক্ষম তাই তিনি অত তেজের সহিত অত বড় কথাটা ফস্ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। এ অপমান তাঁহার নহে,—এ অপমান তাঁহার বংশের। যে উপায়েই হউক এ অপমানের

প্রতিকার করিতেই হইবে। ধনী দাম্ভীক শ্বশুরকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে দরিদ্রের আত্ম মর্য্যাদাজ্ঞান ধনীর অপেক্ষা অনেক অধিক। দরিদ্রের অর্থের অভাব হইতে পারে কিন্তু সেও মানুষ। হিরণ দাওয়ার উপর উঠিয়া একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে জননীর কথার উত্তরে কেবল মাত্র বলিল, "হ্যাঁ মা সেখানে সবাই ভালো আছে।"

তবে পুত্র এত শীঘ্র চলিয়া আসিল কেন? উমাসুন্দরী ভালো কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণের উৎকণ্ঠাটা তাহাতে যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি একটু ব্যস্ত ভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। পুত্রের বিশুষ্ক মুখের উপর তিনি এমন একটা ছবি দেখিলেন, যাহাতে তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একটা গুরুতর আঘাতে দমিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে তুই এত তাড়াতাড়ি চলে এলি?"

হিরণ ব্যথিত নয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিল জননীর চিন্তাপূর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িবা মাত্র তাহার প্রাণের ভিতর যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল। সে অতি ধীর স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল, "মা, শ্বশুর মশায় আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"তাড়িয়ে দিয়েছেন।" উমাসুন্দরী মহা বিস্মিত ভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জামাতাকে শ্বশুর তাড়াইয়া দিতে পারে এ কথা যে তিনি ভাবিতেও পারেন না। তিনি কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তুই কি কিছু তাকে মন্দ বলে-

ছিলি? বেহাই মশাই শুধু শুধু তোকে তাড়িয়ে দিলেন? সে কিরে? মানুষে তাও কি পারে?"

হিরণের প্রাণে কেমন যেন একটা অবসাদ আসিতে ছিল,—জননীর কথার উত্তরে সে ধীরে ধীরে বলিল, "মা আমার অপরাধ আমি আমার স্ত্রীকে আনতে চেয়েছিলুম,—আমার অপরাধ আমি গরীব। মা আমি তো তোমায় তখনই বলেছিলুম গিয়ে কাজ নেই,—আমি জানতুম গেলেই এই রকম একটা কিছু হবে। মা, অনাহারে থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছি কিন্তু এত অপমান জীবনে আমার কখন হয়নি।"

পুত্রের কথায় উমাসুন্দরীর সমস্ত দেহটা একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছিল; তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মানুষ এমনও হীন হয়। নারীর স্বামীর ঘর স্বর্গের সম্পদ, বাপ হয়ে মেয়েকে সেখানে পাঠাতে চায় না! বাবা আমারই জন্যে তোর এমন অপমান হলো। দুঃখ করিসনি বাবা আমি তোর মা আমি তোকে বলছি এমন দিন আসবে যে দিন তোর শ্বশুর আবার তোকে তার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য চোখের জলে বুক ভাসাবে। এ অপমান তোর নয়রে এ অপমান আমার। এতে দুঃখের কিছু নেই বাবা;—তবে এই দুঃখ যে মানুষ ঐশ্বর্য্যের গরীমায় বুঝতে পারে না চির দিন কখন সমান যায় না। আজ রাজা কাল প্রজা। ভাঙ্গা গড়া নিয়েই তো পৃথিবীর স্থিতি। ঐশ্বর্য্যের ধাঁধাঁয় মানুষ যে তা ভুলে যায় এইটুকুই আশ্চর্য্য। নে এখন উঠ, হাতে মুখে জল দে। আর আমি কোন দিন তোকে সেখানে যেতে বলবো না।"

হিরণ কোন কথা কহিল না। দুই হস্তে মাথায় হাত দিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। উমাসুন্দরী একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহাই মশাই কি বল্লেন?"

জননীর কথায় শ্বশুরের আচরণটা যেন শিব শূলের মত হিরণের বুকের ভিতর খোঁচা মারিল;—তাঁহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর দিয়া একটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া গেল। সে জননীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "মা, মানুষ মানুষকে যা না বল্‌তে পারে তিনি তাই আমায় বল্লেন। শেষে এও পর্য্যন্ত বল্লেন এখনি আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও, যদি না যাও দরওয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেব। মা তিনি বড় লোক, তার দরওয়ান আছে তিনি এ কথা বল্‌তে পারেন,—কাজেই এ কথা বল্‌তে তাঁর এতটুকুও বাধেনি। মা বড়-লোকের ঘরে কেন তুমি আমার বিয়ে দিয়ে ছিলে? গরীবের মেয়েকে যদি বিয়ে কত্তুম তা হ'লেতো আর আমার এ অপমান সহ্য কর্ত্তে হতো না।"

অপমানে দুঃখে হিরণের চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। উমাসুন্দরী পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বাবা দুঃখ করে কি কর্ব্বি বল! যার যেটুকু কর্ম্মফল তাকে তো সেটুকু ভোগ কর্ত্তেই হবে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে এ তিন তো মানুষের হাত নয়। তবে তার জন্যে দুঃখ কচ্ছিস্ কেন? তোর যে ধর্ম্ম-পত্নী জন্মে জন্মে সেই তোর ধর্ম্ম-পত্নী হবে। তা সে বড় লোকের ঘরেই থাকুক আর সে গরীবের কুঁড়েই জন্মাক। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। বেহাই মশাই তোকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন,

ভগবানের ইচ্ছাও তাই। দেখিস্ এর ফল নিশ্চয়ই ভালো হবে। ওঠে মুখে হাতে জল দে,—ঠাণ্ডা হ' যা হবার তা হয়ে গেছে সে কথা আর ভাবিস্‌নি। আমরা গরীব আমরা গরীবের মত আছি, আমরা তো কখন কোন দিন বড়লোকের কোন প্রত্যাশা করিনি। বড় লোাকর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক না রাখলেই হবে।"

হিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল, দাওয়ার কোন হইতে গাড়ুটা আনিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া ফেলিল। উমাসুন্দরী কুটীরের ভিতর হইতে একখানি রেকাবী করিয়া কয়েকখানি সাদা বাতাসা ও এক গ্লাস জল আনিয়া পুত্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "দু'খানা বাতাসা খেয়ে একটু জল খা। পৃথিবীতে থাকৃতে গেলে কত সহ্য কর্ত্তে হয়, একটুতে অত অধৈর্য্য হয়ে পড়লে কি চলে। যারা আমাদের চায় না, তারা হাজার বড়লোক হক আমরাও আর তাদের চাইবো না। আমাদের কাজ আমরা কল্লুম ভগবান তার বিচার কর্ব্বেন।"

হিরণ জননীর হস্ত হইতে রেকাবীখানি ও জলের গ্লাসটা গ্রহণ করিয়া গ্লাসটা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া, যেন শত তৃপ্তীর সহিত সেই জননী প্রদত্ত বাতাসা কয়খানি আহার করিতে লাগিল। উমাসুন্দরী পুত্রের সম্মুখে একটা খুটিতে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। পুত্রবধূর দুই একটা সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার সমস্ত প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু পাছে পুত্র কষ্ট পায় সেই আশঙ্কায় তিনি সাহস করিয়া পুত্রকে আর তাহার বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলেন না। পুত্রবধূ পুত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?

সেও কি তাহার পিতার মত স্বামীর সহিত কুব্যবহার করিয়া নারী নামে কলঙ্ক লেপিয়া পাপের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে ? জিজ্ঞাসা করি করি করিয়াও উমাসুন্দরী পুত্রকে পুত্রবধূর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই, এতক্ষণে পুত্রকে বাতাসা কয়খানি খাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইতে দেখিয়া তিনি অতি মৃদু স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে বৌমার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল ?"

হিরণ রেকাবীখানি ও জলের গ্লাসটা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিতে রাখিতে উত্তর দিল, "মা, আশ্চর্য্য এইটুকু সে কিন্তু ঠিক তার বাপের মতন নয়। অমন বাপের অমন মেয়ে কেমন করে হয় এইটুকুই আশ্চর্য্য। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে ছিল, সে আমার সঙ্গে আসবার জন্যে ব্যস্ত, কিন্তু কি করবো মা, আমার শক্তি কোথায় যে তাকে নিয়ে আসি। আমার শ্বশুর মশাই কিছুতেই তাকে আমাদের এখানে পাঠাবেন না! তিনি গ্রামের জমিদার জোর করে তো আর আমি তাকে আন্‌তে পারিনি।"

পুত্রবধূ যে পুত্রের সহিত ভালো ব্যবহার করিয়াছে উমাসুন্দরীর এইটুকুই সান্ত্বনা। পুত্র নীরব হইলে তিনি বলিলেন, "আমি তো বলেছিলুম বোউমা আমার সে রকম নয়। মার সেই ক'দিনের কথা আমি এখনও ভুল্‌তে পারিনি। হ্যাঁরে বৌমা তার বাপের এই আচরণের কথা শুনেছে ?"

খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস হিরণের নাসিকা পথে আপনা হইতে বাহির হইয়া আসিল, সে মৃদুস্বরে জননীর কথার উত্তরে বলিল, "তার পরে আর মা আমার তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

শুনেছে কিনা জানিনি তবে শ্বশুর মশাই যখন আমায় বাড়ী থেকে বার করে দেবার জন্যে দরওয়ান বলে চীৎকার করে উঠেন, তখন বাড়ীর ভেতর থেকে একটা চাকর ছুটে এসে খবর দিলে, সে নাকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।"

উমাসুন্দরী মহা উৎকণ্ঠিত স্বরে পুত্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সে কিরে? তা শুনেও তুই চলে এলি?"

হিরণের অতি করুণ কণ্ঠস্বর যেন একটা বিষাদের উচ্ছ্বাস টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, "চলে না এসে কি কর্ব্বো মা? শ্বশুর মশাই যে কথা বলেছিলেন তা শুনে মানুষ আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। তবুও মা দাঁড়িয়ে ছিলুম, কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই দরওয়ান এসে অপমান করে সেই ভয়েই আরো আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। নিজের স্ত্রী তার ওপরেও আমার কোন অধিকার নেই,—আমার মতন এমন হতভাগ্য আর কে আছে মা?"

বধূ সহসা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল এই সংবাদে উমাসুন্দরীর সমস্ত প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "তোর চলে আসা ভাল হয়নি। মান অপমান আজ আছে কাল থাকে না। এ পৃথিবীতে আমি দেখিছি বাবা আজ যে লোক অপমান করে সেই আবার কাল মানের সিংহাসনের ওপর তুলে বসায়। এমন মান অপমানের মূল্য কি বাবা? কিন্তু মানুষ গেলে সে আর আসে না। বৌমার জন্যে আমার প্রাণটা বড় আনচান কচ্ছে। সর্ব্ব মঙ্গলা মা তাকে ভালো রাখুন। তুই তার স্বামী

সে তোর ধর্ম্ম-পত্নী তোর কি সে সময় চলে আসা উচিত হয়েছেরে? তোর সে সময়ে চলে আসা একেবারেই ভালো কাজ হয়নি।"

হিরণ কোন কথা কহিল না তাহার প্রাণের বেদনা কেবল অন্তর্য্যামীই বুঝিলেন। উমাসুন্দরী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "হিরণ বৌমা কেমন আছে খবরটা কেমন করে জানবো বাবা? তার জন্যে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে?"

হিরণ একটা দীর্ঘ নীশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "যদি মন্দ কিছু হয় মা যে খবরটা আসতে বেশী দেরী হবে না কোন না কোন ক্রমে নিশ্চই আস্‌বে।"

উমাসুন্দরী পুত্রকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ষাট ষাট অমন কথা মুখে আনিস্‌নি। মা সর্ব্বমঙ্গলা নিশ্চয়ই থাকে ভালো রাখ্‌বেন।"

হিরণ কোন কথা কহিল না, তাঁহার প্রাণের ভিতর তখন শত চিন্তা শত মূর্ত্তি ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার সমস্ত প্রাণটাকে নাগোর দোলার মত যেন কেবলই দোল খাওয়াইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণের প্রাণের বেদনা বোধ হয় অন্তর্য্যামীর শ্রীচরণ তলে পৌঁছিয়াছিল। শ্বশুরালয় হইতে অপমানিত হইয়া ফিরিবার দুই দিন পরেই সে যে স্থানে চাক্‌রীর জন্য গিয়াছিল তথা হইতে এক পত্র পাইল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—সে যেন অবিলম্বে আসিয়া তাঁহার চাক্‌রীতে যোগদান করে। পত্নীর কোন সংবাদ না পাইয়া হিরণের মনে একটুও সুখ ছিল না;—চাক্‌রীর বাহাল পত্র পাইয়া তাঁহার নির্জ্জীব প্রাণ আবার যেন একটু সজীব হইয়া উঠিল। সে জননীর চরণ ধূলি সম্বল করিয়া যেই দিন রাত্রেই মাতাকে অতি সাবধানে থাকিতে বলিয়া চাক্‌রীর উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

পরদিন সে যখন তাঁহার চাক্‌রীর স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। কলিকাতা রাজপথের জনতা শত মুখে ছুটিয়াছে। গাড়ী ও লোকের ভীড়ে রাস্তা চলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত কলিকাতা নগরী কর্ম্ম কোলাহলের ভিতর তোলপাড় করিতেছে। হিরণ কম্পিত হৃদয়ে একখানি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল। দ্বারে সঙ্গিন স্কন্ধে সিপাই দাঁড়াইয়া ধনীর ধন মর্য্যাদার সাক্ষ্য দিতেছে। ফটক ও কম্পাউণ্ড পার হইয়া হিরণ আফিস্ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রকাণ্ড হল্ কামরা,—আগাগোড়া ফরাশ পাতা, তাহার উপর প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন লোক উপবিষ্ট। সকলের সম্মুখেই

এক একটি ক্ষুদ্র কাঠের হাত বাক্স, তাহার উপর হরেক রকমের সরু মোটা উন্মুক্ত খাতা। সকলের কর্ণেই এক একটা কলম গোঁজা, সকলেই পরস্পর পরস্পরের সহিত দেশের ও দশের গল্প করিতেছে ও মাঝে মাঝে সেই খাতার দু একটা টিপ মারিতেছে। হিরণ সেই হল কামরার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র ফরাশে উপবিষ্ট সকলের দৃষ্টিই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। হিরণ সম্মুখে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল তাহাকেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অম্বিকাবাবু কি আছেন ?"

সেই লোকটা চশমার ভিতর হইতে চোখ দুইটা বড় করিয়া চাহিয়া খন্‌খনে গলায় বলিল "আছেন, আপনার কি দরকার ?"

অম্বিকাবাবুর নিকট হইতে চাক্‌রীর জন্য হিরণ যে পত্রখানি পাইয়াছিল, সেখানি সে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া ছিল, লোকটার কথার উত্তরে সে সেইখানি তাহার হস্তে প্রদান করিল। লোকটা পত্রখানা বার দুই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল, "বসুন তাঁকে সংবাদ দিচ্ছি।"

হিরণ সেই ফরাশের এক পার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। তাঁহার প্রাণের ভিতর তখন আশা ও নিরাশার শত তুফান ছুটিতে ছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, আজ সে তাহারই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে অম্বিকাবাবু কি বলিবেন ? কিরূপ কর্ম্ম তাহাকে প্রদান করিবেন ? সে কাজ তাঁহার দ্বারা সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হইবে কি না,—এইরূপ শত কথা এক সঙ্গে আসিয়া তাহার মনের ভিতর ষাঁড়া ষাঁড়ীর বানের মত তোলপাড় করিয়া তাঁহাকে একেবারে অস্থির

করিয়া তুলিতে লাগিল। হিরণ যে লোকটার হস্তে পত্রখানা দিয়া ছিল যে একটা উড়ে বেহারাকে ডাকিয়া, পত্রখানা তাহার হস্তে দিয়া বলিল, "বাবুকে এই চিঠিখানা দিগে যা, বল্‌গে সেই বাবু এসেছেন।"

উড়ে বেহারা সেই পত্রখানা লইয়া চলিয়া গেল। লোকটা হিরণের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের বাড়ী কি কল্‌কাতায় ?"

হিরণ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না আমার বাড়ী গোয়াড়ী কৃষ্ণ নগরের খুব কাছেই।"

লোকটা আবার কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল,—কিন্তু সেই সময় উড়ে বেহারাটাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে তাহার দিকে চাহিল। উড়ে বেহারা হিরণের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "চলুন বাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

হিরণ উঠিল,—উড়ে বেহারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইল। সে তখনও সেই গৃহ পরিত্যাগ করে নাই,—কেবল কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াছে মাত্র সেই সময় প্রায় পাঁচ ছয় জন ফরাশে উপবিষ্ট ব্যক্তি সেই লোকটার দিকে চাহিয়া একেবারে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি হে,—লোকটা চায় কি ?"

লোকটা চশমার ভিতর হইতে একটা বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর দিল, "চাক্‌রী আবার কি ? বাবু বোধ হয় কোন মফঃসল সেরেস্তার চাক্‌রী টাক্‌রী দেবেন, সেই জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। বেকারের তো অভাব নেই।"

এই পৃথিবীর মানুষের কেমন একটা বিশ্রী স্বভাব, কেহ কাহার ভালো দেখিতে পারে না। একজনের ভালো হইবে অপরের তাহা যেন অসহ্য। কথা কয়টা হিরণের কাণে আসিল কিন্তু সেদিকে সে আর কর্ণপাত করিবার অবসর পাইল না, সেই উড়ে বেহারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েকটা গৃহ পার হইয়া আসিয়া একটী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহটী বেশ মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত,—গৃহের মধ্যস্থলে একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টেবিলের চারিপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার, তাহারই একখানায় অম্বিকাবাবু উপবিষ্ট। হিরণের সহিত অম্বিকাবাবুর পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। হিরণ গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে চিনিল। সে মাথাটা নত করিয়া একটা নমোস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। অম্বিকাবাবু তখন অপর এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে ছিলেন, হিরণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। হিরণ কম্পিত হৃদয়ে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে উপবিষ্ট হইল। পনোর মিনিটের মধ্যেই সে লোকটার সহিত অম্বিকাবাবুর কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল। ভদ্রলোকটী নমোস্কার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই লোকটী গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র অম্বিকাবাবু হিরণের দিকে ফিরিলেন; মৃদু হাস্যির সহিত বলিলেন, "আপনি তাহ'লে আমার চিঠি ঠিক সময়েই পেয়েছিলেন। তা'হলে আপনি কাল থেকেই কাজে লেগে যান। দু'চার দিন এখানে থেকে কাজ কর্ম্মগুলো দেখে শুনে নিন; তারপর আমি আপনাকে একটা

ভাল কাছারির ভারই দেব। আপনি বি, এল, পাশ করেছেন,—জমিদারীর কাজ কর্ম্ম যদি ভালো শিখ্‌তে পারেন,—ভবিষ্যতে আপনাকেই আমি আমার সমস্ত জমিদারীর ম্যানেজার কর্ব্বো। আর আমার বিশ্বাস আপনি যখন লেখা পড়া জানেন এ কাজ শিখতেও আপনার বেশী দেরী হবে না।"

হিরণ অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "যে আজ্ঞে।"

হিরণের কণ্ঠস্বর অম্বিকাবাবুর কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে স্বরে তাঁহার যেন কেমন একটু খটকা লাগিল। তিনি বেশ একটু বিস্মিত ভাবে হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মনের অবস্থা কি এখন তেমন ভালো নয়? আপনার স্বর শুন্‌লে মনে হয় যেন আপনার প্রাণে কোথায় কি একটা গোলযোগ ঘটেছে।"

অম্বিকাবাবুর কথায় হিরণ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। স্বর শুনিয়া যে কোন মানুষ কোন মানুষের প্রাণের অবস্থা বুঝিতে পারে এমন মানুষ পূর্ব্বে সে কখন দেখে নাই। অম্বিকাবাবু মস্ত বড় জমিদার, তাঁহার জমিদারীর আয় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা। তিনি যে মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি এ কথা সে অনেকের মুখেই শুনিয়াছে। কিন্তু তাঁহার যে এতদূর ক্ষমতা আছে তাহা সে জানিত না। সে যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। হিরণকে নীরব থাকিতে দেখিয়া অম্বিকাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন যে আমি কি করে আপনার মনের

অবস্থা জানলুম। এটা জানা তেমন শক্ত ব্যাপার কিছু নয়,—মানুষ যদি মানুষের ভেতরটা একটু ভালো করে দেখ্‌বার চেষ্টা করে, তাহ'লে এটা অনায়াসেই জান্‌তে পারে? যে দেখ্‌তে জানে সে এই চখেরই এমনি একটা দিব্য দৃষ্টি পায় যাতে সে মানুষের ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পায়। যাহক তা'হলে আমার কথাটা ঠিকই যে আপাততঃ আপনার মনের অবস্থা তত ভালো নয়?"

হিরণ অতি বিনীত স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। সত্যিই এখন আমার মনের অবস্থা বড় ভালো নয়। কিন্তু আপনার দৃষ্টি শক্তি সত্যই অদ্ভুত।"

অম্বিকাবাবু আবার মৃদু হাসিলেন,—মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "এতে বিশেষ অদ্ভুতের কিছু নেই। আপনার আজ থেকে চাকরী হ'লো কিন্তু আপনার স্বরে সে জন্য কোন আনন্দ ধ্বনি হ'লো না। সে যেন একেবারে প্রাণ হীন ভাবে বেরিয়ে এলো। তাই থেকেই আমি বুঝলুম এখন আপনার মনের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। চাকরী ভাল হক্‌ আর মন্দ হক্‌, চাকরী হলেই মানুষ আপনা থেকেই কেমন একটু আনন্দিত হয়ে উঠে। আপনার প্রাণের এ অবস্থা হবার কারণটা কি তা আমার যদিও জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই তবুও কেমন আমার একটু কৌতুহল হচ্ছে, আপনার প্রাণের এ অবস্থার কারণটা কি জান্‌তে পারি কি? যদি আপনার আপত্তি—"

অম্বিকাবাবুর কথার মাঝখানেই হিরণ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "আমার মনের এ অবস্থার কারণ যে কি তা লোককে বলবার নয়, কিন্তু আপনার নির্ম্মল ব্যবহারে আমি এইটুকু বুঝেছি

যে আপনার ভেতর যথার্থই মানুষ বাস কচ্ছে আপনাকে বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি তো আপনাকে সবই বলেছি যে আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমি অতি শিশু মা অনাহারে থেকে আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। মা ছাড়া পৃথিবীতে আর আমি আপনার মত মিষ্ট ব্যবহার কারু কাছে পাই-নি। আপনাকে আমার কোন কথা বলতে আপত্তি নেই।"

হিরণের কাতর ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিয়াছিল, কাজেই তাহার কথায় অম্বিকাবাবু প্রাণে বেদনা পাইলেন, তিনি বেশ শান্ত স্বরে বলিলেন, "বলুন আপনার দুঃখের কারণ কি? যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয় আমি আপনার দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা কর্ব্বো।"

হিরণ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তাহার দুর্ভাগের কাহিনী অপরিচিতের নিকট বলা উচিত কিনা সে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অম্বিকাবাবু আবার বলিলেন, "থাক্ আপনাকে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি সে কথা বলতে আপনার বাধ বাধ ঠেকছে। যে কথা বলতে মানুষের বাধ বাধ ঠেকে সে কথা মানুষের শোনাই উচিত নয়।"

হিরণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না—না, আপনাকে বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। শুনুন আমার শ্বশুর মশাই জমিদার। তাঁর ছেলে পিলে নেই কেবল দুটী মেয়ে। সম্প্রতি আমি সেখানে গিয়ে ছিলুম কিন্তু আমি গরীব, তাই তিনি আমায় বিনা কারণে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

অম্বিকাবাবু দাঁত দিয়া ঠোট চাপিয়া ধরিলেন; গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন,—অপরাধ ?"

হিরণ বলিতে লাগিল, "অপরাধ আমি তার বাড়ীতে থাক্‌তে চাইনি,—অপরাধ আমার পয়সা নেই,—অপরাধ আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে আন্‌তে চেয়ে ছিলুম। তাই তিনি পরিস্কার স্পষ্ট বল্লেন, আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। আমার মেয়ে তোমার কুড়েতে পা ধুতেও যাবে না। শুধু তাই নয় আরো বল্লেন যদি এখনি দূর না হও, দরওয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেব।"

অম্বিকাবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হুঁ! আপনার স্ত্রীও কি আপনার কুড়েতে আস্‌তে নারাজ ?"

হিরণ অবনত মস্তকে উত্তর দিল, "আজ্ঞে আমার শ্বশুরবাড়ীতে মোটেই যেতে ইচ্ছা ছিল না। আমি পূর্ব্বে থেকেই শ্বশুরের আচরণ জান্‌তুম্। কিন্তু মা ছাড়লেন না। তিনি আমায় জোর করেই এক রকম পাঠিয়ে ছিলেন,—শুধু আমার স্ত্রীর মতটুকু জান্‌তে সে আমাদের কুড়েতে আসতে চায় কিনা। সে আস্‌তে চায় কিন্তু আমার শক্তি কই যে আমি তাকে নিয়ে আসি। আন্‌তে চেয়ে যতপরনাস্তি অপমান হয়ে ফিরে এসেছি।"

হিরণ নীরব হইল,—অম্বিকাবাবু মনে মনে কি একটু চিন্তা করিলেন,—তাহার পর ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনার শ্বশুর মশাইয়ের জমিদারী কোথায় ? তাঁর নাম কি ?"

হিরণ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "তাঁর জমিদারী আপনার তুলনায় কিছুই নয় বল্লেই হয়। বছরে তার আয় ৫০।৬০ হাজার টাকার

বেশী নয়। তাঁর নাম যদুনাথ মিত্তির; নেউলের তিনি জমিদার।”

যদুনাথ মিত্র, ও নেউল শুনিয়া অম্বিকাবাবুর মুখ চোখে বেশ একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। হিরণকে অকপট হৃদয়ে তাহার দুঃখের ইতিহাস তাঁহার নিকট সমস্তই খুলিয়া বলিতে দেখিয়া কেমন যেন তাহার উপর তাঁহার একটা সহানুভূতি আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “আমি ভেবে ছিলুম দিন কতক আপনাকে এখানে রেখে কাজ কর্ম্মগুলো দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। কিন্তু তাতে আর প্রয়োজন নেই। আপনি কালই রওনা হন। আমি আপনাকে চকদীঘি কাছারির নায়েবী পদে বাহাল কল্লেম।”

অম্বিকাবাবুর সহসা মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি হিরণ ঠিক বুঝিতে পারিল না অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, “আমি নায়েবীর কিছুই জানিনি, এখানে থেকে দিন কতক কাজ কর্ম্মগুলো না শিখে নিলে কি আমি সে কাজ কর্ত্তে পার্ব্বো?”

অম্বিকাবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “খুব পার্ব্বেন। প্রথম ৩' চার দিন একটু অসুবিধা হতে পারে। তারপর আর কিছু ঠেক্‌বে না। এই চকদীঘির কাছারি আপনার শ্বশুরালয় নেউল থেকে এক ক্রোশও দূর নয়। আমার এই মহলটার জমিদারীর সীমানা আর আপনার শ্বশুরের জমিদারীর সীমানা একেবারে নাগোয়া। মাঝে শুধু একটা ছোট নদী। সেটায় প্রায়ই জল থাকে না। আজ থেকে এই মহলের ভার আপনার ওপর প্রদান করা গেল।

সেখানে যে নায়েব আছেন, আপনি সেখানে উপস্থিত হলেই তিনি আপনাকে সমস্ত কাজ কর্ম্ম বুঝিয়ে দেবেন। আপনার ভাবনার কিছু নেই আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে সেখানে আমার সমস্তই পুরোনো কর্ম্মচারী পাবেন। আপনার দুঃখের কথা শুনে সত্যিই আমি দুঃখীত। পৃথিবীতে থাকতে গেলে অনেক অপমান লাঞ্ছনা ভোগ কর্ত্তে হয়, কিন্তু সেজন্য যদি মন নীচু হয়ে পড়ে তাহলে জগতে কোন কাজই করা যায় না। যা হয়ে গেছে তা প্রাণ থেকে ধুয়ে মুছে ফেলুন। কর্ম্ম জগতে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠুন। ভবিষ্যতে আমার এই বিপুল জমিদারীর ম্যানাজারি আপনারই।"

অম্বিকাবাবুর কথায় কৃতজ্ঞতায় হিরণের নয়নে জল আসিতেছিল। তাহার শ্বশুরের প্রতিদ্বিতায় তাহাকে খাড়া করিবার জন্যই সে অম্বিকাবাবু চকদীঘি কাছারির নায়েবী পদে তাঁহাকে বাহাল করিলেন,—হিরণের এটুকু বুঝিতে বাঁকি রহিল না। সে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ নয়নে একবার অম্বিকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,— "আপনার এ অসীম দয়া আমি জীবনে কখন ভুলবো না। আমি বাল্যে পিতৃহীন হয়েছি, আপনার স্নেহই আমার একমাত্র ভরসা। আপনার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর্ত্তে আমি প্রাণপণ কর্ব্বো।"

অম্বিকাবাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "মানুষ মানুষের কতটুকু উপকার অনুপকার কর্ত্তে পারে? যা হবার তা ঠিক আপনিই হয়। তবে মানুষ কেবল নিমিত্তের ভাগী হতে পারে এই পর্য্যন্ত।"

অম্বিকাবাবু টেবিলস্থিত ক্ষুদ্র ঘণ্টায় আঘাৎ করিলেন, ঘণ্টা

টুন্‌টুন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল;—তিনি তাহার দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ম্যানেজার বাবু।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, অম্বিকাবাবু হিরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আপনি এইখানেই স্নানাহার করুন। কাল রাত্রের গাড়ীতে রওনা হবেন।"

হিরণ কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ম্যানেজারবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। অম্বিকাবাবু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন এঁকে আমি চকদীঘি কাছারির নায়িবী পদে নিযুক্ত কল্লেম। সেখানকার যিনি নায়েব আছেন তাঁকে এই মর্ম্মে পত্র দিন,—এঁকে যেন সব কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে তিনি সদর হয়ে হুলিয়ার কাছারিতে রওনা হন।"

ম্যানেজার মহাশয় মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন "যে আজ্ঞে।"

অম্বিকাবাবু আবার বলিলেন, "আর এঁর স্নান আহারের বন্দোবস্ত আজ এইখানেই করে দিন। কাল রাত্রের গাড়ীতে ইনি চকদীঘিতে রওনা হবেন।"

ম্যানেজার মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন,—তাহার পর হিরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আসুন।"

হিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল,—অম্বিকাবাবু বলিলেন, "যান,—কাল যাবার আগে আবার দেখা হবে। আর এক কথা এই মহলটা আমার মস্ত বড় মহল,—এ মহলের আদায়ও যথেষ্ট। এই মহলের সমস্ত ভার আজ থেকে আপনার উপর, এইটুকু মনে রাখবেন

আজ থেকে আপনার মর্য্যাদার সঙ্গে আমার মর্য্যাদা জড়িত হলো। রাগে কিংবা উত্তেজনায় এমন কাজ কর্ব্বেন না যাতে আমার উঁচু মাথা নীচু কর্ত্তে হয়,—যাতে ভবিষ্যতে অনুশোচনা কর্ব্বার সম্ভাবনা থাকে।"

হিরণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল,—অম্বিকাবাবু নীরব হইলে সে তাঁহাকে কেবল মাত্র একটী ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া ম্যানেজার মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার নিরাশ প্রাণের কালো অন্ধকারটা আশার কিরণে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার প্রাণের আসে পাশে নিকটে ও দূরে আশা যেন একটা সোনালি আলো ছড়াইয়া দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সে দিন আকাশে আর চাঁদের হাসি ধরিতে ছিল না। জ্যোৎস্না বসনে ভূষিতা হইয়া ধরণীসুন্দরী হাসির কোলে লুটোপুটী খাইতেছে। আকাশ হইতে বিমল আলো কেবলই যেন ঝরঝর করিয়া ধরার অঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়া শান্তি ও সুধা ছড়াইয়া দিতেছে। চারিদিকে হাসি,—আকাশে বাতাসে আজ যেন হাসির মাতামাতি চলিতেছে, এমন মধুর হাসির রাতে কেবল বাসনার মুখে হাসি নাই;—আজ তিন মাস হইতে কে যেন তাহার মুখের সবটুকু হাসি চিরদিনের মত মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। হিরণ অপমানিত হইয়া চলিয়া যাইবার পর তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই তিন মাস বাসনা আর এক দিনের জন্যও হাসে নাই বা ভালো করিয়া কাহার সহিত কথা কহে নাই। তাহার নির্ম্মল সুন্দর চির প্রফুল্ল মুখখানির উপর কেমন যেন একটা কালির ছোব ধরিয়া উঠিয়াছে। সেই যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পর তাহার খুব জ্বর হয়, সেই জ্বরে সে প্রায় এক মাস কাল ভুগিয়া পথ্য পায়। আজ দুই মাস আর তাহার শরীরে যদিও কোন ব্যাধি নাই কিন্তু শরীর একটুও ফেরে নাই। সে দিন দিন ক্রমেই যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। মিত্র মহাশয় কন্যাকে পুনরায় সুস্থ সবল করিবার জন্য নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিতে ছিল না। কন্যার রোগ যে কোথায় তিনি তাহা

ধরিতে পারেন নাই, তাহার নিজের আত্মম্ভরিতায় সে রোগ ধরিবারও তাঁহার ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু সে রোগ ধরিয়াছিল শুধু একজন, —সে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কামনা। কামনা সুবিধা পাইলেই তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নিকে বুঝাইত,—সান্ত্বনা দিত। কিন্তু শুধু মিষ্ট কথায় হৃদয় ক্ষতের কতটুকু বেদনা লাঘব হইতে পারে?

প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বাসনা একাকী ছাদে বসিয়া আকাশ পাতাল কতই চিন্তা করিত। কিন্তু সে চিন্তার সে শেষ পাইত না,—সে যতই চিন্তা করিত,—চিন্তা রাক্ষসী ততই তাহার চারি পার্শ্বেই কালো অন্ধকার ঢালিয়া দিত। সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইত। সে দিনও সে একাকী ছাদে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে ছিল। সে চিন্তার ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার সেই অপমানিত লাঞ্ছিত স্বামীর প্রাণের বেদনার কথা তাহার প্রাণের ভিতর কেবলই ঘা মারিতেছিল। সেই রাত্রের মধুর আলাপ,—পর দিন তাহারই জন্য তাহার পিতার নিকট অপমান এই সকল কথা যতই তাহার মনে হইতে ছিল ততই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া ধসিয়া বসিয়া যাইবার মত হইতেছিল। আজ তিন মাস সে হিরণের কোন সংবাদই পায় নাই। তিনি কেমন আছেন,—তিনি কোথায় আছেন,—তিনি একবারও তাহার কথা মনে করেন কিনা,—কেন মনে করিবেন,—তাহার পিতা তাঁহাকে যে ভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত করিয়াছেন তাহাতে তাহার কথা তাঁহার আর মনে না করাই উচিত। তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই না তাঁহার এত অপমান,—এত লাঞ্ছনা, কিন্তু

তাহার কি দোষ,—সে যে ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র,—তাহার তো কোন ক্ষমতাই নাই। সে কি করিতে পারে? তাহার যে হস্ত পদ সকলই আবদ্ধ। এমন কি মুখ ফুটিয়াও কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ভগবান নারীর চক্ষে ও বক্ষে লজ্জা দিয়া সে পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সে তো এমন কোন অপরাধ করে নাই,—তবে কেন ভগবান তাহাকে তাহার স্বামী পূজা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার জীবনটা একেবারে অসার করিয়া দিতেছেন?

বাসনা একাকী ছাদে বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল, আর একটা তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র সাদা সাদা পাতলা মেঘের উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর দুঃখের দিকে সে একবারও ফিরিয়া চাহিতে ছিল না। সে যেন মহানন্দে আজ নাচিয়া খেলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। বাসনার দৃষ্টি সে দিকে ছিল না, তাহার আকুল দৃষ্টি একজনের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত,—সে স্বামীর চিন্তায় একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর কখন কামনা ছাদে আসিয়াছিল তাহা একেবারেই সে জানিতে পারে নাই, সহসা জ্যেষ্ঠা ভগ্নির স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। পশ্চাতে কামনা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে ভগ্নিকে ফিরিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাসী একটা সুখবর পেলুম, হিরণ নাকি চকদীঘিতে রয়েছে।"

বাসনা চকদীঘির নাম শুনিয়া ছিল, চকদীঘি যে তাহাদের

গ্রামের অতি সন্নিকটে তাহাও তাহার জানা ছিল। চক্‌দীঘিতে এক সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির আছে। এই মন্দিরের মা নাকি জাগ্রত। সে তাহার পিসির নিকট সেই সর্ব্বমঙ্গলার অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছে। সে কখন সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখে নাই বটে কিন্তু বৈকণ্ঠ-পিসি বহুবার সর্ব্বমঙ্গলার পূজা দিতে চকদীঘিতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নির মুখে সেই চকদীঘিতে তাহার স্বামী বাস করিতেছেন শুনিয়া বাসনার সমস্ত প্রাণের ভিতরটা [redacted] করিয়া কাঁপিয়া উঠিল;— বিস্ময়ে সে কথা কহিতে পারিল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কামনা বলিতে লাগিল, "তোর জামাইবাবু জানিসই তো রোজ খুব ভোরে বেড়াতে যায়, আজ বেড়াতে বেড়াতে চকদীঘি পর্য্যন্ত গেছ্‌লো। ঘুরে আস্‌বার সময় হিরণের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।"

বাসনা মহা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি তিনি চকদীঘিতে আছেন কেন? তিনি ভালো আছেন তো?"

বাসনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁলো হ্যাঁ ভালো আছে। তুই যেমন তার জন্যে ভেবে ভেবে মরিস্‌। এত কাছে আছে তবু তোর তো একটা খবর পর্য্যন্ত নিতে পারেনি। তুই জানিসনি বাসী, ও পুরুষ জাত বড় বেইমান। তারা যখন কাছে থাকে তখন দেখায় যেন তারা কত আপনার, কিন্তু চোখের আড়াল হ'লেই আর তাদের কোন কথাই মনে থাকে না। যে স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচ সাত বৎসর ঘর সংসার কল্লে, যে পোনর মিনিট চোখের আড়াল হ'লে পৃথিবী অন্ধকার দেখে, সে যদি সে সময় হঠাৎ মরে যায় তা'হলে আর দু'দিনও তাদের

সবুর সয় না, তখনি আর একটা বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠে। ও জাতের ধারাই ওই রকম।"

বাসনা তাহার দিদির কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা তাঁকে যে রকম অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে তিনি আমার খোঁজ নেবেন কেন দিদি? তিনি পুরুষ মানুষ তাঁর কিসের অভাব?"

পিতার আচরণের কথাটা ভগ্নির কথায় কামনার স্মৃতির দুয়ারে আবার আঘাৎ করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখখানিও গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে বিরক্ত স্বরে বলিল, "বাবার ওই কেমন স্বভাব। যাকে যাতা বলে বসেন। হিরণ যদি এখানে না থাকতে চায়, নাইবা রইলো তাতে ওঁর যে এত রাগ কেন হয় তাতো বলতে পারিনি বাপু।"

বাসনা এক দৃষ্টে ভগ্নির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতে ছিল। তাহার স্বামীকে যে তাহার পিতা অন্যায় রূপে অপমানিত করিয়াছে এইটুকু যে তাহার দিদি বুঝিয়াছে, ইহাতেই আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ভরিয়া উঠিল। দিদির কথায় তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা আঘাৎ পাইয়া উথলিয়া উঠিল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল কয়েক ফোটা নয়ন অশ্রু ঝরঝর করিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। বাসনার নয়নে অশ্রু দেখিয়া কামনার প্রাণে সত্যই বড় ব্যথা লাগিল। অতি শৈশবে তাহারা মাতৃহীনা হইয়াছে, দুই ভগ্নি এক সঙ্গে খেলিয়া ধুলিয়া পরস্পর পরস্পরের ভালবাসায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই একজনের তার

বেসুরা বাজিলেই অপরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কামনা অঞ্চলে ভগ্নির নয়ন জল মুছাইয়া দিয়া স্নেহ মধুর স্বরে বলিল, "ছি কাঁদিস্‌নি, তোর কি অপরাধ তুই তো আর তাকে অপমান করিসনি। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন এতে তোর কোন হাত নেই। মেয়ে মানুষের জীবনই যে ভাই মুখ বুঝে সহ্য করবার জন্যে। এ জাতের মুখ ফুটে কিছু বল্লেও অপরাধ, না বল্লেও অপরাধ।"

বাসনা অশ্রু জড়িত কণ্ঠে মৃদু স্বরে বলিল, "কিন্তু দিদি তিনি তো আমার জন্যেই এমন অপমানিত হলেন। তিনি যদি আমায় না বিয়ে কর্ত্তেন তাহ'লে তো আর তাঁকে এমন অপমানিত হ'তে হ'তো না। স্ত্রীর জন্যে স্বামীকে যদি অপমানিত হতে হয় তার চেয়ে স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে?"

কামনা ভগ্নির কথার উত্তরে অতি বিষাদ স্বরে বলিল, "সত্যিই বোন তার চেয়ে আর দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না, কিন্তু কি করবি বল সবই অদৃষ্টের কথা। যার যেটুকু অদৃষ্টে আছে তাকে সেটুকু ভুগ্‌তেই হবে। রাজার বৌ, রাজার মেয়ে হয়ে, রামচন্দ্রের মত স্বামী পেয়েও অদৃষ্ট দোষে দেখ না কেন সীতাকে কত কষ্টই না পেতে হয়ে ছিল। যদি সত্যিই তোর স্বামীর পায়ে মতি থাকে এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই তুই সুখী হতে পার্ব্বি।"

কামনা নীরব হইল, বাসনাও আর কোন কথা কহিল না। ধীর সমীরণ তাহাদের প্রাণের যাতনা শীতল করিবার জন্য নীরবে তাহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। আকাশে পূর্ণ

চন্দ্র বাসনার বিষাদ মুখখানি দিকে চাহিয়া যেন একটু বিষাদে একখানা ঘন মেঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া ম্লান হইয়া পড়িল। পল্লীগ্রামের রজনীর নীরবতা চারিদিকে জম্‌জম করিতেছিল। কাহার মুখেই কথা নাই, দুই ভগ্নি নীরবে চাঁদের দিকে চাহিয়া আছে। সেই নিস্কম্প নীরবতাকে বিচলিত করিয়া বাসনা সহসা দিদির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি, তিনি চক-দীঘিতে রয়েছেন কেন, জামাইবাবু তা কিছু বল্‌লেন ?"

কামনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই আমি তাকে সে কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। সে আমায় বল্লে হিরণবাবুর সঙ্গে চকদীঘিতে দেখা হ'লো, তাই শুন্‌লুম। যানা তার কাছে, জিজ্ঞাসা কল্লেই সব শুন্‌তে পাবি এখন।"

দিদির কথায় কেমন যেন একটা কিসের লজ্জায় বাসনার মুখখানি একবারে লাল হইয়া উঠিল, সে অবনত মস্তকে বেশ একটু লজ্জিত স্বরে বলিল, "না দিদি আমি জামাইবাবুকে তা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার্ব্বো না। তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি চক্‌দীঘিতে রয়েছেন কেন ?"

কামনা এতক্ষণ ভগ্নির পার্শ্বে বসিয়া ছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আচ্ছা তাই হবে, নে এখন চ' রাত হ'লো নীচে যাই।"

বাসনা দিদির মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি দিদি যাও, আমি আর একটু বসে থাকি।"

কামনা ভগ্নির কথার উত্তরে আবার কি একটা বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোটেই রহিয়া গেল, বৈকণ্ঠ পিসির

মধুর গলার সাই সাই আওয়াজ নিস্তব্ধ ছাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, "ধন্যি বাছা তোরা মেয়ে। রাত্তির আটটা বেজে গেল এখন ছাদে। বলি বিবিদের কি হাওয়া খাওয়া হয় না। বলি নীচে কি নামতে টামতে হবে না ?"

বৈকণ্ঠ পিসি ইন্‌জিনের মত বগ্‌বগ্‌ করিয়া তাহার মধুর আওয়াজ ছাড়িতে ছাড়িতে দুই ভগ্নির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; কামনা মাথা নাড়িয়া বলিল, "পিসি আমরা কি তোমার শত্রুরের মেয়ে ? একটু ছাদে বসে গল্প কচ্ছি তাও তোমার সহ্য হ'লো না ?"

পিসি নাক সিটকাইয়া মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন ছাদে বসে গল্প কত্তে আর তোমাদের বারণ করে কে ? সমস্ত রাত্তির ধরে গল্প কর না ! কিন্তু শরীর কেমন, ওই ছোটটীর তো একটা ঠোসার ভর সয়না, কথায় কথায় ভির্ম্মি যান। ভুগতে হয় তাই বল্‌তে আসি নইলে আমার কি। এই যে এক মাস রোগে ভুগে উঠলো, আবার এই ঠাণ্ডা লাগিয়ে যদি একটা কিছু হয় তখন ভুগবে কে ? আমাকেই তো ভুগ্‌তে হবে।"

কামনা পিসির মুখের সম্মুখে হাত দুই খানা নাড়িয়া বলিল, "হয়েছে পিসি হয়েছে, ঢের হয়েছে। আমরা এই নাক মল্‌ছি, কান মল্‌ছি, ঘাট মান্‌ছি তুমি থাম।"

বৈকণ্ঠ পিসি মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমিতো বাছা থেমেই আছি। তোমাদের মত দর্জ্জাল মেয়েদের সঙ্গে পারবে কে বল ? এখন চল নীচে তোমাদের বাপ তোমাদের খুঁজ্‌ছেন।"

পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া দুই ভগ্নি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। বৈকণ্ঠ পিসি ছাদের এধার ওধার চারিদিক একবার উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়া মাঝে মাঝে মুখ সিটকাইয়া গজগজ করিতে করিতে সর্ব্ব শেষে নীচে নামিয়া গেলেন। নীচে রন্ধন গৃহে পাচক ও পাচিকার সহিত কিসের জন্য হুলুস্থুল বাধিয়া ছিল, তিনি তাহারই মীমাংসার জন্যে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। কামনা ও বাসনা পিতা তাহাদের খুঁজিতে ছিলেন কেন তাহাই জানিবার জন্য নীচে নামিয়া এ ঘর সে ঘর পার হইয়া পিতার গৃহের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল।

কামনা ও বাসনা যথন পিতার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তথন মিত্র মহাশয় বৈকালিক জলযোগ করিতে ছিলেন, তিনি কন্যাদ্বয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আয়, বোস!"

মিত্র মহাশয় বৈকালিক জলযোগটা বেশ রীতিমত ভাবেই সম্পন্ন করিতেন। রাত্রে মাত্র অতি সামান্যই কিছু আহার করিয়া শয়ন করিতেন। এই বৈকালিক জলযোগেই তিনি রাত্রের আহার শেষ করিয়া লইতেন। বৈকালিক জলযোগের পর পান চিবাইতে চিবাইতে দুই চারিটা বড় বড় ঢেকুর তুলিতে তুলিতে তিনি পাশার আড্ডায় যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তাহার পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আড্ডা জমাইয়া বহু রাত্রে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম মাত্র কিছু আহার করিয়া শয়ন করিতেন। পিতার আহ্বানে কন্যাদ্বয়, পিতার সম্মুখে যাইয়া বসিল। প্রায় পনর মিনিট কাহার মুখে কথা

নাই মিত্র মহাশয় নীরবে একটী একটী করিয়া আহারীয় সামগ্রী গুলি শেষ করিতে লাগিলেন। তিনি আহার শেষ করিয়া জলের গেলাস তুলিয়া কয়েক ঢোক [illegible] করিয়া [illegible] বেশ একটু [illegible] হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভৃত্য হাত প্রক্ষালনের জন্য জল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া ছিলিমচি আনিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখে ধরিল। মিত্র মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে কন্যাদিগের দিকে চাহিয়া বেশ একটু বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "শুনেছিস্ তো, আমার ছোট জামাইটী নায়িবী পদ পেয়েছেন। তিনি এখন অম্বিকে চৌধুরীর চকদীঘির নায়েব। আমার জামাই অম্বিকে চৌধুরীর নায়িবী কচ্ছে এর চেয়ে আর আমার বেশী কি অপমান হতে পারে? ছি ছি ছি আমার মুখে একেবারে চূন কালি দিয়েছে।"

কামনা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন বাবা, এতে তোমার মুখে চূন কালি পড়্বে কেন? নায়িবী চাক্‌রী তো খুব সম্মানের চাকরী।"

মিত্র মহাশয় বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় উত্তর দিলেন "সম্মান কেমন। পরের গোলামী তার আবার সম্মান কি? আবার তিনি নাকি আমার গোমস্তাকে ডেকে বলেছেন, যে আমার প্রজাদের উপর যদি আপনারা জলুম করেন তা আমি কিছুতেই সহ্য কর্ব্বো না! ঘুটে কুড়ুনির ব্যাটা পদ্মলোচন হয়ে বড় লম্বা লম্বা-তেজের কথা কইতে শিখেছেন কিন্তু তেজ একেবারে ভেঙ্গে দিচ্ছি ব্যাটা যদুনাথ মিত্তিরকে চোখ রাঙ্গায় ব্যাটার আস্পদ্দা কম নয়।"

পিতার কথায় বাসনার ভয়ে ও আশঙ্কায় মুখখানি একেবারে এইটুকু হইয়া গেল। সে ব্যাকুল ভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কামনা বেশ একটু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এর ভেতর জুলুম করার কথা কেন এলো বাবা? অম্বিকাবাবুর প্রজাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?"

মিত্র মহাশয় তখন পান চিবাইতে চিবাইতে ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, কন্যার কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; কর্কশকণ্ঠে বলিলেন "সে তুই বুঝবিনি তার ভেতর অনেক কথা আছে। তুই দেখিস যদি আমার নাম যদু মিত্তির হয় তাহলে আমি বাছাধনকে এমন শেখান শিখিয়ে দেব যে তাঁর নায়েবী করা জন্মের মত ঘুচে যাবে।"

মিত্র মহাশয় মুখখানা বিকৃত করিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাসনার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু পিতার কথায় ভয়ে ও আশঙ্কায় দুলিতে ছিল, সে কম্পিত কণ্ঠে কামনার মুখের দিকে একটা করুন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি হবে দিদি?"

কামনা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল; "কি হবে তা ভাই কেমন করে জানবো? বাবা যে রাগী মানুষ। কোন কথা বললে তো শুনবেন না। কর্ম্মফল যা আছে তা ভুগতেই হবে। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিস যখন তখন শতেক অন্যায় নীরবে সহ্য কর্ত্তে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা কথা বললেই অমনি চারদিক থেকে সবাই একেবারে দূর দূর করে উঠ্‌বে! কি কর্ব্বি বোন আমাদের জাতের পুরুষগুলো যে মহা স্বার্থপর। ভগবানকে ডাক, তিনি যা কর্ব্বেন ভালই কর্ব্বেন।"

বাসনা তাহার দিদিকেও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। স্বামীর বিপদাশঙ্কায় তাহার সমস্ত বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন অতল সাগরে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে,—সে বিশ্বের বুকের উপর ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইবে,—তাহাকে নীরবে ডুবিতেই হইবে,—ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত করিবার তাহার হাত নাই,—কেন না সে নারী। সহিবার জন্যই যে তাহার জন্ম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চকদীঘির তালুকটা অম্বিকাবাবুর বড় লাভের তালুক ছিল। এই এক তালুক হইতেই তাঁহার বৎসরে পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার টাকা আদায় হইত অথচ কলেকটারির খাজনা ইহার কেবল নাম মাত্র ধার্য্য ছিল। আজ তিন মাস হইয়া গিয়াছে হিরণ এই তালুকের নায়েবী পদ পাইয়া চকদীঘিতে বাস করিতেছে। প্রথম প্রথম কাজ কর্ম্ম বুঝিয়া লইতে দুই চারি দিন তাহার অসুবিধা হইয়াছিল বটে,—কিন্তু এক্ষণে আর তাঁহার বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। এখানে যে কয়জন আমলা ছিল তাহারা সকলেই অম্বিকাবাবুর বিশেষ বিশ্বাসী ও পুরাতন লোক। হিরণের কথাবার্ত্তায়,—আচরণে সকলেই তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং এই সামান্য কয় মাস কাজ দেখিয়া অম্বিকাবাবুও তাহার উপর বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে দুই তিনখানি পত্রে অম্বিকাবাবু হিরণকে শত ভাবে সুখ্যাতি করিয়া কার্য্যে উৎসাহিত করিতেও ছাড়েন নাই।

পল্লীগ্রামের ধোয়াটে অন্ধকার সন্ধ্যার আগমনে চকদীঘির উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। কেমন যেন একটা অলসতা লইয়া সে তাহার রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিতেছিল। চকদীঘির কাছারির পার্শ্বেই নায়েবের বাঙ্গালা। বাঙ্গালাখানি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেই বাঙ্গালার সম্মুখের বারান্দার উপর একখানি বেতের আরাম কেদারার উপর বসিয়া হিরণ নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথাই চিন্তা করিতে ছিল।

কর্ম্ম স্থানে আসিয়া পর্য্যন্ত আর তাঁহার বিশেষ কোন অভাব নাই। এক্ষণে সে যাহা বেতন পাইতেছে তাহাতে অনায়াসেই সংসার প্রতি-পালন করিতে পারে। কিন্তু সে কাহাকে লইয়া সংসার পাতিবে,—সংসার পাতিতে হইলে যাহাকে সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন তাহাকে পাইবারই যে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আর একটা বিবাহ করিয়া সংসার পাতিলেও পাতিতে পারে,—বাঙ্গালা দেশে কন্যার অভাব নাই কিন্তু বিবেক তাহাকে সে কাজে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিতে চায় না? সে বিনা অপরাধে কেমন করিয়া ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগ করিবে? পিতার অপরাধে কন্যা কি নিমিত্ত ফল ভোগ করিবে? কিন্তু জননীর কষ্টের কথা মনে হইলেই হিরণের সমস্ত প্রাণটা বিচলিত করিয়া তুলে। তিনি একাকী গৃহে কত কষ্টেই না জীবন অতিবাহিত করিতেছেন? নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিবার তো তাঁহার এ বয়স নহে? হিরণ মনে মনে স্থির করিয়াছিল জননীকেও এখানে সঙ্গে লইয়া আসিবে কিন্তু জননী স্বামীর ভীটা ছাড়িয়া কোথায়ও নড়িতে না চাওয়ায় তাঁহাকে একাকী বাটীতে রাখিয়া আসিতে সে বাধ্য হইয়াছে। প্রতি চিন্তার ভিতর জননী যে একাকী রহিয়াছেন সেই চিন্তাটুকুই হিরণের সর্ব্ব চিন্তাকে সর্ব্বদাই জড়াইয়া থাকিত।

হিরণ একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখে চাহিল,—সন্ধ্যার ঘোলাটে অন্ধকারের ভিতর দিয়া ত্রিস্রুতী নদীর বালুকা বেষ্টিত শুভ্রচুর তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বশুর মহাশয়ের আচরণের কথাটা মনে পড়িল। এই ক্ষুদ্র নদীটার পরপারে তাহার শ্বশুরের জমিদারীর সীমানা। এই স্থান হইতে

এক ক্রোশও পথ হইবে না তাহার শ্বশুরালয়। এত নিকটে তাহার পত্নী রহিয়াছে অথচ তাহার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যদুনাথ মিত্র তাহাদের দুইজনের মিলনের মাঝখানে যেন একটা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মত দাঁড়াইয়া আছেন। সে মার্ত্তণ্ডের রশ্মিজাল এত তীব্র যে তাহা হিরণের সহ্য করা অসম্ভব। সে রশ্মিজালে তাহার নয়ন ঝলসাইয়া যায়,—সমস্ত দেহ শুখাইয়া উঠে। পিতার আচরণে কন্যার মুখ দেখিতেও আর ইচ্ছা হয় না। একাকী বসিয়া বসিয়া এই সকল চিন্তায় হিরণের বাহ্য চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ আমলা মথুরের গলা খাকরীর স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। হিরণকে পশ্চাৎ ফিরিতে দেখিয়া মথুর কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মথুর অম্বিকাবাবুর বহুদিনের পুরাতন আমলা। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া তাহার মাথার সব চুলগুলি একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। জমিদারীর কাজে লোকটা একেবারে ঘুন বলিলেই হয়। চকদীঘি বিশেষ লাভের তালুক বলিয়াই অম্বিকাবাবু মথুরের ন্যায় বৃদ্ধ কর্ম্মচারীকে এই স্থানে রাখিয়াছিলেন। মথুরের বয়স প্রায় ষাট হইয়াছে। ছিপছিপে গড়ন,—হাত পাগুলা বাকারীর মত,—মাংস নাই বলিলেই হয়। মুখের উপর বড় বড় সাদা সাদা গোঁপ। মথুরকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া হিরণ মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি মথুরবাবু? এমন অসময়? আজ যে বড় বেড়াতে বেরুননি? বসুন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মথুর এক বাঁশের মোটা লাঠী লইয়া প্রত্যহই

বেড়াইতে বাহির হইত। এ সংবাদটুকু হিরণের অজ্ঞাত ছিল না। তাই সন্ধ্যার সময় সহসা মথুরকে সম্মুখে দেখিয়া হিরণ প্রথমই তাহাকে সেই প্রশ্নটাই করিল। হিরণের কথায় মথুর তাহার শাদা গোঁপটা বার দুই নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে একটু বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম,—এই মাত্র ফিরলুম। সমস্ত দিনই বসে থাকতে হয় তাই সন্ধ্যার সময় একটু না বেরুলে কেমন যেন আলিস্যি আলিস্যি বোধ হয়।"

মথুর একখানা বেতের মোড়া হিরণের সম্মুখে একটু টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিল,—"বাবু যদু মিত্তির বড় জুলুম সুরু কল্লে। এ রকম জুলুমের কথা কইলে কি করে চলে বলুন দেখি?"

যদু মিত্রের নামটুকু কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই হিরণ কথাটা ভালো করিয়া শুনিবার জন্য বেশ একটু আগ্রহ ভরে মথুরের দিকে চাহিয়া ছিল। মথুর নীরব হইলে সে বেশ শান্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন,—ব্যাপার কি? কি হয়েছে? যদু মিত্তিরের সঙ্গে আমাদের তো কোন সম্পর্ক নেই। তার হঠাৎ জুলুম সুরু করবার কারণ কি?"

মথুর মাথা নাড়িয়া বলিল, "কারণ এমন কিছুই নয়,—এ শুধু পেজমী। বাবু আপনি যে যদু মিত্তিরের জামাই তা পূর্ব্বে জানতেম না আজকে কথায় কথায় খবরটা পেলুম। কথাবার্ত্তায় যতটা বুঝিছি, তাতে মনে হয় যেন এসব তার আপনার উপর আক্রোশের কথা?"

মথুরের কথায় হিরণ ভিতরে ভিতরে বেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া ছিল; কিন্তু সে ভাবটা ভিতরেই দমন করিয়া মৃদুস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম ?"

মথুর বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "রকম বিশেষ কিছুই নয়। আপনার শ্বশুর মহাশয়ের আবার তেজারতির কারবারও আছে কি না, তা জানেনই' তো। প্রজাদের দশাই ওই ধান কাটবার সময়ই যা ওদের লম্ফ ঝম্ফ তারপর যে কে সে। সেই সারা বছর আবার কর্জ্জতেই চলে। আমাদের অনেক প্রজাই আপনার শ্বশুর মহাশয়ের খাতক। ধান পাট বিক্রী করে মহাজনের দেনা প্রতি বৎসর তারা শোধ করে। কিন্তু এবার যদু মিত্তির তাদের ডেকে বলেছেন, যে টাকা শোধ দিয়ে তারপর ক্ষেতের ধান কাটতে পাবি। যদি টাকা সুদ সমেত শোধ না করে ধান ছুঁবি তা হ'লে আর আস্ত মাথা নিয়ে কারুকে বাড়ী ফিরতে হবে না। কিন্তু এ সময় তারা টাকা পাবে কোথায় বলুন দেখি, কাজেই তারা বলেছে, হুজুর প্রতি বছর যেমন ধান বেচে টাকা শোধ করি এ বছরও তাই কর্ব্বো। ছেলে মেয়ে নিয়ে আমরা ঘর করি এ জুলুম কল্লে পার্ব্বো কেন? তার উত্তরে যদু মিত্তির বলেছে পারাপারি ওসব বুঝিনি আমার যা কথা তাই কাজ। তোদের ভাবনা কি অত বড় মস্ত নতুন নায়েব এসেছে তাকে বলিস্ সে এসে ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে কর্বে এখন।"

মথুর বেশ পাকা লোক কথা গুলাও বেশ পাকাইয়া পাকাইয়া বলিতে ছিল, কাজেই হিরণের নির্ব্বাপিত অগ্নিটা আবার নড়িয়া চড়িয়া ভিতরে ভিতরে বেশ একটু তেজ করিয়া উঠিল। সে মৃদু স্বরে বলিল,

"সত্যিই তো এ বড় জুলুমের কথা। ধান বিক্রী করে টাকা চিরকাল যেমন শোধ করে আস্‌ছে এবারও তাই কর্ব্বে এতে তো অন্যায়ের কিছু নেই। আমাদের জমিতে তারা ধান করেছে সে ধান যদু মিত্তির জুলুম করে কেটে নিয়ে যাবে সেই বা কি রকম কথা ;—এ কিছুতেই হ'তে পারে না।"

মথুর গলা খাক্‌রী দিয়া গলাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবু এ আর কিছু নয়, যদু মিত্তির প্রমান কর্ত্তে চায় আপনি কিছুই নন। নইলে কেউ কখন এমন জুলুমের কথা কইতে পারে ? এ শুধু প্রজাদের কাছে আপনাকে খেলো করবার মতলব।"

এ কথাটা যে এ বৎসর কেন উঠিয়াছে হিরণও তাহা বুঝিয়াছিল ; সে কোন উত্তর দিল না কেবল একটু মৃদু হাসিল। মথুর দেহটা বার দুই দুলাইয়া বলিল, "বাবু আমরা থাক্‌তে আপনাকে খেলো করে কার সাধ্যি, আজ চল্লিশ বৎসর এই জমিদারীর সেরেস্তায় কেটে গেল, বুড়ো হয়েছি গায়েরই বল কমে গেছে। আমাদেরও দু একটা এখন চাল চুল আসে। মিত্তির মশাই যদি বেশী বাড়াবাড়ী করেন তবে একটু শিখিয়ে দেওয়া উচিত যে অম্বিকে চৌধুরী হেচিপেচি নায়েব রাখে না।"

মথুরকে হটাৎ কথাটা বন্ধ করিতে হইল। কাছারির একজন মুহুরী তাহার কথার মাঝখানেই যেন একটা পূর্ণ জেদের মত আসিয়া দাঁড়াইল। হিরণ তাহার মুখের দিকে চাহিল। মথুর জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি লুটবিহারী ?"

লুটবিহারী অতি সামান্য বেতনের কাছারির মুহুরী ; সে বিনীত স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে কাদের খাঁর পরিবার একবার হুজুরের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়।"

হিরণ লুটবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের খাঁর পরিবার ? সে কে ?"

লুটবিহারী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মথুর বলিয়া উঠিল, "বাবু জানেন না, আমাদের প্যায়দা কাদের খাঁ। বড় ভাল লোক। কেন কি হয়েছে ? তার পরিবার বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায় কেন ?"

লুটবিহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে তা বল্‌তে পারিনি।"

হিরণ মাথা তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা তাকে এই খানে পাঠিয়ে দাও।"

লুটবিহারী চলিয়া গেল, মথুর মাথা নাড়িয়া আরম্ভ করিল, "বাবু এই কাদের খাঁ লোকটা খুব ভালো। এই কাছারিতে প্যায়দা-গিরি বোধ হয় আজ বার বৎসর কচ্ছে। বেচারী বড় গরীব কিন্তু লোক ভালো।"

কাদের খাঁ কেমন লোক, কবে এই কাছারির কোন উপকারে আসিয়াছিল প্রভৃতি বিষয় মথুর সবে সূচনা করিয়া ছিল সেই সময় একখানি মলিন বস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোক একটী উলঙ্গ শিশু পুত্রের হস্ত ধরিয়া হিরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শিশুটী পল্লীগ্রামের বিভীষিকাময়ী ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর পূর্ণ মূর্ত্তি। মথুর তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, কাদেরের বৌ, কাঁদ্‌ছিস্ কেন ? কাদেরের কি অসুখ বিসুখ করেছে নাকি রে ?"

হিরণ এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই, মথুরের কথায় তাহার দৃষ্টি স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে পড়িল। সত্যই স্ত্রীলোকটী কাঁদিতেছে। স্ত্রীলোকটীর মুখের প্রায় সবখানিই অবগুণ্ঠনে ঢাকা থাকিলেও হিরণ স্ত্রীলোকটী যে কাঁদিতেছিল সেটুকু বুঝিল। সে বিস্মিত ভাবে স্ত্রীলোকটীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিল। মথুরের কথায় স্ত্রীলোকটীর ক্রন্দনের বেগ আরো একটু বৃদ্ধি পাইল; সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার সোয়ামীকে ধরে নিয়ে গেছে, হুজুর তার কোন কসুর নেই শুধু শুধু তাকে মারতে মারতে ধরে নিয়ে গেল।"

মথুর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সে কি রে কাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে? কে ধরে নিয়ে গেল?"

কাদেরের স্ত্রী তাহার মলিন বস্ত্রের অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে উত্তর দিল, "নেউল গাঁয়ের জমিদারের প্যায়দা এসে ধরে নিয়ে গেছে। মাঠ থেকে এসে সবে মুখে দুটো জল দিতে যাচ্ছিল। সারা দিন হয়ে গেল এখন সে মর্দ্দটা ফিরলো না, নিশ্চয় তাকে কয়েদ করে রেখেছে। বাবু আমরা বড় গরীব। পাঁচ ছয়টী কাচ্ছা বাচ্ছা,—রোজ আনি রোজ খাই। বাড়ীতে এমন একটীও পয়সা নেই যে জরিপানা দিয়ে সেই মানুষটাকে খালাস করে আনি।"

নেউলের জমিদারের পেয়াদা আসিয়া তাঁহাদের কাছারির পুরাতন পেয়াদা কাদের খাঁকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। অথচ তাহাদের কাছারিতে একবার সংবাদ দেওয়াও তাহারা প্রয়োজন মনে করে নাই। ইহাতে তাহাদের কাছারির—জমিদারের অপমান করা হইয়াছে। শ্বশুর

মহাশয়ের এ ধৃষ্টতা হিরণের একেবারে অসহ্য হইল। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্যই যে তিনি এরূপ ভাবে কাদের খাঁকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন যেমনই এই কথা কয়টা হিরণের মনের ভিতর উঁকি দিয়া উঠিল অমনি ভিতরের আগুনটা একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাগে ঘৃণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে একটা জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া মথুরের দিকে চাহিল। কাদেরের স্ত্রীর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মথুরও চটিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে বেশ একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখুন দেখি মশাই আপনার শ্বশুর মশায়ের আস্পদ্দা। আমাদের কাছারির প্যায়দাকে ধরে নিয়ে যায় কোন আক্কেলে? যদি কিছু দোষ করে থাকে আমাদের তো একবার বলে পাঠান উচিত ছিল। আমাদের প্রজাকে আমাদের জমিদারীর ভেতর থেকে ধরে নিয়ে যাবে,—এ যে মশাই অসহ্য। যা হয় এর একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

শ্বশুর মহাশয়ের এই নীচতা পরিপূর্ণ আচরণে হিরণের সমস্ত ভিতরটা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রোধে তাহার বিবেচনা শক্তি লুপ্ত হইয়া গেল। কি করা উচিত সহসা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে এক্ষণে কি করা উচিত, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। মথুর হিরণের মুখে কোন উত্তর না পাইয়া কাদের খাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "অমনি শুধু শুধু তোর সোয়ামীকে ধরে নিয়ে গেল কোন কসুরের কথা বল্লে না। কি কসুর হয়ে ছিল?"

কাদের খাঁর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল, কোন জবাব দিল না। মথুর

একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মর মাগী কাঁদলে কি হবে, বাবুকে সব ভেঙ্গে চুরে বল, তবেতো উপায় হবে।"

মথুরের তাড়া খাইয়া কাদের খাঁর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিতে লাগিল, "বাবু কোন কসুর হয়নি। আমাদের গরুটা নাকি তাঁর কোন ক্ষেতের ভেতর ঢুকে অনেক অপচয় করেছে। তা আমরা তো বাবু জানিনি। এমন কাজ আর হবে না আমাদের মিন্সেটা কত বল্লে, প্যায়দারা কোন কথা শুনলে না; মারতে মারতে ধরে নিয়ে গেল। বাবু আপনি আমাদের মা বাপ, আপনি না রক্ষে কল্লে আর কে রক্ষে কর্ব্বে?"

কাদেরের স্ত্রী এইবার নীচু হইয়া হিরণের পা জড়াইয়া ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইল, নেংটা ছেলেটাও মায়ের দেখাদেখি, তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। হিরণ তাড়াতাড়ি পা একটু সরাইয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোরা বাড়ী যা, আমি এখনি প্যায়দা পাঠিয়ে জানছি কি হয়েছে। তোর কোন ভয় নেই, আমি তোর স্বামীকে এখনি খালাস করে আনবো। যদি কিছু জরিপানা দিতে হয় সেও তোর লাগবে না, কাছারি থেকে সে জরিপানা জমা দেওয়া হবে।"

কাদেরের স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "বাবু আজ দু পুরুষ আমরা আপনাদের জমিতে বাস কচ্চি কিন্তু এ রকম জুলুম কখন দেখিনি। বাবু আমার [redacted] ফিরিয়ে এনে দিন।"

মথুর মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা যা, বাবু যখন কথা দিয়েছে তখন তোর আর কোন ভয় নেই।"

কাদেরের স্ত্রী হিরণ ও মথুরকে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া দুইজনকে

দুইটা গড় করিয়া উলঙ্গ শিশু পুত্রটীর হস্ত ধরিয়া বাঙ্গালার বারান্দা হইতে নামিয়া বাড়ীর পথে অগ্রসর হইল। শুক্ল পক্ষের রাত্রি, পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী.—চাঁদের আলো একেবারে পরিষ্কার না হইলেও ঘোলাটে আলোয় পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে ছিল। সেই আলোয় পথের উপর তাহাদের যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ হিরণ সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহারা দৃষ্টির বাহিরে গেলে সে একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মথুরের দিকে চাহিল। মথুর এবার একেবারে পাকা সুরে ধরিল, "বাবু এর একটা ব্যবস্থা করা এখনি উচিত,—দেখুন দেখি অত্যাচার। তা বাবু আপনি যাই বলুন, এ কাজটা আপনার শ্বশুর মশায়ের একেবারেই ভালো হয়নি। আমাদের এত দিনের একটা প্র্যায়দাকে তিনি আমাদের কোন কিছু না জানিয়ে ধরে নিয়ে যান কোন হিসেবে? তা ছাড়া আপনি হলেন তার জামাই, আপনি যখন এই কাছারির নায়েব তখনতো আপনাকেও একবার জানান উচিত ছিল। যাই হোক আপনার শ্বশুর আমি কোন কথা বল্‌তে পারিনি, আপনাকে না জানিয়ে কাদের খাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় এটা আপনার কিন্তু অপমান, শুধু আপনারই বা বলি কেন এতে বড়বাবুরও অপমান করা হয়েছে। আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে কি যদু মিত্তিরের তুলনা হয়, কিসে আর কিসে, অমন সাতটা যদু মিত্তিরকে অম্বিকে চৌধুরী কিনে ফেলতে পারে।"

হিরণের সহিত তাঁহার শ্বশুরের যে কিরূপ সম্পর্ক মথুর তাহার কিছুই অবগত নহে। জামাতাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্যই যে এই সামান্য কারণে কাদের খাঁকে যদু মিত্র ধরিয়া লইয়া

গিয়াছে কাজেই সেটুকু মথুর বুঝিতে পারে নাই। সে একটু নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর বাবু এই কাদের খাঁর সম্বন্ধে কি কর্ব্বেন স্থির কল্লেন? একজন প্যায়দা পাঠিয়ে খবরটা নেওয়া উচিত।"

"খবর নেওয়া উচিত।" হিরণের ক্রোধের বহ্নিটা তখন একেবারে মাথায় যাইয়া উঠিয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "মথুরবাবু খবর নেওয়া উচিত কি বল্‌ছেন, এখনি আপনি স্বয়ং নেউলে রওনা হন। যেমন করে হ'ক কাদের খাঁকে খালাস করে আনা চাই।"

হিরণের সুরের আওয়াজে মথুরের যেন কেমন গোল ঠেকিল,—সে একটু বেশ বিস্মিত হইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিল। এরূপ গম্ভীর এরূপ দৃঢ় স্বর সে নূতন নায়েবের মুখে কোন দিন শোনে নাই। সে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে, সে নূতন নায়েব মহাশয়ের স্বর শুনিয়াই বুঝিয়া লইল নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু গোল আছে। সে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া গোঁপটা দুই দিকে সরাইয়া দিয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "বাবু আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কিন্তু আপনি ভালো বাসেন তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি; বাবুর সঙ্গে কি বাবুর শ্বশুর মশায়ের কোন রকম মনোবিবাদ আছে?"

মথুরের কথায় হিরণ মৃদু হাসিল, সে বুঝিল তাহার স্বরে এমন কোন স্থানে একটু উনিশ বিশ হইয়াছে যাহাতে এই পুরাতন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী তাহার প্রাণের অনেক কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সে

মৃদুস্বরে মথুরের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিল, "আপনি যা মনে করেছেন তাই ঠিক, বড়বাবু এ কথা জানেন। আমার শ্বশুর মশাই যে আমাকে অপমানিত করবার জন্যেই কাদের খাঁকে ধরে নিয়ে গেছেন তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি এতে শুধু আমার অপমান হয়নি, বড়বাবুরও অপমান হয়েছে। আপনি যান যেমন করে হ'ক এই রাত্রেই কাদের খাঁকে খালাস করে আনুন। যদি লাঠি ব্যতীত কাজ উদ্ধার হয় ভালো,—নইলে কাজেই লাঠি চালাতে হবে।"

হিরণের কথাগুলা শুনিতে শুনিতে মথুরের চোখ দুইটা যেন বাহির হইয়া আসিয়াছিল। হিরণ নীরব হইবা মাত্র সে রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বাবু আর বল্‌তে হবে না। আপনার শ্বশুর মশাই তাই এতক্ষণ কোন কথা বলতে পাচ্ছিলুম না। মতলব করে যখন সে আপনাকে অপদস্থ কর্ত্তে চায় তখন আর এর স্থিরাস্থিরি কি? অম্বিকে চৌধুরীর নায়েবকে অপদস্থ করবার মজাটা একবার হুকুম করুন বাছাধনকে ভালো করে শিখিয়ে দিই। বাবু এর জন্যে তাহ'লে ভাববার কিছু নেই। নেউলে এখনি আমি বাছা বাছা লেঠেল নিয়ে রওনা হচ্ছি—লাঠির মুখে কাদের খাঁ খালাস হয়ে আসুক। নেউলের জমিদার দেখুক যে অম্বিকে চৌধুরী এখনও মরেনি।"

রাগে মথুরের সমস্ত শরীরের লোমগুলো খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল, সে একেবারে কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রথম রাগের ধাক্কায় হিরণের দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে আবার কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া মথুরকে বসিতে বলিল;—তাহার গম্ভীর স্বর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল;

"মথুরবাবু একেবারে অতটা করা ঠিক নয়,—আগে আমার মতে একবার আপনি গিয়ে ভাবখানা বুঝুন,—যদি নিতান্ত না দরকার বোঝেন তবে শুধু শুধু দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে লাভ নেই।"

মথুর কেদারাখানা টানিয়া লইয়া আবার বসিতে বসিতে বলিল, "বাবু আপনার কথার উপর আমার কথা কওয়া সাজে না। তাহ'লে তাই হ'ক,—আমি এখনি রওনা হবার বন্দোবস্ত করি।"

হিরণ মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ সেই ভালো। আপনি যান, আগে বুঝিয়ে বলবেন,—না শোনে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

মথুর বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবু বলেন কি মথুর বুড়ো হয়েছে কিন্তু এখন কাজের বাহিরে যায়নি। ঠিক জানবেন কাদের গাঁকে না নিয়ে মথুর ফিরছে না। তাহ'লে আমি চল্লুম আর দেরী করা কিছু নয়।"

তখনি কাছারির পাল্কী প্রস্তুত হইল,—মথুর চারিজন পাইক ও আটজন বেহারা লইয়া বড় বড় পাঁচ সাতটা মসাল জ্বালিয়া হৈ হৈ শব্দে নেউলে রওনা হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তখন প্রায় আটটা বাজিয়াছে। যদুনাথ মিত্রের কাছারি বাড়ীতে তখন বেজায় পাশার ধূম চলিতেছে। সেই সময় তাঁহার সদর নায়েব রাম কানাই শর্ম্মা আসিয়া সংবাদ দিল, "হুজুর চকদীঘির সেই বুড়ো আমলা মথুর এসেছে। আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে চায়।"

রাম কানায়ের স্বরটা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র যদু মিত্তির একেবারে খাড়া হইয়া উঠিলেন,—রাম কানায়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লে নায়েব? কোথা থেকে কে এসেছে।"

শর্ম্মা বাবুর সম্মুখে দুই হস্ত জোড় করিয়া হনুমানের মত আসিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাই ছিল যদু মিত্রের নিয়ম। যে কোন কর্ম্মচারী যে কোন বিষয়ের জন্যই হউক,—তাঁহার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেই, তাহাকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শর্ম্মা বেতনের ভৃত্য কাজেই তাহাকেও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। সে হাত দুইটা একবার কচলাইয়া আবার যোড় হাত করিয়া বলিল, "চকদীঘির হেড্‌মুহুরী মথুর এসেছে, সে একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়।"

"বলে দাও এখন দেখা হবে না," বলিয়া যদু মিত্তির ফিরিতেছিলেন কিন্তু আবার কি ভাবিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা যাও

তাকে এইখানেই নিয়ে এস। কাণ টানলেই মাথা আসে, নিয়ে এস এখানে শোনা যাক চকদীঘির নায়েব মশাই আমার উপর আবার কি হুকুম পাঠিয়েছেন।"

বাবুর শেষ হুকুম শুনিয়া মথুরকে আনিবার জন্য শর্ম্মা ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। নটবর একপার্শ্বে বসিয়াছিল, সে মাথাটা তুলিয়া মিত্র মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মিত্তির জা শুনলুম নাকি সাবেক নায়েব মধুসূদন এখন আর চকদিঘীতে নেই। চকদিঘীতে নতুন নায়েব এলেন এখন আবার কিনি ?"

মিত্র মহাশয় গড়গড়ার নলটা তুলিয়া লইয়া ছিলেন, খুব এক গাল ধেঁায়া ছাড়িয়া নলটা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া নটবরের কথার উত্তর দিলেন, "তা বুঝি জান না; আমার ছোট জামাইবাবু নায়েব হয়ে সাপের একেবারে পাঁচ পা দেখেছেন, জমিদারী শাসন কচ্ছেন। তাঁর জমিদারী শাসন এইবার একবার বার করে দিচ্ছি। মথুর কি আর এই রাত্রে শুধু ছুটে এসেছে,—কাণ টানা হয়েছে, তবে মাথা এসেছে। নায়েব মশাই কি হুকুম পাঠিয়েছেন শোন না।"

নটবর তাহার সাদা মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তা যাই বল ছোট জামাই বাবাজীর সঙ্গে তুমি ব্যবহারটা বড় ভালো করনি। হাজার হ'ক জামাইতো।"

অপর পার্শ্বে অপর একজন বসিয়া একটা থেলো হুকা টানিতে ছিল; সে হুকাটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরকম বেয়াড়া জামায়ের সঙ্গে ওই রকম ব্যবহারই ঠিক। মেয়ের একবার সন্ধান নেয় না তাকে কি মোণ্ডা খাওয়াতে হবে? বাবুর মত

ব্যবহার কটা লোক কর্ত্তে জানে। নটবর খুড়োর স্বভাবই ওই কেমন,—যা বোঝ না তাতেও কথা কইতে যাও।”

নটবর এক দৃষ্টে সেই লোকটার দিকে চাহিয়া ছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল “তুই, থাম্ শালা আমাকে আর তোকে আক্কেল দিতে হবে না। মোসাহিবী করবারও তো একটা ধরণ আছে,—মোসাহিবী কল্লেই বুঝি হলো?”

নটবরের কথায় সে লোকটা একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিল, দাঁত খিচাইয়া বলিল, “সাদে বলি তোমার ভীমরতি হয়েছে, আমি বল্লুম খুড়ো, উনি কি না বল্লেন শালা। যখন বয়েস হয়ে বুদ্ধি শুদ্ধিই লোপ পেয়েছে তখন বাড়ী থেকে না বেরুলিই তো পারো। ভদ্রলোকের আসরে তোমার আর বসা উচিত নয়। কাকে কি, বলতে হয় তাও পর্য্যন্ত জান না।”

নটবর চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া সেই লোকটার দিকে বার দুই চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “শালা কি ভদ্র লোক রে! ব্যাটা আসে কিনা আমাকে আক্কেল দিতে? মার্ব্বো জুতোর বাড়ী ব্যাটার দু পাটী দাঁত ভেঙ্গে দেব।”

সেই লোকটা তাহার হাতের হুকাটা এক পার্শ্বে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল কিন্তু শর্ম্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মথুরকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে বাধ্য হইয়া তাহার বিক্রমটা আর দেখাইবার সুযোগ পাইল না, মুখখানা গোঁজ করিয়া যেখানে বসিয়াছিল সেইখানেই আবার বসিয়া পড়িল। মথুরকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া যদু মিস্তির তাকিয়াটা ঠেস দিয়া

গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া বেশ একটু জুত করিয়া বসিয়াছিলেন। মথুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আসুন বসুন। মথুর বাবু হঠাৎ এ রাত্রে কি মনে করে? শুন্‌লেম নাকি এবার আপনাদের নায়েব মশাইটী একজন বেশ বিচক্ষণ লোক এসেছেন?"

যদু মিত্রের স্বরের ভঙ্গিমায়ই মথুর বুঝিল ব্যাপারটা সহজে মিটিবে না। কাদের খাঁকে যদু মিত্তির সোজায় নিষ্কৃতি দিবে না। সে গম্ভীর ভাবে আসিয়া ফরাশের একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। মিত্র মহাশয় আবার মাথাটা নাড়িয়া আরম্ভ করিলেন, "বলি এত দয়ার কারণটা কি শুনি, এই রাত্রে আমার বাড়ীতে? বলি নতুন নায়েব এসেছেন বলে তোমাদের কাছারিতে কি মচ্ছব হবে নাকি হে? তাই নেমন্ত্রণ কর্ত্তে বেরিয়েছ বুঝি,—ব্যাপার কি?"

মথুরও পাকা লোক, তাহারও পাকা পাকা কথার অভাব ছিল না সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমারা এমন কি বরাত করিছি যে আপনাকে নেমন্ত্রণ করি। কাজ না থাক্‌লে কি আর কেউ এত রাত্রে আসে।"

যদু মিত্তির চক্ষু দুইটা মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "কাজটা কি শুনি?"

মথুর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে আমাদের প্যায়দা কাদের খাঁকে আপনার প্যায়দারা শুন্‌লেম মার ধোর করে ধরে নিয়ে এসেছে, তাই নায়েব মশাই আমাকে পাঠালেন, কেন তাকে ধরে আনা হয়েছে সেইটুকু জানতে।"

যদু মিত্র তাকিয়া ছাড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলেন, স্বরটা বেশ

একটু বিকৃত করিয়া বলিলেন, "নায়েব মশায়ের প্যায়দার গরু যে আমার ক্ষেতে ঢুকে আমার আবাদ নষ্ট কর্ব্বে তার কইফিয়ত দেবে কে ? তাকে মার ধোর করে ধরে আনবো নাতো কি তার শ্রীচরণ পূজো কর্ব্বো ? তোমাদের নায়েব মশাইকে বলো যে আমার যা ক্ষেতি হয়েছে তার প্যায়দাকে তা পূরোণ কর্ত্তে হবে তবে তার ছাড়ান।"

মথুর গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা হ'লে তাই বলা হবে, কিন্তু আপনি যে তাকে মার ধোর করেছেন তার ক্ষেতি পূরোণ কর্ব্বে কে ? আমাদের প্যায়দার গরু যখন আপনার ক্ষেত নষ্ট করেছে তখন আমাদের কাছারিতে আপনার খবর দেওয়া উচিত ছিল। তাকে এ রকম মার ধোর করে ধরে আনা আপনার মত লোকের একেবারেই বিবেচনার কাজ হয়নি।"

জামাতার উপরের পূর্ব্বের রাগটা মথুরের কথায় মিত্র মহাশয়ের একেবারে চার গুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বুঝতে পারিনি। আমার খুসি আমি তাকে মার ধোর করে ধরে এনেছি। তোমার নায়েবকে বলো যদি তার ক্ষমতা থাকে শোধ নিতে। বিবেচনার কাজ হয়নি ? আমার কাজের হিসেব নিকেশ কি এখন থেকে তোমাদের নায়েবের কাছে দিতে হবে নাকি ?"

মথুর বেশ একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সেও বেশ একটু উচ্চ পর্দ্দায় বলিল, "দিতে হবে বইকি। আপনার চোখ রাঙ্গানির তো আমরা ধার ধারিনী। তাহ'লে আপনি কাদের থাঁকে সোজায় ছাড়বেন না দেখছি ?"

যদু মিত্তির চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না,—যদি ক্ষমতা থাকে

তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে ব'লো। বুঝলে তোমাদের নায়েবের মত আমি ঢের কর্ম্মচারী দেখিছি, ও রকম হুমকি অন্য জায়গায় দেখিও ও সব এখানে চলবে না। যদু মিত্তির অম্বিকে চৌধুরীকে বড় কেয়ার করে—তা তার নায়েব।"

মথুর উঠিয়া দাঁড়াইল ; গম্ভীর স্বরে বলিল, "তবে সেই কথাই বেশ। আপনি যখন সোজায় রাজি নন, তখন বাঁকাই হবে।"

মিত্তির মহাশয়ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "সেই ভালো।"

মথুর আর কোন কথা কহিল না, নত মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভিতরে ভিতরে যে আগুন এত দিন শ্বশুর ও জামাতার হৃদয়ে জ্বলিতে ছিল তাহা এত দিনে একেবারে বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। লেলিহান অগ্নি চারিদিক ছারেখারে দিবার জন্য যেন একেবারে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া লক্‌লক্ করিয়া উঠিল। মিত্তির মহাশয় মুখখানা লাল করিয়া মাথাটা হেট করিয়া বসিলেন। নটবর চুপ করিয়া এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপার শুনিতেছিল, মথুর চলিয়া যাইবার পর সে একটা হাই তুলিয়া গোটা দুই তুড়ি দিয়া বলিল, "মিত্তিরজা কাজটা বড় ভালো হ'লো না।"

যদু মিত্রের দেহটা তখনও রাগে ফুলিতে ছিল, তিনি রক্তবর্ণ চক্ষে নটবরের দিকে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার কাজ ভালো হ'লো কি মন্দ হ'লো সে বিবেচনা তো তোমার নয়। আস যাও বসো সেই ভালো, বুদ্ধি বিবেচনা দেবার তো তোমার কোন প্রয়োজন নেই। এমনি মানুষের দস্তুর যে একটু লাই দিয়েছ কি মাথায় ওঠবার চেষ্টা করে।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাই নাকি ? মানুষ যখন উচ্ছন্ন যায় সে এমনি ভাবেই যায়। আমার বুদ্ধি দেবার দরকার কি ?"

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। নটবরকে উঠিতে দেখিয়া যদু মিত্র একটা তীব্র কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিল। এক পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "সাধে কি বলি খুড়ো তোমার ভীমরতি হয়েছে ? কাকে যে আক্কেল দিচ্ছ তোমার সে খেয়ালটুকুও নেই।"

নটবর তাহার বাঁশের লাঠি গাছটা সেই ফরাশের উপর বার দুই ঠুকিয়া বলিল, "হ্যাঁরে ব্যাটা হ্যাঁ! আমি কারুর মোসাহেব নই! যে ব্যাটাদের মোসাহিবী করবার দরকার সেই ব্যাটারা বাবু বাবু করুক।"

নটবর আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না তখনি যদু মিত্রের কাছারি বাটী পরিত্যাগ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সে দিন আর পাশা খেলার আসরটা ভালো জমিতে পারিল না,—জমিবার মুখেই বাধা পড়ায় সমস্তই যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। মথুরের সহিত বচসার পর যদু মিত্তিরের মেজাজটাও একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—তাহার উপর আবার নটবর রাগিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার ভিতরটা যেন কেমন বেয়াড়া ভাব ধারণ করিল। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিবার পর গুড়গুড়ির নলটা আবার তুলিয়া লইলেন,—বৃথা তাহাতে গোটা কতক টান মারিলেন কিন্তু ধোঁয়া বাহির হইল না,—কলিকার তামাকু বহুক্ষণ পুড়িয়া গিয়াছে,—আগুনও টানের অভাবে বহুক্ষণ নিবিয়া ছাই হইয়াছে;—মিত্র মহাশয় মহা বিরক্তভাবে নলটা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস্ কল্কেটা বদ্‌লে দিয়ে যা।"

তাঁহার পার্শ্বচরগণ মন মরা হইয়া নীরবে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল,—মিত্র মহাশয়ের স্বরে তাহাদের যেন ধড়ে আবার একটু প্রাণ আসিল,—ভাঙ্গা আসর আবার জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য দুই চারিজন সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে কে আছিস্ বড়বাবুর কল্কেটা বদ্‌লে দিয়ে যানা রে।"

একপার্শ্ব হইতে একজন বেশ মাতব্বরের মত বলিয়া উঠিল

"চাকর বাকর ব্যাটাদের ওই কেমন স্বভাব,—না বল্‌লে আর কোন কাজটী পাবার জোটী নেই!"

তাহাদের কথাবার্ত্তাগুলো আজ যেন মিত্র মহাশয়ের কর্ণে কেমন বেসুরা বাজিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বিরক্তস্বরে বলিলেন, "থাক,—আজ আর পাশায় কাজ নেই,—যাও সব বাড়ী,—মেজাজ্‌টা আমার আজ বড় ভালো নেই।"

অমনি যেন একজন সানায়ে পোঁ ধরিল, "তা তো বটেই,—সব দিন কি আর মানুষের মেজাজ সমান থাকে।"

অপর একজন বলিল, "কিন্তু নটবরের আক্কেলটা কি বোঝ,—বাবুর এই মেজাজ খারাপ আর তুই কিনা তড়বড় করে উঠে চলে গেলি। বাবুর খেয়ে ব্যাটার হাড় ক'খানা এখন বজায় আছে,—আর ব্যাটা কিনা বাবুকেই দেখায় মেজাজ।"

আর একজন বলিল, "বাবু ওকে একটু পেয়ার করেন কিনা,—তাই ব্যাটার অত রস।"

যদু মিত্রের প্রাণ তখন একটা কূট চিন্তার ধোঁয়াটে আঁধারে ভরিয়া উঠিতেছিল,—তাঁহার এ সব বুলি আজ আর মোটেই ভাল লাগিতে ছিল না, তিনি আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কারুর তেজ যদু মিত্তির সহ্য করে না। যাও এখন সুদ্ধ যে যার বাড়ী যাও,—আমার একটু কাজ আছে।"

আর না উঠিলে চলে না দেখিয়া একে একে সকলকেই উঠিতে হইল,—এক ছিলিম তামাক খাইতে না খাইতেই উঠিতে হইল দেখিয়া সকলেরই মেজাজ চটিয়া গিয়াছিল। একটু যে নিশ্চিন্ত

হইয়া দুই ছিলিম তামাক খাইব সেটুকুও ভগবানের প্রাণে সহ্য হয় না প্রভৃতি মনে মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে নিজের ও ভগবানের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া যে যাহার গৃহে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। ভৃত্য কলিকা বদ্‌লাইয়া দিতে আসিল, মিত্র মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নায়েব মশাইকে বল,—বাবু এখনি তাকে একবার ডাক্‌ছেন।"

ভৃত্য গুড়গুড়ির উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তৈয়ারী তামাকটা সম্মুখে দেখিয়া পার্শ্বচরদিগের মধ্যে দুই একজন তাহাতে দু' একটা টান দিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া আবার বসিবার চেষ্টা করিতে ছিল কিন্তু মিত্র মহাশয় বিরক্তভাবে বলিলেন, "যাও সব,—আবার বস্‌ছ কেন,—কাজ আছে বল্‌লে বোঝ না।"

কাজেই তাহাদের আর বসা হইল না, মনে মনে 'বড়লোক ব্যাটাদের মেজাজটাই এই' বলিতে বলিতে যে যাহার বাড়ীর দিকে সরিয়া পড়িল। মিত্র মহাশয় গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন। তাম্রকূটের ধূমের সঙ্গে সঙ্গে একে একে আসিয়া কূট চিন্তা সকল তাঁহার মাথার ভিতর তাল পাকাইতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে কাদের খাঁর সম্বন্ধে কি করা উচিত না উচিত সেইটাই তাঁহার চিন্তার প্রধান বিষয় হইয়াছিল। এই কাদের খাঁকে মধ্যে রাখিয়া জামাতাকে যাহাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে পারেন তাহারই একটা মতলব তিনি মনে মনে আঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু একটার পর একটা করিয়া শত মতলব

তাহার মাথার ভিতর দিয়া পাক খাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু কোনটাই তাঁহার মনে লাগিল না। যদু মিত্তির মহা অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সেই সময় রাম কানাই শর্ম্মা ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। ভৃত্যের মুখে বাবুর আহ্বান সংবাদ পাইয়াই শর্ম্মা আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে বাবুর সম্মুখে যাইয়া দেহটাকে বেশ একটু কুঁজো করিয়া হাত দুইখানা জোড় করিয়া দাঁড়াইল। নায়েব মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই যদু মিত্তির গুড়গুড়ির নলটা এক পার্শ্বে রাখিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন,—গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদের খাঁ,—চকদীঘির প্যায়দাকে কোথায় রাখা হ'লো ?"

শর্ম্মা হাত কচলাইয়া বলিল, "হুজুর যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, তাকে মাল ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।"

যদু মিত্তির মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ।"

মিত্র মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না, মুখখানায় নানারূপ ভঙ্গি করিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। শর্ম্মা হাতজোড় করা কাটের পুতুলের মত তাঁহার সম্মুখে ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এইভাবে প্রায় পনোর মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর যদু মিত্তির আবার কথা কহিলেন, সহসা ফরাসের উপর হাতটা চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মথুর ব্যাটাকে চটিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। ওই লোকটাকে বিশ্বাস নেই ব্যাটা ভারি ঝানু,—অনেক দিন জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে এর তাগ বাগ

অনেক বুঝে নিয়েছে। ও ব্যাটা সব কর্ত্তে পারে? দেখ এক কাজ কর কাদের খাঁকে ছেড়ে দাও। আর সকালেই ওই মথুর ব্যাটার নামে এক নম্বর একটা রুজু করে দাও। ওদের নালিস হবার আগে আমাদের নালিস রুজু হওয়া চাই। এই রাত্রেই দুটো লোককে দুটো চোট দিয়ে থানায় এজাহার দেয়াও যে চকদীঘির মথুর মুহুরী আমাদের বাড়ী চড়য়া হয়ে মারধোর করে গেছে। সাক্ষীর ভাবনা হবে না ঢের সাক্ষী পাওয়া যাবে। তারপর দেখা যাচ্ছে জামাই বাবুর তেজ ভাঙ্গতে পারি কিনা।"

শর্ম্মা হাত কচলাইতে কচলাইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে এই রাত্রে চোট দেওয়াই কাকে,—এ সময় লোক পাওয়াতো শক্ত।"

মিত্র মহাশয় মহা বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "নিজেই একটা না হয় চোট দিয়ে নাও না, তাহলে এজাহার দিতে আরোও সুবিধে হবে, বল্‌যে খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই দেখি চকদীঘির মুহুরী এসে আমাদের প্রজাদের উপর মহা জোর জুলুম কচ্ছে। আমি ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে যেমন মথুরের কাছে এগিয়ে গেছি, অমনি পেছন থেকে একজন আমায় লাঠি হাঁকুরায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জখমটা মাথায় হ'লেই ভালো হয়।"

বাবুর কথায় শর্ম্মার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সদ্য কাঁচা মাথাটা জানিয়া শুনিয়া জখম করা তো সহজ ব্যাপার নয়। সে একটু কিন্তু হইয়া বলিল, "আজ্ঞে—আজ্ঞে—"

মিত্র মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সেই ভালো কথা,—যাও আর দেরী করবার প্রয়োজন নেই। নায়েবী

কর্ত্তে হ'লে দেহের রক্ত মাঝে মাঝে একটু পাত না কল্লে চাকৃরি বজায় থাকে না।”

শর্ম্মা মহা ফাঁপরে পড়িল, সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “আজ্ঞে সে কি রকম করে—”

ক্রোধে যদু মিত্তির একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, শর্ম্মাকে আর কথাটা শেষ করিতেও হইল না। ফরাশের উপর একগাছা মোটা লাঠি পড়িয়াছিল, মিত্র মহাশয় সহসা সেইটা তুলিয়া লইয়া একেবারে সজোরে রাম কানাই শর্ম্মার মাথায় আঘাৎ করিলেন। শর্ম্মা চোখে কাণে একেবারে আঁধার দেখিল, তাহার মাথার একস্থান ফাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত ঝরিয়া টস্‌টস্ করিয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত দেহটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল সে প্রাচীর ধরিয়া বসিয়া পড়িল। মিত্র মহাশয় বলিলেন, “বুঝলে ঠিক এই রকম করে। এইবার এজাহার দিতে পার্ব্বে তো?”

শর্ম্মা মাথার যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সে মিত্তির মহাশয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না,—দুই হাতে রক্ত চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যদু মিত্তির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “এজাহার ঠিক মত দিতে পার্ব্বে তো?”

শর্ম্মা আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা তখন অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছিল, সে সটান ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, “আজ্ঞে ঠিক পার্ব্বো।”

মিত্র মহাশয় হাঁকিলেন, “ওরে কে আছিস্ শিগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে খবর দে।”

বাহিরেই ভৃত্য বসিয়াছিল, বাবুর আদেশ তাহার কর্ণে প্রবেশ

করিবা মাত্র সে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। সংবাদ পাইবা মাত্রই ডাক্তার বাবু ছুটিয়া আসিলেন। ডাক্তার বাবুকে গৃহের ভিতর ঢুকিতে দেখিয়া যদু মিত্তির মহা ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন ডাক্তার বাবু বেচারার কি হাল হইয়াছে। এ রকম তো জুলুমের ব্যাপার জীবনে কখন দেখিনি। আপনি শিগ্‌গির ব্যাচারীর মাথাটা ব্যাণ্ডেজ করে দিন। ওকে এখনি থানায় এজাহার দিতে যেতে হবে।"

শর্ম্মার মাথার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারবাবু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি যদু মিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

মিত্র মহাশয় তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "আর বলেন কেন, চকদীঘির এক নতুন নায়েব এসেছে তার অত্যাচারে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠা গেছে। আজ তিনি আমাদের গাঁয়ে ঢুকে আমাদের প্রজাদের ওপর মহা জুলুম আরম্ভ করেছিলেন, সেই সংবাদ পেয়ে নায়েব মশাই ছুটে যান, ইনি কেবল গিয়ে সেখানে পৌছিয়েছেন, বলা নেই কওয়া নেই, নায়েব মশাই হুকুম দিলেন লাগাও, আর মথুর বলে এক ব্যাটা বুড়ো মুহুরী সে অমনি ধাঁ করে পেছন থেকে আমাদের নায়েব মশায়ের মাথায় সজোরে লাঠি হাঁকৃরে দিলে। দেখছেন তো জখমটা বড় কম হয়নি।"

ডাক্তার তখন শর্ম্মার আঘাত স্থানটা ব্যাণ্ডেজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এত ভয়ানক জুলুমের কথা,—এখনি থানায় ডাইরী করা উচিত।"

মিত্র মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা আর বল্‌তে হবে না।, সে ব্যবস্থা আমি এখনি কচ্ছি। আমার গাঁয়ে চড়াও হয়ে আমার নায়েবকে মেরে যাবে আমি কি সহজে ছাড়বো।"

ডাক্তার ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া চলিয়া গেল। মিত্র মহাশয় বলিলেন, "জমিদারী শাসন বড় সোজা নয়। যাও এজাহারটা বেশ ভালো করে হওয়া চাই। বল্‌বে নায়েব হুকুম দিলে আর মথুর লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলে। সাক্ষীর অভাব হবে না।"

শর্ম্মা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কেবল মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

"এসে আমায় খবর দিও, "বলিয়া মিত্র মহাশয় অন্তঃপুরে যাইবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ছিলেন তিনি আবার ফিরিয়া বলিলেন, "এখনি যেন কাদের খাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আসল কাজে যেন ভুল না হয়।"

শর্ম্মা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না।"

মিত্র মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না, এর পরের চালটা কোন ভাবে ঠেলিতে হইবে তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তিনি অন্তঃ-পুরের মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যদু মিত্তির অন্তঃপুরে পদার্পণ করিবা মাত্রই বৈকণ্ঠপিসি একেবারে হাউ হাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বলি দাদা তোমার কি আক্কেল বল দেখি ? এদিকে যে মেয়েটা মরে তার খোঁজও তো একবার নাওনা সাত নয় পাঁচ নয় ওই তো মোটে দুটো। তাদের প্রতি তো একটু দৃষ্টি রাখাও উচিত। মেয়েটার কি হ'লো একটা ভালো ডাক্তারও তো দেখাতে হয়। ভেতরে যে একটা কিছু হয়েছে তাতে তো আর কোন সন্দেহ নেই। তা নইলে কি অমন দিন দিন শুখিয়ে যায়। আর ওই এক মড়া ডাক্তার আছে না জানে চিকিৎসে না জানে ওষুধ। জিজ্ঞাসা কল্লেই বলে, কেন বেশ তো ভালোই আছে ?"

যদু মিত্তির মহা অপ্রসন্ন মনে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, শত চিন্তায় আজ তাঁহার মনটা বারবার আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবা মাত্রই ভগিনীর এই বিকট চীৎকারে তিনি মহা বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কাহার যে বিশেষ কোন অসুখ হইয়াছে সে সংবাদ তিনি একেবারের জন্যও পান নাই, অথচ ভগিনী বলিতেছেন মেয়ে মরে। তিনি এ কথার বিশেষ কোন ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বেশ একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরে সে কি কথা, কার

অসুখ হয়েছে, কে মরে? এই তো সকালে খাবার সময় আমি তা'দের দু'জনকেই দেখেছি।"

বৈকণ্ঠপিসি মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "ও আমার কপাল, দাদা তোমার কি চোখ আছে যে তুমি দেখ্‌বে। বাসী দিন দিন অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন, তার তো একটা কারণ আছে। সে যে খায় না দায় না, চুপটী করে দিন রাত শুয়ে আছে এরই বা মানে কি? এখন থেকে দেখা শুনা না কল্লে এর পর যে একটা শক্ত কিছু হয়ে বসবে।"

বৈকণ্ঠপিসির কথায় যদু মিত্রের চিন্তার বোঝাটা আর একটু ভারি হইয়া উঠিল। জগতের শেষ বন্ধন কেবল ওই দুইটী তাঁহার অবশিষ্ট আছে। এখন তাঁহার হৃদয়ের ভিতর যতটুকু স্নেহের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা কেবল ওই কন্যা দুইটীকে লইয়া। কাজেই তাহাদের কোন কঠিন পীড়ার আশঙ্কা হইলেই তাঁহার প্রাণটা অমনি চিন্তা দোলায় দুলিয়া উঠে। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "কই কেউতো আমায় বলেনি!"

বৈকণ্ঠপিসি গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা এ কথা আবার তোমায় কে বলবে দাদা? মেয়ের কি হ'লো না হ'লো সেটা তো বাপেরই তল্লাস নেওয়া উচিত। মেয়ে ছেলে কি দিন রাত বল্‌তে পারে বাবা আমার অসুখ হয়েছে,—বাবা আমার অসুখ হয়েছে। মেয়ে সোমত্ত হ'লো,—জামাই এক দিনও আসে না, মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ীও পাঠাবে না,—কাজেই হুতুসে হুতুসে মেয়ে ওই রকম হয়ে যাচ্ছে।"

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীও পাঠাবে না, একথাটা মোটেই যদু মিত্রের

ভালো ঠেকিল না। তিনি মহা বিরক্ত ভাবে কথাটার উত্তর দিলেন, " মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী না পাঠালে সে যদি হুতুসে হুতুসে মরে যায়, তবে আমার তেমন মেয়ের দরকার নেই, তেমন মেয়ের মরাই ভালো। বাপ মা ছেলে বেলা থেকে মানুষ করে বড় কল্লে আর দু'দিন এক জনের সঙ্গে বিয়ে হলেই যদি মেয়ে পর হ'য়ে যায়,—তা হ'লে সে মেয়েই নয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবো কি? বড়লোকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে কোন দুঃখে। কেন সে কি এখানে খেতে পরতে পাচ্ছে না,—না তার এখানে কোন অভাবটা আছে?"

বৈকুণ্ঠপিসিও যদু মিত্রের ভগ্নি; তিনিও সোজায় ছাড়িবার পাত্রী নন, নাকটা একবার সিটকাইয়া মুখখানা মহা বিরক্ত ভাবে বিকৃত করিয়া বলিলেন, "জানি না দাদা তুমি কি বোঝ? শুধু বুঝি খাওয়া পররার অভাবের জন্যই শ্বশুরবাড়ী যাওয়া,—শ্বশুরবাড়ী যাওয়ায় মেয়ে মানুষের বুঝি আর কোন ফল নেই। যা বোঝ তাই কর কিন্তু মেয়েটার গতিক আর বড় ভালো নয়,—শিগ্‌গিরই একটা শক্ত ব্যাম হবে তা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি।"

যদু মিত্তির বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "অসুখ হতে পারে,—মানুষের শরীরে অসুখ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয় কিন্তু শ্বশুরবাড়ী না পাঠালে যে মানুষের অসুখ হয় তার কোন মানে নেই।"

যদু মিত্তির ভগ্নির সহিত আর কোন কথা কহিলেন না, বিরক্ত ভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী না পাঠাইলে তাহার নাকি কঠিন ব্যায়রাম হ'তে পারে এ কথাটা মিত্র মহাশয়ের নিকট যেন একটা রহস্যের মত বোধ হইল। এটা তাঁহার নিকট

একেবারেই হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল। ভগ্নির কথাটার সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি উপরে উঠিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতে ছিলেন,—দরজার নিকট তাঁহার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার সাক্ষাৎ হইল।

কামনা বাসনার গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল,—সে পিতাকে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। মিত্র মহাশয় কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কামু,—বাসীর কি হয়েছেরে ?"

পিতার কথায় কামনা বেশ একটু বিস্মিত ভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল। সে সেই সন্ধ্যা হইতে বাসনার গৃহে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছিল, কই তাহার বিশেষ কি হইয়াছে ? কই সেতো কিছুই জানে না। সে বিস্মিত স্বরে উত্তর দিল, "কই কি হয়েছে তার, আমি তো কিছু শুনিনি।"

যদু মিত্তির আবার প্রশ্ন করিলেন, "এই যে তোর পিসি বৈকুণ্ঠ বল্লে,—বাসী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে,—সে কিছু খায় না,—খায় না কেনরে ?"

বাসনা যে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহার যে আহারে রুচি গিয়াছে, এ সকল বিষয় কামনা যে লক্ষ্য করে নাই তাহা নহে। ভগ্নির প্রাণের ব্যথা যে কি তাহাও সে জানিত। জানিয়া শুনিয়াও তাহার কোন প্রতিকার নাই বলিয়াই সে চুপ করিয়াছিল। সে পিতাকে চিনিত, তাঁহার মেজাজ বুঝিত তাই ভগ্নির প্রাণের সব বেদনা বুঝিয়াও পিতাকে কোন কথা বলে নাই। পিতার কথায় কামনা

মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবা বাসী আজ কাল বড় কিছু খায় না, একলাটী চুপটী করে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে কথা বার্ত্তাও কয় না, দিন রাত কি ভাবে।"

যদু মিত্তির গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হুঁ! কেন এরকম চুপ করে বসে থাকে,—দিন রাত কি ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিছিস্?"

কামনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা করিছিলুম,—ভালো কোন উত্তর দেয় না। বাবা তাকে দিন কতকের জন্যে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিন,—এখানে থাক্‌লে তার শরীর সারবে না।"

কন্যার কথায় মিত্র মহাশয় একেবারে সপ্তমে উঠিলেন। সন্ধ্যা হইতেই আজ তাঁহার মেজাজ একেবারে বিকৃত হইয়া উঠিয়া ছিল। যাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য,—যাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিবার জন্য তিনি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন,—আর কন্যা কিনা তাহারই গৃহে, তাহারই নিকট যাইবার জন্য লালায়িত। যে স্নেহের ধারা কন্যার জন্য তাঁহার হৃদয়ের ভিতর এত দিন বহিতেছিল, সহসা যেন একটা নরকাগ্নির তেজে সেটা একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "এক ব্যাটা খেতে পায় না ভিখিরীর ঘরে না গেলে যদি যদু মিত্তিরের মেয়ে মরে তো সে মেয়ের মরনই ভালো। এমন মেয়ের আমি মুখ দেখতে চাইনি।"

যদু মিত্তির মহা রাগত ভাবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, পিতার রাগ হইলে জ্ঞান থাকে না কামনা তাহা জানিত,—তাই পিতার কথায় ভগ্নির জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সেও পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বাসনা গবাক্ষের

ধারে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। অন্ধকার রাত্রের কাল আকাশ নক্ষত্র-হার গলায় দুলাইয়া একটা নিবিড় সৌন্দর্য্যে দীপ্তিময়ী হইয়া একেবারে স্থির,—ধীর। বাহিরে পল্লী জননীর নীরব আঁধার মাঝে মাঝে জোনাকীর ক্ষীণ আলোয় কেবল স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই নিবিড় কাল আঁধারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাসনার প্রাণের আঁধার আরোও গাঢ়,—আরোও জমাট বাধিয়া উঠিতেছিল;—সেই সময় পিতার গৃহ প্রবেশের শব্দে সে বেশ একটু বিচলিত ভাবে ধীরে ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে যদু মিত্রের তীব্র দৃষ্টি একেবারে কন্যার উপরে যাইয়া পড়িল। কন্যার মুখে আর সে হাসি নাই,—একটা বিষাদের ছায়ায় সে মুখখানি একেবারে কালিমা লিপ্ত। মিত্র মহাশয় একবার কন্যার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে তীব্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁারে বাসী তোর নাকি অসুখ করেছে?"

বাসনা পিতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই পিতার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল,—পিতার প্রশ্নের উত্তরে সে ধীরে ধীরে বলিল,"কই না বাবা আমার তো কোন অসুখ করেনি।"

যদু মিত্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তবে শুনলুম তুই নাকি কিছু খাস্‌নি,—একলাটী চুপ করে বসে দিন রাত্রির কি ভাবিস্‌,—কেন কি হ'য়েছে তোর?"

কি হ'য়েছে তোর,—এ প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে? পিতার নিকট কন্যার তো সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না। বাসনা নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মাটীতে ঘসিতে লাগিল। যদু মিত্র

একটু নীরব থাকিয়া মহা বিরক্ত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "ও সব পাগলামী ছাড়্। ও সব হবে না। ভিখিরীর ঘরে গিয়ে কখন কি বড়-লোকের মেয়ে বাস কর্ত্তে পারে? তাতে ধনীর অপমান, মেয়েরও কষ্ট। সে ব্যাটা একটা ভিখিরী,—সে ব্যাটার বাড়ীতে কখন যদু মিত্তির মেয়ে পাঠাতে পারে? না,—তা কখন হয় না। সে সব হবে না,—ও তোমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া টাওয়া চল্‌বে না,—ও দুর্ম্মতি ছাড়্।"

বাসনার প্রাণের ভিতর তুমুল যুদ্ধ চলিতে ছিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দৃঢ় করিয়া অবনত মস্তকে স্থির ধীর স্বরে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিল, "বাবা মেয়ে মানুষের শ্বশুরবাড়ী যেতে যাওয়া কি দুর্ম্মতি? কুটীর হ'ক্,—কুঁড়েঘর হ'ক্,—গাছতলা হ'ক্, শ্বশুরের ভিটেই যে মেয়ে মানুষের স্বর্গ। তবে বাবা তুমি আমায় আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে আপত্তি কচ্ছো কেন? বাবা তুমি আমায় আমার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।"

কন্যার কথায় যদু মিত্রের পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একেবারে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কন্যা যে কোন দিন মুখ ফুটিয়া শ্বশুরা-লয়ে যাইতে চাহিতে পারে এ কথা মিত্র মহাশয়ের একেবারে বিশ্বাসই ছিল না। তিনি চির দিন দেখিয়া আসিয়াছেন যে কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে নয়নাশ্রু ফেলিয়া থাকে,—শ্বশুরালয়ে যাইতে হইলেই তাহারা নানা অছিলা করিয়া থাকে। কিন্তু একি! তাঁহার কন্যার মুখে একি কথা! তিনি রাগে ফুলিতে ফুলিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আজ কালকার মেয়ে গুলো ও কি হয়েছে তেমনি, লজ্জা সরম একে-

বারে কিছু নেই। বাপের মুখের ওপর বলে কিনা আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার মেয়ে হয়ে কিনা যেতে চায় একটা হাঘোরের বাড়ীতে, মান মর্য্যাদার কোন জ্ঞান নেই। আমার মুখে চুণ কালি না দিয়ে দেখ্‌ছি আর ছাড়্‌বে না।”

বাসনা ছলছল্ নয়নে পিতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার প্রাণের বেদনা অশ্রুজল হইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জননীর স্নেহ সে কোন দিন পায় নাই,—অতি শৈশবে জননী তাহাকে চির দিনের মত ধরার কোলে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন,—পিতারই স্নেহ ও যত্নে সে পৃথিবীর কোলে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই পিতা আজ তাহার প্রতি বিমুখ,—তাহার প্রাণের বেদনা তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না। রমণীর স্বামী যে কি বস্তু,—কত বড় পূজার সামগ্রী,—রমণী ভিন্ন তাহা কি অপরে বুঝিতে পারে? স্বামী পূজা ভিন্ন নারীর জীবন নির্ম্মাল্য হইতে পারে না,—সুখ দুঃখ,—সাধ আহ্লাদ,—ভোগ বিলাস পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এক স্বামী বিহনে নারীর সে সকলি অসার। পিতার ভ্রম বিশ্বাসের মধ্যে পড়িয়া তাহার জীবনটাই যে একেবারে অসার হইতে বসিয়াছে। সে জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে? যদু মিত্র নীরব হইবা মাত্র বাসনা একটা কাতর দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল, “বাবা;—মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইলে কি বাপের মুখে চুণ কালি পড়ে! হাঘুরে হ’ক্,—গরীব হ’ক্ যখন তার সঙ্গে আপনি আমার বিয়ে দিয়েছেন,—সে যখন আমার স্বামী তখন তার বাড়ীই যে আমার বৈকুণ্ঠের চেয়েও পবিত্র। বাবা

আপনি যদি আমার মুখ দেখ্‌তে না চান,—না দেখ্‌বেন,—আমার সঙ্গে যদি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ কর্ত্তে চান ত্যাগ করুন। কিন্তু আমায় আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

যদু মিত্রের ছিপছিপে দেহটা রাগে যেন চতুর্গুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখ চোখ একেবারে লাল হইয়া উঠিয়া ছিল,—তিনি একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া একেবারে বোমার মত ফাটিয়া উঠিলেন, "যদু মিত্তির বেঁচে থাক্‌তে তার মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে? তা হ'তেই পারে না,—তা কখন হবে না।"

মিত্র মহাশয় রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন,—দ্বারের নিকট যাইয়া ফিরিয়া বলিলেন, "বাসী তুই জানবি আজ থেকে তুই বিধবা,—তোর স্বামী মরেছে। তোর শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে তোর সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে। আমি নিজেই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

যদু মিত্র আর দাঁড়াইলেন না,—গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন পিতার কথায় পৃথিবীর সমস্ত আলো বাসনার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একেবারে সরিয়া গেল—সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না;—কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার নয়ন ফাটিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রে হিরণ একবারের জন্যেও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না,—শ্বশুর মহাশয়ের আচরণের কথা যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রনা হইতে লাগিল। নীরব রাত্রের গাঢ় অন্ধকার তাহার প্রাণের অন্ধকারটাকে আরোও যেন ভরাট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—সে বিছানার উপর পড়িয়া প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শ্বশুরের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সে যে কি ভাবে দণ্ডায়মান হইবে তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না, অথচ ইহার প্রতিবিধান করা যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহাও বুঝিতে ছিল। সারা রাত্রির ভিতর সে একটুও ঘুমাইতে পারিল না,—এই বিকট চিন্তার ভিতর দিয়া রাত্রি ধীরে ধীরে উষার কোলে ঢলিয়া পড়িল। পূর্ব্ব দিক রাঙ্গা মূর্ত্তি ধারণ করিল,—স্নিগ্ধ সমীরণ ঝির ঝির করিয়া বহিতে লাগিল। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিকুল যেন নব জীবন পাইয়া মধুর সঙ্গীতে গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। হিরণ অনিদ্রায় সারারাত্রি বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার যেন শয্যা-কণ্টক হইয়া উঠিয়াছিল, পক্ষীর মধুর কাকলী কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র সে ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। উষার আলো গবাক্ষের ফাঁক দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেও রাত্রের অন্ধকার তখনও গৃহের ভিতর লুকোচুরি খেলিতেছিল,—সে অন্ধকারও হিরণের সহ্য হইল না, সে ধীরে

ধীরে গৃহের দরজা খুলিয়া সম্মুখের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইল। বাহিরে প্রভাতের অলো নব জীবন দিবার জন্য যেন ধরার উপরে ঝরিয়া পড়িতে ছিল,—পল্লী জননীর শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর সেই মধুর আলোয় যেন অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের গুপ্তদ্বার খুলিয়া ধরিতে ছিল। প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হিরণ একটা গাঢ় তপ্ত-শ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল সৌন্দর্য্যের রাণী বঙ্গ জননীর শ্যামল অঞ্চলের উপর তাহার শ্বশুরের ন্যায় অমন কুৎসিৎ মানুষ কেমন করিয়া জন্মায়। নিজের জামাতার উপর ঈর্ষা করিতে তাঁহার মনের ভিতর কি একটুও সঙ্কোচ বোধ হয় না? জামাতার উপর হিংসা করিয়া,—জামাতার ক্ষতি করিলে নিজের কন্যার যে সমূহ ক্ষতি তাহা কি তাঁহার মানসপটে একবারও উদয় হয় না! সে তো তাঁহার শ্বশুরের কোন ক্ষতিই করে নাই,—সে তাঁহার বাটীতে ঘর জামাই হইয়া থাকিতে চাহে না এইটাই কি তাহার অপরাধ!—সে তাহার নিজের মর্য্যাদার গুরুত্বটুকু বোঝে এইটাই কি তাহার অপরাধ? ঘর-জামাই থাকিয়া, কেবল দুই বেলা উদর পূরণ করিয়া পশুর মত সে জীবন অতিবাহিত করিতে চাহে না এইটাই কি তাহার অপরাধ? মানুষের মানুষ হইতে চাওয়াটাই কি এ পৃথিবীতে অপরাধ? হিরণ এই সকল চিন্তায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, ঊষার আলো ইহার ভিতর কখন যে নবীন রৌদ্রে ফুটিয়া উঠিয়া ছিল তাহাও সে জানিতে পারে নাই। সহসা ভৃত্যের কণ্ঠস্বরে সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। বাবুকে ফিরিতে দেখিয়া,—ভৃত্য মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মুখ ধোবার জল কি এখানে নিয়ে আসবো?"

হিরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

ভৃত্য চলিয়া যাইতেছিল, হিরণ জিজ্ঞসা করিল, "মথুরবাবু উঠেছেন ?"

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ তিনি অনেকক্ষণ উঠে-ছেন।"

হিরণ বলিল, "মুখ ধোবার জল রেখে, মথুরবাবুকে একবার এখানে পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, সারা রাত্রি চিন্তা দোলায় দুলিয়া দুলিয়া হিরণ ক্রমেই যেন নিঝুম হইয়া পড়িতে ছিল, সে এইবার একটু নড়িয়া চড়িয়া শ্বশুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্ত নিজেকে একটু খাড়া করিয়া লইল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "আপনার মুখ ধোবার জল দেওয়া হ'য়েছে।"

হিরণ ভৃত্যের কথার কোন উত্তর দিল না,—সে মুখ ধুইবার জন্ত গোছল ঘরের দিকে প্রস্থান করিল। মুখে চোখে জল দিয়া হিরণের প্রাণটা যেন একটু স্থির হইল। প্রভাতের ঠাণ্ডা জল মুখে দিয়া তাহার দেহের অনেকটা শ্রান্তি দূর হইল,—সে বেশ একটু তৃপ্তি অনুভব করিল খুব খানিকটা ঠাণ্ডা জল মুখে ঢালিয়া হিরণ গোছল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। গোছল ঘর হইতে বাহির হইয়া সে বারান্দায় আসিবামাত্র দেখিল মথুর তাহার অপেক্ষায় বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহার নিকট আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে এইখানে দু'তিন খানা চেয়ার বার করে দে।"

ভৃত্য বারান্দার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে নায়েব মহাশয়ের

হুকুম পাইবা মাত্র গৃহের ভিতর হইতে তিন চারি খানি চেয়ার বাহির করিয়া আনিল। হিরণ তাহার একখানিতে উপবিষ্ট হইয়া অপর আর একখানিতে মথুরকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। মথুর একখানা চেয়ার একটু টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাবু কি ঠিক কল্লেন? মিত্তির মশাই বড় বাড় বেড়েছেন। ওকে এখন একটু বেশ করে ঠাণ্ডা করে দেওয়া বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। আমার মতে বাবুকে প্রথম একটু লিখে জানান দরকার। কারণ হ'চ্ছে কি জানেন, আপনার শ্বশুর ও মিত্তিরটাকে একেবারে বিশ্বাস নেই, ও সব কর্ত্তে পারে। আমার শুধু ভয় ফস্ করে আপনাকে একটা সাঙ্ঘাতিক বিপদে ফেলে না দেয়! আমি তার মুখ চোখের ভাব দেখে বেশ বুঝেছি তার মাথার ভেতর একটা বিশ্রী মতলব ঘুরছে।"

মথুর চেয়ার-খানার উপর বেশ করিয়া বসিল,—তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর আপনি এ বিষয় কিছু স্থির করেছেন?"

হিরণ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "বাবুকে আগে একখানা চিঠি লেখা যে দরকার তার কোন সন্দেহ নেই, আমি আজই তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দেব। আপনি এক কাজ করুন এখনি একবার থানায় যান,—কাদের থাঁকে যে আম্নিনী আটকে রেখেছে এই হিসেবে একটা ডাইরী করে আসুন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কোর্টে নালিসও রুজু করে দিন। তারপর বাবুর চিঠির উত্তর এলে তিনি যেমন যেমন বলেন তেমনি তেমনি করা যাবে।"

মথুর তাহার মুখখানা বিকৃত করিয়া তাহার পাকা পাকা গোঁপ গুলা নাড়িয়া বলিল, "ও সোজায় যে বড় সুবিধে হবে বলে আমার বোধ হচ্ছে না। আপনি আপনার শ্বশুরকে ঠিক চেনেন না,—ও লোকটা হচ্ছে বাঁকা, ও বাঁকা সোজা হয় কেবল লাঠির মুখে।"

হিরণ মথুরকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখুন বাবুর হুকুম না আসা পর্য্যন্ত আমাদের নিজের হাতে কোন কাজ করাই উচিত নয়।"

মথুর গোঁপটা তুলিয়া বলিল, "তেমন বিশেষ যদি কিছু সাংঘাতিক রকম হয়,—তা হ'লে বাবুর হুকুম আসবার কি আর তর সইবে তখন লাঠি ভিন্ন আর যে কিছু উপায় থাকবে না বাবু।"

হিরণ বলিল "তা বটে কিন্তু এখনও তেমন কিছুতো হয়নি যাতে বাবুর হুকুমের অপেক্ষা না করা যায়। আমার মতে আপাততঃ থানায় ডাইরী করে,---কোর্টে একটা মাম্‌লা রুজু করে দেওয়া। তারপর বাবুর পত্র পেলে তিনি যেমন লেখেন সেই অনুযায়ী কার্য্য করাই উচিত।"

হিরণের কথায় মথুর যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িল সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "আপনার কথার উপর তো আর আমাদের কথা কওয়া চলে না। তা হ'লে তাই হ'ক,---আমি তা হ'লে ডাইরীটা করে আসি আপনি বাবুকে একখানা সব খুলে পত্র লিখে দিন।"

মথুর থানায় যাইবার জন্য উঠিতে যাইতেছিল সেই সময় কাদের খাঁ আসিয়া সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কাদের খাঁকে সম্মুখে দেখিয়া মথুর ও হিরণ উভয়েই একেবারে অবাক হইয়া মহা বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিল। মিত্র মহাশয় কাদের খাঁকে ছাড়িয়া

দিলেন কেন সেইটা জানিবার জন্য একটা মহা কৌতূহল উভয়েরই ভিতর একেবারে তাল পাকাইয়া উঠিল। মথুর একবার তাহার আপাদমস্তক বেশ ভাল, করিয়া লক্ষ্য করিয়া মাথাটা নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কিরে ? তোকে ছেড়ে দিলে কখন ? ব্যাটা কিছু লিখে টিকে দিয়ে এলি নাকিরে ? "

কাদের খাঁকে দেখিয়া বিস্ময়ে হিরণের মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না। তাহার শ্বশুর মহাশয় যে কাদের খাঁকে কিছুতেই ছাড়িবেন না,—কাল রাত্রে মথুরের নিকট তাহার সাফ জবাব দিয়া দিয়াছেন, সেই কাদের খাঁকে সহসা এত শীঘ্র ছাড়িয়া দিবার কারণ কি ? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন না কোন দুরভিসন্ধি আছে। বিনা অভিসন্ধিতে তিনি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন একথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু অভিসন্ধিটা যে কি তাহা বুঝা কঠিন। জমিদারী সেরেস্তায় তিনি অতি অল্প দিন মাত্র কাজ করিতেছেন,— জমিদারদিগের মার প্যাঁচ কূট বুদ্ধির এখন তাঁহার কিছুই আয়ত্ব হয় নাই। এই কাদের খাঁর ছাড়িয়া দিবার ভিতর কোন চক্রটা ঘুরিতেছে তাহা সে একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কাদের খাঁ একটা সেলাম্ করিয়া মথুরের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিল, "না হুজুর কিছু লিখে টিকে দিয়ে আসিনি। অনেক রাত্রে একজন প্যায়দা এসে আমায় মালখানা থেকে বের করে এনে বল্লে, যা ব্যাটা বাড়ী যা,— আর কখন গরু টরু অমন করে ছাড়িস্‌নি ! বাড়ী এসে শুনলুম আমার পরিবার নাকি হুজুরের কাছে এসেছিল, তাই ভাবলুম হুজুরের পত্র পেয়েই বোধ হয় আমায় ছেড়ে দিয়েছে।"

মথুর অবাক হইয়া কাদের খাঁর কথা গুলা শুনিতেছিল, কাদের খাঁ নীরব হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "বাবু, কেমন যেন বড় গোল ঠেকৃছে। উহুঁ আমার তো মোটেই সুবিধে ঠেকৃছে না। এর ভেতর নিশ্চয়ই তার একটা মতলব আছে। যদু মিস্তির যে ভয় পেয়ে কাদের খাঁকে ছেড়ে দিয়েছে তা হ'তেই পারে না। সে যখন কাদের খাঁকে ছেড়ে দিয়েছে তখন বড় রকম যাহ'ক্ একটা কিছু কর্ব্বে ঠিক করেছে। আমাদের এখন থেকে রীতিমত সাবধান হ'য়ে থাকা উচিত।'

"নিশ্চয়ই।" হিরণ চেয়ারখানার উপর উঠিয়া বসিলেন, গম্ভীর ভাবে কাদের খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে আমাদের বিষয় কিছু কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেলি ?"

কাদের খাঁ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই হুজুর তেমন তো বিশেষ কিছু শুন্‌লেম না। তবে আমি চলে আসি যখন তখন কাছারির ভিতর-কার ঘরে মুহুরীবাবুর যেন নাম হ'লো শুন্‌লেম। গলার আওয়াজটা সদর নায়েব রাম কানাই শর্ম্মার মতই বোধ হ'লো। পষ্ট কিছুই শুন্‌তে পেলুম না বটে তবে আন্দাজে যেটুকু বুঝলেম তাতে করে মনে হয় রাম কানাইবাবু আপনার নাম করে অপর কারুকে কি একটা বল্‌ছেন।"

ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ একটু ঘোরালো হইয়া উঠিল; হিরণ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মথুর বলিল, "বাবু আপনি এখনি বড়বাবুকে একখানা পত্র লিখে দিন। আমার বড় ভালো ঠেকৃছে না! নেউলের মিস্তির সব কর্ত্তে পারে। শেষ কালে কি বুড়ো বয়সে একটা ফ্যাসাদে পড়ে যাবো। ওঁদের জাল জুচ্চুরী কিছু বাধে না,—এইতো সে

বছর ওঁর নিজের একজন মুহুরীকে খামকা খামকা জেলে পাঠিয়ে দিলে। সে বেচারা সাতেও ছিল না, পাঁচেও ছিল না, একটা মাগী খাড়া করে তাকে দিয়ে যাচ্ছে তাই কতক গুলো মিথ্যে এজাহার করিয়ে বেচারীকে কিনা জেলে পাঠিয়ে দিলে। বেচারী বার টাকা মাইনের চাকরী কর্ত্তে এসে দেখুন না কি গেরো। ও মিত্তিরকে আমার তো এতটুকুর জন্যেও বিশ্বাস হয় না। আপনার আগের যিনি নায়েব ছিলেন মধুসূদনবাবু তিনি তো প্রায়ই বলতেন, বদ্‌লোক-দের যত না ঘাঁটান যায় ততই ভালো।"

হিরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তিনি যা বলতেন সেইটাই হ'লো খাঁটি সত্য কথা। বদ্‌লোক যে হয় তার ইজ্জতের তো কোন ভয় থাকে না কাজেই সে সব কর্ত্তে পারে। সেই ভালো আপনি একজন লোককে কাছারি বাড়ী থেকে দোয়াত কলম আর একখানা কাগজ আনতে বলুন, আমি যা যা হ'য়েছে সব বিশেষ ভাবে খুলে লিখে এখনি বাবুকে একখানা পত্র লিখে দিই।"

মথুর উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমিই আন্‌ছি।"

মথুর দোয়াত কলম আনিবার জন্য বারান্দা হইতে নামিতে যাইতে ছিল কিন্তু তাহার আর নামা হইল না,—সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যা বলেছি ঠিক। জানি নিশ্চয়ই কিছু একটা ফ্যাঁসাদ বাধিয়েছে। ওই দেখুন জমাদার, কনেষ্টবল নিয়ে দারোগা এই দিকে আসছে।"

দারোগা এই দিকে আসিতেছে শুনিয়া হিরণের বুকের ভিতরটা কেমন যেন একবার ধড়াস করিয়া উঠিল। পুলিশের নাম শুনিলেই মানুষের আপনা হইতেই বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠে,—কেন তাহার

কোনই মীমাংসা নাই। দারোগা এই দিকে তাঁহার দলবল লইয়া আসিতেছেন শুনিয়া হিরণ বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি রেলিংয়ের ধারে যাইয়া দাঁড়াইল। দারোগা মহাশয় তাঁহার দলবল লইয়া তখন বাঙ্গালার কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া ছিলেন, হিরণ রেলিংয়ের নিকটে যাইবামাত্রই তাহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল। তাহারা এত প্রত্যূষে সহসা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিতেছে সেইটুকু জানিবার জন্য হিরণ মহা অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু সে প্রাণপণ শক্তিতে প্রাণের সে ভাবটা দমন করিয়া আবার যাইয়া চেয়ারে উপবিষ্ট হইল। ইতিমধ্যেই দারোগা মহাশয় ও তাঁহার দলবল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বারান্দার উপর উঠিয়াই হিরণের দিকে চাহিয়া বেশ একটু কড়া স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "আপনিই কি এই কাছারিতে নতুন নায়েব হয়ে এসেছেন?"

হিরণ মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে হাঁ"।

দারোগা মহাশয় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিলেন, "হুঁ,—আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে, আপনার নামে একটা শক্ত মামলা রুজু হয়েছে। আপনার কাছারিতে মুহুরীর কাজ করে মথুর কার নাম?"

মথুর রেলিংয়ের ধারে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। হিরণ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওঁর নাম মথুরবাবু!"

দারোগা মহাশয় মথুরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মশাই

এই দিকে আসুন,—আপনাকেও আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।”

দারোগার কথার কোন অর্থ না পাইয়া মথুর একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল; হিরণ বেশ নম্র ভাবে দারোগা মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মাম্‌লাটা কি শুন্‌তে পাইনি কি ?”

দারোগা মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন,“নিশ্চয়ই শুন্‌তে পাবেন। আপনি ও আপনার এই মুহুরী নেউল গ্রামে পরাণ মণ্ডল নামে এক চাষার ঘরে চড়য়া হয়ে তার যুবতী কন্যার উপর অত্যাচার করবার চেষ্টা করেন। সেই গোলমাল শুনে নেউলের সদর নায়েব সেখানে এসে গোলমাল মিটুতে যান কিন্তু আপনার হুকুমে আপনার এই মুহুরী নেউলের সদর নায়েবের মাথায় লাঠি মারে! সেই লাঠির ঘায়ে সদর নায়েব মশাই রীতিমত জখম হয়েছে। আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন আপনার হুকুমেই এই কাজ হ’য়েছে।”

দারোগা মহাশয়ের কথায় হিরণের বিস্ময়ে একেবারে দম বন্ধ হইবার মত হইল। কাল রাত্রে সে তো তাহার বাঙ্গালা হইতে এক পাও কোথাও বাহির হয় নাই, সে উপস্থিত ছিল সে কি কথা! হিরণের বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না,—ইহা যে আগাগোড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা,—কেবল ইহা যে একটা শ্বশুর মহাশয়ের চক্রান্ত তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। সে দারোগা মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মহা বিস্মিত স্বরে বলিল “আমি উপস্থিত ছিলুম! সে কি কথা! আমি তো কাল রাত্রে একবারের জন্যেও কাছারি থেকে বেরুইনি তবে কাল

রাত্রে আমাদের একজন প্যায়দাকে নেউলের জমিদার জুলুম করে ধরে নিয়ে গেছ্‌লেন, তাই মথুরবাবু রাত্রে বটে একবার নেউলে গেছ্‌লেন। তাকে শুধু শুধু ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ কি সেইটে কেবল জানতে।"

দারোগা মহাশয় মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "তা হ'তে পারে, কিন্তু তারা থানায় এজাহার দিয়েছে অন্য রকম। সে যা হ'ক আমরা সরকারীর চাকর, ব্যাপারের সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করা আমাদের কাজ। কাজেই আমাদের আসতে হ'য়েছে। আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে তারপর আপনাদের যা বলবার হাকিমের সামনে ব'ল্‌বেন। হাকিম যা হুকুম দেবেন সেই রকমই হবে। আপনারা কি ব'ল্‌তে চান এ বিষয় আপনারা কিছুই জানেন না?"

মথুর ও হিরণ উভয়েই একেবারে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই। নেউলের জমিদারের সদর নায়েব যে কেমন করে জখম হ'লো তার আমরা বিন্দু বিসর্গও জানিনি।"

দারোগা মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনারা যা ব'ল্‌ছেন তা যে সত্য তার কোন সাক্ষী প্রমান আছে? আপনি নিজেই ব'লেছেন যে মথুরবাবু কাল রাত্রে একবার নেউলে গেছ্‌লেন। তিনি যে সেখানে সদর নায়েবকে জখম করে আসেননি তা আপনি কেমন করে জানবেন। জখম যে রাত্রিতেই হ'য়েছে তার কোন সন্দেহ নেই। আপনিও যে সময়ে বল্‌ছেন মথুরবাবু নেউলে গেছলেন তারাও ঠিক সেই সময়ে বল্‌ছে তাদের সদর নায়েক জখম্ হয়েছে। না বড় গোলযোগ বলে বোধ হচ্ছে।"

হিরণ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না,—বলিল, "বেশ ভাল কথা, চলুন।"

দারোগাবাবুও আর কোন কথা কহিলেন না, মথুর ও হিরণকে সঙ্গে লইয়া থানার দিকে রওনা হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নে আহারের পর অম্বিকাবাবু উপরে শয়ন কক্ষে পালঙ্কের দুগ্ধফেনণিভ শয্যার উপর অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় পড়িয়া গুড়্গুড়ির নলে মৃদু মন্দ টান দিতে ছিলেন। মৃদু মন্দ টানে তাম্রকূট ধূম মুখ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া সমস্ত গৃহটা একেবারে একটা মধুর গন্ধে আমোদিত করিতে ছিল। গৃহের আসবাব পত্রের ভিতর কয়েক-খানি বহুমূল্য তৈলচিত্র সর্ব্ব প্রথমেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কারণ চিত্র গুলি একেবারে জীবন্ত। কোন বিখ্যাত চিত্রকরের যে বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে এই চিত্রগুলি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা চিত্র গুলির উপর একবার মাত্র দৃষ্টি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অম্বিকা-বাবুর দৃষ্টি সেই চিত্রগুলির মধ্যে একটীর উপর সন্নিবদ্ধ। তাঁহার মুখ চোখের উপর আজ বেশ একটা চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে একটা বিশেষ কোন চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন, তাহা তাঁহর উপরের ভাব ভঙ্গিতে একেবারে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে ছিল। চিন্তার তীব্র তাপে তিনি মাঝে মাঝে দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা অনিল হাসিতে হাসিতে আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবা, তোমার সঙ্গে একটী বুড়ি দেখা কর্ত্তে এসেছে।"

কন্যাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই অম্বিকাবাবু তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, কন্যার কথায় তিনি কেমন যেন একটু

বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছে বুড়ি। কে সে! আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায় কেন?"

পিতার কথায় ক্ষুদ্র কন্যা এক গাল হাসিয়া বলিল, "বা সে তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আস্‌বে না? সে যে তোমার কোন নায়েবের মা। তিনি মার কাছে বসে বসে কত কাঁদছেন।"

বৃদ্ধা যে কে কতকটা আভাসে অম্বিকাবাবু এতক্ষণে তাহা ধরিতে পারিলেন। এইমাত্র তিনি চকদীঘির কাছারি হইতে পত্র পাইয়াছেন, যে সেখানে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যূষে পুলিশ আসিয়া নায়েব ও মথুরবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কন্যা যখন বলিল তাহার কোন্ নায়েবের মা তখনই অম্বিকাবাবু বুঝিলেন এই বৃদ্ধা খুব সম্ভব হিরণের জননী। কোন উপায়ে পুত্রের বিপদের সংবাদ পাইয়া, অনাথিনী বিধবা পুত্রের অনিষ্টের আশঙ্কায় আকুল হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। যে দিন অম্বিকাবাবু হিরণকে নায়েব পদে বাহাল করিয়া চকদীঘিতে প্রেরণ করেন সেই দিনই তিনি জানিতেন, যদু মিত্রের সহিত একটা না একটা কিছু বাধিবে কিন্তু সেটা যে এমন বিশ্রী ভাবে বাধিতে পারে সেইটুকু তিনি বুঝিতে পারেন নাই। জামাতার নামে এত বড় অপবাদ চাপাইয়া দিয়া শ্বশুর হইয়া তাহাকে যে এমন ভাবে ফৌজদারীতে জড়াইতে পারে এরূপ মানুষ যে পৃথিবীতে থাকিতে পারে অম্বিকাবাবুর সেইটুকুই শুধু জানা ছিল না। এমন ধারা হইতে পারে ইহার যদি বিন্দু বিসর্গও তিনি পূর্ব্বে জানিতেন তাহা হইলে কখনই তিনি হিরণকে চক-

দীঘিতে পাঠাইতেন না। তিনি হিরণকে চকদীঘিতে পাঠাইয়াছিলেন এক ভাবিয়া কিন্তু ফল দাঁড়াইল বিপরীত। তিনি হিরণের দুঃখের কথা শুনিয়া ভাবিয়া ছিলেন হিরণকে চকদীঘিতে রাখিলে সে তাহার শ্বশুরের অপমানের কতকটা প্রতিশোধ লইতে পারিবে কিন্তু অম্বিকাবাবুর সে যুক্তি ফাঁসিয়া গেল মধ্য হইতে সে আরোও শ্বশুরের জালে জড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা যে পুত্রের জন্য কতদূর ব্যাকুল হইয়াছে অম্বিকাবাবু তাহা বুঝিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি এসেছেন কেনরে? তাঁকে বলগে যা বাবা বল্লেন তাঁর ছেলের কোন ভয় নেই, জমিদারীর কাজ কর্ত্তে গেলেই এমন মামলা মকর্দ্দমা প্রায়ই হয়ে থাকে,—এর জন্যে ভয় কি?"

বৃদ্ধার চোখের জল দেখিয়া এই মেয়েটীরও প্রাণে বেশ একটু করুণা আসিয়া ছিল, পিতার কথা শুনিবা মাত্র সেই সংবাদটুকু বৃদ্ধাকে দিবার জন্যে সে তাহার পায়ের ঘুনুর গাঁথা মল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ও পর মুহূর্ত্তেই নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসিয়া আবার পিতাকে সংবাদ দিল, "বাবা, তাঁকে গিয়ে বল্লুম, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বেন বলে ওই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।"

কন্যার মুখে বৃদ্ধা আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া অম্বিকাবাবু পালঙ্কের উপর ভালো করিয়া উঠিয়া বসিলেন; দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আসুন মা ঘরের ভেতর "আসুন, আমি আপনার সন্তানের তুল্য আমার কাছে আপনার কোন লজ্জা নেই। আপনার ছেলের জন্যে আপনার কোন চিন্তা নেই।"

উমা সুন্দরী তাঁহার পরিহিত থান কাপড় খানিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, মাথার উপর বেশ একটু অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গৃহের ভিতর অতি সঙ্কোচিত ভাবে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বাঙ্গালী অন্তঃপুরের প্রকৃত জননী মূর্ত্তি অম্বিকাবাবু নয়ন তুলিবা মাত্রই তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বর্গগতা জননীর পুণ্য স্মৃতিটুকু তাঁহার প্রাণের ভিতর নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। তিনি দৃষ্টি নত করিলেন, উমা সুন্দরী কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার বুকের ভিতরটা এমনই দরদর করিয়া কাঁপিতে ছিল যে তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। অম্বিকা বাবু অতি কোমল স্বরে আবার বলিলেন, "মা, আপনি অনর্থক কষ্ট করে এত দূর এসেছেন। আপনার ছেলের জন্যে চিন্তা কর্ব্বেন না। যদু মিত্তির যে মিছি মিছি যা তা একটা অপবাদ দিয়ে আপনার ছেলেকে ফৌজদারীতে জড়িয়েছে,—একথা প্রমান কর্ত্তে বেশী দেরী হবে না, বিচারে হাকিমের কাছে এ মামলা টিকৃতেই পারে না। মিথ্যের ওপর যার ভিত্তি সে কি শেষ পর্য্যন্ত কিছুতে টিকৃতে পারে?"

অম্বিকাবাবু নীরব হইলেন, উমসুন্দরী এতক্ষণে নিজেকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া ছিলেন। তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা আমি বড় দুঃখী, অনেক কষ্টে ছেলেটাকে মানুষ করেছিলুম কিন্তু পোড়া বরাত গুণে বুঝি সবই নষ্ট হ'য়ে যায়। ছেলের বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলুম ছেলের বউটী নিয়ে দিন কতক সুখী হবো,—কিন্তু এমন অদৃষ্টও করে ছিলেম যে এমন যায়গায় বিয়ে হ'লো যে আমার পোড়া অদৃষ্ট বুঝি একেবারে পুড়ে

যায়। শ্বশুর যে জামাইকে জেলে দেবার জোগাড় করে তা কথন শুনি নি। বাবা আমার কেউ নেই,—”

উমাসুন্দরী আর বলিতে পারিলেন না, রুদ্ধ অশ্রু বেদনার তীব্র আঘাতে ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বৃদ্ধার এই করুণ কথা-গুলি অম্বিকাবাবুর প্রাণের তারে আঘাৎ করিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, “মা এ পাপের সংসার এই রকমই। এখানে বাপ ছেলেকে জেলে দেবার চেষ্টা করে এতো শ্বশুর। তবে মা এতে তোমার চিন্তা করবার কিছু নেই। পয়সা দিয়ে যদু মিস্তির কতক গুলো সাক্ষী জোগাড় করেছে বটে কিন্তু সে মিথ্যে সাক্ষী জেরায় টিক্‌বে না। তোমার ছেলে মা আমার নায়েব,—তাকে অপমান করার মানেই হচ্ছে আমাকে অপমান করা। এটা তুমি ঠিক যেন মা এ অপমান আমি নীরবে সহ্য কর্ব্বো না। আমার বংশের যে উঁচু মাথা সে মাথা আমি জীবিত থাকৃতে কথনই যদু মিস্তিরের কাছে নীচু হবে না। মা তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যাও, যদি আমার সমস্ত জমিদারী বিক্রী হয়ে যায় সেও স্বীকার তবু আমি তোমার ছেলেকে যেমন করে পারি খালাস করে আন্‌বো। আমি এই মাত্র তার পেলুম জামিনে তোমার ছেলে খালাস হয়েছে,—মামলার দিনের এখন দেরী আছে। এর মধ্যে মাম্‌লার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেলবো।”

উমাসুন্দরী আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “বাবা আমি গরীব, আমার কিছু নেই, তবে আমি বুড়ী হয়েছি আমার আছে কেবল আশীর্ব্বাদ। আমি প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি ভগবান তোমার

মঙ্গল করুন। বাবা আমার ছেলে এখানে বিয়ে কর্ত্তে চায়নি, এক রকম আমিই জোর করে এখানে তার বিয়ে দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, শ্বশুর বড়লোক, জামাইকে দেখ্‌বে শুন্‌বে,—ছেলে আমার সুখে থাক্‌বে। টাকার লোভ করেছিলুম তাই বুঝি ভগবান আমায় এই সাজা দিলেন। হিরণের চিঠি পেয়ে পর্য্যন্ত শুধু সেই কথাই আমার মনে হচ্ছে কেন আমি টাকার লোভ করে বড়লোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিতে গেলুম। বড়লোকের ঘরে বিয়ে না দিলে তো আর এমন কাণ্ডটা ঘটতে পারত না।"

উমাসুন্দরীর কথায় একটা বিষাদ হাসি অম্বিকাবাবুর মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "বড়লোকের অপরাধ কি মা? সব মানুষ তো আর সমান নয়। বড়লোক গরীব লোক এর ভেতর কিছু নেই। বদমাইস লোক বড়লোকের ভিতরও আছে গরীবের ভিতরও আছে। তখন শুধু বড়লোকের নামে অপবাধ দিচ্ছ কেন মা।"

উমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না বাবা আমি সে কথা বলিনি। আমার অদৃষ্টগুণেই আমার ছেলের শ্বশুর অমন খারাপ হয়েছে। তুমিও তো বাবা বড়লোক। তুমি এমন আর আমার বেহাই মশাই বা অমন হবেন কেন? বাবা হিরণ আমায় যে চিঠি লিখেছে সেই চিঠিখানা তোমায় দেখাব বলে এনেছিলুম, সেখানা কি একবার দেখবে? সেখানা পড়ে আমার সমস্ত প্রাণটা ভেঙ্গে গেছে।"

অম্বিকাবাবুর ক্ষুদ্র কন্যা পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "যা চিঠিখানা নিয়ে আয়।"

উমাসুন্দরী বহু যত্নে পুত্রের পত্রখানি অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি সেখানি ধীরে ধীরে অঞ্চল হইতে খুলিয়া সেই ক্ষুদ্র মোমের পুতুলের মত মেয়েটীর হস্তে দিলেন। সে সেখানা লইয়া পিতার হস্তে দিল। অম্বিকাবাবু পত্রখানি খুলিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত সেখানা পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে হিরণ জননীকে লিখিয়াছে ঃ—

"মা। চাকুরী পাইয়া কত আশা করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বৃদ্ধ বয়সে তোমায় বুঝি একটুও সুখী করিতে পারিব। কিন্তু ভগবান আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। মা পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম,—কাজেই তাহার কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করিতে হইবে ;—আমার সে সাধ পূর্ণ হইবে কেন? মা তুমি অনাহারে থাকিয়া অনেক কষ্টে আমায় লেখা পড়া শিখাইয়াছিলে, পুত্রের উপর কত আশাই না করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার অধম পুত্র তোমার কোন সাধই পূর্ণ করিতে পারিল না। কি কুক্ষণে তুমি আমার বিবাহ দিয়াছিলে যাহার ফলে আজ আমি জেলে যাইতে বসিয়াছি। যে কথা কখন কোন দিন জীবনে আমি কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই আজ আমি সেই কলঙ্ক মাথায় লইয়া কর্ম্মফলে জেলে চলিলাম। মিথ্যাকে যে লোকে এমন ভাবে সত্য করিয়া তুলিতে পারে তাহা আমি পূর্ব্বে কখন জানিতাম না। মানুষ বিনা দ্বিধায় মানুষের বিরুদ্ধে অহেতু এমন করিয়া কেমন করিয়া মিথ্যা কথা কহে ইহাই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশ্চর্য্য! মা চির দিন তোমার অঞ্চলের তলে থাকিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছি, এত দিন পৃথিবী যে কি তাহা বুঝি নাই,—বুঝিতে চেষ্টাও করি নাই।

কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে আসিয়া অনেক নূতন জিনিষ দেখিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও অনেক হইতেছে। এত দিনে বেশ বুঝিয়াছি পৃথিবীতে নিন্দা ও যশের কোন মূল্য নাই। দোষে ও বিনা দোষে পৃথিবীতে যখন নিন্দা হয় তখন সে নিন্দার মূল্য কি? অর্থে যে যশ খরিদ করা যাইতে পারে সে যশেরই বা মূল্য কি? মা আমার জন্য তুমি ভাবিও না, ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন ও যাহা করিতেছেন তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন কোন দিনই অমঙ্গল হইতে পারে না। তবে মা তুমি আমার জন্য ভাবিবে কেন? আমার কর্ম্মফলে আমার যদি কোন ভোগ থাকে তাহা আমায় ভুগিতেই হইবে, তুমি সে জন্য বেদনা পাইলে ভগবান ব্যথিত হইবেন। মা তুমি যে আমার মূর্ত্তিমতী প্রত্যক্ষ জননী। তোমার তো মা সে বিশ্বাস আছে, নিশ্চিন্তে তুমি আমাকে ভগবানের চরণে ফেলিয়া দিতে পার।"

"মা পৃথিবীর মানুষের উপর আজ আমার অভক্তি হইয়া গিয়াছে, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে এক মা ছাড়া আর কাহাকেও বুঝি বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। নিজের শ্বশুর যখন পয়সা খরচ করিয়া মানুষ সাজাইয়া নিজের জামাতাকে এমন চক্রে ফেলিতে পারে তখন পৃথিবীতে না হইতে পারে কি? এ পৃথিবীতে সকলি সম্ভবে। যে রমণীকে আমি কোন দিন জানি না, এমন কি যাহাকে আমি কোন দিন দেখি নাই,—সেই রমণী, যখন লজ্জা সরম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অনায়াসে থানায় এজাহার দিল,—ইনিই আমার উপর বল প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন আর আমার কিছুই বলিবার নাই। ধর্ম্ম যদি উপরে থাকেন তিনি সমস্তই দেখিতেছেন

তিনিই ইহার বিচার করিবেন। আমার কর্ম্মফলে আমার মস্তকের উপর এই কলঙ্কের বোঝা উঠিয়াছে সত্য কিন্তু করুণাময়ের ন্যায় দণ্ডের নিম্নে থাকিয়া যে আমার মস্তকে এই নিন্দার বোঝা অর্পণ করিয়াছে সেও নিস্তার পাইবে না। মা যদি তোমার সন্তান নির্দ্দোষ হয় তবে জানিও তোমার শুধু উগ্র নিশ্বাসে পাপীর বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। যে জ্বালায় সে নিশি দিন পুড়িবে সে জ্বালার নিকট জেলের যন্ত্রনা কিছুই নয়। মা আমার জন্য তুমি চিন্তিত হইও না,—আমার এখনও এ বিশ্বাস আছে যে তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমায় লৌহ বর্ম্মের মত ঘেরিয়া রাখিয়াছে,—কোন বিপদই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইতি—

স্নেহাস্পদ—হিরণ।

পত্র খানি পড়িতে পড়িতে অম্বিকাবাবুর সমস্ত প্রাণটা একেবারে অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি পত্রখানা পাঠ শেষ করিয়া সেখানাকে আবার মুড়িয়া কন্যার হস্তে প্রদান করিলেন। ক্ষুদ্র কন্যা নাচিতে নাচিতে আবার যাইয়া সেখানি উমাসুন্দরীর হস্তে প্রত্যর্পন করিল। অম্বিকাবাবু একটু নীরব থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "যাও মা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যাও। আমি নিজেই আজ চকদীঘিতে রওনা হচ্ছি। কোন ভয় নেই আমি যে উপায়ে পারি তোমার ছেলেকে মুক্ত কর্ব্বো? মা আমি তোমায় মা বলেছি আমি তোমার ছেলে,—সন্তানের কথায় বিশ্বাস কর মা,—তোমার ছেলে সে আমার ভাই। এটা নিশ্চয় যেন আমি জীবিত থাকৃতে আমার ভাই কখন জেলে যাবে না।"

উমাসুন্দরী আর কোন কথা বলিলেন না,—নীরব বেদনার কাতর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অম্বিকাবাবু চিন্তিত মনে সটকার নলটা তুলিয়া লইলেন,—তিনি অন্য মনে তাহাতে একটা মৃদু টান দিলেন,—কিন্তু সটকার কলিকার অগ্নি বহু ক্ষণ নিবিয়া গিয়াছিল,— কাজেই ধূম বাহির হইল না। তিনি নলটা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস্ ম্যানেজার বাবুকে ডেকে দে।"

ভৃত্য সটকার কলিকাটা বদ্‌লাইয়া দিতে আসিয়াছিল,—সে কলিকার আগুণটা একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য গৃহের বাহিরে দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কলিকাতে ফুঁ দিতে ছিল। বাবুর স্বর কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সে তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সটকার উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া,—ম্যানেজার বাবুকে ডাকিবার জন্য বাহির-বাটীতে ছুটিল। অম্বিকাবাবু বিশেষ চিন্তিত ভাবে আবার সটকার নলটা তুলিয়া লইলেন।

ম্যানেজারবাবু আহারের পর নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন, ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে একবার ভেতরে ডাকছেন।"

ভৃত্যের মুখে বাবুর আহ্বান সংবাদ পাইয়া ম্যানেজার বাবু অবিলম্বে ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অম্বিকাবাবুর শয়ন গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অম্বিকাবাবু চিন্তিত মনে দ্বারের দিকে চাহিয়াছিলেন, ম্যানেজার বাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি আজ রাত্রেই চকদীঘিতে রওনা হব। সন্ধ্যের মধ্যেই যাবার যেন বন্দোবস্ত ঠিক হয়।"

ম্যানেজারবাবু বেশ একটু কিন্তু স্বরে বলিলেন, "আপনি যাবেন ? কেন সেখানে কি আর কিছু গোলের খবর পেলেন ? নায়েব মশাই তো জামিনে খালাস পেয়েছেন।"

অম্বিকাবাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "তা পেয়েছেন বটে কিন্ত যদু মিত্তিরের এ অন্যায় অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করা যায় না। এর একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।"

ম্যানেজার মহাশয় বার দুই হাত কচলাইয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তা হ'লে এ ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা মনে করেন ?"

অম্বিকাবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই ! এর আগাগোড়া সমস্ত মিথ্যা। যা হ'ক্ আমি আজই চকদীঘিতে রওনা হব তারপর সেখানে গিয়ে বিবেচনা করে কাজ কর্ব্বো। আপাততঃ আপনি কল্‌কাতায় থাকুন,—যদি প্রয়োজন হয় আপনাকে সংবাদ দেব। যান সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলুন গে।"

"যে আজ্ঞে," বলিয়া ম্যানেজার বাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অম্বিকাবাবু আবার চিন্তিত মনে গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বেলা তখনও অধিক হয় নাই,—সবে মাত্র নেউল গ্রামের বাজারে ফোড়েরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। তখনও বাজার রীতিমত জমিয়া উঠে নাই—এখানে সেখানে এক আধটা ফোড়ে তাহাদের বাজারের বাজ্‌রা নামাইয়া দম লইতে ছিল। ফোড়েদের বাজরা নামাইবার মুখে বাজার করিতে পারিলে জিনিসপত্র কিছু সস্তায় মিলে,—তরী তরকারী গুলাও বাজরার মাথায় বাছা বাছা পাওয়া যায়। সেই কারণ নটবর সকলের পূর্ব্বেই বাজারে আসিত ;—আজও আসিয়া ছিল। সে এ ফোড়ের বাজ্‌রার তরকারী গুলা ও ফোড়ের বাজ্‌রার তরকারী গুলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে ছিল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে একজন ফোড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সে বলিল, "দাদা ঠাকুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে কিরে?" নটবর চোথ দুইটা বাহির করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। ফোড়ে কাপড়ের খুটে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "দাদা ঠাকুর আজ থানায় লোকে লোকারণ্য ভিড়েভিড়। রাস্তা দিয়ে আসবার যো নেই।"

নটবর চোথ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "কেনরে মেধো? থানায় এত ভিড় কিসের? ব্যাপারটা জেনে এলিনি?"

মেধো তথন বাজ্‌রার পার্শ্বে বসিয়াছিল। সে তরকারীগুলি বাছিয়া বাছিয়া পৃথক করিতে করিতে চাপা গলায় উত্তর দিল,

"দাদা ঠাকুর বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ড,—চকদীঘির নায়েবকে পুলিশে ধরে এনেছে। আমাদের সদর নায়েব মশাই থানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দাদা ঠাকুর কাণ্ডটা বড় গুরুতর।"

চকদীঘির নায়েবকে ধরিয়া আনিয়াছে শুনিয়া নটবর তাহার লাঠি গাছটায় ভর দিয়া মেধোর তরকারির বাজরার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। সে জানিত চকদীঘির নায়েব এক্ষণে কে। তাহাকে সহসা থানায় ধরিয়া আনিয়াছে এবং সদর নায়েব থানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার উপর তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এই সকল সংবাদ পাইয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে যখন কাল রাত্রে যদু মিত্তিরের কাছারি বাড়ী পরিত্যাগ করে তাহারই কিছু পূর্ব্বে চকদীঘির বড় মুহুরী মথুর ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার পর সে কোন কিছু জানিতে পারিল না অথচ সদর নায়েব রাম কানাইয়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধা হইলই বা কখন? আর হটাৎ বা চকদীঘির নায়েবকেই থানায় ধরিয়া আনিল কেন? কাল রাত্রে যদু মিত্তিরের সহিত মথুরের যখন বচসা হয় নটবর তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সহসা সে কথাটা তাহার মনে পড়িল তাহাতে আর তাহার বাজার করা হইল না। সে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল তাহার পর মেধোর দিকে চাহিয়া বলিল, "মেধো, দেখিস্ আমার এই থলিটা এইখানে রইলো। আমি চল্লুম একবার থানায়,—দেখে আসি কাণ্ডটা কি হ'লো।"

নটবর মেধোর আর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহার লম্বা

পা দুইখানা থানার দিকে লম্বা ভাবে চালাইয়া দিল। থানায় উপস্থিত হইয়া সে যাহা শুনিল তাহাতে আর তাহার বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না,—সে যাহা ভাবিয়াছিল ঠিক তাহাই। থানার সম্মুখেই তাহার সহিত রাম কানাইয়ের সাক্ষাৎ হইল। নটবর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই রাম কানাই আরম্ভ করিল, "দেখ না নটবর খুড়ো কি জুলুমের কথা? কাল চকদীঘির নায়েব পরাণ মড়লের মেয়ের আর একটু হ'লেই জাত মেরে ছিল আর কি। আমি গিয়ে পড়ায় তাই রক্ষে। মথুর ব্যাটা আমার মাথায় কাল যে লাঠি হাঁক্‌রেছে, বড় পরমায়ু ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেছি। মাথাটা একেবারে দু'খান হয়ে গেছে। সাধে আর আগেকার জমিদারেরা ছেলে ছোক্‌রা নায়েব বাহাল কর্ত্তেন না। ছোঁড়াদের কি একটা হস্তি দীর্ঘি জ্ঞান আছে। ছি, ছি, ছি।"

নটবর হাঁ করিয়া রাম কানাইয়ের কথা গুলো শুনিতেছিল। ব্যাপারটা আগেই সে বুঝিয়া ছিল এখন আরোও পরিষ্কার হইয়া গেল। নটবর আজকের লোক নহে। সে যদু মিত্রকে বিশেষ ভাবে চিনিত। তাঁহার কার্য্য কলাপও তাহার দেখিতে কিছুই বাকি নাই। নটবরের নিজের আপনার বলিবার কেহ নাই। সরকার বাহাদুর হইতে সে মাসে মাসে কিছু কিছু পেনসন পাইত তাহাতেই তাহর জীবনটা বেশ ভাবনাশূন্য অবস্থায়ই চলিয়া আসিতেছিল। কাজেই সে বড় একটা কাহার তোয়াক্কা রাখিত না। সে গলাটা বেশ একটু করুণ করিয়া বলিল, "তা হ'লেতো দেখছি শর্ম্মা ব্যাপারটা বড় সাংঘাতিক।"

শর্ম্মা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা আর বল্‌তে। লোকের ঝি বৌ নিয়ে বাস করা দায়। কিন্তু এবার বাছাধন বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছেন। যদু মিত্তিরের প্রজার ওপর অত্যাচার,—শ্রীঘর দেখতে হবে। জানইতো খুড়ো বাবুর মেজাজ,—এদিকে সদা শিব বটে কিন্তু গরীবের ওপর অত্যাচার করে, তাঁর কাছ থেকে নিস্তার পাওয়া বড়ই শক্ত।"

নটবর আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু রাম কানাই বলিল, "খুড়ো চল্‌লে যে। একটু দাঁড়াও না,—বাবু আসছেন। শেষ পর্য্যন্ত দেখেই যাও।"

নটবর মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না বাবা দাঁড়াবার জো নেই; আমি মেধোর কাছে বাজারে খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছিলুম,—আমার বাজারের থলি টলি সব বাজারে ফেলে এসেছি।"

নটবর আর দাঁড়াইল না,—একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইল। কাল রাত্র হইতেই যদু মিত্তিরের উপর তাহার মেজাজ একেবারে চটিয়া গিয়াছিল,—তাহার উপর জামাতার বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ চক্রান্তে তাহার যদু মিত্রের উপর কেমন যেন একটা ঘৃণা হইয়া গেল,—সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল জীবনে আর কখন যদু মিত্রের ছায়াও মাড়াইবে না। আপনা হইতেই কেমন যেন তাহার মেজাজটা একেবারে খারাপ হইয়া গেল। বাজারে আসিয়া সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই সে দুই চারি পয়সার বাজার করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতে ছিল। পথে মিত্তির বাড়ীর পরিচারিকা ক্ষ্যান্তমনির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ক্ষ্যান্তমনি বাম হস্তের তাগাটা বাহির

করিয়া দিয়া হেলিয়া দুলিয়া বাজার করিতে যাইতেছিল,—সম্মুখে নটবরকে দেখিয়া বেশ একটু ভাবন দিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদা মশাই ভালো আছেন তো ?"

নটবর জমিদার বাড়ীর পরিচারিকাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "আমি তো ভালো আছি ; এদিকে তোদের কর্ত্তার কাণ্ডটা কি শুনেছিস্, জামাইকে যে জেলে দিচ্ছেন।"

জামাতাকে জেলে দিতেছেন শুনিয়াই ক্ষ্যান্তমণি বাজারের ঝুড়িটা পথের এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া ছিল। নটবর নীরব হইবা মাত্র সে বাঁ হাতখানা গালে দিয়া বলিল, "বল কি ঠাকুরদা মশাই জামাইকে জেলে দিচ্ছে কি সর্ব্বনাশের কথা গো ? ওমা কোথায় যাব গো।"

নটবর বিরক্ত স্বরে বলিল, "তুই আর যাবি কোথায়, তোদের ছোটজামাইবাবু যাবে জেলে। কর্ত্তা তারই সব বন্দোবস্ত কচ্ছে। জানিস্ইতো ছোট জামাইয়ের সঙ্গে কর্ত্তার মনের মিল কেমন। দেখিছিস্ইতো এই সেদিন কি অপমানটা করেই না বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে,—আবার জেলে দেবার মতলব। এই মাত্র দারোগা গিয়ে তোদের ছোট জামাইবাবুকে থানায় ধরে নিয়ে এসেছে।"

ক্ষ্যান্তমনি একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা তাই নাকি গো ? ছোট দিদিমণি শুন্‌লে আর প্রাণে বাঁচবে না। ওমা কি হবে গো ! সে যে জামাইবাবুকে বড় ভালবাসে গো।"

ক্ষ্যান্তমণির চীৎকারে নটবরের সমস্ত মুখখানা একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সে মহা বিরক্ত ভাবে বলিল, "মর মাগী চেঁচিয়ে মলো। কর্ত্তার কাণে এ কথা গেলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বিদেয়

কর্ব্বে,—তখন তোকে কোন বাবা রক্ষে কর্ব্বেরে বেটী,—চেঁচিয়ে মচ্ছিস্ কেন ? বড়লোকের বড় কথা,—তুই বেটী ঝিগিরী কর্ত্তে এসেছিস্ তোর এত চেঁচামেচিতে দরকার কিরে বেটী ! যা বেটী নিজের কাজে যা,—এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ কর্ত্তে লাগলো !"

ক্ষ্যান্ত বাজারের ঝুড়িটা আবার কাঁকালে তুলিতে তুলিতে বলিল, "ঠাকুরদা মশাই এমন কাণ্ড তো কখন আমাদের ছোটলোকের ঘরেও শুনিনি,—শ্বশুর জামাইকে জেলে দিচ্ছে সে কি গো ? ওমা একি বড়লোক গো,—ওমা কোথায় যাব গো !"

নটবর মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "মর মাগী,—আবার হাউ হাউ করে মরে। খবদার ক্ষেন্তি দেখিস্ যেন এ কথা না আর কেউ জান্‌তে পারে।"

ক্ষ্যান্তমনি এতখানি জিব বাহির করিয়া বলিল, "ঠাকুরদা মশাই ক্ষেন্তিকে সে রকম ভাববেন না। ওমা এ কথা কি কারুকে বলবার কথা মা।

নটবর আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ক্ষ্যান্তমনি হেলিয়া দুলিয়া তাগা নাড়িয়া বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে দিন আর তাহার বাজারে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইল না। নটবরের কথাগুলা মিত্র মহাশয়ের অন্তঃপুরের ভিতর সোরগোল করিবার জন্ত তাহার যেন দম বন্ধ হইবার মত হইতেছিল। মদের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে মানুষের যেমন গলায় আঙ্গুল দিয়া ক্রমাগত বমন করিয়া সুস্থ হইবার ইচ্ছা হয় ক্ষ্যান্তমনিরও আজ ক্রমাগত সেই ভাব হইতে লাগিল। নটবরের কথাগুলা ক্রমাগতই তাহার কণ্ঠনালিতে

আসিয়া এমনি ভিড় বাধাইতে ছিল যে সে গুলা উগ্‌রাইতে না পারিলে সে আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না। সে যত শীঘ্র সম্ভব বাজারটা সারিয়া মনিব বাটীর দিকে ছুটিল। ক্ষ্যান্তমনি যদু মিত্রের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাজারের ঝুড়িটা রন্ধন গৃহের সম্মুখে নামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো পিসিমা, এই তরকারি-পাতি গুলো বুঝেসুঝে নাও বাপু।"

বৈকণ্ঠপিসি জপে বসিয়াছিলেন; কাজেই উত্তর দিবার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি জপটা সংক্ষেপে সারিবার জন্য মালাটাকে একটু দ্রুত ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষ্যান্তমনি দুই তিন বার, ও পিসিমা পিসিমা বলিয়া চীৎকার করিয়া, পিসির কোন সাড়া না পাইয়া বলিল, "তাহ'লে তরকারীর ঝুড়ি এখানে রইলো বাপু! এর পর আমাকে যেন দুষো না আমি চারপোর বেলা পর্য্যন্ত বাজারের ঝুড়ি নিয়ে বসে থাক্‌তে পারিনি,—আমার এখন ঢের কাজ বাকি।"

তথাপি সে পিসির কোন উত্তর পাইল না। সে বেশ একটু বিরক্ত ভাবে বাজারের ঝুড়িটা রন্ধন গৃহের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া গরগর করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। উপরে সিঁড়ির পার্শ্বেই একটা ক্ষুদ্র ছাদ ছিল.—ছাদে কামনা চুল শুকাইতে ছিল; আর বাসনা আলিসার ধারে চুপটী করিয়া বসিয়া দিদির সেই চুল শুকান দেখিতেছিল। বাসনার মুখখানি একেবারে মলিন;—তাহার প্রাণে যে আর একবিন্দুও সুখ নাই তাহা তাঁহার মুখের উপর চকিতের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একটা গাঢ় বিষাদের

ছায়া তাহার প্রাণের ভিতর নিবিড় হইয়া ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া উঠিতে ছিল। সে শ্বশুরালয়ে যাইতে চাইবার পর হইতে পিতা আর তাহার সহিত কথা পর্য্যন্ত কন না,—স্বামী কোথায় কত দূরে কি ভাবে আছেন তাহার কোন খবরই সে পায় না। তাহার প্রাণের যাতনা সে মুখ বুঝিয়া নীরবে সহ্য করিতেছিল। পিতার আচরণে তাহার বুকে যে কি বেদনা বাজিয়াছিল তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বুঝিতেছিলেন। সেই বেদনার তীব্র তাপে বাসনালতা দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। জীবনের উপর আর তাহার কোনই আসক্তি ছিল না,—ভগবানের নিকট সে কায়মনপ্রাণে দিন রাত্র এই প্রার্থনা করিতেছিল, "হে ঈশ্বর এ অসার জীবন লইয়া আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি,—যত শীঘ্র হয় তোমার চরণে টানিয়া লও আর যে সহ্য করিতে পারি না প্রভু।"

ক্ষ্যান্তমণি উপরে উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া কামনাকে ছাদে চুল শুকাইতে দেখিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কামনা চুলগুলি সম্মুখের দিকে ঝুলাইয়া দিয়া ঘাড় নীচু করিয়া চুল শুকাইতে ছিল। ক্ষ্যান্তকে ছাদে আসিতে দেখিয়া সে মুখ ও চোখের সম্মুখস্থ চুলগুলি সরাইয়া দিয়া একটুখানি মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। ক্ষ্যান্তমনি ছাদে আসিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া চোখের তারা ছুইটা বার ছুই ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে বড় দিদিমণি! দিদিমণি কি কাণ্ডই শুনে এলুম,—শুনে পর্য্যন্ত আমার সমস্ত গলাটা একেবারে কাট হয়ে গেছে,—বুক গুরগুর করে উঠ্‌ছে।"

ক্ষ্যান্তমণির বলিবার ঢং,—মুখ চোখের বিকৃত ভাব দেখিয়া কামনা

বেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাণ্ডটা কি পরিষ্কার ভাবে শুনিবার জন্য সে ক্ষ্যান্তর মুখের দিকে চাহিল। বাসনার সমস্ত প্রাণটা একেবারে দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যাহার নদী তীরে ঘর তাহারই আশঙ্কা অধিক, ওই বুঝি ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। বাসনার কপাল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে,—তাই ক্ষ্যান্তর কথায় প্রথমই তাহার মনে হইল আবার তাহারই বুঝি কোন সর্ব্বনাশের সূচনা হইতেছে। সে একটা উদাস দৃষ্টি লইয়া,—বিহ্বল ভাবে ক্ষ্যান্তমনির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ক্ষ্যান্ত একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ একটু চাপা গলায় আরম্ভ করিল, "দিদিমণি কি সর্ব্বনাশের কথা গো,—বাবু নাকি ছোট জামাইবাবুকে জেলে দেবার বন্দোবস্ত কচ্ছেন।"

জেলে দেবার বন্দোবস্ত কচ্ছেন! দুই ভগ্নিরই দুই জোড়া চোখের তারা বিস্ময়ে যেন একেবারে বাহিরে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিল। বাসনার দম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। কামনা বিস্ময়ের প্রথম ধমকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া অবাক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কিরে? জেলে দেবার বন্দোবস্ত কচ্ছেন কিরে?"

ক্ষ্যান্তমনি যতদূর সম্ভব স্বরটা খাটো করিয়া উত্তর দিল, "কি জানি দিদিমণি বড়লোকের বড় কথা। শুন্‌লুম ছোট জামাইবাবুকে আজ সকালে দারোগা থানায় ধরে নিয়ে এসেছে। এ সব নাকি বাবুর চক্রান্ত। না দিদিমণি আমি কিছু জানিনি,—আমরা গরীব লোক এ সব বড় কথায় আমাদের কাজ কি?"

কামনা ও বাসনা উভয়েই নীরব। ক্ষ্যান্তমনি আবার কি বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু নীচে হইতে বৈকণ্ঠপিসির চীৎকার ধ্বনি উপরে আসিল, "বলি, ওরে ক্ষেন্তি,--বলি গেলি কোথায়,—বাজারটা মিলিয়ে দিতে হবে। যেমন হয় ফেলে দিয়ে গেলেই বুঝি হ'লো ?"

"যাইগো যাই"। ক্ষ্যান্ত মুখখানা বিকৃত করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বাসনার তুই নয়ন বহিয়া বেদনার অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, ক্ষ্যান্ত নীচে নামিয়া গেলে সে তাহার দিদির দিকে চাহিয়া অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "দিদি কি হবে ?"

কামনা ভগ্নির নয়ন জল অঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, "ভয় কি ? আমি এখনি ওকে পাঠাচ্ছি, কি হয়েছে না হয়েছে এখনি সব জান্‌তে পার্ব্বো এখন।"

বাসনা কোন কথা কহিল না তাহার তুই নয়ন বহিয়া কেবলই বেদনার অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীতে এক্ষণে অশ্রুই যে তাহার একমাত্র সম্বল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি, যদু মিত্রের কাছারি বাটীর আলো স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। রাত্রি গভীর,—কাছারি বাড়ী জন শূন্য। কেবল মিত্র মহাশয় একটা তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া সটকার নলে মৃদু মৃদু টান দিতে ছিলেন। তাঁহার মুখের উপর একটা কুটিল চিন্তা রেখা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তামাকু ধূম যেমন ধীরে ধীরে ঘুরিয়া চক্রাকারে উপরে উঠিতে ছিল তাঁহারও সেইরূপ একটা কূটচক্র মাথার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই কুণ্ডলী পাকাইতে ছিল। গরীবের এত তেজ সে বড়লোককে মানিতে চাহে না। সে তেজ তিনি কিছুতেই সহ্য করিবেন না,—সে তেজ তাহার ভাঙ্গিতেই হইবে। তাহাতে যদি তাঁহার কন্যার বৈধব্য ঘটে তাহাও স্বীকার। আজ থানায় আবদ্ধ হইয়া মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে কাল যখন দেখিবে জেলের সেপাই তাহাকে ভিতরে লইবার জন্য দরজা উন্মুক্ত করিয়াছে তখন ওই তেজ শুখাইয়া বেশ মোলাম হইয়া আসিবে। অম্বিকে চৌধুরীর সাধ্যি কি যে সে যদু মিত্রের চক্রের ভিতর হইতে কাহাকেও বাহির করিয়া লইয়া যায়। এই সকল কথাই বার বার যদু মিত্রের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে তাল পাকাইয়া উঠিতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে মামলাটা আরও একটু বেশ জটিল হইয়া উঠিতে পারে তাহারই মতলব ঠাওরাইতে ছিলেন। সেই সময় শর্ম্মা ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। অর্দ্ধ অন্ধকারাবৃত গৃহে

সে প্রথম যদু মিত্রকে দেখিতে পায় নাই। সটকার মৃদু টানে কলিকার অগ্নি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠায় তাহার দৃষ্টি যদু মিত্রের উপর পতিত হইল; সে বেশ একটু মৃদু স্বরে বলিল, "হুজুর পরাণ মণ্ডলকে ডেকে এনেছি ?"

রাম কানাইকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই যদু মিত্র উঠিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সটকার নলটা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "পরাণ মণ্ডল এসেছে ?"

রাম কানাই চোখ দুইটার বেশ একটু বিকৃত ভাব করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

মিত্র মহাশয় একটু নীরবে কি চিন্তা করিলেন তাহার পর মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "আচ্ছা তাকে এখানেই নিয়ে এস।"

রাম কানাই আর কোন কথা কহিল না, তাহার লম্বা কুঁজো দেহটা আরো একটু কুঁজো করিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মিত্র মহাশয় আবার সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন,—মনে মনে বলিলেন, "বাবু বল্‌লুম ভালো কথা তাতো কাণে ঢুক্‌লো না। মাকে পর্য্যন্ত আমি আমার বাড়ীতে রাখতে প্রস্তুত ছিলেম কিন্তু তোমার বড় তেজ আমার বাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে আমার মুখের ওপর বড় লম্বা লম্বা বলেছিলে, শ্বশুরের অন্নে জীবন ধারণ করার চেয়ে মরাই ভালো। এখন সেই মরাটার যে কি সুখ তাই দেখ। দেখি এখন তোমায় কে রক্ষা করে।"

যদু মিত্র তাকিয়াটা টানিয়া লইতে যাইতে ছিলেন কিন্তু তাহার

আর সেটা টানিয়া লওয়া হইল না। রাম কানাই পরাণ মণ্ডলকে সঙ্গে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। পরাণ মণ্ডল ফরাশের নিকট আসিয়া জমিদার বাবুর পায়ের ধূলা লাইয়া মাথায় জিহ্বায় ঠেকাইল। মিত্র মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সোমবার দিন মকর্দ্দমার শোনানির দিন পড়েছে শুনেছিস্ তো। খুব হুঁসিয়ার যেন উকিলের জেরায় পড়ে সব ফাঁসিয়ে দিস্‌নি।"

পরাণ মণ্ডল জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল, "হুজুর সেকি একটা কথা। কখন কি দেখেছেন কোন কাজে গাফিলী হয়েছে। আমরা হুজুর আপনার সাত পুরুষের প্রজা। আপনি হলেন আমাদের বাপ মা। আপনার কোন্ কাজটা হাঁসিল করে দিইনি বলুন।"

মিত্র মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুই যে ফাঁসাবিনি তা জানি, তবে তোর স্ত্রী আর তোর মেয়ে ওই দুটোর ওপরই যা একটু ভয়।"

পরাণ মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুজুর কোন ভয় নেই, আমার স্ত্রীটা বড় ভাল। তাকে কায়দায় আনা উকিল বাবুর কাজ নয়,—তবে আমার মেয়েটা একটু ন্যাকা ন্যাকা। তা তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নোবো এখন।"

মিত্র মহাশয় বেশ একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁ। বেশ করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে কোন রকমে না ঘাবড়ে যায়। ফাঁসালেই বিপদ ;—তোরাও যাবি,—আমরাও যাব।"

তাহার পর রাম কানাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বুঝলে কাল রাত্রে, বেশ যখন একটু নিস্থতি হবে তখন পরাণের স্ত্রীকে আর

ওর মেয়েকে হলধর উকিলের কাছে নিয়ে যাবে। বেশ করে যেন সে এদের শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। সাক্ষী গুলোকে শিখিয়ে পড়িয়ে এমনি সাফাই রাখতে হবে যে কোন ক্রমে না হাকিমের মনে একটুও আঁচড় লাগতে পায়। খুব হুঁসিয়ার।"

শর্ম্মা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে ?"

রাম কানাই নীরব হইলে পরাণ মণ্ডল বলিল, "হুজুর দাদা ঠাকুরের সাক্ষীটা একটু বিশেষ দরকার হবে। তিনি আমার লাগোয়া থাকেন ? তার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী এক রশিও দূর হবে না।"

যত্ন মিত্র পরাণ মণ্ডলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "যা বলেছিস্ নটবরের সাক্ষীটা দরকার বটে। এত বড় একটা কাণ্ড হয়েছে ও কিছু দেখিনি বল্লে হাকিমের মনে সন্দেহ আস্তে পারে। সে দিন সন্ধ্যার সময় পাশা খেলা নিয়ে রাগারাগি করবার পর আজ দু'দিন আর সে আসেনি। রাম কানাই তুমি এখনি একবার নিজে যাও আমার নাম করে নটবরকে ডেকে নিয়ে এস। যদি আস্তে কোন ওজর আপত্তি করে কোন কথা শুন্বে না যেমন করে পার এখনি তাকে আমার সম্মুখে হাজির করা চাই। দেখ যদি ভালো কথায় আসে তা হ'লে আর জোর জুলুম করোনা।"

রাম কানাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

রাম কানাই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। পরাণ মণ্ডল বলিল, "তাহলে এখন আমি আসি হুজুর !"

মিত্র মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা এখন যা। কাল

নায়েব মশাই তোকে, তোর স্ত্রীকে ও তোর মেয়েকে হলধর উকিলের কাছে রাত্রে নিয়ে যাবে।" বেশ সাজোন হয়ে থাকৃবি, বুঝলি।"

পরাণ মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

তাহার পর সে তাহার জমিদারের আবার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মিত্র মহাশয় ফরাশ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর চিন্তিত ভাবে গৃহের ভিতর ধীরে ধীরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাম কানাই লণ্ঠন হস্তে এক পাইক সঙ্গে লইয়া নটবরের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। নটবরের শরীরটা বড় ভাল ছিল না, মেজাজের অবস্থাও অতিশয় খারাপ। সে একাকী নিজের গৃহটির ভিতর বসিয়া আফিনের নেশায় ঢুলিতে ছিল,—সেই সময় রাম কানায়ের বাজখাই আওয়াজ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "বলি নটবর খুড়ো কি বাড়ী আছ? ও নটবর খুড়ো।"

নটবরের বয়সটা শেষের কোটায় নিকটবর্ত্তী হইলেও,—তাহার শ্রবণশক্তি বা দর্শনশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। স্বরটা কর্ণে পৌঁছিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ বুঝিল স্বরটা কাহার। সে গলাটা একবার খাঁকরি দিয়া সেই অবস্থাই সাড়া দিল, "বলি এত রাত্রে কে হে?"

রাম কানাই বাহির হইতে উত্তর দিল, "খুড়ো আমি রাম কানাই,—বলি খুড়ো,—এই সন্ধ্যেবেলা আজ যে বড় বাড়ীতে। এস এস বাহিরে বেরোও,—খুড়ো বড় মজার খবর।"

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাম কানায়ের স্বরটা কর্ণে প্রবেশ

করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনকার চকদীঘির নায়েবের গ্রেপ্তারের কথাটা তাহার প্রাণের ভিতর খা মারিয়া উঠিয়াছিল। জামাতাকে জেলে প্রেরণের ব্যবস্থার জন্তই যে যত্ন মিত্রের আদেশে রাম কানাই তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছে কে যেন তাহাকে সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিল। যাহা হউক এত রাত্রে যখন শর্ম্মা তাহার কুটীরে তখন নিশ্চয়ই কোন একটা গুরুতর কারণ আছে। সে তাহার উত্তরীয়-খানা কড়ির আনলা হইতে টানিয়া লইয়া,—ধূনি পরিপূর্ণ চটি জুতাটা পায়ে দিয়া রাখিতে রাখিতে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। নটবরকে দাওয়ার উপরে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া শর্ম্মা একটু মৃহ হাসিয়া বলিল, "খুড়ো আজ ছ'দিন তুমি আমাদের ওখানে যাওনি ব্যাপার কি? বাবু ছ'দিন তোমাকে না দেখে একেবারে ভেবে চিন্তে অস্থির হয়েছেন। আমায় এই রাত্রেই বল্লেন যাও,—এখনি নটবরের খবর দিয়ে এস। সে ছ'দিন যখন এখানে আসেনি তখন নিশ্চয়ই তার কোন অস্থখ বিস্থখ হয়েছে। খুড়ো,—বাবু তোমায় যথার্থই ভালবাসেন।"

নটবর রাম কানায়ের কথার ভঙ্গি শুনিয়া চোখ হুইটা বেশ একটু বড় করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। রাম কানাই নীরব হইলে সে বার হুই খকৃখক্ করিয়া কাসিয়া বলিল, "বাবাজি শরীরটা যথার্থই আজ ছ'দিন বড় ভাল নেই। আর বয়স তো কম হ'লো না। যাবারও প্রায় সময় হয়ে এলো। কাজেই নানান উপসর্গ জুটছে। তাই ছ'দিন আর তোমাদের ওখানে যেতে পারিনি।"

আবার খকৃখক্ করিয়া নটবরের কাসি আরম্ভ হইল,—সে কাসিতে কাসিতে মুখ চোখ লাল করিয়া বলিল, "দেখনা বাবাজি

আবার এই এক উপসর্গ জুটেছে। আজ ক'দিন থেকে কাস্‌তে কাস্‌তে প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে পাছে এটা আবার বেড়ে যায় তাই আর বেরুইনি।"

রাম কানাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুড়ো সে হচ্ছে না। তোমাকে এখনি একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে। বাবুর হুকুম যে নটবরকে এখনি একবার এখানে ডেকে আনবে। ভালবাসার টান না হ'লে কি আর এমন হয়। দু'দিন তোমায় দেখেননি, দেখ্‌না এই রাত্রে আমায় আবার পাঠিয়েছেন।"

নটবর মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "বাবাজি আজ আর রাত্রে বেরুব না। আজ আবার একাদশী সমস্ত দিন কিছু খাইনি, এখন ভাবছি যা হয় একটু খেয়ে শুয়ে পড়্‌বো। তোমার বাবুকে বলো কাল সকালেই আমি ওখানে গিয়ে হাজির হবো।"

রাম কানাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হবে না খুড়ো তোমায় একবার আমার সঙ্গে এখনি যেতেই হবে। বাবু তোমায় না দেখে বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। আজ যখন একাদশী চল জলযোগটা না হয় ওই খানেই হবে।"

নটবর আর একবাব কাসিল। রাম কানায়ের কথার ভঙ্গিমায় তাহার বেশ একটু খটকা লাগিল; সে মনে মনে বলিল, "না,—এত টান বড় ভালো ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

নটবর একটা হাই তুলিয়া গোটা দুই তুড়ি দিয়া বলিল, "বাবাজি বাঙ্গালায় খুলে বল দেখি ব্যাপারটা কি? আজ আমায় তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবার এত ঘটা কেন? বলি তোমার বাবু কি আমায়

গুলি টুলি করবার মতলব এঁটেচেন নাকি হে, তা যদি করে থাকেন তাহ'লে তাঁর সেটা একেবারেই চালের ভুল হয়েছে। ঘোড়ার খেলায় দাবা চাপ হবে। আমি তো বাবা নিজেই গুলি হয়ে আছি আমায় নিয়ে বড় সুবিধে হবে না। যার মরবার পর কাঁদবার লোক নেই,—তার বাড়ীও যা শ্মশানও তা,—ও সব জায়গাই সমান।"

শর্ম্মা আর নটবরকে অগ্রসর হইতে দিল না, কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "খুড়ো ওইটাই কেমন তোমার দোষ,—কোন কথা তো কোন দিন সোজা ভাবে নাও না। বলি বাবুর কি কোন দিন খাওনি না বাবুর কাছারিতে কোন দিন যাওনি ?"

নটবর ডান হাতটা রাম কানায়ের মুখের সম্মুখে নাড়িয়া বলিল, "এমন কথা মুখে আন্‌লে যে জিব খসে যাবে বাবা। যদু মিত্তিরের খাইনি একথা অস্বীকার কেমন করে করি। আর তা ছাড়া আমরা তো তার খেয়েই এক রকম মানুষ বল্লেই হয়। তার জমিতে বাস করি,—দিন রাতই তো তার খাচ্ছি। কথা হচ্ছে কি জান বাবাজি জমিদার এক কথায় বল্‌তে গেলে তিনিই,—প্রজার হ'লেন মা বাপ। তাঁর খাইনি তো খাচ্ছি কার ?"

রাম কানাই নটবরের সহিত অধিক বাজে কথা কহিতে বা বাজে সময় নষ্ট করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। নটবরের এই সকল কথায় সে ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—সে নটবরকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "খুড়ো রাত্তির ক্রমেই বাড়ছে চল্লো,—আবার তো বাড়ী এসে শুতে হবে। নাও আর দেরী কর্‌রো না চল,—হুঁছুটটা নিয়ে এস।"

নটবর গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "তাতো আন্‌ছি বাবাজি—আর বাবু যখন ডেকেছেন তখন যেতেও হবে। তবে কথা হচ্ছে কি জান বাবাজি যদি আঁচে ইশারায় ব্যাপারটার কিছু আভাস দাও তাহ'লে বেশ একটু সাজোস হয়ে যেতে পারি,—না হলে প্রাণটা একেবারে হাতে নিয়ে চিপটিপিনী বুকে যেতে হয় এই আর কি।"

রাম কানাই এইবার একটু বিরক্ত স্বরে বলিল, "খুড়ো বুঝতেই তো পাচ্ছ,—আমরা পেটের দায়ে এসেছি চাকরী কর্ত্তে,—বড়লোকের কথায় থেকে আমাদের দরকার! কি জন্যে তোমায় ডাকছেন,—তাঁর ভেতরে কোন মতলব আছে কিনা এসব জেনে আমাদের লাভ কি?"

"চল তবে, বেশ একটু ধোঁকায় রাখ্‌লে বাবা এই যা দুঃখ।" নটবর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তাহার পর নিজের চির প্রিয় লাঠি গাছটি ও ভগ্ন লণ্ঠনটা হাতে লইয়া যদু মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। রাম কানাই বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল,—নটবর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইল।

মিত্র মহাশয় গৃহের ভিতর পায়চারী করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ফরাশের উপর বসিতে যাইতে ছিলেন সেই সময় রাম কানাই নটবরকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাদের গৃহে প্রবেশের শব্দে যদু মিত্র আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাম কানাই জোড় হস্ত হইয়া বলিল, "হুজুর নটবর খুড়ো এসেছেন।"

যদু মিত্র ফরাশের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিলেন, "এস হে

নটবর, তোমার যে দু'দিন দেখাই নেই খবর কি? তোমার জন্তে দু'দিন পাশা খেলাই বন্ধ গেল।"

নটবর তাহার লাঠি গাছটা এক পার্শ্বে রাখিয়া যদু মিত্রের সম্মুখে ফরাশের উপর যাইয়া বসিয়া ছিল,—সে তাহার পাকা গোঁপটা বেশ করিয়া বার দুই নাড়িয়া লইয়া বলিল, "শরীরটা এ দু'দিন বড় বেয়েস্তার মেরে গেছে। সন্ধ্যে হলেই কেমন জরজর হয় তাই আর দু'দিন বাড়ী থেকে বেরুইনি।"

যদু মিত্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "একটা খবরও তো দিতে হয়,—আমি ভাবলুম হ'লো কি নটবর আসে না কেন?"

তাহার পর তিনি রাম কানায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও একজন কারুকে এক কল্কে তামাক দিতে ব'ল। আর বাড়ীর ভেতর থেকে যদি কিছু মিষ্টি টিষ্টি থাকে নটবরের জন্তে আন্‌তে বলো।"

রাম কানাই ঠিক সেই ভাবেই জোড় হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল বলিল, "যে আজ্ঞে।"

রাম কানাই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল,—যদু মিত্তির নটবরের দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "দেখ তোমায় আমার একটা কাজ কর্ত্তে হবে।"

নটবর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তার আর বল্‌তে কি,—আপনার যদি উপকার হয়,—নটবর আপনার সব কাজ কর্ত্তেই প্রস্তুত আছে। আর তা ছাড়া আপনার জমিতে যখন বাস তখন আপনার কাজতো করা দরকারই। তারপর কাজটা কি শুনি?"

যদু মিত্র গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "কাজটা এমন বিশেষ কিছু

শক্ত নয়। ওই যে সে দিন যে কাজটা হয়েছে তাতো শুনেছই। পরাণ মণ্ডলের বাড়ী জোর করে ঢুকে চকদীঘির নায়েব মশাই তার মেয়ের বেইজ্জোত কর্ত্তে গেছ্‌লেন,—ওই যে যাতে আমার সদর নায়েবের মাথা জখম হয়েছিল; সেই কথাটা যে যথার্থ সেটা সোমবার কোর্টে তোমায় একটা সাক্ষী দিতে হবে। পরাণ মণ্ডলের বাড়ীটা তোমার বাড়ী থেকে এক রসি পথও দূরে নয় কাজেই তোমার কথাটা হাকিম সব আগে শুনবে;—দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এই হ'লো কি জান আমাদের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম।"

রাম কানাই এত যত্ন করিয়া তাহাকে এই রাত্রে স্বয়ং যাইয়া ডাকিয়া আনিবার অর্থ টা যে কি? সেটা এতক্ষণে নটবরের একেবারে বেশ স্পষ্ট হইয়া পড়িল। এই রকম যে একটা কিছু হবে নটবর তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। সে বেশ একটু অবাক ভাবে বলিল, "বল কি মিত্তিরজা চকদীঘির নায়েব পরাণের বাড়ীর ভেতর জবরদস্তি করে ঢুকে তার মেয়ের উপর জুলুম কর্ত্তে গেছ্‌লো। এত বড় কাণ্ডটা হ'লো কই আমি তো কিছু শুনিনি, বোধ হয় গোলযোগটা নিতান্তই বড় আস্তে আস্তে হয়ে ছিল। চকদীঘির নায়েব না শুনেছিলুম তোমার ছোট জামাই বাবাজি। তার এই কাজ?"

মিত্র মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সেটা যে গুণধর তার পরিচয় তো আগেই পেয়েছ হে। যে নিজের স্ত্রীর কাছে থাকতে অসম্মত,—তার কি চরিত্র থাকতে পারে? ঘুঁটে কুড়ুনির ব্যাটা পদ্মলোচন হয়ে একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। ভগবান তা সহ্য কর্‌বেন কেন,—পাপীর দণ্ড তো আছেই হে।"

নটবর মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "যথার্থ কথা, পাপীর দণ্ড আছেই আছে। কিন্তু কি জান মিত্তিরজা সেটা যে তারা বুঝতে পারে না এইটাই হ'লো বড় দুঃখ। পাপীর পাপ কাজগুলো যখন পুরো দমে চলতে থাকে,—তখন তারা ভাবে আমরাই ভগবান,—আমরাই সব। কিন্তু তারা একবারও ভাবে না যে শরতের মেঘের মত তাদের এ প্রতাপ বেশীক্ষণের জন্য নয়। পাপের কপিকল যখন টানতে সুরু করেছে তখন আপনা থেকেই মাথাটা হাঁড়িকাটের ভেতর পড়তে পথ পাবে না।"

ভৃত্য নটবরের কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গেল,—আবার রাম কানাই আসিয়া মনিবের সম্মুখে জোড় হস্তে দাঁড়াইল। নটবরের এই কথাগুলার অর্থ যদু মিত্র ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর তখন প্রচণ্ড অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে ছিল। তাহারই ধোঁয়ায় তাঁহার দেখিবার শুনিবার বুঝিবার সমস্ত পথই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি একবার বাহিরের দিকে পড়িল, —বাহিরে রাত্রের অন্ধকার জোনাকির আলোয় ঝিকমিক করিতেছে। মিত্র মহাশয় অন্যমনস্ক ভাবে সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "নটবর তোমায় এই রাত্রে কেন ডেকে এনেছি তা এখন বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ। তোমায় সাক্ষী দিতে হবে। তোমাকে আদালতে বলতে হবে তুমি গোলমাল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে যে চকদীঘির নায়েব তার লোকজন নিয়ে পরাণ মণ্ডলের বাড়ী চড়াও হবার জন্যে মহা জোর জুলুম আরম্ভ করেছে। তার লোকজন গিয়ে পরাণের মেয়েটাকে ধরে পাল্কীতে তোলবার চেষ্টা কচ্ছিলো সেই সময়

আমাদের নায়েব লোকজন নিয়ে উপস্থিত হওয়ায় দু'দলে রীতিমত বচসা আরম্ভ হয় সেই সময় পেছন থেকে মথুর আমাদের নায়েবের মাথায় লাঠি মেরে তার মাথাটা দু'ফাঁক করে দেয়। তুমি রক্ত দেখে ভয়ে থরথর করে কেঁপে বাড়ীর ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দাও।"

নটবর চোখ দুইটা বাহির করিয়া মিত্র মহাশয়ের কথাগুলো শুনিতেছিল। তিনি নীরব হইবামাত্র সে বলিল, "কই গোলযোগ তো তেমন বিশেষ চেঁচিয়ে হয়নি আমিতো বিশেষ কিছু শুনিওনি দেখিওনি। ব্যাপারটা যে কখন হ'লো সমস্ত রাত্রের ভেতর একটু আভাসও পাইনি,—আমি সাক্ষী দেব সে কি রকম কথা ?"

যদু মিত্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ তোমাকেই সাক্ষী দিতে হবে। আমি যা যা বল্লুম সেটা কেবল উগ্‌রে আস্‌তে হবে। তোমার সাক্ষী দেওয়া চাই,—তোমার সাক্ষীর বড় প্রয়োজন।"

যদু মিত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নটবর একটা হাই তুলিল,—তাহার পর ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "মিথ্যে সাক্ষী দিতে হবে ? ভগবানের কাছে শপথ করে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আসতে হবে ? মিত্তিরজা নটবরের দ্বারা তা হবে না।"

"হবে না,"—যদু মিত্তির ফরাশের উপর হাতখানা সবলে চাপড়াইয়া বলিলেন, "হবে না। আজ যে বড় সাধু হয়েছ হে। কমিসারিটের পুরোন চোর তুমি আমার কাছে সাধুগিরী ফলিও না। যদি বাঁচতে চাও তবে তোমায় সাক্ষী দিতেই হবে। যদু মিত্তিরকে

তুমি বোধ হয় বিলক্ষণ চেন, সে তার নিজের জামায়ের তেজ সহ্য করে না। মনে থাকে যেন তুমিও রেহাই পাবে না।"

পুরোন চোর শুনিবামাত্র্ নটবরের সমস্ত রাগটা একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কোন ব্যাটা বলতে পারে না যে নটবর চোর। আমি সাক্ষী দেব না,—তোমার যা ইচ্ছে হয় কর্ত্তে পার।"

নটবর বাহির হইয়া যাইতেছিল, রাম কানাই মৃদুস্বরে বলিল, "খুড়ো, কথাটা ভাল করে একটু বোঝ, কর্ত্তার কোপে পড়ো না,—বুড়ো বয়সে শেষ মারা যাবে।"

নটবর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "বুড়ো বয়সেই লোক মারা যায়,—মরার চিন্তা নটবর করে না। আমার সাতকুলে কেউ নেই, মরতে চলেছি আমি ভগবানের নাম করে মিথ্যে কথা বলে আসবো। তার চেয়ে আমার মরাই ভাল। নটবর কোন বান্দার ধার ধারে না।"

নটবর তাহার বাঁশের লাঠি ও ভাঙ্গা লণ্ঠন তুলিয়া লইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যদু মিত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বটে তোমার যে দেখ্‌ছি বড় তেজ,—দিচ্ছি তোমায় সোজা করে।"

তিনি উত্তেজিত স্বরে রাম কানাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যেমন করে হয় মাম্‌লার আগে একে একেবারে শেষ কর্ত্তে হবে। ব্যাটাকে মাম্‌লার ক'দিন অন্ততঃ পক্ষে হাজতেও রাখ্‌তে হবে। ওকে সে ক'দিন বাহিরে রাখা একেবারেই চলে না।"

জাম্বুবানের মত যোড় হস্তে শর্ম্মা দাঁড়াইয়াছিল সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

যদু মিত্র আর কোন কথা কহিলেন না মহা অপ্রসন্ন মুখে গুম হইয়া সটকার নলটা তুলিয়া লইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাসনা না খাইয়া পড়িয়া আছে এ সংবাদটা বৈকণ্ঠ পিসি যখন পাইলেন তখন রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৈকণ্ঠ পিসি সেই সবে সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে ছিলেন সেই সময় ক্ষ্যান্তমনি আসিয়া সংবাদ দিল, "পিসি মা,—ছোট দিদিমণি সেই সকাল থেকে না খেয়ে পড়ে আছে এত করে বল্লুম তবু কিছু খেলেন না।"

বৈকণ্ঠ পিসির চোখ তুইটা একেবারে বাহির হইয়া আসিল, তিনি ক্ষ্যান্তমণির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই যে একেবারে অবাক কল্লি মা। বাসী যে সমস্ত দিন না খেয়ে পড়ে আছে এ খবরটাতো আমায় একবার দিতেও হয়। আমি যে একটা মানুষ বাড়ীতে আছি, সেটাওতো একবার বোঝা উচিত। শুধু গতর নেড়ে বেড়ালেতো হয় না। মনিবের মুখ পানেও একটু চেয়ে দেখ্‌তে হয়।"

বৈকণ্ঠপিসি দম দেওয়া কলের মত আপন মনে বলিয়াই যাইতে ছিলেন, তাঁহার কথা গুলা কেহ শুনিতেছিল কিনা তাহাও দেখিবার তাঁহার হুঁস্‌ ছিল না। কথাটা শেষ করিয়া যখন তিনি মাথা তুলিলেন, তখন কেহ কোথাও নাই,—ক্ষ্যান্ত সংবাদটা দিয়াই নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছিল। ক্ষ্যান্তমনিকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া বৈকণ্ঠপিসির স্বরটা একটু উপরে উঠিল, "বলি এ সংসারের কি কখন ভাল হ'তে পারে,—দাসী বাঁদী গুলো পর্য্যন্ত যাদের এমন উড়ুন

চণ্ডী তাদের কি কোন কালে ভাল হয়! আমার বাবার জন্মে কখন এমন ঝি চাকর দেখিনি,—মনিব মানে না। যার খায় তারই সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করে। ছি ছি ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।"

পিসি এইরূপ ক্রমাগত বকিতে বকিতে বাসনার সন্ধানে উপরে উঠিলেন। আজ সমস্ত দিনের ভিতর দুইটা মেয়ের একটা মেয়ের সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রত্যহ একটা না একটার জন্য কামনার সহিত তাহার খিটিরমিটির বাধিত। আজ এমন কি সেই কামনার সহিতও তাহার একবারের জন্যও সাক্ষাৎ হয় নাই। উপরে উঠিয়া সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহার বোধ হয় সেই কথাটাই মনে পড়িল,—তিনি মুখখানা বিকৃত করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আর বাপু এই এক মেয়ে,—ভাতার নিয়েই গেলেন। দিন রাত ভাতার নিয়েই আছেন। ছোট বোনটা খেলে কি না খেলে তার হুঁসটা পর্য্যন্ত রাখতে পারে না। দিন রাত, হাসি তামাসা রঙ্গ রস। যেমন ভাতারের শ্রী তেমনি মেয়ের বেহায়াপনা।"

বৈকুণ্ঠপিসি দুই তিনটা ঘর পার হইয়া নানারূপ বকিতে বকিতে যাইয়া বাসনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাসনা মেজের উপর পড়িয়া নয়ন জলে ভাসিতেছিল। সমস্ত দিন কোথা দিয়া যে তাহার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার জ্ঞান নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার স্বামীর অবস্থার কথা তাহার মনের ভিতর উদয় হইতেছিল আর দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে ছিল। সমস্ত দিন সে অনাহারে পড়িয়া আছে তথাপি তাহার ক্ষুধার কোনই উদ্রেক নাই। উদর কি যেন একটা বেদনার তীব্র তাপে আপনা

হইতেই ফুলিয়া উঠিয়াছে। শ্যান্ত দাসী গৃহের আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে—আলো অতি স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। বৈকুণ্ঠপিসি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওমা ঘরের আলোটা পর্য্যন্ত একটু তেজ করে দিতে নেই। বেগার ঠেলা অমনি আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেলেই হলো। এ ঝি চাকর গুলো মরে না। আর মেয়ে-গুলোও বাপু তেমনি মুখ ফুটে তো কোন কথা বল্‌বে না। শুধু ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে পড়ে আছেন। বলি ও বাসী,—আলোটাও একটু উস্‌কে দিতে হয় বাছা।"

বাসনা সাড়া দিতে পারিল না,—পিসির স্বরে তাহার প্রাণের বেদনা যেন আবার প্রবল হইয়া উঠিল। চোখের জল সারা দিন ঝরিয়া ঝরিয়া শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল,—পিসির স্বরে তাহা আবার ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠপিসি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া আলোটা একটু উস্‌কাইয়া দিলেন। মূল্যবান আলোকের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত গৃহ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। বৈকুণ্ঠ পিসি বাসনাকে মেজের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মুখখানা বাঁকাইয়া বেশ একটু বিরক্ত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বলি হ্যাঁলা বাসী তুই যে বড় এমন ধারা মেজের উপর পড়ে আছিস্। সমস্ত দিন খাস্‌নি,—চুল বাঁধিস্‌নি বলি ব্যাপার কি,—একটা কাণ্ড বুঝি না বাধিয়ে ছাড়্‌বিনি ?"

বাসনা তথাপি কোন উত্তর দিল না,—সে তাহার পিতার অন্ন আর গ্রহণ করিবে না,—তাহা একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। যে পিতা বিনা অপরাধে তাহার স্বামীকে কারাগারে প্রেরণ করিবার

ষড়যন্ত্র করিতে পারে,—সে কেমন করিয়া সেই পিতার অন্ন গ্রহণ করে? সে আজ সমস্ত দিন পড়িয়া পড়িয়া সেই সকল কথাই চিন্তা করিয়াছে। সমস্ত দিন আকশ পাতাল চিন্তা করিয়াও যদিও সে এখন কি করিবে না করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই, তবে এইটুকু স্থির করিয়াছে যে অনাহারে যদি তাহার মৃত্যুও হয় তথাপি সে আর পিতার অন্ন গ্রহণ করিবে না। যেমন করিয়াই হ'ক্ রমণীর গৌরবের স্থান—ভগ্ন জীর্ণ পর্ণকুটীর,—স্বামীর ভিটায় চলিয়া যাইবে। সেখানে তাহার শাশুড়ী আছেন। তাঁহার পায়ে ধরিয়া আশ্রয় চাহিলে তিনি তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। সে আর কিছু-তেই তাহার পিতার আলয়ে থাকিয়া তাহার অপরাধের বোঝা ভারি করিতে পারে না। বাসনার মুখে কোন কথা না শুনিয়া বৈকণ্ঠ পিসি সপ্তমে চড়িলেন, স্বরে বেশ একটু টিট্‌কিরি দিয়া আরম্ভ করিলেন, "বলি মেয়ের যে মুখে রা নেই! হয়েছে কি! দিন রাত ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্। চোখে যেন একেবারে বান নেমেছে। ও ঢলানপনা বাছা আর ভাল লাগে না। নে ওঠ খাবি চ।"

বাসনা এইবার একটু মাথা তুলিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার নয়ন-দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। সে ফোঁসফোঁস করিতে করিতে প্রাণের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া কোন ক্রমে উত্তর দিল, "না, আমি আজ আর কিছু খাব না,—পিসিমা আজ আমার মোটে ক্ষিদে নেই।"

বৈকণ্ঠপিসি মুখখানা বাঁকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কেন আজ ক্ষিদের কি হ'লো? বলি স্বামীর জন্তেতো এমন ঢলানপনা

কারুর দেখিনি বাছা। তোদের কি সব বাড়াবাড়ি। জমিদারী রাখ্‌তে গেলে ও জামাই কামাই দেখ্‌তে গেলে চলে না। তোর ওই দিন রাত ফোঁস্‌ ফোঁসানির জ্বালায় দাদা পর্য্যন্ত তিতি বিরক্ত হয়ে গেছেন। তোরা কি মতলব করেছিস্‌ বল দেখি, সে লোকটাকে বুঝি আর বাঁচ্‌তে দিবিনি ?”

বাসনা পিসির মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। একটা তীব্র অভিমান শেল পিসির কথায় তাহার বুকের মাঝখানে আসিয়া আঘাত করিল,—সে দৃঢ় স্বরে বলিল, “আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও না তা হ’লেই তো সব আপদ চুকে যায়। আর এমন দিন রাত ফোঁস ফোঁসানি শুন্‌তে হয় না। পিসিমা তোমার দুইটা পায়ে পড়ি আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখানে থাক্‌লে আর আমি বাঁচবো না।”

সহসা বাসনার এমন ধারা উত্তরে পিসি একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাসনাকে চিরকাল হাঁদা বোকা মেয়ে বলিয়া তিরস্কার করিয়া আসিয়াছেন। সে যে মুখ ফুটিয়া কোন দিন এমন কথা বলিতে পারে এটুকু পর্য্যন্ত বৈকণ্ঠপিসির ধারণা ছিল না, তিনি অবাক ভাবে বাসনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, তাহার মুখের সম্মুখে হাত দুইখানা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, “ওরে আমার কি শ্বশুরবাড়ীরে! শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও,—বলি শ্বশুরবাড়ীর আছে কি? যাবি কোথায়? সে তো শুনেছি একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর। আগে তোর বর বাঁচুক তবে শ্বশুরবাড়ী যাস। দাদার সঙ্গে লাগা তার কি সহজে ছাড়ান আছে। সে তো আমারই

ভাই। আমাদের ভাই বোনের স্বভাব খুব ঠাণ্ডা, ভাল আছি তো ভাল আছি, রাগ্‌লে কিন্তু বাছা কারুর নয়। মেয়ে আমার শ্বশুর-বাড়ী যাবেন। বাপের ঐশ্বর্য্য আর ভাল লাগ্‌ছে না। শ্বশুর-বাড়ীর আছে কি,—কোন চুলোয় যাবি?

পিসির কথাগুলা উত্তপ্ত লৌহ শলাকার মত বাসনার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল;—সে একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিয়া আবার ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিল। বাসনাকে মাথা নীচু করিতে দেখিয়া বৈকণ্ঠপিসি আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বলি আবার যে শুলি। মুখে দড়ি দিয়ে অমন করে কত দিন পড়ে থাক্‌বি? না বাছা তোমাদের জ্বালায় একেবারে তিতি বিরক্ত। এখন ভাল কথায় বলছি ওঠ্, বাপের অপমান অমন করে করিস্‌নি।"

বাসনা কোন উত্তর দিল না, বৈকণ্ঠ পিসি তাহার উত্তরের অপেক্ষায় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "না বাছা, জ্বালাতন। আমি মরি আমার নিজের জ্বালায় তার ওপর এই মেয়ে-গুলো একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে। আমার কথা যখন শুন্‌বিনি তখন যার যা খুসি কর।"

বৈকণ্ঠ পিসি ভাইঝির কথায় মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মুখখানা বার দুই সিটকাইয়া হাত পা নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে মহা বিরক্ত ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পিসির পদ শব্দে বাসনা একবার একটু ঘাড় তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল, তাহার পর একটা তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে যে ভাবে শুইয়া ছিল আবার ঠিক সেই ভাবেই পড়িয়া

রহিল। রাত্রি গভীর হইতে গভীর ক্রমেই মহা গভীর হইতে লাগিল। মিত্র মহাশয়ের প্রকাণ্ড অট্টালিকার দাস দাসীগণের কলরব স্তিমিত হইতে স্তিমিত, এমন কি একেবারে নীরব হইয়া গেল। সাড়া নাই,—শব্দ নাই। সমস্ত জগৎ সারা দিন যেন নানা কলরবের ভিতর হাপাই জুড়িয়া, একেবারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, একটা গাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ ধ্বনি যেন বিকট নাসিকা ধ্বনির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। জগতের সমস্ত প্রাণী যখন নিদ্রার কোলে নিমগ্ন তখনও বাসনার চক্ষে নিদ্রা নাই। তাহার নিদ্রা শূন্য নয়ন হইতে তপ্ত অশ্রু বহিয়া কেবলই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর রজনীর, গভীরতার ভিতর যখন পল্লী জননীর সমস্ত সাড়া শব্দ একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল,—রাত্রি যখন একেবারে ঝমঝম করিয়া উঠিল তখন বাসনা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তাহার সমস্ত প্রাণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়া ছিল, এরূপ ভাবে শয়ন করিয়া থাকাও আর তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গবাক্ষের নিকট যাইয়া বদ্ধ গবাক্ষ খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস হু হু শব্দে এক রাশ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বাসনার দৃষ্টি গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে যাইয়া পড়িল। বাহিরে কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকার রাত্রি তারার মালা পরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার সমস্ত দৃষ্টি আকাশের দিকে পড়িবা মাত্র তাহার মনে হইল, আকাশের কোটী তারা যেন একটা আগুনের দৃষ্টি লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক ফিক করিয়া একটা বিকট বিদ্রুপের হাসি হাসিতেছে। এ হাসিটুকু বাসনার একেবারে প্রাণের দ্বারে যাইয়া আঘাত করিল। তাহার মনে পড়িল তাহার স্বামী আজ রাত্রে কারাগারে, আর সে প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতর মহা শান্তি উপভোগ করিতেছে। স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সুখ দুঃখের অর্দ্ধভাগিনী কিন্তু কই সেত তাহার স্বামীর কোন দুঃখেরই ভাগ লইতেছে না। যে পিতা তাহার স্বামীকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে, সে এখনও তো সেই পিতার আলয়ে বেশ নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ

তাহার কোন হিসাবেই আর এ ভবনে থাকা উচিত নয়। সে কিছুতেই আর পিতার আলয়ে থাকিতে পারে না। কিন্তু সে যাইবে কোথায়? নারীর এক মাত্র আশ্রয় স্থল, ভরসার স্থান স্বামী, কিন্তু তাহার স্বামীতো আজ কারাগারে। সহসা একটা কথা যেন তাহার স্মৃতি পথে ধাক্কা দিয়া সমস্ত প্রাণটাকে চেতন করিয়া দিল; তাহার শ্বশুরালয় রহিয়াছে,। ভগ্ন হউক, চূর্ণ হউক, কুটীর হউক সেখানে তাহার শাশুড়ী রহিয়াছেন। সে অনায়াসেইতো সেখানে যাইতে পারে। সে তাহার শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলে কখনই তিনি তাহাকে ফেলিতে পারিবেন না। সে আশ্রয় ভিক্ষায় তো তাহার মান অপমান নাই। নারীর যে স্বামীর আলয়ে দাসীবৃত্তি করিলেও মহা পুণ্য। সে যেমন করিয়াই হউক সেই খানেই যাইবে। সে গ্রামের নাম শ্বশুরের নাম সকলই তো জানে তবে কেন সে সেখানে যাইতে পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। বাসনার সমস্ত প্রাণটা যেন কেমন একটা উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, আর এক মুহূর্ত্তও পিতার আলয়ে থাকা যেন কেমন একটা অপরাধ বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, সে তথনই সেই গভীর রাত্রে পিতার আলয় পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে যাইবে বলিয়া গৃহ হইতে সেই এক বস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাণ্ড অট্টালিকায় সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত,—বাসনা যে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল কেহ তাহা জানিতেও পারিল না।

বাসনা অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে যাইয়া খিড়কির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সেই প্রকাণ্ড বাটীর বাহিরে যাইয়া পড়িল। কৃষ্ণ পক্ষের

রাত্রের নিবিড় অন্ধকার চারি পার্শ্ব হইতে একটা বিভীষিকার মুখ বাহির করিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। তাহার সমস্ত বুকটা সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার পদদ্বয় আর এক পদও অগ্রসর হইতে চাহিল না। সে একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ভয়ে, আতঙ্কে দিশেহারা হইয়া দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিল, প্রাণের ভিতর হইতে একটা কাতর স্বর আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল, "ভগবান তুমি আমার বুকে বল দাও,—আমার যে আর কেউ নেই প্রভু। তুমি তো সব জান, আমার বুকে বল দাও,—প্রভু আমায় আমার শাশুড়ীর কাছে পৌঁছে দাও।"

তাহার সে কাতর স্বর বোধ হয় অন্তর্যামী শুনিতে পাইলেন, তাহার মনে হইল দেবতা যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সাহসে তাহার সমস্ত হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে সাহসে বুক বাঁধিয়া রাত্রের সেই নিবিড় অন্ধকার ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বাকাশে রাত্রের অন্ধকার অনেকটা পাতলা হইয়া উঠিয়াছিল। চোখের সম্মুখে ভোরের শুকতারা জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া যেন তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। কোন রাস্তা দিয়া গমন করিলে শ্বশুরালয় পৌঁছাইতে পারা যায় বাসনা তাহার কিছুই জানে না, সে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সম্মুখে যে পথ দেখিল সেই পথ দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কুকুর শৃগালের গমনাগমনের শব্দে তাহার সমস্ত প্রাণটা দুলিয়া উঠিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল পিতার

লোক তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ওই বুঝি পশ্চাতে আসিতেছে।

বাসনা যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সেই পথে কিছু দূর আসিবার পর,—পথটা এক স্থানে একটা বাঁক ফিরিয়াছে, সেই বাঁকের মুখে ঠিক রাস্তার ধারেই একখানা ক্ষুদ্র কুটীর। বাসনা সেই কুটীরের সম্মুখে আসিবা মাত্র সেই কুটীরের দাওয়া হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,"বলি কে যায় গো, রাতটা এখন সবে ভোর হচ্ছে, এখনও বেশ জমাট অন্ধকার রয়েছে এ সময় অমন মুড়িশুড়ি দিয়ে কে যায় গো? যদু মিত্রের কথাটা শুনে পর্য্যন্ত রাত্রে মোটেই ঘুমুতে পারিনি, জেন্ত ভাজা হতে একেবারেই নারাজ। যদি ঘরে আগুন ফাগুন দিতে এসে থাক বল আমি বেরিয়ে দাঁড়াই স্বচ্ছন্দে আগুন দাও। এ ভাঙ্গা ঘরের উপর আর আমার কোন মায়া নেই পুড়িয়ে দাও, আমি বাবা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি।"

মনুষ্য কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় বাসনার সমস্ত প্রাণটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাহার উপর আবার পিতার নাম কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার আবার যেন দম বন্ধ হইবার মত হইল। সে আর একপাও অগ্রসর হইতে পারিল না; মহা জড়সড় ভাবে ভীতা হরিণীর মত রাস্তার ঠিক মাঝখানে পাষাণের মতন দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশ্নকারী তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া, অথচ রাস্তার উপর মনুষ্য মূর্ত্তিকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে দাওয়া হইতে আবার বলিল, "বলি দাঁড়ালে কেন গো, একটা উত্তর দাও, দিয়ে জমিদারের হুকুম তামিল করে ফেল। আমি তো

আমার এ কুঁড়ের আশা ত্যাগ করেই বসে আছি। কোন ভয় নেই, কিছু গোলযোগ হবে না, আমি সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

বাসনা প্রশ্নকারীর কথার কোন অর্থই বুঝিতে পারিল না। প্রশ্নকারী কি পাগল? সে গৃহে অগ্নি সংযোগের কথা কি বলিতেছে? বাসনার সমস্ত দেহটা একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। সে শুষ্ককণ্ঠে সেই পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রশ্নকারী নটবর। যদু মিত্রের সহিত বচসা হইবার পর বাটী ফিরিয়া আসিয়া নটবরের চক্ষে কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। সে বেশ একটু রাত্রি থাকিতেই বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহের সম্মুখের দাওয়ার উপর একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতে ছিল আর চক্ষু বুঝিয়া আফিনের মৌজে নানারূপ বিভীষিকা দেখিতেছিল। সহসা চক্ষু মেলিয়াই দেখিল তাহার কুটীরের সম্মুখ দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মুড়িসুড়ি দিয়া কে একজন যাইতেছে। যদু মিত্রের লোক যে তাহার গৃহে আগুন দিতে আসিবে, সেটা সে একেবারে স্থির নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিল। কাজেই মুড়িসুড়ি দেওয়া মনুষ্য মূর্ত্তি এ সময় এ পথে দেখিবা মাত্রই সেই কথাটাই সর্ব্ব প্রথমই তাহার মনে উঠিল। কিন্তু দুই তিন বার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া সে বেশ একটু বিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মনে মনে বলিল, "না বাবা হ'লো না, দেখতে হচ্ছে লোকটা কে?"

তাহার মনে মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল, সে হাতের হুঁকাটা দাওয়ার এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে দাওয়া

হইতে নামিয়া পড়িল ও ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইল। নটবরকে তাহার দিকে আসিতে দেখিয়া, বাসনার বুকের ভিতরের স্পন্দনটা আরও যেন একটু বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল। সে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই একপাও অগ্রসর হইতে পারিল না। সে যেমন পাষাণের মত দাঁড়াইয়াছিল ঠিক তেমনিই পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পূর্ব্ব দিক ফরসা হইয়া উঠিয়াছিল, রাত্রের অন্ধকার উষার আলোয় একেবারে পরিষ্কার না হইলেও অনেকটা পাতলা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া রাস্তা ঘাট অস্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল। নটবর বাসনার নিকটে আসিয়া তাহার মূর্ত্তি দিকে চাহিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। তাহার উপর তাহার বেশের প্রতি দৃষ্টি পড়িবা মাত্র তাহার চোখ দুইটা একেবারে যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত হইল। সে কিছুক্ষণ বাসনার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কে তুমি মা, এই ভোর বেলায়, বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছ? তোমার বেশ ভূষা দেখে তো মা তোমায় সাধারণ ঘরের মেয়ে বলে বোধ হয় না। আমি মা বুড়োসুড়ো মানুষ, আমার কাছে কোন লজ্জা নেই। যে কারণেই হ'ক এ সময় তোমার মা ঘর থেকে এমন ভাবে একলা বার হওয়া ভাল হয়নি। লোকের নিন্দের কথা যদি নাই ধরা যায়, কিন্তু মা দেশে চোর ডাকাতের তো অভাব নেই। তোমার পরিচয় জান্‌তে আমার ইচ্ছে নেই আমি তা শুন্‌তেও চাইনি। তুমি যেই হও মা ঘরে ফিরে যাও। এখনও একেবারে

ফরসা হয়নি। পথে লোক চলাচলের পূর্ব্বেই তুমি বাড়ী ফিরে যাও।"

বাসনার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিস্তৃত হইল না তাহার কণ্ঠ একেবারে শুকাইয়া কাষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ন্যায় যুবতী নারীর একাকী রাত্রে পথে বাহির হওয়া-যে কত দোষের, বাহির হইবার সময় সে কথা তাহার একবারও মনে হয় নাই, পথে যে চোর ডাকাতের ভয় আছে সে কথা ভাবিবারও তাহার অবসর ছিল না। যে পিতা তাহার স্বামীকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন, সে পিতার আলয়ে থাকা তাহার আর কোন হিসাবেই উচিত নহে, তাই সে পিতার আলয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে;—পিতার আলয়ে আর বাস করা মহা দোষের এইটুকু সে বুঝিয়াছে, আর কিছু জানিবার বুঝিবার তাহার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল। নদী যখন সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকে তখন কি সে একবারও চিন্তা করে পথে নানা বিঘ্ন আছে! এতক্ষণ যে কথা একবারের জন্যও বাসনার মনে হয় নাই নটবরের কথায় সেই সব কথা সহসা প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিয়া তাহার সম্মুখে যেন একটা মহা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। একটা তীব্র যন্ত্রণায় কে যেন তাহার সমস্ত বুকটা মুষড়াইয়া ধরিতে লাগিল। নয়ন ফাটিয়া টস্‌টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিবার জন্য অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিল। নটবর বাসনার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল সহসা তাহার নয়নে অশ্রু দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে মহা বিস্মিত স্বরে বলিল, "তুমি কাঁদছ মা? কেন

মা কি হয়েছে তোমার? আমি বুড়ো আমি বুঝেছি। কিন্তু লজ্জা নেই,—বল মা তোমার কি হয়েছে? ...ত হয়নি। তা যা তোমার স্বামী কি মা তোমায় যন্ত্রণা দেন তাই ছেলের ঘরে। অস্থির হয়ে বাপের বাড়ী ছুটে পালাচ্ছ। কিন্তু যদি ...ক কর্ব্বো। বল, মা তুমি ভুল কচ্ছ। বাপের বাড়ীর আদর দু'দিনের তার উঠতে যে যন্ত্রণা সে যন্ত্রণার তুলনায় স্বামীর যন্ত্রণা কিছুই নয়। একটু মা দু'দিন সহে থেক দেখবে, তোমার স্বামী তার দেবতার মূর্ত্তি নিয়ে আবার তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবেন। তোমায় যন্ত্রণা দিয়েছেন বলে কত অনুতাপ কর্ব্বেন। যাও মা কেঁদনা ঘরে ফিরে যাও"।

বাসনা উত্তর দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না। সে ফোঁসফোঁস, করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দনের স্বর যতই কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল নটবর ততই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল! সে তাড়াতাড়ি আবার বলিল, "মা তুমি যে বড় যন্ত্রণায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মা কি কর্ব্বে মেয়ে মানুষের যে যন্ত্রণা সইবার জন্যই জন্ম। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একটা ভুল বুঝে একটা মহা ভুল করে বোস না। আমার কথায় জবাব দিতে যদি মা তোমার লজ্জা বোধ হয়, আমার কথার উত্তর দেবার দরকার নেই,—তুমি মা বাড়ী ফিরে যাও।"

বহুক্ষণ হইতেই উত্তর দিবার বাসনা চেষ্টা করিতেছিল, এতক্ষণে বহুকষ্টে উত্তর দিল;—সে অশ্রু জড়িত কণ্ঠে অতি মৃদু স্বরে বলিল, "আমার তো ঘর নেই।"

ফরসা হয়নি। পথের বিস্ময়ে যেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল।
যাও।" মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া

বাসনার কণ্ঠ হ "সে কি মা, তোমার ঘর নেই সে কি কথা?
শুকাইয়া কাষ্ঠ হই নেই তবে এখন আস্‌ছ কোথা থেকে? তোমার
রাত্রে পথে গ্রামে নয়? তোমার বাপ মা কি তোমার আত্মীয় স্বজন
কেউ নেই?"

বাসনার মৃদু কণ্ঠস্বর অতি মৃদু ভাবে বাহির হইয়া আসিল, "আছে।"

"আছে!" নটবর বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বাসনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে যে মা বল্‌লে তোমার বাড়ী নেই। তোমার বাপ মা যখন সবাই রয়েছেন তখন তোমার বাড়ী নেই সেকি? তোমার বেশ দেখেই বুঝতে পাচ্ছি তোমার স্বামীও জীবিত আছেন। মা একটা কথার কি যথার্থ উত্তর দিবে? তুমি যে এই গাঁয়ের মেয়ে তাতে আর আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমার বাবার নামটা কি শুনতে পাই কি?"

বাসনা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "যদু নাথ মিত্র।"

"যদু নাথ মিত্তির, কি সর্ব্বনাশ! তুমি যদু মিত্তিরের মেয়ে।" নটবর কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া বাসনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যদুনাথ মিত্রের মেয়ে যে কখন একাকী রাস্তায় বাহির হইতে পারে নটবর তাহা কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই। সে প্রথম বিস্ময়ের ধমকটা একটু কাটাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "মা আর আমায় তোমার কিছু বলতে হবে না। তুমি যে কেন ঘর ছেড়ে চলে এসেছ তা আমি

বুঝিছি,—কেন বলেছ তোমার ঘর নেই তাও আমি বুঝেছি। কিন্তু তবু মা তোমার একলা এমন ভাবে বেরুনা উচিত হয়নি। তা যা হবার তা হয়ে গেছে এখন এস তোমার এই বুড়ো ছেলের ঘরে। এ ঘর যদিও মা তোমার থাকবার উপযুক্ত নয়,—কিন্তু কি কর্ব্বো বল, তোমার ছেলে বড় গরীব। এই ভাঙ্গা ঘরেই এখন তোমায় উঠতে হবে। এস মা আর দাঁড়িও না। চারি দিক বেশ ফরসা হয়ে গেছে, এখনি পথে লোক চলাচল আরম্ভ হবে। নিন্দুকের তো অভাব নেই যদু মিত্তিরের মেয়েকে রাস্তায় দেখলে নানা জনে নানা কথা বলতে পারে,—এস মা আর দেরী করো না।"

বাসনা নড়িল না,—সে তো এই বৃদ্ধের গৃহে উঠিবে বলিয়া পিতার আলয় হইতে বাহির হয় নাই। সে তাহার স্বামীর আলয়ে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে,—সেতো আর কোথায় উঠিতে পারে না। এই বৃদ্ধ কেমন,—ইহার মতলব কি সে তাহার কিছুই জানে না,—সে কেমন করিয়া ইহার বাটীতে উঠিবে? অথচ চারিদিক বেশ ফরসা হইয়া উঠিয়াছে,—এখনি পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইবে,—সে গ্রামের জমিদারের কন্যা কেহ না কেহ নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিতে পারিবে। সে তখনি তাহার পিতাকে সংবাদ দিবে। পিতা তাহার একটু সংবাদ পাইলেই তাহার আর শ্বশুরালয়ে যাওয়া কিছুতেই ঘটিবে না। সে আর যাহাতে কিছুতে গৃহ হইতে বাহির হইতে না পারে নিশ্চয়ই তিনি সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। বাসনা এক্ষণে কি করা উচিত,—কি করা উচিত নয় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার বক্ষ স্পন্দন সবলে আরম্ভ হইল। সে পাষাণের মত সেই পথের মাঝখানে

দাঁড়াইয়া রহিল। বাসনাকে নড়িতে না দেখিয়া নটবর একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবুও যে মা দাঁড়িয়ে রইলে। তোমার এ বুড়ো ছেলেকে বিশ্বাস কর,—কোন ভয় নেই। আমি মা সব জানি,—তোমার স্বামীকে তোমার বাপ যে জেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছে তা জান্‌বারও আমার বিশেষ কিছু বাকি নেই। মা আমার নাম নটবর,—আমি এত দিন তোমার বাপের বড় পেয়ারের লোক ছিলুম কিন্তু এখন তোমার বাবা এই বুড়োর সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় আছেন। আমি তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে নারাজ এই আমার অপ-রাধ। তা মা তোমার বাপ আমার কি সর্ব্বনাশ কর্ব্বে বল, আমার যা সর্ব্বনাশ কর্ব্বার তা অনেক আগে ভগবানই করেছেন। নিজের বলবার আমার যে কেউ ছিল সকলকেই একে একে টেনে নিয়েছেন। এখন এ ভাঙ্গা ঘরের,—আর এ বুড়োর হাড় ক'খানার কোন মায়া নেই। আর মা পথে দাঁড়িয়ে থেক না,—এখন ঘরে গিয়ে উঠ্‌বে চল।"

বাসনা উৎকর্ণ হইয়া এই বৃদ্ধের কথাগুলি শুনিতেছিল। নটবর নীরব হইবা মাত্র সে অতি মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমায় দয়া করে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে আসুন।"

নটবর বাসনার কথায় মৃদু হাসিল;—বলিল, "মা তোমার ছেলের সে বুদ্ধিটুকু আছে। তুমি কোথায় যাবে বলে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছ তা আমি বুঝেছি। তোমায় আমার এই ভাঙ্গা ঘরে-রাখবো এমন সাহস করি না। আমি তোমায় তোমার শ্বশুরবাড়ীই রেখে আসবো। কিন্তু মা তোমার শ্বশুরবাড়ীতো নিকটে নয়,—আর তা ছাড়া এখন

কোন গাড়ীও নেই যে তোমায় নিয়ে যাব। দিনের বেলা ট্রেণও গাড়ী আছে বটে কিন্তু সে গাড়ীতে তোমায় নিয়ে যেতে সাহস করি নি। তুমি তো মা তোমার বাপকে চেন। সকাল হ'লেই তুমি যে বাড়ী থেকে চলে গেছ এ কথা গোপন থাক্‌বে না। তোমার বাপ তোমার অনুসন্ধান কর্ত্তে কোথাও বাকি রাখ্‌বে না। সকালের ট্রেণে গেলেই মা তুমি ধরা পড়্‌বে,—তোমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া আর হবে না। আমি এখনি একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করে ফেল্‌ছি,—রাত্রে একটু নিশুতি হ'লে তোমায় নিয়ে রওনা হব। এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ গিয়ে ট্রেণে উঠবো। মা তোমার ছেলে বুড়ো বটে কিন্তু এখনও একেবারে অক্ষম হয়নি। আমার কথায় বিশ্বাস কর আমি যেমন করে পারি তোমায় তোমার শ্বশুরবাড়ী রেখে আসবই। এস মা আর এখানে দাঁড়িও না।"

নটবরের যুক্তিই বাসনার বোধ হয় মনে লাগিল। সে আর কোন কথা কহিল না নটবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার ভগ্ন কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল। তখন পল্লী জননী উষার ভূষণে ভূষিত হইয়া নবীন আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে পল্লী সতীর শান্তি কুঞ্জ মুখরিত হইয়া দূর শূন্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কামনার বরাবরই ঘুম ভাঙ্গিতে বেশ একটু বেলা হইত ;—সূর্য্যের উত্তাপ বেশ একটু কড়া না হইলে আর সে শয্যা ত্যাগ করিত না। আর প্রত্যুষে সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিবেই বা কেন? সে জমিদারের কন্যা,—পিতার সম্পত্তির অর্দ্ধেকের সেই মালিক। প্রত্যুষে উঠিবার তাহার তো কোন বিশেষ কারণও ছিলনা। সেই জন্য সে নিদ্রা ভাঙ্গিবার পরও যতক্ষণ না একেবারে শয্যা কণ্টক হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিত। এই কারণে প্রায়ই বৈকণ্ঠপিসির সহিত তাহার কলহ বাধিত,—বৈকণ্ঠপিসি বার বার বলিতেন, "হিন্দুর মেয়ের তিন প্রহর পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে থাক্‌লে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়,—এত বড় মেয়ের এটুকু জ্ঞান নেই, তিন প্রহর পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকেন। মাগো-মা এদের জ্বালায় দেখ্‌ছি লক্ষ্মী আর এ বাড়ীতে রইলেন না।"

কিন্তু সে কথা কামনার কর্ণে প্রবেশ করিত না,—সে জানিত ভগবান যখন আরাম ও সুখে থাকিবার জন্য তাহাকে জমিদারের গৃহে পাঠাইয়াছেন তখন সে যেটুকু আরাম করিতে পারে সেটুকু করিবে না কেন? কাজেই বৈকণ্ঠ পিসির প্রত্যহ খিটখিটিনিটা তাহার অভ্যাসের কোনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। সে পূর্ব্বেও যেমন চড়া রৌদ্র না উঠিলে শয্যা পরিত্যাগ করিত না,—এখনও সেইরূপ করে

না। কিন্তু বিপ্রদাস অতি প্রত্যুষেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিত। দিন রাত্ত বসিয়া বসিয়া বাতে ধরিবার ভয়েই বোধ হয় সে অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া খুব খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিত। তাহার প্রাতঃকালীন চক্রটা কোন দিনই এক ক্রোশ দেড় ক্রোশের কম হইত না। সে দিনেও সে নিয়মিত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া চক্র দিতে বাহির হইয়াছিল,—শ্বশুরালয়ে যখন ফিরিয়া আসিল তখন অনেকটা বেলা হইয়া পড়িয়াছে,—উষার কমনীয়তা দিনের রৌদ্রের তেজে একেবারেই হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। তবে তখনও তাহার স্মৃতিটা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে-বারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অন্তঃপুরের উঠানের মাঝখানে বৈকুণ্ঠ পিসি একেবারে নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছেন,—আসে পাশে বাটীর প্রায় সমস্ত দাস দাসীই যে যাহার কাজ ফেলিয়া ভিড় পাকাইতেছে। অন্তঃপুরের মধ্যে দাসদাসী ও পিসির এলোমেলো কথায় একেবারে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার চলিতেছে। সহসা এই ভোর না হইতেই উঠানের মাঝখানে পিসির এই তাণ্ডব নৃত্যের কারণটা কি জানিবার জন্য বিপ্রদাসের কেমন একটু কৌতূহল হইল। সে দাস দাসীর ভিতর দিয়া পিসির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাসকে সম্মুখে দেখিয়া পিসির চীৎকারটা যেন একেবারে সপ্তমে উঠিল, তিনি হাউ হাউ করিয়া কি যে এলোমেলো কতকগুলা কথা বলিয়া গেলেন তাহার এক বর্ণও বিপ্রদাস বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে পিসির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পিসিমা, আজ এ সকালেই কাণ্ডটা কি? চাকর বাকর দেখ্‌ছি সমস্তই এসে জড় হয়েছে। বলি

এখানে কি আজ সিন্ধু বধের পালা হচ্ছে। ব্যাপার কি সকালেই যে দেখছি বাড়ী একেবারে সর গরম হয়ে উঠেছে।"

আসে পাশে যে সকল দাস দাসী দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা সকলেই একেবারে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জামাইবাবু একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। ছোটদিদিমণিকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাসের বেশ একটু চমক লাগিল, সে আবার একটু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পাওয়া যাচ্ছে না সে কিরে? ছোটদিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না,—কেন সে গেল কোথায়?"

বৈকুণ্ঠপিসি হাউ হাউ করিয়া উঠিলেন, "ওরে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হলোরে? আমাদের এত বড় কুলে কালি পড়লোরে। ওরে রাসী তোর মনে এই ছিলরে। তুই এত বড় জমিদারের মেয়ে হয়ে শেষ এই সর্ব্বনাশটা কল্লিরে—"

পিসির হাউ হাউ এর চোটে কিছুই শুনিবার উপায় নাই,—বিপ্রদাস একজন ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিল,—সে জামাইবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "সকাল থেকে ছোট দিদিমণিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। রান্নাঘর,—ভাঁড়ার ঘর,—পায়খানা সব তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে ছোটদিদিমণি কোথাও নেই।"

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই নাকি। তোদের ছোট দিদিমণি তো কপ্পূরের ডেলা নয় যে বাতাসে উবে যাবে। আসে পাশে পুকুরটুকুর গুলো দেখিছিস্,—ডুবে যায় নি তো?"

বৈকুণ্ঠপিসি আবার হাউ হাউ করিয়া উঠিলেন, "ওরে তাই হবে রে তাই হবে। ওরে আমাদের সেত তেমন মেয়ে নয় রে। সে যে

আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে। ওরে আমার বাসীরে—বাপের ওপর অভিমান করে তুই কি আমাদের জন্মের মত ছেড়ে গেলিরে—”

পিসির এ কান্না কি গাওনা বিপ্রদাস তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া অবাক ভাবে বৈকুণ্ঠপিসির মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। বাল্যকালে সে একখানা পুস্তকে পড়িয়াছিল যে রাজপুতানায় কাঁদিবার জন্য পয়সা দিয়া লোক আনিতে হয়। পিসির কান্নার ঢং ঢাং দেখিয়া তাহার তখন সেই কথাটাই মনে হইতে ছিল যে পিসি যদি রাজপুতানায় জন্মাইত তাহা হইলে শুধু কাঁদিয়াও এক রাস অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত। এমন কাঁদিবার ভঙ্গিমা এমন সুর বাহির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পিসির মুখের ভঙ্গিমায় বিপ্রদাসের হাসি আসিতে ছিল। পাছে সে হাসিয়া ফেলিয়া আবার একটা নূতন কাণ্ড ঘটায় সেই আশঙ্কায় সে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেছিল কিন্তু সম্মুখে শ্বশুর মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া তাহাকে আবার দাঁড়াইতে হইল।

ছোট দিদিমণির অন্তর্দ্ধানের সংবাদটা একজন ভৃত্য মিত্র মহাশয়কে দিবার জন্য গিয়াছিল। মিত্র মহাশয়ের সবে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে ঠিক সেই সময় ভৃত্য যাইয়া এই সংবাদটা তাঁহাকে প্রদান করিল। ছোট জামাতার উপর মিত্র মহাশয় কোন দিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না,—আজ কয়েক দিন হইতে কনিষ্ঠা কন্যার আচরণে তাহার উপরেও হাড়ে হাড়ে চটিয়া ছিলেন। ভৃত্যের মুখে তাহার অন্তর্দ্ধানের সংবাদটা পাইয়া ক্রোধে তাঁহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে স্ফীত হইয়া উঠিল। কন্যার এই অন্তর্দ্ধানে তাঁহার কন্যার উপর

যত না রাগ হইল, তাহার শত গুণ রাগ হইল জামাতার উপর। তাঁহার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস হইল,—ছিরূণ কাল রাত্রে আসিয়া কোন প্রকারে তাঁহার কন্যাকে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে তাঁহার কন্যা এই অন্ধকার রাত্রে একাকী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে! কন্যার জন্য জামাতার উপর তাহার যে টুকুও মমতা ছিল কন্যার অন্তর্দ্ধানে তাঁহার সে টুকুও লুপ্ত হইল। যেমন করিয়া হউক জামাতাকে কারাগারে প্রেরণ করিতে তিনি একেবারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইবা মাত্রই রাগে ফুলিতে ফুলিতে নিম্নে নামিয়া আসিয়াছিলেন। উঠানের মাঝখানে বৈকণ্ঠপিসির হাউ হাউ শব্দে তাঁহার ক্রোধের মাত্রাটা একেবারে সীমা ছাড়াইয়া গেল। তিনি উঠানের মাঝখানে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দিন রাত হাউ-হাউ-হাউ একেবারে জালাতন। কাজ কর্ম্ম যদি না থাকে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাক্‌তে পার না।"

যদু মিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বৈকণ্ঠপিসির বোধ হয় কোন কথা কহিতে সাহস হইল না,—তিনি ফোঁসফোঁস করিতে করিতে রন্ধন গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর যদু মিত্র দাস দাসীদিগের দিকে ফিরিয়া বিকট স্বরে বলিলেন, "কাজ কর্ম্ম নেই,—বোসে বোসে ব্যাটারা খাচ্ছে আর মাইনে নিচ্ছে। দূর হ সুমুখ থেকে সব। সকাল বেলা উঠানের মাঝখানে একেবারে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলেছে।"

বাবুর রোষ দীপ্ত মুখের সম্মুখে দাস দাসীগণও আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। মুখখানা কাচুমাচু করিয়া যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। বিপ্রদাস তখনও এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল,—সে মনে মনে ভাবিতে ছিল পিসি ও দাস দাসীদিগের হইল এইবার তাহার পালা,—এইবার তাহার উপর মধু বর্ষণ হইবে। কিন্তু ভগবান তাহাকে বোধ হয় রক্ষা করিলেন, যদু মিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বুঝলে বিপ্রদাস এ সেই ব্যাটার কারসাজী। সেই ব্যাটা নিশ্চয়ই কাল রাত্রে এসে ছিল,—সেই ব্যাটাই বাসীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আমার মেয়ে যে একলা রাস্তায় বেরুইনি,—আমি তোমায় নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি। ব্যাটা জামিনে খালাস হয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। কিন্তু আমি যদি ব্যাটাকে ঘানি না টানাই তো আমার নাম যদু মিত্তির নয়।"

মিত্র মহাশয় ফিরিতেছিলেন,—বিপ্রদাস মৃদুস্বরে বলিল, "চার দিকে লোক জন পাঠিয়ে সন্ধানটা নেওয়া উচিত নয় কি? কোথায় গেল—"

যদু মিত্র বাধা দিলেন, "ক্ষেপেছ,—আমি ওই মেয়ের আবার সন্ধান নেব। যে দিন শুন্‌বো বাসী মরেছে, সে দিন আমি হরির লুট দেব।"

যদু মিত্র আর দাঁড়াইলেন না, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছারি বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। বিপ্রদাস একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "বাবা একেই বলে জমিদার বাপ,—একেই বলে জমিদার শ্বশুর,—একেই বলে জমিদারের বাড়ী বিয়ে,—বাসর থেকে ঘানি পর্য্যন্ত এর ভেতর আর কিছু বাদ নেই বাবা।"

উঠানে তখন আর বড় কেহ একটা ছিল না,—হিরণ যে রাত্রে আসিয়া বাসনাকে লইয়া গিয়াছে এ কথাটা বিপ্রদাসের মোটেই মনে লাগিল না। সে বাসনার জন্য মনে মনে বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে তাহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে উপরে উঠিয়া নিজের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। কামনা তখনও আধ ঘুম আধ জাগরণের ভিতর পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে ছিল। দিনের আলো তখনও পর্য্যন্ত তাহার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করে নাই। তাহার এ পর্য্যন্ত একবারের জন্যও চক্ষু মেলিবার অবসর হয় নাই। বিপ্রদাস গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার দৃষ্টি পালঙ্কের উপর শায়িত পত্নীর উপর পতিত হইল। সে পালঙ্কের নিকটে যাইয়া পত্নীর অঙ্গ ঈষৎ নাড়িয়া বলিল,"বলি প্রিয়ে ঘুম কি ভাঙ্গলো? ভগ্ন দূত শিহরে দাঁড়ায়ে।"

বিপ্রদাসের নাড়া খাইয়া কামনা বিরক্ত ভাবে একটু ঘাড় তুলিয়া চক্ষু মেলিল। দিনের সবটা রৌদ্র যেন একেবারে আড়ি করিয়া তাহার চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আলোর তেজ তাহার চক্ষে অসহ্য হইল,—সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আবার একটু পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহাকে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া বিপ্রদাস ঘাড়টা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ একেই বলে জমিদারের মেয়ে? সূর্য্যের তেজে এদের চোখ খোলে না।"

বিপ্রদাস তাহার পর মুখটা কামনার কর্ণের নিকটে লইয়া গিয়া বলিল, "বলি প্রিয়ে আবার যে চোখ বোজ।"

কামনা মহা বিরক্ত স্বরে চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিল, "আঁ্যা, কি জ্বালাতন কর।"

বিপ্রদাস পালঙ্কের ধারে কামনার শিহরের নিকট বসিয়াছিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, "না গো না জ্বালাতন নয়, ছোট গিন্নিকে পাওয়া যাচ্ছে না। চার দিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠেছে।"

ছোট গিন্নিকে পাওয়া যাইতেছে না স্বামীর মুখ হইতে এইটুকু কথা বাহির হইবা মাত্র কামনা একেবারে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। স্নেহের এমনি বন্ধন যে একটী তারে আঘাৎ লাগিবা মাত্রই প্রাণের সমস্ত তার একেবারে তারস্বরে কাঁদিয়া উঠে। ছোটগিন্নিকে পাওয়া যাইতেছে না এইটুকু শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবা মাত্রে কামনার সমস্ত বুকটা একেবারে দরদর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সে ধড়মড়িয়া একেবারে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া অবাক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। বিপ্রদাস পত্নীকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া আবার বলিল, "শ্বশুরমশাই তো তোফা নিশ্চিন্ত ভাবে বলে বসলেন সেই পাজি ব্যাটারই কাজ। সেই কাল রাত্রে এসে মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমার প্রাণে কেমন বেসুরা গাইছে।"

কামনা স্বামীর কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাসীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে কি গো? সে কোথায় গেল?"

বিপ্রদাস বাম হস্তে গোঁপটায় একটা মোচড় দিয়া বলিল, "বেশ আছ! আমি বললুম ছোটগিন্নিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর উনি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কোথায় গেল? কোথায় গেল সেইটুকু যদি জানা থাকবে তবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একথা আসবে কেন? তোমার ছোট বোনটী রাত্রে কোথায় সরেছেন তার কোন পাত্তা নেই,

সকাল থেকে চারদিকে তার খোঁজ হচ্চে কিন্তু কোথায়ও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না, বুঝেছ।”

এতক্ষণে কামনার কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইল। কনিষ্ঠা ভগ্নির প্রাণের কথা কতক কতক সে বুঝিতে পারিয়া ছিল। প্রাণের জ্বালায়, ধিক্কারে সে যে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা তাহার বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। কিন্তু একাকী রাত্রের অন্ধকারে সে তো পথ চিনিয়া অধিক দূর যাইতে পারিবে না। তাহা ছাড়া রাস্তায় বিপদগুতো অনেক, চোর ডাকাতের তো অভাব নাই। সে মহা ব্যস্ত ভাবে বলিল, “বাসীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না আর তুমি তো বেশ এখানে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছ? যাও দেখ সে কোথায় গেল? রাতের এই অন্ধকারের ভেতর সে একলা কিছুতেই বেশী দূর যেতে পারিনি। নিশ্চয়ই কাছেই আছে। বসোনা যাও, দেখগে সে কোথায় গেল।”

বিপ্রদাস দুইটা তুড়ি দিয়া বলিল, “আমি আর কোথায় দেখবো বল? আর আমি এখানে চিনিই বা কি? সেই বিয়ের পর যা এখানে এসে ঢুকেছি তারপর তো বড় আর কোথায়ও বেরুইনি। জড় পদার্থের মত হয়ে পড়েছি, আমার কি আর গমনাগমনের কোন ক্ষমতা আছে। আর যার দেখবার কথা সেই যখন বেশ পরিষ্কার বলে দিলে, গেছে ভালোই হয়েছে, অমন মেয়ের যাওয়াই ভালো;—আবার মরেছে সংবাদ যখন পাবে তখন কালী বাড়ীতে জোড়া পাঁটা পড়বে তখন আর আমরা কি কচ্ছি বলো? যার একটুও মনুষ্যত্ব আছে সে কি ঘরজামাই হতে পারে; না যে মেয়ের একটুও তেজ আছে

সে বাপের ভাত খেতে পারে? ঘরজামায়ের কি আর খোঁজা টোজা চলে। চোখ বুঝে বল্‌তে হবে, গেছে তার আর কি করা যাবে,—যাওয়া আসা নিয়েই যে পৃথিবী।

কামনা তখন পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল, সে স্বামীর কথায় মহা বিরক্ত স্বরে বলিল, "এখন আর তোমার ও রং তামাসা মোটেই ভাল লাগছে না। তোমার দ্বারা কি পৃথিবীর কোন কাজ হবার জো নেই? তোমাকে আর মুখ নাড়তে হবে না। কাজের মধ্যে শুধু বসে বসে তামাক খেতে পারো। এখনি একবার চক-দীঘিতে যাও,—যেমন করে পারো বাসীর খবর নিয়ে এসো, হিরণ সত্যিই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে কি না? তার জন্ম আমার বুকের ভেতর কেমন কচ্চে।"

বিপ্রদাস বেশ শান্তস্বরে বলিল, "করবারই কথা। এক মায়ের পেটের বোন,—এক রক্তে তৈরী,—না করাই আশ্চর্য্য। তোমার যখন খাচ্ছি তখন তোমার হুকুম শুনতেই হবে। তবে বেলাটা বেশ বেড়ে উঠেছে, রোদের তাতটাও বেশ চড়ে উঠেছে এ সময় চকদীঘি অবধি যাওয়াই কিছু শক্ত।"

ভগ্নির জন্ম ভগ্নির প্রাণ ছটফট করিতে ছিল, কামনা বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমায় যে কাজটা বলা যাবে অমনি একটা না একটা ছুতো। ছি, ছি, তুমি মানুষ না কি?"

বিপ্রদাস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই তিন বৎসর দিন রাত পাশে পাশে থেকেও যদি সেটুকু না বুঝে থাক তাহ'লে আর বুঝেও দরকার নেই। আমি হয়তো কখন মানুষ ছিলুম কিন্তু

যখন ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরের অন্ন বেমালুম জুলুম কচ্ছি, এক দিনের জন্যও বদ হজম পর্য্যন্ত হয়নি, তখন আর মানুষ আছি কই। মানুষ কখন শ্বশুরের ভাত হজম কর্ত্তে পারে না,—পারা অসম্ভব।"

স্বামীর কথায় কামনা বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে উগ্র স্বরে জবাব দিল, "শ্বশুরের অন্ন খাও কেন? খাও খাও বলে তোমাকে তো আর কেউ পায়ে ধরে সাধেনি। আমি একটা জানোয়ার এ কথা নিজের মুখে স্বীকার কর্ত্তে একটুও তো বাধলো না। কাল থেকে যদি তুমি শ্বশুরের অন্ন——"

কামনার মুখ হইতে আর একটু হইলেই একটা বড় রকম দিব্যি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল আর কি, কিন্তু সেটা ঠোঁটের আগায় আসিয়াই বাঁধিয়া গেল। বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই হাতে একেবারে তাহার সমস্ত মুখটা চাপিয়া ধরিল। প্রায় চারি আঙ্গুল প্রমান জীহ্বা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "প্রিয়সী অমন কাজটা করোনা,—দিব্যি টিব্যি দিও না। শ্বশুরের অন্ন কি সাধে খাই, না খেয়ে উপায় কি আমি যে তোমায় না দেখে বাঁচিনি। প্রেয়সী আমি যে তোমায় ভালবাসি।"

স্বামীর মুখে আমি তোমায় ভালবাসি এইটুকু শুনিলে কেমন যেন আপনা হইতেই নারীর প্রাণের ভিতর একটা আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া উঠে। বিপ্রদাসের কথায় কামনারও সঙ্গে সঙ্গে উগ্র ভাবটা কাটিয়া গেল। সে বেশ একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "ন্নাও আর বসে থেক না যাও, বাসীর জন্যে আমার প্রাণটা সত্যিই বড় ছট্‌ফট্ কচ্চে, তার একটা ভালো সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই স্থির হতে

পাচ্ছিনি ? বাসী স্বামীর জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ছিল। ভগবান করুণ সে যেন স্বামীর কাছেই গিয়ে থাকে। দেখ এত রোদে তোমার আর সেখানে হেঁটে গিয়ে কাজ নেই, কাছারি থেকে একখানা পাল্কী নিয়ে যাও। তাহ'লে আর কোন কষ্ট হবে না। বাসী বড় অভিমানী,—তুমি যাও আর দেরী করো না।"

কামনা স্বামীকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দিল। বিপ্রদাস পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিল, "গোলাম হুকুম তামিল এখনি করে আস্‌ছে। চকদীঘিতে যদি ছোট গিন্নি গিয়ে থাক, আমি যেমন করে পারি এখনি তার সংবাদ নিয়ে আস্‌ছি। তবে ওই যা বল্লে পাল্কীর কথা ওটাই পার্ব্বো না। ঘরজামাই হবার পর ধাতে অনেক জিনিষ সয়েছে বটে, কিন্তু এখনও পাল্কীটা তেমন সয়নি। তবে আসি—"

কামনা বোধ হয় স্বামীর কথার উত্তরে এস বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল। গৃহের বাহির হইতে ভৃত্যের স্বর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, "ও জামাইবাবু, বাবু একবার এখনি আপনাকে দেখা কর্ত্তে বল্লেন।'

বিপ্রদাস বিস্ফারিত চক্ষে দরজার দিকে চাহিল। কামনা জড়সড় ভাবে তাহার সংযত বস্ত্র আরো একটু ভালো করিয়া সংযত করিয়া লইল। অসময় শ্বশুরের সহসা জরুরী তলব পাইয়া বিপ্রদাস কেমন একটু বেশ ধোঁকায় পড়িল, ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লি রে ?"

ভৃত্য বাহির হইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে বাবু আপনাকে একবার এখনি দেখা কর্ত্তে বল্লেন।"

বিপ্রদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ ?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "তাতো বল্‌তে পারিনি হুজুর ; তবে বল্লেন জরুরী কাজ আছে।"

বিপ্রদাস বলিল, "আচ্ছা যা,—বল্‌গে জামাই বাবু আস্‌ছেন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল,—তাহার পদ শব্দ সে যে চলিয়া গেল সেটা চারিদিকে জ্ঞাপন করিয়া দিল। বিপ্রদাস পত্নীর দিকে চাহিয়া মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "বলি ব্যাপার কিগো ? হঠাৎ আমায় কেন ? শুভ যাত্রার মুখেই যখন বিঘ্ন তখন ভালো বলে বোধ হচ্ছে না। যখন সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই পিসির মুখ দেখেছি তখনই জানি আজ একটা কিছু ঘটবে।"

কামনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তোমার যেমন কথা,—একজনের মুখ দেখে উঠ্‌লে আবার নাকি কিছু হয়! যাও বাবা কি বলেন শুনে,—যত শিগ্‌গির পারো একবার বাসীর খবরটা নিয়ে এস।"

কামনা আর দাঁড়াইল না স্বামীর দিকে একটা মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দৃষ্টিতে বিপ্রদাসের সমস্ত দেহটা যেন একেবারে অমৃতে ভরিয়া উঠিল। পত্নী গৃহ হইতে বাহির হইবা মাত্র সে মনে মনে বলিল, "শ্বশুরের মেয়ে দুটো নেহাত মন্দ নয়। ছোটটী তো গয়ার তামাক আগা গোড়াই মিঠে। বড়টীও বেশ কতকটা যেন বিষ্ণুপুরের তামাকের মত মিঠেও

আছে,—কড়াও আছে কিন্তু লাগে বেশ। যাই আবার দেখিগে শ্বশুর মশায়ের জরুরী তলব হ'লো কেন? একেবারে নিছক বিনা স্বার্থে অমনি খেতে দিতে এ ছুনিয়ায় বাবা কেউ চায় না। যদি কিছু না পারে অন্ততঃ দু'টো ফাই ফরমাসও খাটিয়ে নেয়।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ক্রোধের প্রচণ্ড উত্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া মিত্র মহাশয় কাছারি বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাছারি বাড়ীতে তখনও বিশেষ লোকজনের আমদানী হয় নাই। কেবল মাত্র একজন বৃদ্ধ মুহুরী একখানা প্রকাণ্ড খাতা সম্মুখে খুলিয়া হিসাব নিকাশের জমা খরচ মিটাইতে ছিল ও এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শর্ম্মা একজন প্রজাকে খাজনা বাকি পড়ার দরুণ হুমকি দিতে ছিল। মিত্র মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে জোড় হস্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, মিত্র মহাশয়ের মুখ চোখের ভাব আজ মোটেই ভালো নয়। প্রচণ্ড ক্রোধের পরিস্ফুট ছায়া তাঁহার সমস্ত মুখখানার উপর ফুটিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। [redacted] এরূপ ভয়ঙ্কর মুখ রাম কানাই পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই। ভয়ে ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন তাহার শুখাইয়া উঠিল,—সে তাড়াতাড়ি আদেশের অপেক্ষায় মহা কিন্তুভাবে সম্মুখে যাইয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইল। যদু মিত্র গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাম্‌লার সব ঠিক,—কাল বাদে পরশু শোনানির দিন সেটা মনে আছে তো? যদি কোন দোষে মাম্‌লা আমার হাল্‌কা হয়ে পড়ে তাহ'লে মনে থাকে যেন আমি কারুকে ক্ষমা কর্ব্বো না।"

শর্ম্মা একবার হাতটা কচ্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে না সব

ঠিক আছে। আজ কদিন থেকে সকলে একেবারে হুবাহুব মুখস্থ কচ্ছে হাল্‌কা হবার জো কি। ফরিয়াদী সাক্ষী একেবারে যেন তোতা পাখীটি। আর সব তারা পাকা লোক তাদের কাজ থেকে একটা বর্ণও জান্‌বার যোটী নেই। তাদের জেরার কাহিল করে এমন লোক তো দেখ্‌তে পাইনি।"

"তাহ'লেই হ'লো এস এই ঘরের ভেতর তোমার সঙ্গে কথা আছে।" যদু মিত্র কাছারি বাড়ীর হল ঘরের পার্শ্বের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে ঘরখানিও বেশ সজ্জিত,—তবে ঘরখানি কিছু ক্ষুদ্র। ঘরের মধ্য স্থলে একখানি টেবিল ও তাহারই চারি পার্শ্বে কয়েক খানি চেয়ার সজ্জিত। যদু মিত্র তাহারই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে বলিলেন, "এদিকে যত সাক্ষী জোগাড় কর্ত্তে পারো জোগাড় কর,—যেমন করে হ'ক ব্যাটাকে জেলে দিতেই হবে। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি কাল রাত্রে সেই ব্যাটাই কোন ফাঁকে এসে আমার মেয়েকে নিয়ে গেছে। বাসী যে একলা রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে এ হ'তেই পারে না। যদু মিত্তিরকে ব্যাটা চিন্‌তে পারে নি,—কাল চিনতে পার্ব্বে যাদু কার পাল্লায় পড়েছেন।"

রাম কানাইও যদু মিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার আসিয়া জাম্বুবানের মত জোড় হস্তে যদু মিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল,—সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে আমারও সেই রকম বোধ হয়। গ্রামের তো খুঁজতে কোথাও বাকি রাখিনে,—নেউলের ভেতর থাকলে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও তাঁর খোঁজ

পাওয়া যেত। তিনি যে চক্‌দীঘির কাছারিতে গেছেন তাতে আর ভুলটি নেই।

মিত্র মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ,—সে মেয়েরও আর আমি মুখ দেখ্‌তে চাইনি। যে মেয়ে বাপের মর্য্যাদা রাখে না সে মেয়ের মরাই ভালো। তার আর খোঁজ করবার কোন প্রয়োজন নেই। সে আর আমার মেয়ে নয়, আমি তাকে ত্যাগ করেছি। যার তেজে তার এত তেজ আমি তার সে তেজ একবারে ভেঙ্গে দিচ্ছি। একজন লোককে বাড়ীর ভেতর পাঠাও বড় জামাইবাবুকে ডেকে আন্‌তে। সেও কাল সাক্ষী দেবে।"

শর্ম্মা বড় জামাই বাবুকে ডাকিতে একজন লোক পাঠাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মিত্র মহাশয় সেই গৃহের ভিতর একাকী বসিয়া রাগে সিংহের মত গজ্‌রাইতে লাগিলেন। রাম কানাই জামাই বাবুকে ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া আবার আসিয়া মনিবের সম্মুখে জোড় হস্তে দাঁড়াইল। মিত্র মহাশয় সহসা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নটবরের খবর কি? তাকে কোন রকমে বাগাতে পাল্লে না?"

রাম কানাই বেশ একটু মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না বিশেষ তো কোন সুবিধে কর্ত্তে পারিনি; আজ একবার আবার তার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো অখন। দেখি কত দূর কি কর্ত্তে পারি।"

যদু মিত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "যাও এখনি একবার তার সঙ্গে দেখা কর। তার সাক্ষীটা জোগাড় হ'লে খুব ভালোই হ'তো। খুব সাবধান,—দেখ সে যেন না অম্বিকে চৌধুরীর হয়ে সাক্ষী দেয়।

তাহ'লে আমাদের মামলা একেবারে হালকা হয়ে যাবে। তার বাড়ীর সাম্‌নেই পরাণের বাড়ী, সে যদি বলে কই আমি তো কিছু শুনিনি, দেখিনি তাহ'লেই ফ্যাসাদ। যদি নিতান্ত সাক্ষী দিতে না চায়,—তাহ'লে আজ রাত্রে একটা পাও খোঁড়া করে দেওয়া চাই। অন্ততঃ তিন দিন না উঠ্‌তে পারে।"

রাম কানাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সে সব ঠিক আছে,—সাক্ষী না দিলে ছ'মাস আর বাছা ধনকে পথ্য কর্ত্তে হবে না,—বিছানায় থাক্‌তে হবে।"

রাম কানাই আরোও কি বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু মনিবের জ্যেষ্ঠ জামাতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে নীরব হইল। বিপ্রদাস গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একবার শ্বশুর মহাশয়ের দিকে একবার রাম কানাইয়ের দিকে চাহিল মনে মনে বলিল, বড় বেগোজ বলে বোধ হচ্ছে। তাহার পর মিত্র মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?"

যদু মিত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ"—এই চেয়ারখানায় বোস তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে।"

বিপ্রদাস একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া শ্বশুরের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। শ্বশুরের সহিত তাহার অতি অল্পই দেখা সাক্ষাৎ হইত। সে ইচ্ছা করিয়াই শ্বশুরের সম্মুখ হইতে সর্ব্বদাই নিজেকে দূরে দূরে রাখিত। শ্বশুর যে তাহাকে অদ্যাবধি কখন ডাকিয়াছেন সে কথা তাহার স্মরণই হয় না। শ্বশুর যখন আজ তাহাকে সহসা ডাকিয়াছেন

তখন যে কোন একটা গুরুতর বিষয়ের উত্থাপন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে চেয়ারের উপর কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া একবার একটু বঙ্কিম ভাবে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল। যদু মিত্র জামাতাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ তুমি আমার বড় জামাই,—তুমিই আমার সমস্ত সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারী। আমার ছোট মেয়ে ছোট জামাইকে আমি আজ থেকে ত্যজ্য করলুম। আমার এই এত বড় জমিদারী আমার অবর্ত্তমানে তোমাকেই শাসন কর্ত্তে হবে। জমিদারী শাসন করা বড় কঠিন ব্যাপার এতে একটু উনিশ বিশ হ'লেই সর্ব্বনাশ,—এতে দয়া মায়া দেখাতে গেলে চলে না। এক রাশ জাল জুচ্চুরী মিথ্যে কথা বেমালুম হজম কর্ত্তে পারে তবে একটা জমিদারী চালান যায়। ভবিষ্যতে যখন তোমাকে এই জমিদারী শাসন কর্ত্তে হবে,—তখন এখন থেকেই তোমাকে সব বিষয় দস্তুর মত অভ্যাস করে রাখা উচিত। তাই কি বল্‌ছিলুম শোন,—কাল তোমায় একটা সাক্ষী দিতে হবে। তোমরা গেরস্ত লোক তোমরা তো কাছারির কিছুই বোঝ না,—তাতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই। কেবল আদালতে গিয়ে গোটা কতক কথা বলে চলে আসা। আমি যেমন যেমন তোমায় বলে দেব তুমি কেবল তেমনি তেমনি বলে আস্‌বে ;—বাস্ আর কিছু নয়।"

বাস্ আর কিছু নয় বটে কিন্তু সকলের পক্ষে এটা যে নিতান্ত বাস্ আর কিছু নয় হইবে তাহার তো কোন অর্থ নাই। বিপ্রদাস মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "আজ্ঞে আদালত কাছারি যেতে আমাদের কেমন ভয় ভয়—"

যত্ন মিত্র জামাতার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এর ভেতর আবার ভয় কিসের দেখলে? জমিদারের যখন জামাই হয়েছ তখন তো আগে থাক্‌তেই তোমার এসব বিষয়ে পরিপক্ক হয়ে ওঠা উচিত। জমিদারের আদালতই হ'লো ঘর বাড়ী। জমিদারী শাসন তো আর ঘরে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুলে হয় না। যদি আদালত যেতেই ভয় হয় তবে আমি কোন ভরসায় আমার এই এত বড় জমিদারীটা তোমায় দিয়ে যাব? আমি তো আর আমার এত কষ্টের জমিদারীটা তোমায় নষ্ট কর্ত্তে দিতে পারিনি। জমিদারের যখন জামাই হয়েছ তখন তোমার জানাই উচিত যে তোমার আদালত ঘর কর্ত্তেই হবে।"

বিপ্রদাস ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে এটা ঠিক জানা ছিল না। জমিদারের জামাই হয়েছি, জমিদারের তো নায়েব হইনি যে আদালত ঘর কর্ত্তেই হবে। আমাদের দেশে জমিদারের নায়েবরাই আদালত ঘর করে,—কখন তো জামাইদের কর্ত্তে দেখিনি; কাজেই কেমন করে জানবো বলুন?"

যত্ন মিত্র উগ্র স্বরে বলিলেন, "জানলা যদি তবে এই জান। আমার জামাই যে তাকে আদালত ঘর কর্ত্তেই হবে। কাল তোমাকে আমার ছোট জামায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে। জামায়ের তো কাজই হ'লো শ্বশুরের হুকুম তামিল করা।"

বিপ্রদাস শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল মাথা নাড়িয়া বলিল, "কথা বটে,—কিন্তু একটা লোক কত লোকের হুকুম তামিল কর্ব্বে

বলুন? আপনার মেয়ের হুকুম তো তামিল কচ্ছিই,—তার ওপর যদি আবার আপনার হুকুম তামিল কর্ত্তে হয়,—তাহলে একেবারে নাচার। আমাকে কর্ম্মচ্যুত করুন, আমার দুর্ব্বল শরীর অত কাজ সহ্য হবে না।"

জামাতার এই কথাগুলা বিষ তীরের মত যদুমিত্রের কর্ণে যাইয়া আঘাত করিল,—তিনি সরোষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও আমি তোমার পাকামো কথা শুন্‌তে চাইনি। যখন ঘরজামাই হয়েছ তখন তোমাকে আমারও হুকুম শুন্‌তে হবে আমার মেয়েরও হুকুম শুন্‌তে হবে বুঝলে।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ বুঝতে খুব পাচ্ছি তবে আমি নাচার। যদি আদালত ঘরই কর্ত্তে পার্ব্বো তবে ঘরজামাই হলুম কেন,—তাহ'লে তো চাকুরী করেই খেতে পারতুম। যার আদালত ঘর করবার ক্ষমতা আছে সে কি কখন ঘরজামাই থাকে না শ্বশুরের অন্ন খায়? ও আদালত ফাদালত বাওয়া আমার পোষাবে না মশাই।"

মিত্র মহাশয় ক্রোধে লাল হইয়া উঠিয়াছিলেন, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যদি না পোষায় আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও,—আমি তোমার মত অপদার্থকে ভাত দিতে একেবারেই প্রস্তুত নই। এটা প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত চালের দাম আছে।"

বিপ্রদাস চোখ দুইটা রীতিমত বড় করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই,—কথা হচ্ছে কি জানেন অপদার্থ ভিন্ন স্বপদার্থ আর কেউ ঘরজামাই হয় না। যার ভেতরে একটুও পদার্থ আছে সে কি কখন

ঘরজামাই থাকতে পারে ?/ ওই থানটাই যে আপনি মস্ত ভুল কচ্চেন। ঘরজামাই যত আছে সবই জানবেন ঠিক আমাদের মতনই অপদার্থ। হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান থাকলে ঘর জামাই থাকা চলে না।"

মিত্র মহাশয় টেবিলের উপরে সজোরে একটা আঘাৎ করিয়া বলিলেন, "ও রেখে দাও তোমার বক্তিমা। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে আমি তোমার মত জামায়ের মুখ দেখতেও চাইনি। যত ব্যাটা অকর্ম্মণ্য এসে আমার ঘাড়ে পড়েছে। অপদার্থ মুখ্যু।"

বিপ্রদাস মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "অপদার্থ মুখ্যু তা নিশ্চয়ই ও কথা আর বলে কষ্ট পাচ্চেন কেন। তা আপনি যদি আমার মুখ নিতান্তই না দেখতে চান কাজেই আমায় বিদায় হতে হবে। তবে কথা হচ্ছে কি জানেন অনেক দিন আপনার বাড়ীতে বসে বসে খেয়ে বেশ একটু আমিরী চাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কাজেই এ রোদে বিদেয় হওয়া আমার দ্বারা পোষাবে না। একটু রোদ পড়লেই রওনা হয়ে পড়বো। তবে যদি বলেন দরওয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে এখনি বার করে দেব তাহ'লে নাচার।"

জামাতার কথায় রাগে যদু মিত্রের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, সজোরে চেয়ারখানা পশ্চাৎ-দিকে ঠেলিয়া দিয়া গোঁজগোঁজ করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি জামাতার উপর যে তীব্র কটাক্ষটা নিক্ষেপ করিয়া গেলেন তাহাতেই বিপ্রদাস বুঝিল স্বহস্তে বাতাস দিয়া সে ভিতরের আগুনটা বেশ রীতিমত ভাবেই ধরাইয়া তুলিয়াছে। শ্বশুর মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর সে মনে মনে

বলিল, "এতো আব্দার নয় এতো বাবা ফ্যাসাদ। একজন নির্দ্দোষী লোকের সর্ব্বনাশের সুবিধের জন্যে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হবে। এতো কম জুলুমও নয়। না হয় বাবা ঘরজামাই হয়েছি, তাব'লে তো আর ভেতরের মানুষটা একেবারে মরে যায়নি। সে নিঝুম হয়ে পড়েছে একথা অস্বীকার করিনি, কিন্তু তবুও এখন খোঁচা দিতে ছাড়ে না। ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে সাক্ষী দেব কি বাবা?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশুরের হুকুমের সংবাদটা পত্নীকে দিবার প্রলোভন সে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না,—ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে রওনা হইল। কাছারি বাটী হইতে অন্তঃপুরে যাইতে হইলে যে পথটার উপর দিয়া যাইতে হয়, তাহারই মাঝামাঝি আসিয়া শর্ম্মার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বিপ্রদাসকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া রাম কানাই দাঁড়াইয়াছিল, জামাইবাবু নিকটবর্ত্তী হইলে সে মৃদু স্বরে বলিল,—"বড় জামাই বাবু কাজটা আমার মতে বড় ভালো কল্লেন না। বাবুর কথা না শুনে দেখ্‌তে পাচ্ছেন তো ছোট জামাই বাবুর গেরোর আর অবধি নেই। শেষ দেখছি আপনিও একটা বিপদে পড়বেন। সত্য কথা বল্‌তে কি, "যস্য কন্যা বিবাহিতা" তিনিও এক জন পিতার সমান। গুরু-লোকের কথার অবাধ্য হয়ে বড় ভালো কাজ কল্লেন না।"

বিপ্রদাস রাম কানায়ের কথাগুলা বলিবার ভঙ্গিমা দেখিয়াই মনে মনে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "তাই নাকি? তবু ভালো যে বচন গুলো এখন মনে আছে। তবে হচ্ছে কি জানেন, যদি কোন গুরুলোক বলেন আমি তোমার মুখে খানিকটা বিষ্ঠা অর্পণ কর্ব্বো। তা'হলে কি আপনি তাকে বলবেন যখন আপনি গুরুজন তখন আর কথা কি,—আপনি যখন দিতে চাইছেন তখন এই যে আমি হাঁ করে আছি।"

রাম কানাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "জামাই বাবু এটা কি ঠিক তাই হ'লো ? এতো কিছুই নয় বাবুর যখন ইচ্ছে তখন আদালতে গিয়ে শুধু দুটো কথা বলে আস্‌বেন এই বইতো নয়। আপনি যখন হলেন বাবুর বড় জামাই, তখন বাবুর সাধটা যাতে পূর্ণ হয় সে বিষয় আপনার একটু লক্ষ্য রাখা উচিত বই কি। বড় জামাই বাবু আপনি ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছেন না, এতে কোন হাঙ্গামা নেই, কোন গোলমাল নেই।"

বিপ্রদাস মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "অত বোঝা বুঝিতে তো আমার দরকার নেই, ঘরজামাই থাক্‌তে এসে ছিলুম ঘর জামাই থাক্‌তে পারি, এর বেশী আর আমার দ্বারা কিছু হবে না। কথাটা শুনেই আমার সমস্ত প্রাণটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আর তব আপনি বলুছেন কিনা গোলমাল নেই।"

রাম কানাই ঠোঁটটা উল্‌টাইয়া বলিল, "কথা হচ্ছে কি জানেন বড় জামাইবাবু, বাবুর রাগটা বড় ভাল নয়। আপনার জন্যই ভয়, শেষ একটা ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।"

বিপ্রদাস মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিল, "আর ভয়ে কাজ কি, সন্ধ্যের ঢের আগেই শ্বশুর বাড়ী,—শ্বশুরের,—এমন কি শ্বশুরের আসে পাশে আর যে কেউ আছেন তাদেরও পায়ে তিন সেলাম ঠুকে বিদেয় হয়ে যাচ্ছি। গরীবের ছেলে মাঝে দিন কতক আমিরী ভাব এসেছিল বটে তা এক রকম স্বপ্নের মত ঝেড়ে ফেলা যাবে।"

রাম কানাই বেশ একটু বিমর্ষ স্বরে বলিল, "তবু কি জানেন, শ্বশুর পিতার সমান তার একটা কথা—"

বিপ্রদাস রাম কানাইয়ের মুখের সম্মুখে ডান হাতখানা নাড়িয়া তাহার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "মশাই কেন নায়েবীগিরী কর্ত্তে এলেন,—এর চেয়ে যে আপনার আড়কাটিতে কাজ কল্লে ঢের বেশী রোজগার হ'তো,—সঙ্গে সঙ্গে কুলিও যথেষ্ট চালান যেত। আমি আপনার সব কথা বুঝেছি, এবং শুনেছি। আমার দ্বারা বড় সুবিধে হবে না। ঘরজামাই না হয় আছি কিন্তু ভেতরের মানুষটা যে এখন একেবারে মরে যায়নি কাজেই ও কাজ আমার দ্বারা হবে না, হাজার হ'ক সে আমার নিজের ভায়রাভাই তার বিরুদ্ধে আমি মিথ্যে সাক্ষী দেব?"

রাম কানাই তথাপি মুখটা সিটকাইয়া বলিল, "তা বটে তবে কিনা নিজের শ্বশুর যদি নিজের জামাইকে জেলে দেবার চেষ্টা—"

বিপ্রদাস সজোরে রাম কানাইয়ের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বাস ওই পর্য্যন্ত,—ওটা আর মুখে এনো না। এ দিকে যে সময় হয়ে এলো, ওপরে যে একটা লোক আছে তার কথা মাঝে মাঝে একটু মনে করো।"

রাম কানাইয়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে বিপ্রদাস একেবারে অন্তঃপুর প্রবেশের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আর রাম কানাইয়ের কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অন্তঃ-পুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাম কানাই মুখখানা বিকৃত করিয়া সেই অন্তঃপুরের দরজার সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার কাছারি-বাটীর দিকে ফিরিয়া গেল। বিপ্রদাস অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরের ভিতর

প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর তখন কামনা একখানা প্রকাণ্ড দর্পনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ বিন্যাস করিতেছিল, স্বামীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে দর্পণ হইতে দৃষ্টিটা ফিরাইয়া দ্বারের দিকে ফেলিল। বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া মুখখানা ভার করিয়া পালঙ্কের উপর আসিয়া বসিল। কামনা ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা,—বাবা তোমায় আজ হঠাৎ ডেকেছিলেন কেন? তিনি তোমায় কি বল্লেন গা?"

বিপ্রদাস একটা বড় রকম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বল্লেন বেশ। বল্লেন চালের বাজার বড় গরম, আপাততঃ তোমায় পথ দেখতে হবে। আর যদি পথ না দেখ তাহ'লে ছোট জামায়ের ওপরে যা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেইটা তোমার ওপর দিয়েই শেষ কর্ত্তে হবে। অর্থাৎ দেউড়ীতে যারা বসে,—যারা ডাল রুটিটাই বেশী পছন্দ করে তারা তোমায় ঘাড়টা ধরে পথটা দেখিয়ে দেবে।"

স্বামীর কথায় কামনা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে স্বামীর কথাটার ভাব ঠিক্ বুঝিতে পারিল না; মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি ঠাট্টা কর? সব সময়ই ঠাট্টা,—না যাও। কি বল্লেন সত্যি বল্‌বে না?"

বিপ্রদাস আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যা বল্লেন তা পূর্ব্বেই বলেছি, যদি বিশ্বাস না কর সে আলাদা কথা। তবে কথা হচ্চে এই যে সে জন্যে আমার বিশেষ কোন দুঃখ নেই;—দুঃখ শুধু এই তোমায় ছেড়ে থাকবো কি করে?—সে যাহ'ক্ এখনি বিদেয় হবার হুকুম হয়ে ছিল আমি অনেক কষ্টে রোদটা পড়া পর্য্যন্ত সময়

নিয়েছি। যে ক'ঘণ্টা আছে, থাকে—থাক ভবিষ্যতে আর কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না তাতো বলা যায় না।"

স্বামীর কথায় অজানিত ভাবে কামনার নয়ন প্রান্ত জলে ভরিয়া উঠিল, সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "তুমি চলে যাবে আর আমি বুঝি এখানে পড়ে থাকবো? সেকথা মনেও ভেব না,—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি বাদী নই—আমায় কেউ ধরে রাখতে পার্ব্বে না, আমি তোমার সঙ্গে যাবই।"

বিপ্রদাস পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে সেকি গো? শুধু সাক্ষী দেব না বলাতেই বাড়ী থেকে বিদেয় হয়েছি,—এর ওপর আবার যদি বলি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব তাহ'লে মাথাটা এখানে জামিন রেখে যেতে হবে।"

তাহার স্বামীকে কেন পিতা বাটী হইতে বিদেয় হইতে বলিয়াছেন এক সাক্ষী দিবার কথাতেই কামনা তাহার সবটাই বুঝিতে পারিল। পিতা তাহার স্বামীকে হিরণের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু সে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় হইতে বলিয়াছেন। এত দিন কামনা স্বামীকে মানুষ নয় বলিয়াই জানিত কিন্তু আজ সে তাহার স্বামীর ভিতর নূতন দেবতা দেখিতে পাইল। যদিও সে দেবতা নীরব নির্জ্জীব পাষাণের মত,—তথাপি তাহার শক্তি অসীম। এইটুকু বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন কেমন নূতন আনন্দ কামনার দেহের প্রতি শিরায় শিরায় খেলিয়া গেল। সে আবার দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল, "ও বুঝেছি,—বাবা তোমায় হিরণের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলেছিলেন তুমি দিতে চাওনি বলে তাই তোমায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে

যেতে বলেছেন। ছি,—ছি, বাবা এমন হয়ে গেছেন। এমন বাপকে মানুষ কেমন করে ভক্তি কর্বে? না আর আমি তোমায় এখানে থাকতে বলতে পারিনি, চল আজই আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

বিপ্রদাস পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—আজ সে তাহার মুখের উপর একটা নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল,—সে মুখে আজ যেন নারীর সমস্ত সুষমা ফুটিয়া উঠিল। সে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "বেশ,—খাসা আছ? তুমি তো একেবারে তোফা বলে ফেল্লে চল আমরা আজই এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু এখান থেকে কি তোমায় নিয়ে যাওয়া সোজা? তুমি তোমার বাবাকে এখনও দেখ্‌ছি মোটেই চিন্‌তে পারনি। সে বড় কঠিন ঠাঁই পিতা পুত্রে দেখা নাই। এখন শুধু নিজেই ভালোয় ভালোয় বেরুতে পারলে বাঁচি,—এর ওপর আবার তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা কল্লে কি আর রক্ষে আছে, পৈতৃক প্রাণটা তাহ'লে আর কিছুতেই নিয়ে যেতে পার্ব্বো না। এইখানেই সেটা জমা খরচ করে যেতে হবে।"

কামনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি তত-ক্ষণ এখানে তোমার অনিষ্ট করে কে? আর আমি তোমার সঙ্গে যাব কার সাধ্যি আমায় ঠেকিয়ে রাখে। আমি তোমার সঙ্গে যাবই যাব দেখি কে আমায় ঠেকিয়ে রাখে! তবে তোমার যদি আমায় নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হয় সে আলাদা কথা। তুমি তোমার ভায়েদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ভুলে দিয়ে এখানে পড়ে আছ এতে নিশ্চয়ই তোমার ভাইরা সন্তুষ্ট নন। কাজেই এখন তুমি নিজেই কোথায়

থাকবে তারই কোন স্থির নেই এর ওপর যদি আমি আবার তোমার সঙ্গে যাই তাহ'লে তোমার বিপদের অবধি থাকবে না। তা যদি হয় তাহ'লে যত দিন পর্য্যন্ত না তোমার থাকবার একটা কিছু স্থির হয় তত দিন আমাকে এখানেই শত কষ্ট সহ্য করেও পড়ে থাকতে হবে।"

বিপ্রদাস বেশ একটু অবাক হইয়া পত্নীর এই কথাগুলি শুনিতেছিল। জমিদারের কন্যা পিতার এই রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কোন দিন যে তাহার সহিত যাইবার ইচ্ছা করিতে পারে তাহা সে এক দিনের জন্যও কল্পনাতে আনিতেও সাহস করে নাই। সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে পারো তাহ'লে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দরুণ আমার বিশেষ কোন অসুবিধে ভোগ কর্ত্তে হবে না। শ্বশুর আর ভাই,—এ দুয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ভাই সে যতই অসন্তুষ্ট হক্, তবু সে ভাই। তুমি আমার ধর্ম্ম-পত্নী তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যদি আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই তাতে তারা কিছুতেই আমাদের ফেলতে পার্ব্বে না। বরং তারা সন্তুষ্ট হবে,—তারা যে হ'লো ভাই। তবে তারা গেরস্থ, তোমার সেখানে অসুবিধে হতে পারে। তারা তোমার বাপের মত এ রাজভোগ পাবে কোথায়? তবে তাদের যত্নের দেওয়া খুদ কুঁড়ো, আমার মনে হয় এ রাজ ভোগের চেয়েও তার দাম অনেক বেশী।"

কামনা স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তুমি খুদ কুঁড়ো খেয়ে থাকতে পার্ব্বে আর আমি পার্ব্বো না? তুমি পুরুষ তুমি পার্ব্বে, আর আমি মেয়ে মানুষ আমি পার্ব্বো না? তুমি জানমা মেয়ে মানুষ

সব পারে,—ভগবান মেয়ে মানুষকে যে সহ্য শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা পুরুষকে দেননি। তুমি আমার জন্যে ভেব না মেয়ে মানুষকে ভগবান্ সব সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছেন।”

বিপ্রদাস মৃদু স্বরে উত্তর দিল, “ভালো,—আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার বিশ্বাস হয় না তোমার বাবা তোমায় যেতে দেবেন। তিনি কিছুতেই তোমায় যেতে দেবেন না,—দেখতেই ত' পাচ্ছ তোমার ছোট বোনকে নিয়ে যেতে চেয়ে,—হিরণবাবু আজ কি বিপদেই না পড়েছে।

কামনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, “যেতে দেবেন না কি,—আমি যাবই। তোমার সঙ্গে যাব কারুকে তো জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নেই। তিনি যেতে দেবেন কিনা তা জানবারও কোন দরকার নেই। তুমি যখন যাবে আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমায় কেউ আটকাতে পারবে না।”

কামনা কথাটা শেষ করিতে পারিল না,—গৃহের বাহির হইতে বৈকণ্ঠপিসির থরথরে স্বর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, “বলি,—কামু খাবার টাবার কি খেতে হবে না,—দিন রাত ডাক্তারের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ গুজ্ গুজ্। একেবারে ঘেন্না ধরালি মা।”

কামনা পিসির স্বর শুনিয়া চুপ করিয়া ছিল,—পিসির কথা শেষ হইতে না হইতে সে গৃহের ভিতর হইতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, “হ্যাঁগো হ্যাঁ ঘেন্না ধরালুম।”

কামনা স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া মহা বিরক্ত ভাবে হন হন করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সেই চাহনিতে সে যেন

বলিয়া গেল তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আমি তোমার সহিত যাইবই,—পৃথিবীর সমস্ত লোকের সমস্ত চেষ্টাও আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। বিপ্রদাস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পালঙ্কের উপর আড় হইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যি মামা বাঁশ ঝাড়ের নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছিলেন,—বেলা আর নাই বলিলেই হয়। পাতলা ফিকে রৌদ্র বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকঝিক করিতেছে। উমাসুন্দরী তাঁহার কুটীরের দাওয়ায় একধারে একাকী বসিয়া উদাস ভাবে আকাশেরদিকে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার সমস্ত মুখের উপর একটা গাঢ় চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মুখখানি একেবারে মলিন,—চিন্তা রাক্ষসী তাঁহার সমস্ত প্রাণটা যেন থাকিয়া থাকিয়া মুষড়াইয়া ধরিতেছিল। তিনি অম্বিকাবাবুর বাটী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া হিরণের পত্রে সে যে হাজত হইতে খালাস পাইয়াছে সে সংবাদটুকু পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পর আজ তিন চার দিন আর তিনি পুত্রের কোন সংবাদই পান নাই। পুত্রের কি হইল না হইল তাহারই চিন্তায় তাঁহার প্রাণটা একেবারে ছটফট করিতেছিল। জননীর প্রাণ পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া থাকে,—আর এতো একেবারে শিরে সংক্রান্তি। সমস্ত দিন একাকী নিজের কুটীরে বসিয়া বসিয়া এই চিন্তায় তাঁহার যেন দমবন্ধ হইবার মত হইতেছিল। মাঝে মাঝে যন্ত্রণাটা কতকটা লঘু করিয়া দিয়া এক আধ ফোঁটা অশ্রুজল নয়ন বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। এতক্ষণ উমাসুন্দরীর বাহ্য চৈতন্য একরূপ লুপ্ত হইয়াই ছিল,—সহসা বেলার দিকে দৃষ্টি পড়ায়,—তাড়াতাড়ি অঞ্চলে নয়নদ্বয় মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মনে মনে বলিলেন,

"বেলা যে দেখছি আর নেই। ঘরের ঝাঁটপাট গুলো সেরে নিই। ভগবান দুঃখিনীর আর কেউ নেই,—তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি আমার বাছাকে দেখ।"

উমাসুন্দরী ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন,—ও গৃহের ভিতর হইতে এক গাছা সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া আবার বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দাওয়ার উপরটা ঝাঁট দিয়া সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটা ঝাঁট দিতে যাইতেছিলেন সেই সময় একখানা গোশকট আসিয়া তাঁহার কুটীরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। গো-শকটের ঘড়ঘড় শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই উমাসুন্দরী ঘাড় ফিরাইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরের সম্মুখে গোশকট দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত বুকটাও দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণের ভিতরটা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় একেবারে ভরাট হইয়া-ছিল। কুটীরের সম্মুখে গোশকট দাঁড়াইতে দেখিয়া সেই কথাটাই সর্ব্ব প্রথমই একটা শোকের সমষ্টি হইয়া তাঁহার সমস্ত বুকটা চাপিয়া ধরিল। তাঁহার মনে হইল তাঁহার বুকটা বুঝি ফাটিয়া যায়। তিনি বিহ্বল ভাবে গোশকটের দিকে চাহিতে লাগিলেন। গোশকটের ছ'য়ের ভিতর হইতে নটবর তাহার মুখটা বাহির করিয়াছিল। সে কুটীরের প্রাঙ্গণের উপর উমাসুন্দরীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি বাছা এইটাই কি হিরণদের বাড়ী ?"

নটবরের কথা উমাসুন্দরীর কর্ণে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে উত্তর বাহির হইল না। আশঙ্কা ও ভাবনা তাঁহার

একেবারে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল। তিনি একটা উদাস দৃষ্টি লইয়া নটবরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। বয়সাধিক্যে বৃদ্ধার শ্রবণ শক্তি কিছু হ্রাস হইয়াছে ভাবিয়া নটবর তাহার স্বরের মাত্রাটা আর এক পর্দ্দা ঊর্দ্ধে তুলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি বাছা এই-টাই কি হিরণদের বাড়ী ?"

উমাসুন্দরী এইবার একটা আকুল আগ্রহ ভরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ? কি হয়েছে ? এ গরুর গাড়ীতে কে এসেছে ? হিরণ ভাল আছে তো,—তার কি কোন শক্ত ব্যামো ?"

উমাসুন্দরীর বুকের ভিতর যে কথাগুলা জাল পাকাইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার সব কয়টাই একেবারে এক সঙ্গে কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তিনি তাঁহার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরটুকু শুনিবার জন্ত পলকশূন্য দৃষ্টি লইয়া নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নটবর গাড়োয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিল, "নে হয়েছে,—এইটাই হিরণের বাড়ী,—আর জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে না। এই বুড়ি তার মা। এখন বুড়ির কোন কথাটার উত্তর আমি আগে দিই। বুড়ি একেবারে এক রাশ কথা জিজ্ঞাসা করে বসেছে।"

নটবরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়োয়ান গরু খুলিবার জন্ত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর গরু দুইটা খুলিয়া গাড়ী নীচু করিয়া দিল। নটবর গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া উমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, "হ্যাগো হ্যা তোমার ছেলে বেশ ভালোই আছে তার কোন অসুখ বিসুখ হয়নি, তার জন্তে

তোমার কোন চিন্তা নেই। সে আসেনি এসেছে তার স্ত্রী, তোমার ব্যাটার বৌ। নাও এখন গাড়ী থেকে নামিয়ে নাও। আমাকে আবার এখনি রওনা হতে হবে। কেন এলো—কি করে এলো, এখানে আসবার কারণ কি অত কথা বল্‌বার এখন আর আমার মোটেই সময় নেই।”

গাড়ীতে তোমার ব্যাটার বৌ এই কয়টা কথা কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র উমাসুন্দরী একেবারে বিস্ময়ে পাষাণ হইয়া গিয়াছিলেন। যে বৌকে একবার দেখিবার জন্য তিনি শত চেষ্টা করিয়াছেন,—যে বৌকে কেবল মাত্র এক দিনের জন্য পাঠাইবার জন্য তাঁহার শত কাতর অনুরোধ সহস্রবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে সেই বৌ আপনা হইতে আজ তাঁহার কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এ কথা যেন তাঁহার মন বিশ্বাস করিতে চাহিতে ছিল না। তাহার উপর এই সময়, যখন শ্বশুর ও জামাতায় প্রবল দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, এখন তাঁহার ব্যাটার বৌয়ের আপনা হইতে আসা কি সম্ভব? কখন না। তিনি বোধ হয় ভুল শুনিয়াছেন। কথাটা ভালো করিয়া শুনিবার জন্য উমাসুন্দরী নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নটবর বেশ যেন একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, “আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরের বৌ ঘরে এসেছে, এতে আর ভাববার কিছু নেই আদর করে ঘরে তুলে নাও।”

তথাপি নটবরের কথাটা উমাসুন্দরী যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, একটা বিস্ময় জড়িত কণ্ঠস্বর আপনা হইতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, “আমার ব্যাটার বৌ এসেছে?

দেখি,—তা কি সম্ভব? এ বুড়ির অদৃষ্টে তা আর কোন দিন হবে না। আমার তো তেমন অদৃষ্ট নয়।"

ইতি মধ্যে বাসনাও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল, সে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে সম্মুখে শাশুড়ীকে দেখিয়া কি যেন একটা কিসের আবেগে তাহার সমস্ত বুকটা একেবারে ধড়াস ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে দুই হস্তে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে পবিত্র হইয়া গেল। উমাসুন্দরী এক কিশোরীকে তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে দেখিয়া একটা অজানিত হর্ষে তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ হস্তে বধূর অবগুণ্ঠন ঈষৎ ফাঁক করিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন। অবগুণ্ঠন ঈষৎ ফাঁক করিবামাত্রই বধূর ম্লান মুখখানি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই টুকটুকে চলচলে মুখখানি আজও তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সে মুখখানি দেখিবামাত্র পুত্রের ভাবনাও নিমিষে তিনি ভুলিলেন, আবেগে বলিয়া ফেলিলেন "এস মা ঘরে এস, তুমি যে আর কোন দিন আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় আসবে তা আমি এক দিনের জন্যেও ভাবতে পারিনি। তবু মা আমি জানতুম তুমি মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে।"

শাশুড়ীর এই স্নেহ কোমল স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র বাসনার সমস্ত প্রাণটা একেবারে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মৃদু স্বর তিন চারিবার বাধিয়া গিয়া অতি মৃদু ভাবে বাহির হইল, "মা

তোমার পায়ে আমায় একটু আশ্রয় দাও,—আর তো আমার কোথাও আশ্রয় নেই মা।"

উমাসুন্দরী বাসনাকে সব কথাটা শেষ করিতে দিলেন না। তাহার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি মা ওকথা কি বলতে আছে। এখানে যে মা তুমি জোর করে আসতে পারো। এ যে মা তোমার দাবীর স্থান। এস মা ঘরে এস।"

নটবর প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, উমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "এখন তো তুমি তোমার বৌ বুঝে পেলে, এখন আমি চল্লুম, আর এক দণ্ডও আমি কিছুতে দাঁড়াতে পারিনি, আর একটু দাঁড়ালেই সব ফেঁসে যাবে।"

উমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সে কি হয় বাবা! এত দূর থেকে এসেছ, না খেয়ে কি যাওয়া হয়। আজ রাত্রে খেয়ে দেয়ে কাল সকালেই চলে যেও।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে? আমার ওপর মামলার হার জিৎ সব নির্ভর কচ্ছে। আমি কি দাঁড়াতে পারি! আমি পরাণে ব্যাটাকে এক রকম ঠিক করেই এসেছি, কাল সকাল আটটার মধ্যে আমায় যেমন করে হক চকদীঘিতে পৌঁছুতেই হবে।"

নটবরের মুখে মামলার কথা শুনিয়া পুত্রের বিপদের কথাটা উমাসুন্দরীর প্রাণের ভিতর নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, কথাটা পরিষ্কার ভাবে শুনিবার জন্য আকুল দৃষ্টি লইয়া নটবরের মুখের দিকে চাহিলেন। নটবর বলিতে লাগিল, "বুড়ি তোর ছেলের জন্য কোন ভয় নেই। ধর্মের কল

বাতালে নড়ে। যে যথার্থই নির্দ্দোষ তাকে কি কেউ বিপদে ফেল্‌তে পারে, স্বয়ং ধর্ম্ম যে তাকে দুহাত দিয়ে আগলে থাকেন। বাস আমি এখন চল্লুম। ব্যাটার বৌ আদর করে ঘরে তোল। যদু মিত্তির বেয়াড়া বটে. কিন্তু তার এ মেয়ে সতী সাবিত্রী। এমন মেয়ে শতকরা একটাও মেলে কি না সন্দেহ।"

নটবর রওনা হইতেছিল, কিন্তু বাসনা তাহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ তুলিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি বুড়ো মানুষ এই এত কষ্ট করে এলেন একটুও না জিরিয়ে এখনি কি কথন যেতে পারেন। এত কষ্ট আপনার সহ্য হবে কেন?"

নটবর ফিরিয়া দাঁড়াইল তাহার উত্তরীয়খানা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "মা বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু এ হাড় কখানা বড় শক্ত। তিরিশ বৎসর কমিসারিয়েটে কাজ করেছি। তথন আরাম কোন দিন পাইনি,—পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে কেটে গেছে। ঘুম ছিল না, আহার ছিল না। কিন্তু এত কষ্ট করে কল্লুম কি, আপনার বল্‌বার যে কেউ ছিল সবাই একে একে আমায় ছেড়ে চলে গেল। ভগবান আমাকে একেবারে নাংটা করে দিলেন। সেই শোকের প্রকাণ্ড বোঝাটা মাথায় করে ঠিক বেঁচে রইলুম,—একখানা হাড়ও আল্‌গা হ'লো না। তাই বল্‌ছিলুম মা এ হাড় বড় শক্ত হাড়। এ হাড়ে সব সহ্য হয়। আপনার বল্‌তে পৃথিবীতে আমার কেউ ছিল না। যদু মিত্তিরের জ্বালায় কাশীবাসী হবে ব'লে ঘর ছেড়ে বেরুবার জোগাড় কচ্ছিলুম সেই সময় আলো অন্ধকারের ভেতর তুই মা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালি, তোকে আমি মা বল্‌ছি, তুই আমার সত্যিই মা। তোর বিপদ

সম্মুখে দেখে কি আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি। যে দিন তোর স্বামীকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনে তোর হাতে এনে সঁপে দিতে পারবো সেই দিন আবার নিশ্চিন্ত হয়ে তামাক খাবো। মা আর আমি দেরি কর্ত্তে পারিনি, গাড়ীর আর বেশী দেরী নেই।"

তারপর উমাসুন্দরীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বুড়ি তুই যা বৌ করেছিস্ এমন বৌ সচরাচর বড় বেশী মেলে না। যে মেয়েমানুষ এই টুকু বোঝে, যে বাপের রাজ প্রাসাদের চেয়ে স্বামীর ভাঙ্গা কুঁড়ে বৈকুণ্ঠের চেয়ে কামনার জিনিস সেই যথার্থ মেয়ে মানুষ। তোর ব্যাটার বৌ বাপের আচরণ দেখে তার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে স্বামীর কুঁড়েতে আসবার জন্যে রাত্রের ভীষণ অন্ধকার ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল। রাস্তায় যে শত বিপদ আছে একবারও তা ভাবেনি। ভগবান তার এই মঙ্গল ইচ্ছায় সাহায্যের জন্যে কেবল আমাকে জাগিয়ে রেখে ছিলেন। জাগিয়ে রাখ্‌বেনই তো, কারণ সে বুঝেছিল তার ধর্ম্ম,—ধর্ম্মের দিকে ভগবান। তোর ব্যাটার বৌ নারী-ধর্ম্ম কি সেইটুকু বুঝেছে,—কাজেই ভগবান তার সহায় হয়েছেন। বুড়ি তোর কোন ভয় নেই তোর ছেলের ছাড়ান মন্ত্র আমার কাছে আছে। আমি পরাণে ব্যাটাকে এক রকম ঠিক করেই এসেছি। বুড়ি তুই শুধু আশীর্ব্বাদ কর এ হাড় কখানা যেন গোটা তিনেক দিন আরও শক্ত থাকে।"

নটবর তরতর করিয়া এই এক রাশ কথা এক সঙ্গে বলিয়া যেন একটু দম লইবার জন্য নীরব হইল। উমাসুন্দরী হাঁ করিয়া নটবরের এই কথা গুলা যেন গ্রাস করিতেছিলন। একটা যেন আবেগে তাঁহার

নয়নে জল আসিতেছিল,—তিনি কষ্টে সেই জলটুকু দমন করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাছা তুমি মানুষ নও দেবতা,—আমি বাবা তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করবো, পরের জন্যে যার প্রাণ এমন ভাবে কাঁদে,—ভগবানের আশীর্ব্বাদ নিরন্তর যে তার মাথার উপর পড়তে থাকে। মানুষের আশীর্ব্বাদের তার তো প্রয়োজন নেই বাবা।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ধরেছিস্ বুড়ি,—দেবতাই বটে সব হারিয়ে ফতুর। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানা ছিল তাও বোধ হয় এতক্ষণ বন্ধু মিত্রের কৃপায় ধূ ধূ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাথা গুঁজে দাঁড়াবারও আর একটু স্থান নেই। একেবারে ভগবানের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি,—পায়ের নীচে পৃথিবী,—মাথার ওপর নীল আকাশ। এমন না হ'লে দেবতা। দৈত্যের জ্বালায় শেষ না মাটীর নীচে আশ্রয় নিতে হয়। না আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই,—কথাবার্ত্তা আজ অনেক দিন বন্ধ করে দিছ্‌লুম। আজ এক রাস কথা বলে ফেল্‌লুম বুড়ি কিছু মনে করিস্ নি,—দে একটু পায়ের ধুলো দে।"

নটবর উমাসুন্দরীর দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য একটু নীচু হইয়া হস্ত বাড়াইল। উমাসুন্দরী একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, "বাবা তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ো না তাতে আমার অপরাধ হবে। তুমি যথার্থই দেবতা। তোমার মত দু'চারজন লোক যদি পৃথিবীতে থাক্‌তো তাহ'লে পৃথিবীর লোক বুঝতো এই পৃথিবীতেই এখনও দেবতারা বাস কচ্ছেন। তোমাকে আর দাঁড়াতে বলতে পারিনে বাবা কিন্তু তোমাকে যে আজ একটু মিষ্টি মুখও করাতে পাল্লুম না এ দুঃখ আমি জীবনে কখন ভুলতে পারবো না।

নটবর মাথা নাড়িয়া বলিল, "দুঃখ করিস্‌নি বুড়ি,—আমি আর এক দিন এসে আমার মায়ের হাতের রান্না পেট ভরে খেয়ে যাবো। সেই দিন দেখবো বুড়ি তুই কত খাওয়াতে পারিস্।"

নটবর রওনা হইবার জন্য ফিরিতেছিল কিন্তু বাসনাকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আবার দাঁড়াইল,—বাসনা ধীরে ধীরে তাহার নিকটে যাইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া হেটমুণ্ডে দাঁড়াইল। নটবর চীৎকার করিয়া বলিল, "মা আমি তোকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তুই নিশ্চয়ই পতি সুখে সুখী হবি। তোর মত যার স্ত্রী তার কি কোন বিপদ ঘ'টতে পারে! তোর সতী ধর্ম্ম তোর স্বামীকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা কর্ব্বে। মা আমি চল্লুম আর কথা কইলে ট্রেণ ফেল কর্কো।"

নটবর আর দাঁড়াইল না দ্রুত পদে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। যতক্ষণ নটবরকে দেখিতে পাওয়া গেল শাশুড়ী ও পুত্রবধূ উভয়েই পথের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। নটবর দৃষ্টিপথের বাহিরে গেলে উমাসুন্দরী একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুত্রবধূর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আয় মা ঘরে আয় আমার ভাঙ্গা ঘর আলো কর্ব্বি আয়।"

বাসনা তখনও পথের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার দৃষ্টি বৃদ্ধার মুখের দিকে পতিত হইল। সে মুখে মাতৃ-স্নেহ উচ্ছলিয়া পড়িতেছে। সে জীবনে কোন দিন মাতৃ-স্নেহ পায় নাই,—অতি শৈশবেই সে মাতৃহীনা হইয়াছে; আজ যেন এক মধুর মাতৃ-স্নেহের অপূর্ব্ব আস্বাদনে তাহার সমস্ত

প্রাণটা উথলিয়া উঠিতে লাগিল। শত কথা আসিয়া তাহার কণ্ঠ-নালীতে একেবারে ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কণ্ঠ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না,—অতি ক্ষীণ মৃদু ভাবে কেবল মাত্র বাহির হইল, "মা—"

এই মধুর মা শব্দটুকু কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই উমাসুন্দরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি আবার বলিলেন, "আয় মা আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন? সমস্ত দিন ট্রেণে এসেছিস্,—মুখে হাতে একটু জল দিয়ে যা হয় কিছু খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'।"

বাসনা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা আমিই যত অনিষ্টের মূল আমার জন্তেই তাঁর এত যন্ত্রণা। আর আমি কেমন করে মা তাঁর সুমুখে মুখ দেখাবো। তোমারই সুমুখে যে মা আমি মুখ তুলে চাইতে পাচ্চিনি। কিন্তু মা এতে তো আমার কোন হাত নেই। মা তিনি কি আর আমার মুখ দেখ্‌বেন?"

পুত্রবধূর কথায় উমাসুন্দরীর সেই বিষাদ মুখখানি মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন,"ওরে আমার পাগ্‌লি মেয়ে এতে তোর কি অপরাধ বল্? আমি মেয়ে মানুষ,—মেয়ে মানুষের কত জ্বালা তা শুধু মেয়ে মানুষেই বোঝে। এতে তোর বাছা কোন অপ-রাধ নেই। অদৃষ্টে যার যেটুকু ভোগ আছে তাকে সেটুকু ভোগ কর্ত্তেই হবে। তবে এটা ঠিকই ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্তই করেন। তুই হিরণের ধর্ম্ম-পত্নী,—তোর বাছা কোন অপরাধ নেই, তোর মুখ দেখবে নাতো কার মুখ দেখবে! তুই চিরদিন তার পাশে

পাশে থেকে,—তার সহধর্ম্মিণী হয়ে তার সংসার শান্তি সুখে ভরিয়ে দিবি। আয় বাছা আর দাঁড়াস্‌নি,—তোর শাশুড়ী গরীব, তার যা আছে তাই একটু মুখে দিয়ে ঠাণ্ডা হবি চ'।"

উমাসুন্দরী কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন,—বাসনাও আর কোন কথা না বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইল। তখন সন্ধ্যা রাণী পৃথিবীর উপর একরাশ কালো অন্ধকার লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন। দূরে দূরে গৃহস্থের বাটীতে শঙ্খধ্বনি হইয়া সন্ধ্যার আগমন বার্ত্তা পল্লী জননীর বক্ষে যেন প্রচার করিয়া দিতে ছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাস একটু নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন বেলা আর নাই বলিলেই হয়। সূর্য্যি ঠাকুর পশ্চিম আকাশে আবির ছড়াইয়া সমস্ত দিনের হাড়গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে যেন একেবারে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। সমস্ত আকাশটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাল মেঘে একেবারে লালে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। যখন আকাশে বাতাসে এই অপরূপ লালের খেলা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় একটা গাঢ় নিদ্রার ভিতর হইতে বিপ্রদাস চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মধ্যাহ্নে আহারের পর একটু নিদ্রা দিবার অভ্যাসটা শ্বশুরালয়ে মৌরসী ভাবে বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থিতে মজ্জাতে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাই শত চিন্তা পরিপূর্ণ প্রাণ সত্ত্বেও শয্যার উপর একটু গড়াইতে না গড়াইতেই বিপ্রদাস নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রা দিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথাই তাহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলা আবার তাহার মনের ভিতর নড়িয়া চড়িয়া জাগিয়া উঠিল। সে এ পাশ ও পাশ করিয়া জড়তাটা কাটাইয়া লইবার জন্য একটা পাশ বালিস টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিতে যাইতেছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাকে শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই কথাটা সহসা মনে হওয়ায় তাহার আর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা হইল না, সে একেবারে ধড়পড়িয়া উঠিয়া

বসিল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে যাইয়া পতিত হইল। বেলা একেবারেই নাই,—সূর্য্য অস্তাচলে মুখ লুকাইয়াছেন ; এখনি গোধূলি আসিয়া পৃথিবীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সে তো আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিতে পারে না ;—এখনি তাহার যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। সন্ধ্যার পরই ট্রেণ, গ্রাম হইতে ষ্টেশন প্রায় এক ক্রোশ পথ। সন্ধ্যার ট্রেণ ধরিতে হইলে তাহার এখনি বাহির হইতে হয়। বিপ্রদাস আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, সে মুখে চোখে একটু জল দিয়া নিজেকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি গৃহের পার্শ্বস্থিত গোছল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে অতি সত্বর মুখে চোখে জল দিয়া, আবার আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে,—আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়, এখনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার বাহির হইয়া পড়া উচিত। শ্বশুরের সহিত বচসা হইয়া তাহাকে শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, শ্বশুর গ্রামের জমিদার এ অবস্থায় যে কোনরূপ যান পাওয়া যাইবে সে সম্ভাবনা অতিই অল্প। পল্লীগ্রামের এক ক্রোশ পথ সে বড় অল্প পথ নহে, বাধ্য হইয়া সেই পথ তাহাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে, সে আর কেমন করিয়া বিলম্ব করে? কিন্তু একবার স্ত্রীর সহিত এ সময় শেষ সাক্ষাৎ না করিয়া যাওয়াটা উচিত নয় কে যেন তাহার ভিতর হইতে সেই কথাটা বলিয়া দিতে ছিল। প্রত্যহই তাহার পত্নী শ্রীমতী কামনালতা তাহার কাছে কাছে থাকিয়া প্রায় সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দেয় কিন্তু আজ তাহার একেবারে দেখাই নাই। তাহারই বা কারণ

কি বিপ্রদাস কিছুই মীমাংসা করিতে পারিতেছিল না। এক্ষণে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে কি না সেইটাই হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা। সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাই-বার জন্য একবার অগ্রসর হইতেছিল দশবার পশ্চাৎপদ হইতে ছিল; তাহার মনের ভিতর শত তর্ক তাল পাকাইতে ছিল। বড়লোকের কন্যাকে বিশ্বাস নাই, তাহাদের মতি গতি কখন কি রকম থাকে তাহা বোধ হয় ভগবানেরও নিরূপণ করা অসাধ্য। ডাকিয়া পাঠাইবার পর যদি পত্নী তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করে তাহাপেক্ষা অপমানের কথা আর কিছুই নাই। এ অবস্থায় সাক্ষাৎ না করাই মঙ্গল। অম্‌নি অম্‌নি বিদায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘড়িতে টন্‌টন্‌ করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। বিপ্রদাসের ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার সময়ও সংক্ষেপ হইয়া আসিল; সে তাড়াতাড়ি বেশটা পরিবর্ত্তন করিয়া চুলটা ঠিক করিয়া লইবার জন্য দর্পণের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। সে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুরুস্‌খানা তুলিতে যাইতেছিল সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হুজুর গাড়ী এসেছে।"

গাড়ী আসিয়াছে,—সে কি! বিপ্রদাস বেশ একটু অবাক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী এসেছে সেটা কি রকম হ'লো,—গাড়ী আনতে তোকে বল্‌লে কে রে?"

ভৃত্য অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল, "কেন হুজুর,—বড়-দিদিমণি।—আপনি কোথায় যাবেন বলে সন্ধ্যার সময় গাড়ী আন্‌তে হুকুম করেছিলেন।"

"হুঁ"। বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা যা,—গাড়োয়ানকে একটু দাঁড়াতে বল আমি যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল,—বিপ্রদাস বুরুসখানা দিয়া মাথার চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্ জীবনের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। এ অঙ্কটার বিষয়টা ছিল বেশ,—শুধু খাওয়া আর শোওয়া,—কোন ভাবনা চিন্তা নেই। এইবারের অঙ্কটা দেখ্‌ছি কিছু জটিল। অর্থ চিন্তা,—অন্ন কষ্ট। যাক সে যাই হ'ক্ একটু নতুন হবে। প্রাণে একটু বৈচিত্র আস্‌বে। সে যাক্ এখন একবার প্রিয়ার সঙ্গে শেষ বিদায়টা নিতে পারলে পালাটা বেশ চোস্ত রকম ভাবেই শেষ হ'তো। কিন্তু আজ আর প্রিয়ার দেখা নেই,—বোধ হয় এই অঙ্কটার শেষই এই রকম।"

বিপ্রদাস গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য চৌকাটে পা দিয়াছিল সেই সময় চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ প্রাণে বেশ একটু আনন্দ দিয়া কাণের ভিতর প্রবেশ করিল। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না একটু দাঁড়াতে হ'লো,—চুড়ির শব্দ যখন কাণে এসেছে তখন প্রিয়ার সাক্ষাৎ হ'লেও হ'তে পারে।"

বিপ্রদাসের অনুমান মিথ্যা হইল না,—চুড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির মালিক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বিপ্রদাস স্ত্রীর বেশ ভূষা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে একটা কৌতুহলের দৃষ্টি লইয়া পত্নীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিল। কামনা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বলি হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? বেলা কি আর আছে,—চল আর দেরি কল্লে শেষে কি ট্রেণ ফেল হবে।"

বিপ্রদাস মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি কি দেখ্ছি জান তোমার সাজ গোজের ঘটাটা। সত্যি কথা বল্‌তে কি আজ তোমায় বড় সুন্দর মানিয়েছে।"

কামনা ঠোঁট্‌টা একটু ফুলাইয়া বলিল,—"মানিয়েছে বেশ হয়েছে। এখন চল,—তুমি দেখ্ছি ট্রেণ না ফেল্ করে আর ছাড়্‌বে না।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি তোমায় ছেড়ে যেতে প্রাণ মোটেই চায় না। সেটা ভালবাসা কি মায়া ঠিক জানিনি,—তবে দুটোর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই। চল্লুম,—যদি কখন মনে হয় এক আধখানা চিঠি দিও,—তোমার কথা ভেবে যেমন করে হ'ক্ সুখে দুঃখে দিনগুলো কেটে যাবে।"

স্বামীর কথায় কামনার মুখখানা ভার হইয়া উঠিয়াছিল,—বিপ্রদাস নীরব হইবামাত্র যে একটু অভিমানজড়িত কণ্ঠে বলিল, "তুমি বুঝি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না। তবে কেন আমায় বল্লে তুমি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? আমি তো আগেই বলেছিলুম তুমি নিজেই কোথায় থাক্‌বে তারই স্থির নেই, আমি তোমার সঙ্গে গেলে আরো তোমার বিপদ হবে। তবে কেন তুমি ব'ল্‌লে তোমার ভাইরা আমায় একটু স্থান দিতে কাতর হবে না?"

কামনার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল,—সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না,—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার নয়ন বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। পত্নীকে বলা সত্ত্বেও বিপ্রদাস প্রাণের কোণেও স্থান দেয় নাই যে তাহার পত্নী তাহার পিতার এই অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ

করিয়া তার সহিত সত্য সত্যই যাইবে। এতক্ষণে সে বুঝিল কামনা যাহা বলিয়াছে সেটা মুখের কথা নহে,—সত্যই প্রাণের কথা। তাহার এই বেশভূষা সাজগোছ, শ্বশুরালয় গমনের জন্য। পত্নীর নয়নে অশ্রু দেখিয়া বিপ্রদাসের প্রাণের ভিতরটায় কেমন যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু সে তখনি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া পত্নীর চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আরে ছি,—তুমিও তো দেখ্‌ছি তোমার ছোট বোনের মত চোখের জল ফেল্‌তে সুরু কল্লে। আমি একবারও ভাব্‌তে পারিনি যে তুমি সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে যাবে। আমি আগেও যা বলেছি এখনও ঠিক তাই বল্‌ছি,—তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও আমার ভাইরা তোমায় আদর করে ঘরে তুল্‌বে। তবে তারা গরীব,—তাদের যা খুঁদ কুঁড়ো আছে তাতেই তোমায় সন্তুষ্ট হ'তে হবে।"

কামনা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বলিল, "তবে চল, আর দেরি করে কাজ নেই, আর দেরি কল্লে হয়তো আবার ট্রেণ ফেল হয়ে যাবে।"

বিপ্রদাস প্রাচীর সংলগ্ন ব্রাকেটস্থিত ঘড়ীর দিকে একবার চাহিল। ঘড়ীতে তখন সাড়ে ছয়টা বাজে। সে পত্নীর কথার উত্তরে বলিল, "না ট্রেণের সময় এখনও অনেক আছে। তুমি যে আমার সঙ্গে যাচ্ছ একথাটা একবার তোমার বাবাকে আমার মতে একটু জানিয়ে যাওয়া উচিত।"

কামনা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না বাবাকে জানিয়ে কোন কাজ

নেই। তিনি যখন যাবার মতই দেবেন না তখন তাকে জানিয়ে ফল কি? আমি তোমার সঙ্গে যাচ্চি কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই।"

"তবে চল।" বিপ্রদাস গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইল, পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাবাকে না জানাতে চাও না জানাও কিন্তু তুমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্চ, বাপের বাড়ীর একটুও আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় পড়া উচিত। যাও পিসিকে একবার প্রণাম করে এস।"

কামনা ঘাড় নাড়িয়া বিপ্রদাসের কথায় সায় দিয়া বলিল, "ভুলে গেছি, তুমি একটু দাঁড়াও আমি পিসিকে প্রণাম করে এখনি আসছি।"

কামনা দ্রুত পদে পিসিকে প্রণাম করিয়া আসিবার জন্য চলিয়া গেল। বিপ্রদাস মনে মনে বলিল, "নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাব তাও লুকিয়ে। না এ হ'তেই পারে না। যদি জানিয়ে নিয়ে যেতে পারি তবেই নিয়ে যাব;—নইলে লুকিয়ে চোরের মত নিয়ে যেতে আমি একেবারেই নারাজ।"

* * * *

বৈকুণ্ঠপিসি ঘাট হইতে কাপড় কাচিয়া আসিয়া ভাঁড়ার ঘরের ভিতর কাপড়টা ছাড়িতেছিলেন, সেই সময় কামনা আসিয়া ঘরের দরজায় চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইল। বৈকুণ্ঠপিসি কামনার সাজ গোজের ঘটা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন;—মুখখানা একবার সিটকাইয়া কামনার মুখের দিকে চাহিলেন। পিসিকে চাহিতে দেখিয়া কামনা বলিল, "পিসি আমি চল্লুম।"

পিসির তখন কাপড় ছাড়া শেষ হইয়াছিল, তিনি তাহার ভিজা কাপড়খানা তুলিয়া লইয়া বাহিরে বাহির হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ রাণীর যাওয়া হ'চ্চে কোথায় ? হ্যালা কামি শুন্‌লেম নাকি বিপ্র হিরণের মত দাদার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে চলে যাচ্চে। এমন বেয়াড়া জামাইওতো বাপু সাত পুরুষে কখন দেখিনি, মেয়ের যেমন ছিরি জামাই আর কত ভালো হবে। ছোটটাতো বাপের মুখে চুণ কালি দিয়েছে, তুই ও না হয় আর এক গালে দে।"

পিসি ভাঁড়ার ঘর হইতে বকিতে বকিতে বাহির হইয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাপড়টা নিংড়াইতে লাগিলেন, ও মনে মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া যেন সাপের মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন।

কামনা পিসির এই বিড়্ বিড়িনীতে মহা বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বিরক্ত স্বরে বলিল, "তোমার ও বিড়্ বিড়িনী আর ভাল লাগে না বাপু। এখন এদিকে এসো, আমি তোমায় একটা নমস্কার করে বিদায় হই।"

পিসি একটা দড়িতে কাপড় খানা টাঙ্গাইয়া দিতে দিতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, বিবির আর সবুর সয় না! যাবি তো যানা তা আমায় জ্বালাতে এলি কেন? মেয়ে যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে র'য়েছেন। সাজ গোছের তো ঘটা দেখে আর বাঁচিনি, শুনি বিবির যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

কামনা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি, গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর আমি দাঁড়াতে পারিনি। তুমি এদিকে একবার আসবে তো এসো নইলে আমি চলি।"

শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি এই কথাটা পিসির কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র পিসির চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহিরে বাহির হইয়া অসিবার চেষ্টা করিল। পিসি ডান হাতখানা গালে ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা মেয়ে বলে কি গো। বলি আজ কালকার মেয়ে ছেলের কি লজ্জা ঘেন্না একটুও নেই। শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছি! বাবাকে বলেছিস্ না নিজেই কোমর বেঁধে বাপের মুখ পুড়িয়ে চ'লেছিস। হ্যাঁলা আজ কাল যে তোদের বড় শ্বশুর-বাড়ী হ'য়েছে। ছি, ছি, আজ কালকার মেয়েদের কি একটুও লজ্জা নেই। আমার কাছে এসেছিস্ কি কর্ত্তে লা আগে বাপের মত নিয়ে আয় তবে সেজে গুজে শশুরবাড়ী যাস্।"

কামনা বিরক্ত স্বরে বলিল, "আমি তো তোমায় অত কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে আসিনি। এসেছিলুম তোমায় একটা নমস্কার কর্ত্তে। তা আমি এইখান থেকেই বিদায় হচ্ছি। আমি যাচ্ছি আমার স্বামীর সঙ্গে স্বামীরবাড়ী তা আবার বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো কি? আমি তো আর পর পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছি নি যে তোমাদের মতামত নিতে হবে।"

পিসি সেই উঠানের মাঝখানে দুইপাক ঘুরিয়া লইয়া হাত দুই খানা সম্মুখের দিকে বার দুই নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যে নিয়ে এলো চোসে সেই গেল ভেসে। কলিকাল তা আর কত ভালো হবে। বলি স্বামী পেলি কোথা লা,—এত বড়টা হ'লি কি করে লা। বাপের খেয়ে প'রে এত বড়টা হ'লি এখন আর-বাপের মতামতের দরকার কি? তবে আর ব'ল্‌বে কেন কলির মেয়ে।"

পিসির কথার উত্তর দিতেও কামনার যেন একটা ঘৃণায় সমস্ত প্রাণটা সঙ্কোচিত হইয়া উঠিল। সে পিসির কথার আর কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইতে ছিল,—বৈকণ্ঠপিসির ঝঙ্কারে তাহাকে আবার দাঁড়াইতে হইল। পিসি তুব্ড়ী বাজীর মত একেবারে ফড়্ফড়্ করিয়া উঠিলেন, "ছালা ছুঁড়ি চল্লি কোথায়,—বলা নেই কওয়া নেই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন। দিচ্ছি তোর শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘুচিয়ে।"

পিসির চীৎকারে কামনার ভিতরটা রাগে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—সে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে পিসির কথার উত্তর দিল, "পিসি আমি বাসী নই,—যে তোমাদের চোখ রাঙ্গানীর কথা শুনবো। আমি শ্বশুরবাড়ী যাব—যাব—যাব। দেখি তোমরা কেমন করে ঠেকাও।"

কামনার কথায় বৈকণ্ঠপিসি উঠানের মাঝখানে একেবারে নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে হাত পা নাড়ার ঠেলায় সমস্ত অন্তঃপুর তোলপাড় হইয়া উঠিল। যদু মিত্র জামাতার মাম্লার চিন্তায় গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন,—অচিরাৎ এই সংবাদটা তাঁহার কর্ণগোচর হইল,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত যেন একটা ক্রোধের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—তিনি সেইখান হইতেই হুকুম দিলেন, "এমন মেয়ে জামায়ের মুখে জুতোর বাড়ী মেরে দূর করে দাও। যদু মিত্তির কারুকে মাপ করে না,—ছোটর ফড়্ফড়ানী হ'য়েছিল,—তার রস মরবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে,—বড়ও আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না,—তারও রস আমি মেরে দেবার বন্দোবস্ত কচ্ছি।"

শ্বশুরের শেষ রায়টাও বিপ্রদাসের কর্ণে আসিয়া পৌছিল,—সে মনে মনে বলিল, "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়।"

বিপ্রদাস এক্ষণে কি করিবে না করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পাষাণের মত দাঁড়াইয়াছিল,—সহসা পশ্চাৎ হইতে কোমল হস্তের অল্প স্পর্শ হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি ফিরিল;—সম্মুখে কামনা। কামনা স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল, "চল,—আর দেরী কল্লে ট্রেণ পাওয়া যাবে না। দেখি আমাদের কে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে।"

বিপ্রদাস উত্তর দিল, "আটকে রাখ্‌বার তো এর ভেতর কিছু নেই। তোমার বাবা তো হুকুম দিয়ে দিয়েছেন জুতো মেরে বের করে দাও।"

কামনা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তবে—"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না এর ভেতর তবে কিছু নেই। আছে শুধু একটা ছোট কিন্তু। চলতো এখন তারপর যা অদৃষ্টে থাকে হবেই। বড়লোকের যখন ঘরজামাই হওয়া গেছে তখন শেষ জেল তো আছেই। কুচ্‌ পরোয়া নেই,—এখন তো বেরিয়ে পড়া যাক্‌।"

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়া দিন কয়টা কাটিয়া গেল,—আজ হিরণের মামলার দিন। চকদীঘি কাছারির সকলেরই মুখ আজ বেশ একটু গম্ভীর,—দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সকলেরই মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ কয়েক দিন হইতে অম্বিকাবাবু চকদীঘির কাছারিতে বাস করিতেছেন,—তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াই হিরণ ও মথুরের মুখে ঘটনার আগাগোড়া সকলই শুনিয়াছেন, এবং প্রকৃত ঘটনা যাহা তাহাও বুঝিয়াছিলেন,—কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, যদু মিত্র এই মামলার যেরূপ সরঞ্জাম্ করিয়াছিল তাহাতে তিনিও বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মনের ভিতর এই কথাটাই বার বার উদয় হইতে ছিল যে এই চকদিঘীর কাছারিতে হিরণকে প্রেরণ করা তাঁহার একবারেই যুক্তির কাজ হয় নাই। তিনি সব জানিয়া শুনিয়া কি বলিয়া হিরণকে চকদীঘির কাছারির ভার প্রদান করিলেন? এক্ষণে যদি বিনা দোষে হিরণকে কারাগারে যাইতে হয় তাহা হইলে তার জন্য দোষী তিনি। যদু মিত্র যে একটা মহা ফিচেল জমিদার সেটুকু অম্বিকাবাবুর পূর্ব্বেই জানা ছিল কিন্তু সে যে এরূপ সাংঘাতিক লোক সেটুকু তাঁহার জানা ছিল না। নিজের জামাতাকে যে মানুষ এমন করিয়া ফাঁসাইতে পারে তাহার অসাধ্য আর পৃথিবীতে কি থাকিতে পারে? অম্বিকাবাবু মানুষকে চিরদিন মানুষের চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন,—এত কুৎসিত করিয়া মানুষকে তিনি কোন দিন দেখেন নাই,—দেখিতে-

চাহেনও নাই। কাজেই তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা এই স্থলে আসিয়া একেবারেই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। যদু মিত্রের আয়োজন দেখিয়া তিনি শুধু চিন্তিত হন নাই রীতিমতই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে হিরণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন তাহার কোন দিকেই কোন আশা দেখিতে ছিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না,—যদু মিত্রের সাক্ষী ভাঙ্গাইবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন,—কলিকাতার বড় বড় কৌন্সিলি এই মাম্‌লার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং চারিদিকে দুই হস্তে পয়সা ছড়াইতে ছিলেন। এত করিয়াও আজ পর্য্যন্ত বিশেষ তিনি কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই,—যদু মিত্রের সুতীব্র চক্ষু তাহার সাক্ষীগণের উপর এমনিভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছিল যে সেখানে সূচিকা প্রবেশ করাইবারও উপায় ছিল না। তিনি এই কয় দিন ধরিয়া অজস্র পয়সা ঢালিয়া মাম্‌লাটাকে একটু হাল্‌কা করিবার নানা চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হইতে ছিল না। সব চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছিল।

এই মাম্‌লার চিন্তায় রাত্রে তাঁহার ভালো করিয়া নিদ্রা হয় নাই,—তিনি অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কাছারিতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কাছারির কর্ম্মচারীবাবুগণ, বাবু কাছারিতে আসিয়া বসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া একে একে আসিয়া নিজ নিজ কার্য্যে যোগ দান করিতেছিল। অম্বিকাবাবুর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না,—তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া এই মাম্‌লার শত কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন,—আর যদু মিত্রের সাক্ষী প্রমাণের

আয়োজন দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিতে ছিলেন। সেই সময় মথুরকে কাছারি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন ;—মথুর মনিবের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হুজুর এইমাত্র একটা সুখবর পেলুম,—যদু মিত্তির এত তল্লাস করেও নটবরের কোন পাত্তা পায়নি। এ মামলায়—নটবরের সাক্ষীটা ছিল তার বিশেষ দরকার,—নটবরের বাড়ীটা পরাণের বাড়ীর একেবারে লাগোয়া কিনা। কাজেই সে সাক্ষী দিলে মামলাটা আরোও জোর হ'তো, কিন্তু সে যে কোথায় চলে গেছে এত খুঁজেও যদু মিত্তির তার কোন সন্ধান পায়নি।"

অম্বিকাবাবু বেশ একটু আগ্রহভরে মথুরের কথাগুলা শুনিতে ছিলেন,—মথুর নীরব হইলে তিনি ক্ষীণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তাতে আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধের কি আছে বলো। নটবর যদি আমাদের হয়ে সাক্ষী দিত তবেই না মামলাটা আমাদের পক্ষে হাল্কা হয়ে পড়্‌তো। নটবার যদি এ মামলায় মোটে সাক্ষী না দেয় তাতে যদু মিত্তিরের কোন লোকসান নেই,—পাছে সে আমাদের হ'য়ে সাক্ষী দেয় সেইটুকুই তার ভয়,—তাই তার এত অনুসন্ধান। কিন্তু যদু মিত্তির যে রকম সাংঘাতিক লোক তাতে আমার মনে হয় সেই হয়তো নটবরকে গুম্‌ করেছে। নটবর হয়তো মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজি হয়নি,—পাছে সে আমাদের হয়ে সত্যি কথা বলে সেই আশঙ্কায় যদু মিত্তির তাকে গুম্‌ করে রেখেছে। আর নিজেকে সাফাই রাখবার জন্যে ওপরে ওপরে নটবরের এত অনুসন্ধান কচ্ছে। আমার তো মনে হয় না নটবর নিজে কোথায়ও গেছে। আর সে কেনই বা

যাবে, বাস্তভিটে ছেড়ে কেউ কি সহজে কোথাও নড়তে পারে? তাছাড়া নটবরের বয়সের লোকতো কিছুতেই পারে না। সে যাক্ আমাদের সাক্ষী টাক্ষী গুলো সব ঠিক আছে তো?"

মথুর ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

অম্বিকাবাবু একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "টাকা-কড়ি কব্‌লেও পরাণ মণ্ডলকে বিশেষ কিছু সুবিধে কর্ত্তে পাল্লে না?"

মথুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না,—আজ ক'দিন ক্রমাগত চেষ্টা করেও আমাদের লোক পরাণ মণ্ডলের সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত কর্ত্তে পারেনি। যদু মিত্তির তাদের যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে,—সে সন্ধান পাবারই জো নেই। আমরা তো এত সন্ধান কচ্ছি কিন্তু তাদের সন্ধান কর্ত্তে পাল্লুম কই। হুজুর আমার তো মনে হয় যদু মিত্তির তাকে নিজের বাড়ীর ভেতর পুরে রেখেছে।"

অম্বিকাবাবু চিন্তিত মনে উত্তর দিলেন, "তাই সম্ভব। যদু মিত্তিরের সদর নায়েব রামকানাই শর্ম্মাকে হাত কর্ত্তে পাল্লেও মাম্‌লাটা কতকটা হাল্‌কা হয়ে যেত,—কিন্তু এত টাকা কব্‌লেও তাকে হাত কর্ত্তে পারা গেল না। যদু মিত্তিরের চেয়েও আমার মনে হয় ওই লোকটা আরো সাংঘাতিক। আচ্ছা ওর মাথাটা অমন জখম হ'লো কি ক'রে তার কিছু সন্ধান পেলে?"

মথুর মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "কেমন করে বল্‌বো হুজুর। আমি যখন ওদের কাছারি থেকে ফিরে আসি তখন রাত্তির আন্দাজ দশটা।

তখনও পর্য্যন্ত তো তাকে বেশ সুস্থ দেখে এসেছিলুম,—তারপর কেমন করে কি হ'লো কি করে বল্‌বো বলুন ?"

অম্বিকাবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ,—গল্পেই শুনেছি যে নিজের মাথা নিজে ফাটিয়ে পরের নামে লোকে মাম্‌লা করে,—কিন্তু এ যে সত্যি সত্যিই হতে পারে এ আমার একেবারেই বিশ্বাস ছিল না। সে যাহ'ক্ ভগবানের মনে যা আছে হবেই,—কর্ম্মফল কেউ কারুর ঘুচাতে পারে না। মোটের উপর আমাদের মাম্‌লার অবস্থা বড় ভালো নয়। ওদের সাক্ষী প্রমাণ যেরূপ গুরুতর দেখ্‌ছি,—তাতে এখানে যে আমরা মামলা জিত্‌তে পার্ব্বো তা বলে আমার মোটেই মনে হয় না। আপিলের সময় সাক্ষীর প্রমাণগুলো যাতে ভালো হয় আগে থাক্‌তেই তার চেষ্টা কর্ত্তে হবে।"

অম্বিকাবাবু আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহাকে নীরব হইতে হইল। কাছারি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল হিরণ। হিরণের আর সে মূর্ত্তি নাই। এই দুশ্চিন্তায় তাহার মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিনা অপরাধে এত বড় কলঙ্কের বোঝা যাহার মাথায় আরোপিত হয়,—তাহার প্রাণের ভিতরে যে কি হইতে থাকে তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত অপরের বুঝিবার উপায় নাই। আহার নিদ্রায় তাহার একেবারেই রুচি গিয়াছিল,—কাজেই এই কয় দিনেই তাহার দেহ একেবারে কৃশও কালিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দেহে যে আর এক বিন্দু রক্ত আছে তাহা তাহার দেহের দিকে চাহিলে একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। হিরণ কাছারি গৃহের ভিতর প্রবেশ

করিয়া মাত্র অম্বিকাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আসুন।"

হিরণ ধীরে ধীরে আসিয়া অম্বিকাবাবুর সম্মুখে ঘাড় হেট করিয়া উপবিষ্ট হইল। অম্বিকাবাবু বলিলেন, "দেখুন হিরণবাবু, আপনার দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে তাতে মোটেই ভালো বলে মনে হয় না। আমি শুনলুম আপনি নাকি খাওয়া দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন,—কিন্তু সেটা তো ঠিক ভালো কথা নয়। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন আপনার কি এমন ধারা বিচলিত হওয়া উচিত? আপনি তো ভগবান মানেন—"

অম্বিকাবাবু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না,—হিরণ মৃদু-স্বরে বলিল, "নিশ্চয়ই,—ভগবান মানি বলেই এখন বেঁচে রয়েছি। তা নইলে এত বড় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে মানুষ কখন কি বেঁচে থাক্‌তে পারে? কিন্তু চারিদিকে যা দেখ্‌ছি তাতে ভগবানেও বুঝি আর বিশ্বাস থাকে না। মানুষ মানুষের ভেতর দেখ্‌বার চেষ্টা করে না উপর দেখেই তারা তাদের মতামত প্রকাশ করে। আজ যদি আমি পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির জন্যে কারাগারে যাই,—বলুন কে বিশ্বাস কর্ব্বে আমি নির্দ্দোষী।"

হিরণের কথায় একটা ম্লান হাসি অম্বিকাবাবুর মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। তিনি হিরণের কথার উত্তরে মৃদু স্বরে বলিলেন, "বিশ্বাস থাকে না ও কথা বল্‌বেন না। আপনি যদি সত্যই বিনা দোষে কারাগারে যান,—লোকে যদি সত্যিই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করে সেও জান্‌বেন কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফলের মাঝখানে পড়ে কত

লোক এর চেয়েও কত বড় বড় কলঙ্ক মাথায় পেতে নিয়েছে এবং নিচ্ছে কে তার সংখ্যা কর্ত্তে পারে? কিন্তু ভগবানকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনি এ কথা বলবেন না। যদি সত্যিই আপনি চক্রান্তে প'ড়ে কারাগারে যান জানবেন এটা ঠিক আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ব্বো না যে আপনি নির্দ্দোষী নন। সে যাক আপনি এমন ধারা আহার বন্ধ কর্ব্বেন না। বিচারে কি হবে এখনও তার কিছুই বলা যায় না,—তাব'লে আপনার এত বিচলিত হওয়া উচিত নয়। বিচার তো এইখানেই শেষ নয়,—বিলাত পর্য্যন্ত তো আপিল হবে।

হিরণ মৃদু স্বরে বলিল, "আপনার আমার জন্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। এ জন্যে আমি বিশেষ অপরাধী নই। আমি আমার সব কথাই আপনাকে বলেছিলুম। চকদিঘীর কাছারিতে এলে একটা কিছু যে হবে সেটা আমি আগেই জানতুম।"

অম্বিকাবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় সময় সময় ভুল হ'য়েই থাকে। এ ভুলের প্রতিকারের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো। পৃথিবীর সম্মুখে আপনাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করে আপনার শ্বশুরের কীর্ত্তি জগতের সম্মুখে প্রচার কর্ত্তে যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় কর্ত্তে হয় তাহাতেও আমি পেছপাও হবো না। শুধু আমার এই অনুরোধ আপনি আপনার শরীরের দিকে একটু চেয়ে দেখবেন,—আহার পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমায় বিশ্বাস করুন আমি যে উপায়েই পারি আপনার এ কলঙ্ক মুছে দেবই দেব।"

হিরণের মুখমণ্ডল মৃদুভাবে বাহির হইয়া আসিল, "আপনি আমার

শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার অনুরোধ আমি প্রাণপণ শক্তিতে রাখবার চেষ্টা কর্ব্বো। আপনিই বলুন এ অবস্থায় আহার কি মানুষের মুখে রোচে? আমার জন্যে আমার স্ত্রী পিতার আলয় পরিত্যাগ করে চ'লে গেছে, সে কোথায় গেছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তারও কোন সন্ধান নেই। দুঃখিনী মা কত দুঃখ সহ্য করে আমায় মানুষ করেছিলেন, তাঁর চোখের জল এক দিনের জন্যও মুছুতে পাল্লুম না। নিজে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে জেলে যেতে বসেছি, আমার মত দুর্ভাগ্য, আর কার আছে?"

অম্বিকাবাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, সত্যই আপনার মত দুর্ভাগ্য অতি অল্প লোকের হয়। কিন্তু কি কর্ব্বেন কর্ম্মফল তো সহ্য কর্ত্তেই হবে।"

অম্বিকাবাবু নীরব হইবা মাত্র মথুর বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে কাল যদু মিস্ত্রিরের বড় জামাইও তার বৌকে নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে! শুন্‌লেম এই ঝগড়ার কারণ তাকেও নাকি এই মাম্‌লায় সাক্ষী দিতে বলেছিল। সে সাক্ষী দিতে না চাওয়ায় যদু মিস্ত্রির তাকে আর তার বড় মেয়েকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছে।"

অম্বিকাবাবু মথুরের মুখের দিকে চাহিয়া মথুরের কথাগুলা শুনিতেছিলেন, মথুর নীরব হইলে তিনি হিরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মুখে না শুনেছিলেম আপনার বড় ভায়রাভাই আপনার শ্বশুরের ঘরজামাই,—সে আপনার শ্বশুরের বিশেষ পেয়ারের। সে হঠাৎ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে নারাজ হ'লো কেন? আপনাকে জেল দেওয়ায় তার সুবিধে ভিন্ন অসুবিধে তো ছিল না।"

হিরণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার বড় ভায়রা-ভায়ের সঙ্গে যদিও আমার কথাবার্ত্তা অল্পই হয়েছে, তবুও যা দু' চার দিন আলাপ হয়েছে তাতেই বুঝেছিলুম তার ভেতরে মানুষ আছে, তবে কেন যে তিনি শ্বশুরবাড়ী পড়ে পড়ে শ্বশুরের অন্ন খাচ্ছিলেন তা ঠিক বলতে পারিনি।"

মথুর কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল ঠিক সেই সময় গলদ-ঘর্ম্ম অবস্থায় নটবর আসিয়া কাছারির ভিতর প্রবেশ করিল। সে যে বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে তাহা তাহার মূর্ত্তির দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়। সে কাছারির ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্রই সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। "ওরে ব্যাটা আমার সঙ্গে আয়, আমার সঙ্গে আয়, কোন ভয় নেই, আমি যা বলেছি তা তোর করে দেব ব্যাটা,—কোন ভয় নেই চলে আয়," বলিতে বলিতে নটবর একেবারে অম্বিকাবাবু ও হিরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরাণ মণ্ডলকে আসিতে দেখিয়া কাছারির সকলেই একেবারে হতভম্ব হইয়া অবাক ভাবে তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিল। নটবর হিরণের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বাবাজি আর কোন ভয় নেই, আমি ব্যাটাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এসেছি, ব্যাটা মলে একেবারে কুম্ভপাক নরকে যাবে বুঝিয়ে দেওয়ায় তবে ব্যাটা আমার সঙ্গে এসেছে। বাবাজি আর কোন ভয় নেই, অনেক দূর থেকে আসছি, এক ছিলিম তামাক খাওয়াও। তোমার মা ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা হ'লো। সে বুড়িও আছে ভালো।"

মথুর নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নটবর যে!

এত দিন তুমি কোথায় ছিলে, আমরা তোমায় খুঁজে খুঁজে হালাক হ'য়ে গেছি। যত্ন মিস্তিরের লোকও চারদিকে তোমার সন্ধান কচ্ছিল।"

নটবর ঘাড়টা নাড়িয়া বলিল, "আমার ভাগ্যি ভালো। কোথায় ছিলুম কি বিত্তান্ত সে অনেক কথারে ভাই। সে যাক্ এখন অনেক দূর থেকে আস্‌ছি এক ছিলিম তামাক খাওয়াও। বাবাজি কোন ভয় নেই, এই ব্যাটাই তোমার বিরুদ্ধে কতকগুলো থানায় মিথ্যে এজাহার দিয়ে এসেছিল। ব্যাটার কোন অপরাধ নেই, যদু মিস্তিরের ভয় সেতো বড় কম ভয় নয়। আমিই তিন দিন রাত্রে ঘুমুইনি, পাছে জ্যান্ত ভাজা হই।"

অম্বিকাবাবু নটবরের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন বলিলেন, "আপনার নাম নটবরবাবু,—আজ ক'দিন থেকে আমরা আপনাকে খুঁজ্‌ছিলুম।"

নটবর অম্বিকাবাবুকে চিনিত না। সে বিস্মিত ভাবে অম্বিকাবাবুর মুখের দিকে চাহিল; মথুর তাড়াতাড়ি বলিল, "নটবর তুমি আমাদের বাবুকে কখন দেখনি, ইনিই হ'লেন আমাদের জমিদার বাবু অম্বিকা চৌধুরী।"

নটবর বলিল, "যদু মিস্তিরের বাহাদুরী আছে, সে আপনাকেও এনে হাজির করেছে। সে যাক্ আপনার যথেষ্ট সুনাম শুনেছি।"

অম্বিকাবাবু মৃদু হাসিয়া মথুরকে বলিলেন, "যাও মথুর এর জন্যে একজনকে তামাক আন্‌তে বলো।"

মথুর উঠিয়া গেল, নটবর পরাণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

"এদিকে আয় ব্যাটা,—ইনি হ'লেন অম্বিকে চৌধুরী,—চক্দীঘির জমিদার, একে একটা গড় কর। এখন থেকে মাগ ছেলে নিয়ে এর আশ্রয়ে থাকবি, কোন কষ্ট থাক্‌বে না।"

পরাণ মণ্ডল কাছারি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইয়াছিল, সে মাটিতে মাথাটা ঠেকাইয়া অম্বিকা চৌধুরীকে একটা গড় করিল। নটবর অম্বিকা চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হুজুর আমি কথা দিয়েছি,—ব্যাটার মাগ ছেলের খোর পোষের বন্দোবস্তটা আপনাকে করে দিতে হবে। যদু মিস্ত্রির হাজার দুয়েক টাকা দেবে বলেছিল। ব্যাটা বদ্‌মায়েশ বটে কিন্তু আমি যখন কথা দিয়ে এসেছি তখন ব্যাটার একটা বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে?"

অম্বিকাবাবু আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নটবরবাবু, আপনি সত্যই মহৎ লোক, আপনার চেষ্টাতেই হিরণবাবুর কারাগার থেকে মুক্ত হবার পথ হ'লো। আপনার কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ, আপনি যখন কথা দিয়েছেন তখন জানবেন সে কথা পাকা হয়ে গেছে। আর আপনারও যাতে কোন কষ্ট না থাকে আমি তারও বন্দোবস্ত কর্ব্বো।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমার কোন কষ্ট নেই, সরকার বাহাদুর আমায় যা পেনসন দেন তাতেই আমার ভরপুর হয়ে যায়।"

তারপর পরাণ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিল, "ব্যাটা খুব হুঁসিয়ার, বদমাইসী করেছ কি গিয়েছ। অম্বিকে চৌধুরী বড় সোজা লোক নয়,—ব্যাটা তোমায় কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে।"

পরাণ জোড়হস্তে বলিল, "হুজুর আপনাদের আশ্রয়ে থেকে কি আর বদমাইসী কর্ত্তে পারি।"

ভৃত্য তামাক লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, অম্বিকাবাবু বলিলেন, "নিন আপনি তামাক খান।"

নটবর ভৃত্যের হস্ত হইতে তামাকের হুঁকাটা লইয়া বলিল, "কোন ভয় নেই বাবাজি, আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে ফেল্‌ছি। তোমার মা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা হ'লো বুড়ি বেশ ভালো আছে। বুড়িকে বলে এসেছি, বুড়ি কোন ভয় নেই তোর ছেলেকে নিয়ে এসে আবার তোর বাড়ীতে প্রাত্ত পাতবো।"

হিরণ কোন কথা কহিল না। নটবরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে পাষাণের মত নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নটবর হুঁকাটায় জোর জোর কয়েকটা টান দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিমাইদাস মোক্তারি করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহাতেই কোন ক্রমে সংসার চলিয়া যাইত। তিনি উপার্জ্জন করিতেন নিতান্ত বড় কম নয় কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে তাঁহার সংসারটী ছিল প্রকাণ্ড,—কাজেই সংসারের অভাব আর কিছুতেই ঘুচিত না। তাহার সংসারে তিনি, বৃদ্ধ পিতা মাতা, পত্নী ও একটী পুত্র ও একটী কন্যা,—ইহা ব্যতীত তিনটি ভগ্নির মধ্যে একটি না একটি সর্ব্বদাই পিতা মাতার নিকটে থাকিত। মোক্তারির সামান্য আয়ে এই প্রকাণ্ড সংসারের হাল ধরিয়া নিমাইদাস বেশ গুছাইয়া ভদ্রতা বাঁচাইয়া সংসার চালাইতে ছিলেন। বাহিরের লোক সহসা আসিয়া কোন ক্রমেই বুঝিতে পারিত না—নিমাই দাসের সংসারে কোনরূপ অভাব অনুযোগ আছে। এই অভাবটুকু পূরণের জন্যই নিমাই ভ্রাতার বিবাহ বড় লোকের কন্যার সহিত দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন এই বিবাহ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিলেই তাহাদের সংসারের সকল অভাব দূর হইবে;—কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে ভ্রাতার বিবাহ বড়লোকের কন্যার সহিত প্রদান করিয়াছিলেন, ভগবান তাহার সে উদ্দেশ্য সফল করিলেন না, মধ্য হইতে জীবনের মত ভাই পর হইয়া গেল। বিপ্রদাস ইহাতে সত্যই হৃদয়ে বিশেষ বেদনা অনুভব করিলেন কিন্তু প্রকাশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের বেদনা মনেই পুরিয়া রাখিলেন। এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন

যে তাঁহারই ভুলে তাঁহার ভ্রাতা পর হইয়া গিয়াছে ইহাতে তাঁহার ভ্রাতার কোনই অপরাধ নাই। তিনি পরের সম্পত্তিতে লোভ করিয়া যে পাপটুকু করিয়াছিলেন, তাহার ফল ভোগ তাঁহাকেই করিতে হইবে। বিপ্রদাস যখন ভ্রাতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বসবাস করিল তখনও তিনি কোন কথা কহিলেন না ; এই বলিয়া আবার মনকে প্রবোধ দিলেন যাই হ'ক্ তাঁহার ভাইতো সুখে থাকিবে। তাহার পর পাঁচ সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নিমাইদাসের অভাব ও দৈন্য যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে কিন্তু সংসার একেবারে অচল হয় নাই ;—যেমন পূর্ব্বেও চলিতে ছিল এখনও ঠিক সেই ভাবেই চলিয়া যাইতেছে। দিন সকলেরই চলিয়া যায়, দিন কাহারও ঠেকিয়া থাকে না, সুখে হউক দুঃখে হউক দিন ঠিক চলিয়া যাইবেই,—কাজেই নিমাই দাসেরও দিন গুলি ঠিক চলিয়া যাইতেছিল। তাহাতে সুখও ছিল দুঃখও ছিল।

নিমাইদাস বাহিরের ঘরে বসিয়া সকাল বেলা একটা বড় গুড়গুড়িতে মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন ও সম্মুখে উপবিষ্ট মক্কেলগণের সহিত মামলা সম্বন্ধীয় নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল সেই সময় একখানা গোশকট আসিয়া বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। গোশকটের ঘটর ঘটর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাইদাস ঘাড়টা একটু তুলিয়া গাড়ীতে কে আসিল জানিবার জন্য গবাক্ষের দিকে চাহিলেন। গাড়ীতে তোরঙ্গ প্যাটরা দেখিয়া তিনি বেশ একটু বিস্মিত স্বরে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীতে কে এলো রে ?"

গাড়োয়ান তখন গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া গরু খুলিয়া গাড়ী

নামাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সে গাড়ীর গরু দুইটাকে হেট হেট করিয়া সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "হুজুর বাবু এসেছে।"

"বাবু এসেছে!" নিমাইদাস যেন একটু বিরক্তভাবে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "বাবুতো এসেছে জানি, কে বাবু, কোথেকে এসেছে,—কোথায় এসেছে,—কার বাড়ী যাবে? ব্যাটা সব বল্‌তে পারো না।"

গাড়োয়ান তখন গাড়ী নামাইয়া দিতেছিল, সে গাড়ীর মুখটা মাটীতে নামাইয়া দিয়া গাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবু, মোক্তারবাবু যা ক'চ্ছেন উত্তর দেন না। কোথা থেকে এসেছেন,—যাবেন কার বাড়ী?"

গাড়ীর ভিতরের ব্যক্তি গাড়োয়ানের কোন কথারই উত্তর দিল না, গাড়োয়ান গাড়ী মাটীতে নামাইয়া রাখিবামাত্র সে গাড়ী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড়টা একটু ঈষৎ বৈঠকখানার দিকে ফিরাইল। সে ব্যক্তি গাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্রই নিমাইদাস গুড় গুড়ির নলটা পার্শ্বে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আগন্তুক ঘাড় ফিরাইয়া বৈঠকখানার দিকে চাহিবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আরে ওকে বিপ্র যে, শ্বশুরবাড়ীর খবর সব ভালো তো?"

বহুদিন পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠের প্রাণটা আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া ভায়ের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বিপ্রদাস দাদাকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের নিকট মাথাটা নীচু

করিয়া ভ্রাতার পদধূলি গ্রহণ করিল। নিমাইদাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কোথেকে আসছ হে? তুমি তো আমাদের একটা, খবর পর্য্যন্ত দাও না। বুড়ো বাপ মা বেঁচে আছে যখন, তখন কেমন আছ মাঝে মাঝে একটু সংবাদ দেওয়াও তো উচিত। তুমি ভালো আছ বোলেই আমরা নিশ্চিন্তে আছি। তোমাকে চিঠি পত্র লিখলে পাছে তোমার শ্বশুর মশাই চটে যান, সেই জন্যেই আরো আমরা তোমাকে চিঠি পত্র লিখিনি তোমার শ্বশুরের শরীর ভালো।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে পাঠ উঠে গেছে। শ্বশুর আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টই বল্লেন চালের দাম আছে, শুধু শুধু তিনি আমাকে খাওয়াতে নারাজ।"

"নারাজ সে কি রকম।" নিমাইদাস অবাক ভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা বিস্ময়ের স্বর বাহির হইয়া আসিল, "শুধু শুধু খেতে দেবে কিহে? তুমি যে তার মেয়েকে বিয়ে কল্লে, সেটা কি শুধু শুধু? তুমি তার অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক। তোমায় দুবেলা দুটো খেতে দেবে সেটা কি না হ'লো শুধু শুধু। তিনি তোমায় খেতে দিতে বাধ্য। ইংরেজের মুল্লুক এখানে তো আর বেআইনী চল্‌বে না। আইন বড় শক্ত জিনিষ।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "তুমি তো বল্লে তিনি বাধ্য, কিন্তু তিনি বল্লেন আমি বাধ্য নই, কাজেই আমাকে চলে আস্‌তে হ'লো। তাঁর কথার ভাবে বুঝলুম যদি তাকে তোমার মত আইন দেখাতে যাই, তা'হলে দেউড়ীর ভোজপুরী গুলো একেবারে যে চুপ করে বসে থাক্‌বে না, সে কথায় যে তিনি ইঙ্গিত দিলেন না তাও

নয়। দাদা বড়লোকের কাছে কি আর আইন টাইন আছে, তাদের সবই হ'লো খেয়াল। তাদের ধর্ম্মও নেই, আইনও নেই। তাদের আছে শুধু টাকা। তারা তারই জোরে দিনকে একেবারে রাত করে দিতে পারে। টাকার টুন্‌টুন্ শব্দ কাণে গেলে কি আর রক্ষে থাকে, দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়,—অন্য পরে কা কথা। আমার তো মনে হয় দাদা শিবের ধ্যান ভাঙ্গাবার সময় যদি মদনকে না পাঠিয়ে কুবেরকে এক ব্যাগ টাকা দিয়ে পাঠান হ'তো তা'হলে কাজ বিনা গোলযোগে শেষ হ'তো। মদনকে আর অমন করে ভস্ম হতে হ'তো না। টাকার টুন্‌টুন শব্দ সে বড় সাংঘাতিক শব্দ, সে শব্দে সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দেয়।"

নিমাই দাস মুখখানা একবার সিটকাইয়া বলিলেন, "আমি এই পঁচিশ বৎসর মোক্তারি করে চুল পাকাতে বসেছি, আমি ত বেআইনী কিছুতেই সহ্য কর্ব্বো না। তুমি তার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেই সেই কড়ারে,—চুক্তি ভঙ্গের দরুন দাওয়ানী ফৌজদারী দুই হবে।"

বিপ্রদাস বলিল, "সে যা হয় পরে হবে এখন বাক্স পেড়াগুলো নামাবার বন্দোবস্ত কর। তোমার এখন কাজ কর্ম্ম চল্‌ছে কি রকম, বাড়ীতে চাকর টাকর আছে, না নিজেকেই নামিয়ে নিতে হবে ?"

নিমাই দাস আবার একবার মুখ সিটকাইলেন, বিরক্ত স্বরে বলিলেন "চাকর এক ব্যাটা ছিল, আজ পাঁচ ছ' দিন থেকে সে ব্যাটা যে কোথায় সরে পড়েছে তার কোন সন্ধানই নেই। আমি বাক্সপেড়া নামাবার এখনি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

নিমাইদাস বোধ হয় বাক্স পেড়ার সংখ্যাটা দেখিবার জন্য গাড়ীর

ভিতরের দিকে একটু নীচু হইয়া চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, অবগুণ্ঠনে আবরিত কামনালতার উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি মহা বিস্ময়ে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীর ভেতর ব'সে উনি কে? তোমার সঙ্গে বৌমা এসেছেন নাকি হে?"

বিপ্রদাস বলিল, "হাঁ, উনি ওঁর স্বামীর হয়ে দু'কথা বল্‌তে গেছ্‌লেন বলে ওঁর পিতা ওঁর অদৃষ্ট ওঁর স্বামীর অদৃষ্টের সঙ্গে সমান করে দিয়েছেন। আর—"

বিপ্রদাস সবটা কথা শেষ করিতে পারিল না, নিমাইদাস মহা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বৌমা সেই থেকে গাড়ীতে বোসে র'য়েছেন এ কথা আগে বল্‌তে হয়। তোমার শ্বশুর মশাই শেষ নিজের মেয়েকে শুদ্ধ তাড়িয়ে দিলেন, তা বেশ করেছেন, ভালই হয়েছে। ঘরের বৌ ঘরে এসেছেন, বুঝলে বিপ্র দিন যেমন করে হয় এক রকম করে কেটে যাইবেই। যে কটা দিন মিলে মিশে এক সঙ্গে থাকা যায় সেই ভালো। পরের ভেতুড়ে হওয়ার চেয়ে কি আর পাপ আছে। দু'ভায়ে চেষ্টা কল্লে যে রকমে হয় এক রকম করে সংসারটা চলে যাবেই।"

বৌমা আসিয়াছে জানিয়া নিমাইদাস মহা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি গোশকটের দিকে আবার কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এস মা নেমে এস, নিজের ঘরে এসেছ এখানে তোমার লজ্জা কি। এ তোমার শ্বশুরের ভিটে ভাঙ্গা হক্‌ চুরো হক্‌ তবু না এ তোমার গৌরবের সামগ্রী। এস মা নেমে এস।"

ভাসুরের এই কথাগুলা কর্ণে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কামনার সমস্ত দেহের ভিতর কি যেন একটা কেমন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে বাহির হইয়া মাথাটা একটু নীচু করিয়া, ভাসুরকে একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিমাইদাস বলিল, "এস মা আমার সঙ্গে বাড়ীর ভেতর এস,—তুমি তো মা তোমার শ্বশুরের ভিটেয় কোন দিন পা দাওনি, আমরাই বিপ্রকে নিয়ে তোমার বাপের দেশে গিয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছিলুম। তুমি যে কোন দিন তোমার শ্বশুরের ভিটেয় আসবে এ কথা আমরা এক দিনও ভাবতে পারিনি। তোমায় আজ দেখে তোমার বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ীর কত আহ্লাদ হবে। এস মা আমার সঙ্গে বাড়ীর ভেতর এস।"

নিমাইদাস অগ্রসর হইল,—কামনা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমাইদাস বেশ একটু সুউচ্চ পর্দ্দায় হাঁকিলেন,—"ওগো কোথায় গেলে,—শিগ্‌গির এদিকে বেরিয়ে এস,—ছোট বৌমা এসেছেন।"

নিমাইদাসের পত্নী রাজুবালা রন্ধন গৃহে মৎস্যের ঝোল সাঁতলাইতেছিলেন,—ছোট বৌমা এসেছেন শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ঝোলের কড়াখানা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া মাথার উপর ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি উঠানের মাঝখানে স্বামীর পশ্চাতে বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত একটী কিশোরীকে দেখিয়া অবাক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। নিমাইদাস বলিল, "বিপ্র ছোট বৌ-

২৮৯

যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, ছোট বৌমা যে আমাদের এখানে কোন দিন আস্‌বেন এ কথা আমরা এক দিনের জন্যেও ভাবিনি! ছোট বৌমা বড়লোকের মেয়ে;—চিরদিন সুখে ছিলেন, দেখ যেন এখানে না তাঁর কোন কষ্ট হয়।"

কথা কয়টা শেষ করিয়াই নিমাইদাস বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। রাজুবালা ধীরে ধীরে আসিয়া কামনালতার হাতখানি ধরিয়া তাহার মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমি তো ভাই তোমাকে কোন দিন দেখিনি তাই ভাই তোমার মুখখানা একবার দেখি। তুমি ভাই বড়লোকের মেয়ে তুমি যে ভাই কোন দিন আমাদের কাছে আস্‌বে তা ভাই আমরা একদিনের জন্যও ভাবিনি।"

রাজুবালা নিকটে আসিবা মাত্রই কামনা তাহার মাথাটা তাহার পায়ের নিম্নে ঠেকাইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল ইতিমধ্যে বিপ্রদাস আসিয়াও তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। রাজুবালা কামনার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন "থাক্ ভাই হয়েছে।"

তাহার পর বিপ্রদাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তবু ভালো ঠাকুরপোর আমাদের মনে পড়েছে। শ্বশুরবাড়ীর ভালো মন্দ খেয়ে এমনি করেই কি ভাই আমাদের ভুলে থাকতে হয়?"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বৌদি মানুষ কি কোন দিন মানুষকে ভুলতে পারে! কিন্তু অনেক সময় বাধ্য হ'য়ে ভুলে থাকতে হয়। যত দিন যেখানে অন্ন জল থাক্‌বে তত দিন সেখানে থাকতেই হবে। গেছলুম একা এলুম দু'জন এতেও কি বলো ভুলে ছিলুম।"

রাজুবালা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এলেতো দু'জন,—কিন্তু ভাই ছোটবৌ কি আমাদের এখানে থাক্‌তে পার্ব্বে। সে বড়লোকের মেয়ে তার কি রান্নাবান্না কাপড় কাচা পোষাবে ?"

বিপ্রদাস উত্তর দিল, "বৌদি খুব পোষাবে ; পুষিয়ে নিলে সবই পোষায়। জেলে গিয়ে যখন আফিন খোর আফিন ছাড়তে পারে—তখন আর রান্নাবান্না পোষাবে না।"

রাজুবালা তাঁহার ঠাকুরপোর কথার আর কোন উত্তর দিলেন না, কামনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল ভাই ওপরে চল,—মা বাবাকে প্রণাম কর্ব্বে চল।"

অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ

যে মামলার জন্য যদু মিত্র আজ এক মাস ধরিয়া এত আয়োজন করিতেছিলেন পরাণ মণ্ডলের এক কথাতেই তাহা একেবারে ফাঁসিয়া গেল। ধর্ম্মের কল আপনিই বাতাসে নড়িয়া উঠিল। মামলার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে যদু মিত্র পরাণ মণ্ডলের সপরিবারকে নিজের আলয়ে আনিয়া রাখিয়াছিলেন,—কিন্তু মামলার দিন প্রত্যুষ হইতে পরাণ মণ্ডলকে আর পাওয়া গেল না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল,—কিন্তু কোথাও পরাণের সন্ধান মিলিল না। এত সাবধান সত্বেও যদু মিত্র শেষ রাখিতে পারিলেন না,—নটবরের সহিত পরাণের সাক্ষাৎ হইবা মাত্র তাঁহার সব মতলব পণ্ড হইয়া গেল। পরাণ মণ্ডল নটবরের প্রতিবাসী, কোন কাজই সে দাদা-ঠাকুরের পরামর্শ ব্যতীত করিত না,—সেই দাদাঠাকুর যখন আসিয়া তাহাকে বলিল, "পরাণে কচ্ছিস্ কি,—নিজের সর্ব্বনাশ একেবারে নিজে ডেকে আন্‌ছিস্। তোদের চক্রান্তে পড়ে না হয় অম্বিকে চৌধুরীর নায়েব জেলে গেল কিন্তু অম্বিকে চৌধুরী তো বেঁচে থাক্‌বে। সে তো সোজা লোক নয়,—তোদের জমিদারের চেয়ে তার চার গুণ আয়,—সে থাকে কলকাতায়, তার মতলব ঢের, মাগ ছেলে নিয়ে কি আর গাঁয়ে বাস কর্ত্তে পার্ব্বি। এখনও বল্‌ছি দিন থাকতে সাবধান হ, নিজের সর্ব্বনাশ এমন করে নিজে আর ডেকে আনিস্‌নি। যে মামলা বাধবে তাতে তোকে তো যেতেই হবে, তোদের জমিদারের জমিদারী থাকে কি না তাই সন্দেহ।"

পাপ এমনি ভয়ানক জিনিস যে সে পথে পা দিতে হইলে সে যতই পাপী হউক তথাপি তাহার পা একবার না কাঁপিয়া থাকিতে পারে না। যদু মিত্রের প্রলোভনে পড়িয়া ভয়ে ও লোভে পরাণ মণ্ডল এই পাপের সহিত নিজেকে জড়াইতে ছিল বটে কিন্তু তাহার বুকের ভিতরটা যে কাঁপিতে ছিল না তাহা নহে। মামলার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তাহার প্রাণের ধুকপুকুনি ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। মামলার দিনের পূর্ব্ব রাত্রে তাহার একেবারেই নিদ্রা হয় নাই,—সমস্ত রাতটা বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়া সে অতি প্রত্যুষেই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া যদু মিত্রের প্রকাণ্ড বাটীর বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক সেই সময় নটবর ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া চক্‌দীঘির কাছারির দিকে ছুটিতেছিল। পরাণ মণ্ডলকে দেখিবামাত্র ভগবান নটবরের মাথার ভিতর একটা মতলব ঢুকাইয়া দিলেন। নটবর পরাণের প্রতি একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নটবরের কথায় পরাণ মণ্ডলের প্রাণটা আরও কাঁপিয়া উঠিল,—সে তাড়াতাড়ি নটবরের একটু পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "দাদাঠাকুর তা'হলে কি হবে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো ভেবেছিলুম কিন্তু দাদাঠাকুর শুন্‌লেম তুমি দেশে নেই,—তা'হলে কি হবে দাদাঠাকুর ?"

নটবর মুখখানা বিকৃত কয়িয়া বলিল, "ব্যাপারটা বড় গুরুতর করে ফেলেছিস্,—তাহ'ক্ চ' ব্যাটা চক্‌দীঘির কাছারিতে, আমিও সেইখানে যাচ্ছি। জানিস্‌ই তো ব্যাটা আমি তো আর মিথ্যে কইতে পারিনি আমাকে চক্‌দীঘির নায়েবের তরফেই সাক্ষী দিতে হবে।

আমি যথন সব সত্যি কথা বলে দেব তথন আর কি নিস্তার আছে। চ'ব্যাটা আমার সঙ্গে চ'। সেথানকার নায়েবের পায়ে হাতে ধরে বল্‌বি, যদু মিত্রের ভয়ে তুই থানায় মিথ্যে এজাহার করিছিস্‌। আমিও তোর হ'য়ে বিশেষ করে বলবো। তুই যে এ কাজ জমিদারের-ভয়ে করিছিস্‌ তা তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর্ব্বে, কাজেই তুই রেহাই পেলেও পেতে পারিস্‌। বরং সব সত্যি কথা হাকিমের কাছে ব'ললে তারা তোকে খুসিও যথেষ্ট কর্ব্বে। ওরে ব্যাটা যদু মিত্তির আর তোকে কি দিতে পারে বড় জোর দু চার শো টাকা। আর তারা যদি খুসি হয় তাহ'লে তোর একেবারে বরাত ফিরে যেতে পারে,—হাজার বিঘে লাখ্‌রাজ জমি পেয়ে গেলেও যেতে পারিস্‌। চ' ব্যাটা যাবি তো চ' আমার আর দাঁড়াবার ফুরসুৎ নেই।"

যাহারা নগদ কিছু টাকা পাইয়া পরের সর্ব্বনাশ করিতে পারে তাহাদের দ্বারা না হইতে পারে যে কি তাহা ভগবানও বলিতে পারেন না। হাজার বিঘে লাখ্‌রাজ জমি লাভের আশা চাষার ছেলে পরাণ মণ্ডল কি ছাড়িতে পারে? নটবরের কথায় তাহার মনটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল,—সে মিহিসুরে বলিল, "দাদাঠাকুর কিন্তু যদু মিত্তির বড় সর্ব্বনেশে লোক গো তাই ভয়—"

নটবর আর পরাণ মণ্ডলকে কথা বলিতে দিল না,—দাঁত মুখ খিচাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"তবে ব্যাটা তাই কর,—যদু মিত্তিরের পা জড়িয়ে পড়ে থাক। তুই যে ব্যাটা গেছিস তোর কি আর রক্ষে আছে। গেরোর যথন ধরে তথন মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাও ঠিক এমনি হয় কিন্তু আমার শেষ কথাটা শুনে রাখিস্‌ অম্বিকে চৌধু-

ঝীর কোপে তুই যাবি, তোর বৌ যাবে, তোর মেয়ে যাবে। যদি না যাস তবে নটবরের এই জীবটা খসে পড়বে।”

নটবরের মুখ চোখের ভঙ্গিমায়,—চীৎকারে পরাণ মণ্ডল আর ভাবিবারও অবসর পাইল না। চির দিন সে দাদাঠাকুরের পরামর্শ অনুসারে চলিয়াছে, সেই দাদাঠাকুর যখন এমন কথাটা বলিতেছে তখন কি আর সে স্থির থাকিতে পারে,—সে মুখখানা কাচুমাচু করিয়া বলিল, “দাদাঠাকুর তুমি যখন বল্‌ছ,—”

“এর ভেতর বলাবলি নেইরে ব্যাটা বলাবলি নেই,—” নটবর একেবারে পরাণের হাতখানা ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। পরাণ মণ্ডল তখন ভালো মন্দ কিছুই বুঝিল না,—নটবরের সহিত চক্‌দীঘির কাছারির দিকেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। নটবরের টানের চোটে হতভম্বের মত পরাণ মণ্ডল চলিয়া আসিয়াছিল,—চকদীঘির কাছারির ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। এতক্ষণ তাহার যেটুকু দ্বিধা ছিল কাছারির ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার আর সে দ্বিধাটুকু রহিল না। সে এক্ষণে বেশ বুঝিল আর সত্য কথা না বলিলে উপায় নাই। এক্ষণে ইহাদের সহিত প্রতারণা করিতে যাইলে আর জীবিত অবস্থায় ফেরা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই সে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমস্তই সত্য কথা বলিল, “সে থানায় যাহা এজাহার দিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা,—কেবল জমিদারের ভয়ে ও টাকার লোভে তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। চক্‌দীঘির নায়েব সে দিন মোটেই নেউলে যায় নাই, তাহার কন্যার উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই।

এমন কি চক্‌দীঘির এই নতুন নায়েবকে সে পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই আজ কেবলমাত্র প্রত্যূষে দেখিয়াছে।"

যদু মিত্রের উকিলগণ পরাণ মণ্ডলকে তথাপি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না, কিন্তু কিছুতেই কিছু সুবিধে করিতে পারিল না। হাকিম সমস্ত শুনিয়া যদু মিত্র ও তাহার নায়েব রাম কানাই শর্ম্মার উপর ভদ্রলোককে ষড়যন্ত্র করিয়া কারাগারে প্রেরণের চেষ্টা করার অপরাধে দায়ী করিয়া ফৌজদারীতে সোপরদ্দ করিলেন ও হিরণকে বেকসুর খালাস দিলেন। অম্বিকা চৌধুরীর দলের লোকের আনন্দ কোলাহলে সমস্ত আদালত একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল।

যদু মিত্রও আদালতে আসিয়াছিলেন, পরাণ মণ্ডলের কথা শুনিয়াই তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছিল, তিনি চেয়ার হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার মাত্র একটু উত্থিত হইয়া আবার কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারই উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হাকিমের হুকুম শুনিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য তখনি ছুটিয়া যাইয়া উকিলের সহিত হাকিমের সম্মুখে হাজির হইয়া বলিলেন, "হুজুর আমি কিছুই জানি না আমার সদর নায়েব যেমন যেমন বলিয়াছিল আমি তেমনি তেমনি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আমার সদর নায়েব যে এই মামলা এমন করিয়া সাজাইয়াছে তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব বলুন। কাজেই এ মামলার দরুন আমার কি অপরাধ হইতে পারে?"

যদু মিত্রের কথায় হাকিম বলিলেন, "কথা যথার্থ হইতে পারে তুমি না জানিলেও জানিতে পার। কিন্তু তুমি না জানিয়া শুনিয়া

ভদ্রলোককে বিপদে ফেলিবার জন্য তোমার নায়েবকে প্রশ্রয় দিয়াছ, সে জন্য তোমার কিছু সাজা গ্রহণ করা উচিত, তুমি যদি এই আদালতে সকলের সম্মুখে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে পার তবে আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি।"

যদু মিত্রের উকিল অনেক লড়ালড়ি করিল বটে কিন্তু হাকিম কোন কথাই শুনিলেন না, কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া যদু মিত্রকে সর্ব্বসমক্ষে সেই আদালতে নিজের দোষের জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা চাহিতে হইল। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল,—চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। যদু মিত্র আর ঘাড় তুলিয়া কোন দিকে চাহিতে পারিলেন না, অপমানে তাহার মাথাটা মাটীতে লুটাইয়া পড়িবার মত হইতেছিল। তিনি মস্তকে এক নিদারুণ দাহ লইয়া অধঃবদনে আদালত গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অন্য দিকে অম্বিকা চেধুরীর দল, হিরণের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া, শত শত ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ কোলাহলের হিল্লোল তুলিয়া চক্-দীঘির দিকে রওনা হইল।

* * * * * *

বোধ হয় অমাবস্যার রাত্রি, আকাশের কালো অন্ধকার গাঢ় কালো হইয়া নেউলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। নেউলের কাছারি বাটীর আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিয়া সেই গাঢ় অন্ধকার হইতে ঘরখানাকে একটু-খানি যেন সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গৃহের ভিতর যদু মিত্র ফরাসের উপর আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার

চক্ষু মুদ্রিত, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবল ভাবে পড়িতেছে। তাঁহার মুখের উপর একটা কালির ছোপ পড়িয়াছে, চোখ দুইটা একেবারে কোটরে বসিয়া গিয়াছে। এক দিন পূর্ব্বে যে কেহ তাঁহাতে দেখিয়াছে সে যদি এক্ষণে আসিয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে অবাক হইতে হইবে। এক দিনে যে মানুষের এত পরিবর্ত্তন হইতে পারে,—না দেখিলে মানুষ এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। যদু মিত্রের ভিতরটা তুষের আগুনে তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিল, তাঁহার যন্ত্রণাটা তাঁহার সমস্ত দেহটার উপর একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেই ফরাশের উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন; কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না, সেই সময় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাম কানাই শর্ম্মা আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সেই ক্রন্দনের বিকৃত স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র যদু মিত্র মহা বিচলিত ভাবে একেবারে ফরাশের উপর উঠিয়া বসিলেন, তিনি একটা বিহ্বল দৃষ্টি লইয়া রাম কানাইয়ের দিকে চাহিতে লাগিলেন তাঁহার চক্ষের কালো তারা দুইটা যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বাহিরে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মনিবকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া রাম কানাই আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "হুজুর আমি মাগ্ ছেলে নিয়ে ঘর করি,- আমার কি হবে, আমায় বাঁচান, আমার আর কেউ নেই,—"

রামকানাই এই কথাগুলা অস্পষ্ট ভাবে বলিয়া আবার হাউ

হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার বক্তব্যেটা সে শেষ করিতে পারিল না। যদু মিত্রের চোখের তারা দুইটা তাহার দিকে একেবারে স্থির হইয়াছিল। রাম কানাইয়ের কথায় তিনি একটা বিকট হো হো হাসি হাসিয়া উঠিলেন, সে হাসির বিকট প্রতিধ্বনি সমস্ত ঘরটার ভিতর যেন একটা বিভীষিকা ছড়াইয়া দিল। মনিবের সেই বিকট হাসিতে রাম কানাইয়ের সমস্ত বুকটা একেবারে দরদর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে বিবর্ণ মুখে মনিবের মুখের দিকে চাহিল। যদু মিত্র তখন পর্য্যন্ত রাম কানাইয়ের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, মুখখানা বিশ্রী বিকৃত করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "জেলে যাচ্ছ, বেশ যাও, যদু মিত্তিরও জেলে যাচ্ছিল, কিন্তু খুব বেঁচে গেছে, জামায়ের কাছে মাপ চেয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে। বেশ হয়েছে। আমি কিন্তু কারুকে মাপ কর্ব্বো না, যদু মিত্তির কথন কারুকে মাপ করেনি। তোমাকেও মাপ কর্ব্বো না, তোমাকে জেলে পাঠাবো পরাণের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেব তবে আমার নাম যদু মিত্তির। যদু মিত্তির কারুকে মাপ করে না,—কারুকে মাপ কর্ব্বে না।"

যদু মিত্র আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাম কানাই জড়িত কণ্ঠে বলিল, "হুজুর আমার রক্ষার কি হবে। আমি কিছু জানিনি, বিনা দোষে আমি মারা যাই। আপনি আমার বাপ মা আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

যদু মিত্র আর একবার তীব্র চক্ষে রাম কানাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দূর হ' আমার সুমুখ থেকে,—আমি তোকে রক্ষে কর্ব্বো! তোর পাল্লায় পড়ে আমার একরাশ টাকা নষ্ট হ'য়েছে,মাথাটা

জন্মের মত কাটা গেছে। দূর হ, দূর হ, আমার সুমুখ থেকে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কেমন এখন জেলে যাও।"

রাম কানাই দুই হস্তে যদু মিত্রের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল, "হুজুর আপনি যদি আমার মাম্‌লার তদ্বির না করেন, তাহ'লে আমায় জেলে যেতেই হবে। হুজুর আমায় রক্ষা করুন, আমার ছেলে মেয়ে না খেয়ে মারা যাবে।"

যদু মিত্র আবার একবার সেই বিকট হো হো হাসি হাসিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দরওয়ান,—দরওয়ান জুতি মারকে এস্কো হিঁয়াসে নিকাল দেও,—নিকাল দেও।"

প্রতিধ্বনি রাম কানাইয়ের কর্ণের ভিতর যেন শত করতালির ঝন্‌ঝনা বাজাইয়া দিল;—সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। সে আরো জোরে যদু মিত্রের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আদালত হইতে ফিরিয়াই অম্বিকাবাবু হিরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি আজই সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী রওনা হন, আপনার মা আপনার জন্যে বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে আছেন। আপনার প্রথম কর্ত্তব্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনি যে ভগবানের কৃপায় সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছেন সেই সংবাদ প্রদান করা। আপনার চিন্তায় তাঁর আহার নিদ্রা নাই, আপনি এখনি যাবার জন্যে প্রস্তুত হন।"

এই কয় দিন যে হিরণের কি ভাবে কাটিয়াছে, তাহা কেবল জানেন অন্তর্যামী। সে যদি কারাগারে যায় তাহা হইলে তাহার মাতার কি হইবে সেই চিন্তাটাই হইয়াছিল তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে জেলে গেলে তাহার মাতা যে আর কিছুতেই বাঁচিবেন না সে কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের ভিতর গুলাইয়া উঠায় তাহার নয়নের জল এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশুষ্ক হয় নাই। আজ সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাটী যাইবার কথাটা অম্বিকাবাবুর নিকট বলিতে পারিতেছিল না। কথাটা বলিতে যেন তাহার মুখে আসিয়া বাধিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় অম্বিকাবাবু

নিজে হইতে সেই কথাটা বলায় আনন্দে তাহার সমস্ত প্রাণটা দুলিয়া উঠিল। শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত প্রাণটা অম্বিকাবাবুর সম্মুখে যেন নুইয়া পড়িল, তাহার মনে হইল অম্বিকাবাবু মানুষ নন, দেবতা। হিরণ মুখে সে কথার আর কোন উত্তর দিল না কেবল একবার ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল মাত্র।

অম্বিকাবাবু আবার বলিলেন, "আপনি যত দিন না ফেরেন ততদিন আমি চকৃদীঘিতেই আছি। তবে আপনি যত শিগ্‌গির পারেন ফেরবার চেষ্টা ক'রবেন। আমারও শিগ্‌গির কল্‌কাতায় ফেরা প্রয়োজন। আপনি এলে আপনাকে আমার বল্‌বার যা আছে বলে আমি কল্‌কাতায় রওনা হবো। আপনার শ্বশুর আপনার নিকট এই অপদস্থ হয়ে আমার বিশ্বাস নিশ্চিন্ত থাকবেন না। কাজেই ভবিষ্যতে যদি আপনাকে এইখানে থাকৃতে হয় অতি সাবধানে পা ফেলতে হবে। নইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদে পড়্‌বার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আপনাকে এখানে রাখা উচিত কিনা এক্ষণে সেইটাই হবে বিবেচনার কথা। আপনি বাড়ী থেকে ফিরে আসুন ইতিমধ্যে আমি যা হয় স্থির করে ফেলবো। সন্ধ্যের পরেই ট্রেণ আপনি আর বিলম্ব ক'রবেন না, এখনি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন্‌গে।"

হিরণ অম্বিকাবাবুর সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল, সে মাথা তুলিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই অম্বিকাবাবু নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। অম্বিকাবাবু চলিয়া যাইবার পর হিরণ ঘাড় তুলিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিল, গোধুলীর অন্ধকারে আকাশ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। আকাশের দিকে

চাহিয়া হিরণ আর দাঁড়াইতে পারিল না, সন্ধ্যার পরেই গাড়ী, সে বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

* * * *

হিরণ পর দিন অতি প্রত্যুষে যখন ট্রেণ হইতে অবতীর্ণ হইল তখন উষার ক্ষীণ আলোর ভিতর দিয়া নিশার কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল। উষার কমনীয় স্পর্শে স্নিগ্ধ সমীরণ পল্লী সতীর সর্ব্বাঙ্গে শান্তি ছড়াইয়া ধান ক্ষেতের সবুজ সমুদ্রে ঢেউ তুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া পড়িতেছিল। শান্তিময়ী রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী জননীর সবুজ বক্ষে যেন অনন্ত শান্তি ঢেউ খেলিতেছিল। হিরণ ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি একখানা গোশকট ভাড়া করিয়া একটা অব্যক্ত আনন্দ বুকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে লইয়া মন্থর গমনে তাহাদের বাড়ীর পথে রওনা হইল। গাড়ী যতই বাটীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল হিরণের প্রাণটা যেন ততই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে ছিল। তাহার সমস্ত প্রাণটা তাহার জননীর চরণে লুটাইয়া পড়িবার জন্য যেন আকুলি বিকুলী করিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পাকা কাঁচা মেটে পথ ভাঙ্গিয়া গোশকট আসিয়া বাটীর দোরে দাঁড়াইল। গাড়োয়ান গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গরু খুলিয়া গাড়ী নামাইয়া দিল। গোশকট বাটীর দোরে আসিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে হিরণের বুকের ভিতরকার কাঁপুনিটা যেন আরোও বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল,—গাড়োয়ান গাড়ী নামাইয়া

দিবামাত্র হিরণ গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র তাহার দৃষ্টি তাহাদের ভগ্ন কুটীরের প্রাঙ্গণের উপর যাইয়া পড়িল। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে তুলসী মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটী কিশোরী অবাক ভাবে গোশকটের দিকে চাহিয়াছিল,—হিরণ প্রাঙ্গণের দিকে চাহিবা মাত্র তাহার দৃষ্টির সহিত হিরণের দৃষ্টি চকিতে মিলিত হইল। কিশোরীর ম্লান মুখখানির উপর দিয়া যেন একটা পুলক খেলিয়া গেল,—কিশোরী তাড়াতাড়ি মস্তকের অবগুণ্ঠনটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া মস্তক অবনত করিল। সেই মুখখানি পলকের জন্য হিরণের চক্ষে পড়িবামাত্র যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহে হিরণের সমস্ত দেহটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—সে বিহ্বল ভাবে সেই অবগুণ্ঠন আবরিত কিশোরীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিল। সেই ঊষার আলোকে চকিতের জন্য হিরণ যে মুখখানি দেখিয়াছিল সে মুখখানি তাহার বড় পরিচিত। এ মুখ তো এখানে দেখিবার সেতো একবারও আশা করে নাই। এ মুখ এখানে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল। যে তাহার ধর্ম্ম-পত্নী,—সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে সহধর্ম্মিণী,—জীবনের সুখ,—সংসারের শান্তি,—যাহাকে নিজের বাটীতে আনিতে যাওয়ায় তাহার এত লাঞ্ছনা ভোগ। সে আজ কেমন করিয়া,—কোথা হইতে এখানে আসিল? করুণাময় পরমেশ্বরের একি করুণা! আজ তাহার পত্নী তাহার ভগ্ন কুটীরের প্রাঙ্গণে তুলসী মঞ্চ নিকাইতেছে। হিরণের মনে হইল আজ তাহার পত্নী ঐশ্বর্য্য রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া নারীর জীবনে মরণের সার কাম্য বস্তু স্ত্রীর মহিমাময়ী আসন

গ্রহণ করিয়া রমণীর সমস্ত সুষমা ছড়াই কাচতে গেছেন,—এখনি
তাহার ভগ্ন কুটীর আজ এক নব সৌন্দপেড় জামা ছাড়বে চল, আমি
শূন্য দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়াছি আসি।"
কণ্ঠে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বেশ প্রাণের ভিতর কে যেন আজ
য়ানের দিকে চাহিল। গাড়োয়ান গাড়ী সোহাগে পত্নীর চিবুক
অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল,—হিরণকে তাহার দিল, "তুমি যে কোন
সে বলিল, "বাবু ভাড়াটা দেন,—গরু দুটোর জাবনা কথায় আমার

হিরণ গাড়োয়ানের কথার কোন উত্তর দিল না,—প[illegible]
মণি ব্যাগটা বাহির করিয়া তাহার হস্তে ভাড়া প্রদান করিল। গাড়ো-য়ান পয়সা গণিতে গণিতে গাড়ীতে যাইয়া উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী নিজ গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে মন্থর গমনে অগ্রসর হইল। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া হিরণ কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল। কোথা হইতে কেমন করিয়া তাহার পত্নী এখানে আসিল সেইটুকু জানিবার জন্য কৌতূহল তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিতেছিল। একরাস প্রশ্ন আসিয়া পিপীলিকার সারের মত তাহার কণ্ঠনালীতে সার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে স্পন্দিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে যাইয়া প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিল। স্বামী যতই নিকটে আসিতেছিল বাসনার সমস্ত প্রাণটা ততই থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। স্বামীকে প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া কয়েক পদ স্বামীর দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু তাহার পদদ্বয় যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, সে শত চেষ্টা সত্ত্বেও এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সে সেই-

দিবামাত্র হিরণ গাড়ীর ভিতর
নামিয়া পড়িল। গাড়ী হইতে
ভঙ্গ কুটীরের প্রাঙ্গণের উপর য
তুলসী মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ
টের দিকে চাহিয়াছিল,—হিরণ
দৃষ্টির সহিত হিরণের দৃষ্টি
মুখখানির উপর দিয়া
তাড়াতাড়ি মস্ত
করি

রহিল। হিরণ ধীরে ধীরে আসিয়া
হারও বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া
কেমন করিয়া আসিলে এইটুকু জিজ্ঞাসা
ষ্টা করিল কিন্তু পত্নীর সম্মুখে আসিয়া
হার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল,—একটীও কথা
ল না। পতি পত্নী উভয়েই নীরব,—কাহার
ঊষার পবিত্র আলোয় তুলসী বেদীর সম্মুখে ভাষা-
। হৃদয় দুইটী হৃদয়ের গুপ্ত বেদনা অনুভব করিয়া থাকিয়া
কিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল,—ঠিক সেই সময় দুষ্ট পাখী চাঁপা গাছের মাথার উপর হইতে "বৌ কথা কও—বৌ কথা কও—" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডানা নাড়িতে নাড়িতে উড়িয়া গেল। পতি পত্নী উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল, পাখীর স্বরে উভয়েরই প্রাণের ভিতর যেন একটা নূতন তারে ঘা লাগিয়া একটা নূতন সুর বাজিতে লাগিল। বাসনা তাড়াতাড়ি স্বামীর পদতলে মাথাটা নীচু করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। কত কথা, কত প্রশ্ন পত্নীকে করিবার জন্য হিরণের প্রাণের ভিতরটা আকুলি বিকুলী করিতেছিল,—কিন্তু বাসনার কর তাহার চরণ স্পর্শ করিবা মাত্র সে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইল। তাড়াতাড়ি পত্নীর হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়? তিনি কি এখনও ঘুমুচ্ছেন?"

বাসনা স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না সে অবনত মস্তকে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার কাপড়ের পাড়টুকু কুঞ্চিত করিতে করিতে লজ্জিত শঙ্কিত স্বরে স্বামীর প্রশ্নের

উত্তর দিল, "মা এই মাত্র ঘাটে কাপড় কাচ্‌তে গেছেন,—এখনি আস্‌বেন। চল ঘরের ভেতর গিয়ে কাপড় জামা ছাড়্‌বে চল, আমি তোমার মুখ হাত পা ধোবার জল নিয়ে আসি।"

পত্নীর এই কথা কয়টীতে হিরণের প্রাণের ভিতর কে যেন আজ নিবিড় আনন্দ ঢালিয়া দিল। সে অতি সোহাগে পত্নীর চিবুক ধরিয়া মুখখানি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিল, "তুমি যে কোন দিন আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় এসে এমন ধারা মিষ্টি কথায় আমার প্রাণ গলিয়ে দেবে এ কথা আমি কোন দিন ধারণাও কর্ত্তে পারিনি তুমি যে আমার,—সাহস করে এ কথাও কোন দিন মুখে আন্‌তে পারিনি।"

বাসনা একবার মাত্র মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই চোখ নত করিয়াছিল, স্বামীর এই কথা কয়টীতে কেমন যেন একটা লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহটা নুইয়া পড়িতে লাগিল। সে কিছুতেই স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না,—মৃদুস্বরে বলিল, "সমস্ত দিন গাড়ীতে এসেছ, চল কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বে চল।"

এই কয়টা কথা বলিতেই বাসনার সমস্ত মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার উপর ঊষার আলো লুটাইয়া পড়ায় সে মুখে আজ এক নতুন দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিতেছিল। হিরণ সেই মুখখানির দিকে আকুল আগ্রহে চাহিয়াছিল,—বাসনা নীরব হইবামাত্র বলিল, "আজ আমি তোমার মুখের উপর আর এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি। এই সৌন্দর্য্যই নারীর যথার্থ সৌন্দর্য্য, এতে কালির বিন্দুটী পর্য্যন্ত নেই। এ সৌন্দর্য্যের বিকাশ নারীর পিত্রালয়ে হয় না,—

শ্বশুরের ভিটেয় পা দিয়ে নারী যে দিন নারীর যথার্থ আসন গ্রহণ করে এ সৌন্দর্য্য সেই দিন নারীর সর্ব্বাঙ্গ বয়ে ঝরে পড়ে। চল জামা কাপড় ছাড়িগে চল।"

হিরণ অগ্রসর হইতে যাইতেছিল,—বাসনা মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা আস্‌ছেন।"

পত্নীর মৃদুস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র হিরণ ফিরিল,—সম্মুখে জননী সিক্তবস্ত্রে স্নান করিয়া ঘাট হইতে ফিরিতেছেন। হিরণ তাড়াতাড়ি জননীর দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া জননীর পদধূলি লইতে লইতে বলিল,"মা তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার হ'য়েছি। আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হ'য়েছিল সে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আদালতে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। কাল বিচার শেষ হ'য়েছে। অম্বিকাবাবু কালই আমায় তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পাঠিয়ে দিলেন।"

উমাসুন্দরীর প্রাণ পুত্রকে দেখিয়া আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অম্বিকেবাবু মানুষ নন দেবতা,—ভগবান তাঁকে চিরদিন সুখ শান্তিতে রাখুন।"

হিরণ তাড়াতাড়ি বলিল, "মা অম্বিকাবাবু আমার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন বটে,—কিন্তু আর একজন না থাকলে হয়তো আমার মুক্ত হওয়া মা অসম্ভব হ'তো। সে মা যথার্থই দেবতার চেয়ে বড়,—তার নাম নটবর। সে বলে মা সে নাকি তোমার কাছে এসেছিল। তার মুখে শুনলুম তুমি ভালো আছ। সে যদি না আমার হয়ে সাক্ষী দিত,—সে যদি না পরাণ মণ্ডলকে ভাঙ্গিয়ে আন্‌তো তা'হলে আমার

মুক্তির আশা খুব কমই ছিল। মা সে মানুষ নয় সত্যিই সে দেবতার চেয়েও বড়।"

পুত্রের মুখে নটবরের কথা শুনিয়া নটবর যে কে তাহা বুঝিতে উমাসুন্দরীর বিলম্ব হইল না,—তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা সেই সঙ্গে করে বৌমাকে এখানে দিয়ে গেছে। সে আমার এখানে এক ফোঁটা জলও না খেয়ে তোর রক্ষার জন্যে ছুটে চলে গেছ্‌লো। যাবার সময় বলে গেছ্‌লো বুড়ি তোর ছেলেকে খালাস করে তোর হাতে এনে যে দিন দেব সেই দিন এসে তোর বাড়ীতে ভরপেট খাবো,—বাবা সে তোর সঙ্গে এলো না কেন?"

জননীর কথায় এতক্ষণে হিরণ বুঝিল তাহার পত্নী কেমন করিয়া কাহার সাহায্যে এখানে আসিতে পারিয়াছে। নটবরের কথা ভাবিয়া একটা আবেগে হিরণের সমস্ত প্রাণটা ভরিয়া উঠিতে ছিল, সে জননীর কথার উত্তরে মৃদুস্বরে বলিল, "মা আদালত থেকে বেরুবার সময় সে আমার কাণে কাণে ব'ল্‌লে আজ রাত্রেই বাড়ীতে রওনা হও বুড়ি অস্থির হয়ে আছে। তারপর আর মা আমার তার সঙ্গে দেখা হয়নি। মা এই লোকটাকে আমি আমার শ্বশুরের মোসাহেব বলে ঘেন্না করতুম। তাই ভাবি মা মানুষ চেনাই পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্ত। পরের জন্যে বিনা স্বার্থে যে এত কর্ত্তে পারে সে কি মানুষ!"

উমাসুন্দরীর মুখখানি আনন্দের দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল,—তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা কয়লার খনিতেই তো হীরে জন্মায়। পরের দুঃখে যার প্রাণ কেঁদে ওঠে সেই তো যথার্থ মানুষ।"

জননী নীরব হইবা মাত্র হিরণ বলিল, "মা এইবার বোধ হয়

আমাদের সুদিন এসেছে। তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ,—এইবার বোধ হয় মা তোমাকে সুখী কর্ত্তে পার্ব্বো।"

পুত্রের কথায় উমাসুন্দরী মৃদু হাসিলেন;—মৃদুস্বরে বলিলেন, "পাগল ছেলে আমার মত সুখী পৃথিবীতে কে আছে রে? এ ক'দিন বৌমার যত্নে আমি তোর কথা ভাববার পর্য্যন্ত অবসব পাইনি। এমন যার বৌ এমন যার ছেলে তার কি কোন দুঃখ থাক্‌তে পারে! তোর ধর্ম্মপত্নী তোর ভাগ্য নিয়ে তোর ভাঙ্গা কুঁড়েয় তার প্রকৃত আসন গ্রহণ করেছে,—আর কি কমলা স্থির থাক্‌তে পারেন, দেখিস্‌ তোর এই ভাঙ্গা কুঁড়ে সোনার কুঁড়ে হবে।"

তাহার পর বাসনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও মা হিরণের মুখ হাত পা ধোবার জল এনে দাও,—আমি ততক্ষণ আহ্নিকটা সেরে নিইগে।"

উমাসুন্দরী চলিয়া গেলেন, বাসনা অবগুণ্ঠনটা মস্তক হইতে ঈষৎ সরাইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "চল মুখ হাত পা ধোবে চল।"

হিরণ স্কন্ধের উত্তরীয়খানা পত্নীর হস্তে দিয়া আজ বড় সোহাগে পত্নীর হাতখানি ধরিল,—তাহার কণ্ঠ হইতে একটা আবেগ-পূর্ণ স্বর বাহির হইয়া আসিল, "এস আমার ধর্ম্ম-পত্নী এস আমার জীবন মরণের কাম্য বস্তু এস আমার বুকে এস,—আজ আমি প্রাণভরে বলি তুমি আমারই।"

বাসনার মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে লজ্জায় স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। হিরণের চক্ষের সম্মুখে আজ যেন সমস্ত পৃথিবী এক নব আনন্দে রাজিয়া উঠিল। আকাশে বাতাসে,—তাহার আসে

পাশে,—নিকটে ও দূরে যেন আনন্দের ছড়াছড়ি—হড়াহড়ি হইতে লাগিল,—সে মহা আবেগে পত্নীকে হৃদয়ে ধরিল। ঠিক সেই সেই সময় সেই জঙ্গ্‌লা পাখীটা আবার চাঁপা গাছের মাথার উপর হ'তে ডাকিয়া উঠিল, "বৌ কথা কও,—বৌ কথা কও"।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

আজ বহু দিন পরে নটবর বেশ একটু নিশ্চিন্ত ভাবে আবার তাহার ভগ্ন কুটীরের বাহিরের দাওয়ার উপর একটা ক্ষুদ্র বেতের গোল মোড়ার উপর উপবিষ্ট হইয়া মহা আরামে তাম্রকুট সেবন করিতেছিল। তাহার হস্তস্থিত হুকাটী যদিও নিতান্ত ক্ষুদ্র,—তাহার উপরস্থিত কলিকাটীও তথৈবচ কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ধূমের কোনই অভাব ছিল না সেই ক্ষুদ্র হুকার ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে নটবরের প্রবল টানে চাপ চাপ ধোঁয়া ক্রমাগতই বাহির হইয়া নটবরের মুখের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল ও পর মুহূর্ত্তেই আবার নাক মুখ দিয়া বাহির হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মালার মত শূন্যে উঠিতেছিল। কয়েক দিন বাটী না থাকায় নটবরের ক্ষুদ্র কুটীরখানির অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধূলা ও আবর্জ্জনায় সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; আজ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সে আবার কুটীরখানি একটুখানি পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। দুর্ভাবনায় এ কয়টা দিন সে একেবারে অস্থির হইয়াছিল,—এত দিন পরে মামলা মোকর্দ্দমা মিটিয়া যাওয়ায় সে যেন আবার বেশ একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছে। নটবর সেই মোড়ার উপর বসিয়া তামাক টানিতেছিল আর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া যদু মিত্রের কথাই ভাবিতেছিল। এই অপমান যে যদু মিত্র নীরবে সহ্য করিবে না সেটুকু নটবরের বুঝিবার ক্ষমতা ছিল। যদু মিত্রের আক্রোসটা যে এইবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহার উপর পড়িবে তাহাতে আর কোন ভুলই নাই। যদু

মিত্র বেশ বুঝিয়াছে তাহারই জন্য তাঁহার মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছে,—তিনি আদালতে সকলের সম্মুখে এরূপ ভাবে অপমানিত হইয়াছেন। এ রাগ কি মানুষে ভুলিতে পারে! কাজেই এইবারকার ঝড়টা নটবরের উপর দিয়াই বহিবে। কিন্তু সে জন্য নটবরের বিশেষ যে কোন আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা বলিয়া বোধ হয় না,—কারণ সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই মোড়ার উপর বসিয়া হুকাটায় টানের পর টান দিতে ছিল। সন্ধ্যা হইতে তখন আর অধিক বিলম্ব ছিল না,—সূর্য্যের ম্লান আভা পল্লী সতীর সর্ব্বাঙ্গের উপর ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। তাহাতে আর তেজ নাই,—তাহা যেন বেতো রোগীর মত নিস্তেজ অবস্থায় ধরণীর বক্ষে লুটালুটী খাইতেছিল। মাঠ হইতে রাখাল বালকগণ গরু লইয়া নাচিয়া গাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল,—সকলেই সারা দিনের কাজ সারিয়া রাত্রের শান্তি ও সুখের জন্য প্রস্তুত হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের দিকে নটবরের একেবারেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না,—সে আপন মনে আপনাতেই বিভোর থাকিয়া ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া তামাক টানিতেছিল। সময়টা তাহার মোড়ার চারি পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্তের সহিত মিলিত হইতে ছিল। নটবরের তাহাতে কি? যাহার কাজ নাই,—কর্ম্ম নাই,—এমন কি পৃথিবীর সহিত বড় একটা সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয় তাহার নিকট সময়ের মূল্য কি? সে সময় তাম্রকূট ধূমের ভিতর দিয়াই ধ্বংস হওয়া উচিত। নটবর বহুক্ষণ হইতে একভাবে বসিয়াই ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল, সহসা রাস্তার উপর দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল রাস্তার উপর দিয়া

হেলিতে দুলিতে কান্তমণি যাইতেছে। কান্তমণিকে সম্মুখে দেখিয়া, বহু দিনের খবরটা লইবার ইচ্ছা ও আগ্রহটা নটবরের প্রাণের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল তাহার আর তামাক খাওয়া হইল না,—সে হুকাটা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বলি ও কান্ত ও কান্ত হেলে দুলে হন্‌হন্ করে যাওয়া হ'চ্ছে কোথায় গো ? বলি একবার এদিকেই এস,—খবরটাই শুনি।"

নটবরের চীৎকার কান্তমণির কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবামাত্রই কান্তমণি দাঁড়াইয়া ছিল,—সে চোখ্‌টা একটু ঘুরাইয়া সেইখান হইতেই উত্তর দিল, "আর ঠাকুরদা মশাই তোমাদের ক্ষেত্তি কি আর আছে, সব দেখে শুনে তার গলা দিয়ে আর রা বেরুচ্ছে না। আর ওখানে গিয়ে কি কর্ব্বো ঠাকুরদা মশাই আমাদের খবর একেবারেই ভাল নয়। ভগবান কি কারুর দর্প রাখেন তিনি যে দর্পহারী। তখনই জানি অত দর্প সইবে কেন। ঠাকুরদা মশাই তবে এখন বিদেয় হই।"

কান্তমণি অগ্রসর হইতে যাইতে ছিল কিন্তু নটবর মোড়া ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "কান্তমণি সত্যি সত্যিই চল্লে যে। এদিকে এসো সুখ দুঃখের দু' একটা কথা কই। বুড়ো বলে কি এমনি করেই ফয়কে চলে যেতে হয়। তুমি হ'লে আমার আদরের নাত্‌নী,—তোমার কি অমন করে চলে যাওয়া ভালো গো। এসো এসো এদিকে এসো।"

নটবরের কথায় কান্তর আর অগ্রসর হওয়া হইল না,—সে নটবরের কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "ঠাকুরদা মশাই তোমার ক্ষেত্তির সর্ব্ব শরীরটা শতেক জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে

গেলো। দিন রাত ফাই ফরমাস খাটতে খাটতেই গেলুম। ফলত বসবার দাঁড়াবার কি উপায় আছে। আমরা গরীব দুঃখী লোক। আমাদের গতর যে পাথরের।"

ক্ষান্ত কথাটা বলিতে বলিতে যাইয়া নটবরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নটবর ঘাড়টা একটু নাড়িয়া বলিল, "বোস্ ক্ষেন্তি বোস্,—আজ ক'দিন তোকে না দেখে,—প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল। রোজই ভাবি ক্ষেন্তির সঙ্গে দেখা হয় না কেন, সে কি তার মনিববাড়ী চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেল নাকি!"

ক্ষান্তমণি মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরদা কোন চুলোয় যাবার কি আর পথ আছে, সব ভাসিয়ে দিয়ে এসেই তো এই শতেক খোয়ার হচ্ছে। উঠ্‌তে ফরমাস বসতে ফরমাস। বলো তো ঠাকুরদা মশাই দাসী চাকর হ'লেও তো তারা মানুষ। ডাক্তার দেখ্‌ছে কবিরাজ দেখ্‌ছে,—তবুও মন উঠ্‌ছে না। হুকুম হলো যাও মধু ভ্যাণ্ডারের বাড়ী সে নাকি কি টোট্‌কা ওষুধ জানে তাই নিয়ে আসতে হবে। আমরা দাসী বাঁদী আমাদের তো আর না বল্‌বার জোটী নেই,—কাজেই সব সহ্য কর্ত্তে হয়। যাই আবার মধু ভ্যাণ্ডারের বাড়ী।"

নটবর মিটির মিটির করিয়া চাহিয়া ক্ষান্তমণির কথা গুলা বেশ মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল,—ক্ষান্তর মুখের দিকে বেশ একটু অবাক ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার দেখ্‌ছে,—কবিরাজ দেখ্‌ছে কাকে গো? তোর মনিব বাড়ী কারুর ব্যামো হ'য়েছে নাকি রে? ব্যাপারখানা কি?—এত বটা কিসের রে? কার ব্যামো রে?"

ক্ষেন্তি কান্ত মুখখানা বিকৃত করিয়া উত্তর দিল, "কার আর ব্যাম হবে, বড় বাড়ীতে আছে কে যে কার ব্যাম হবে; তুই মেয়েই তো বিদেয় হয়েছে। আর যিনি আছেন তার কি মরণ আছে,—নিজের পোড়া কপাল পুড়িয়ে ভায়ের বাড়ীতে পড়ে রয়েছেন,—যমও কি তাকে ভুলেছে। এত লোককে নিচ্ছে কই তাকে তো নেয় না। ভগবান যদি থাকেন তবে আমাদের যেমন দাঁতে দাঁতে রেখেছেন তেমনি দাঁতে দাঁতে থাকতে হবে। ধর্ম্ম আছেন—ধর্ম্ম আছেন।"

নটবর ক্ষান্তের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তবে ক্ষেন্তি ব্যাম কার রে? এত ডাক্তার কবিরাজের ঘটা ব্যাপারখানা কি খুলে বল দেখি ক্ষেন্তি।"

ক্ষান্ত চোখ দুইটা ঘুরাইয়া বলিল, "ব্যাপারখানা আর খুলে কি বলবো ঠাকুরদা মশাই। ধর্ম্ম আছেন ভগবান সহ্য কর্ব্বেন কেন। জামাইকে বিনি দোষে কি নাজেহালটাই কল্লে বল দেখি। ধর্ম্ম তা সহ্য কর্ব্বেন কেন। ঠাকুর্দ্দা মশাই বাবু আর বোধ হয় বাঁচ্‌বেন না।"

"বাঁচ্‌বেন না কিরে, বলিস কিরে বেটী।" নটবর মোড়া ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া ক্ষান্তমণির মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনির ভিতর দিয়া বিস্ময় ও কৌতূহল যেন একেবারে বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সে কিছুক্ষণ ক্ষান্তমণির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "বলিস্ কিরে ক্ষেন্তি, বাবু আর বাঁচ্‌বে না বলিস্ কিরে? কেন, তোর বাবুর হঠাৎ আবার কি হ'লোরে?"

নটবরের কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্তমণির স্বরটা একেবারে নাকি হইয়া পড়িল, সে নাকি সুরে বেশ একটু রং দিয়া বলিল,

"ঠাকুর্দ্দা মশাই বাবু আর আমাদের বাঁচবেন না। সেই যে আদালত হ'তে ফিরে এসে জ্বর হ'লো পোড়া সে জ্বর আর কম্‌বার নাম নেই। রোজই বাড়ছে রোজই বাড়ছে। পোড়া ডাক্তার এত ওষুধ দিচ্ছে মড়ার জ্বর কি কম্‌তে জানে না। ঠাকুরদা মশাই বাবুর যন্ত্রনা দেখে আমার বুকের ভেতরটাতে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। দিদিমণিরা কেউ নেই, কেই বা দেখে কেই বা কি করে। আর পিসির ছট্‌ফটানি-তেই আরো বাবুর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। যাই বাবু আবার মধু ভ্যাণ্ডরের বাড়ী,—দেরি হলে আবার আমার শতেক খোয়ার কর্ব্বে। এ'দিকে বাবু যাই হ'ক, আমাদের কিন্তু ভুলেও একটি কটুকথা কননি। চল্লুম ঠাকুরদা মশাই।"

যদু মিত্রের পীড়ার সংবাদটা পাইয়া, নটবরের প্রাণটা যেন কেমন খারাপ হইয়া গেল;—সে ক্ষান্তমণির কথার উত্তরে কেবল মাত্র ঘাড়টা নাড়িয়া বলিল, "এস।"

ক্ষান্ত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "ঠাকুর্দ্দা মশাই এক দিন বাবুকে দেখ্‌তে যেও না। আমার তো বাবু ভালো বলে বোধ হচ্ছে না। মড়ার ডাক্তাররা কি সব ব্যাম ধরতে পারে। বাবুর চখের দিকে চাওয়া যায় না জবা ফুলের মত টক্‌টক্ কচ্ছে। যেও ঠাকুর্দ্দা মশাই একদিন যেও বাবুকে দেখে এস।"

নটবরের উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই ক্ষান্তমণি আবার হেলিয়া দুলিয়া মধু ভ্যাণ্ডারের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। নটবর এতক্ষণ দাওয়ার উপর দাঁড়াইছিল ক্ষান্তমণি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার মোড়ার উপর বসিয়া পড়িল। এই দশ বৎসরের ভিতর এমন

এক দিনও নাই যে দিন না অন্ততঃ একবারও নটবর যদু মিত্রের বাড়ীতে গিয়াছে। সেই যদু মিত্র আজ মৃত্যুশয্যায় সে সংবাদ পাইয়াও সে কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে। তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। একবার যদু মিত্রকে দেখিয়া আসিবার জন্য তাহার প্রাণের ভিতরটা আকুলি বিকুলী করিতে লাগিল। কিন্তু এ অবস্থায় যদু মিত্রের বাটী যাওয়া উচিত কি না তাহা সে কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। যদু মিত্রের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া তাহার প্রাণটা একেবারে প্রাণের ভিতর বসিয়া গিয়াছিল, সে আর এক কলিকা তাম্রকুট সেবন করিয়া তাহার নির্জ্জীব প্রাণটাকে একটু সজীব করিবার জন্য ধীরে ধীরে মোড়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হুকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া চিন্তিত মনে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের এক কোনে একটা কাঠের বাক্সের উপর কয়েকটা কলিকা সজ্জিত ছিল। নটবর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাতের কলিকাটা এক পার্শ্বে রাখিয়া আর একটা কলিকা তথা হইতে লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে যাইতেছিল কিন্তু সহসা কি মনে হওয়ায় সে কলিকাটা যথা স্থানে রাখিয়া দিয়া ধীরে ধীরে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল ও গৃহের পার্শ্বস্থিত কড়ির আলনা হইতে একখানা অর্দ্ধ মলিন উত্তরীয় টানিয়া লইয়া স্কন্ধে ফেলিল। তাহার পর সে গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিল,—নটবর মাথাটা বার দুই নাড়িয়া গৃহের এক কোন হইতে একটা ভগ্ন লণ্ঠন ও একটা বাঁশের লাঠি লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহের দ্বারে একটা ক্ষুদ্র কুলুপ লাগাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেউলকে গ্রাস

করিবার জন্ত একেবারে কালো হইয়া উঠিয়াছিল। পথ ঘাট সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে ঝাপসা হইয়া পড়িতেছিল। নটবর তাহার দাওয়ার উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার ভগ্ন লণ্ঠনটি ধীরে ধীরে জ্বালিল। তাহারপর লাঠি ও লণ্ঠন হস্তে লইয়া চিন্তিত মনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে প্রায় পনের মিনিটের পথ হাঁটিয়া বহু দিন পরে আবার আসিয়া যদু মিত্রের কাছারির সম্মুখে দাঁড়াইল। কাছারির আলোটা মিটমিট্ করিয়া জ্বলিতেছে,—কাছারিতে জনপ্রাণী নাই। যদু মিত্রের প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেন একটা জমাট নীরবতার ভিতর ডুবিয়া রহিয়াছে। নটবর ধীরে ধীরে কাছারির ভিতর প্রবেশ করিল,—এ ঘর সে ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল কোথাও কেহই নাই। নটবর কাছারি হইতে বাহির হইয়া যদু মিত্রের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল সেই সময় যদু মিত্রের একজন ভৃত্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ভৃত্য নটবরকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "ভালো আছেন দাদাঠাকুর!"

"হুঁ",—নটবর ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তো ভালো আছি তোর বাবুর খবর কি!"

ভৃত্য মুখখানা একটু ভার করিয়া বলিল, "দাদা ঠাকুর বাবুর বড় শক্ত ব্যাম। চলুন এই ওপরের ঘরে আছেন।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "চল।"

ভৃত্য অগ্রসর হইল নটবর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যদু মিত্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল। ভৃত্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে যে গৃহে যদু মিত্র রোগ শয্যায় পড়িয়া ছিলেন সেই ঘরে

লইয়া উপস্থিত হইল। নটবর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, শয্যার উপর যদু মিত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার শিহরের নিকট বৈকণ্ঠপিসি বসিয়া নয়নের জলে ভাসিতেছেন। সম্মুখে একখানা চেয়ারের উপর ডাক্তার বাবু বিমর্ষ মুখে উপবিষ্ট। নটবরকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু একবার চোখ তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন। নটবর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন মিত্তির মশায়ের অবস্থাটা কি রকম ডাক্তার? রোগ কি শক্ত ব'লে মনে হয়?"

নটবরের প্রশ্নে ডাক্তারবাবু মুখটা একটু সিটকাইলেন,—নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জ্বরটা ভালো জ্বর বলে বোধ হয় না, বিকারের লক্ষণ রয়েছে। একবার সদর থেকে সিভিল সার্জ্জনকে এনে দেখান উচিত। কিন্তু এমন একটা লোক নেই যে এ সব বন্দোবস্ত করে। আমরা পর আমরা আর কত কর্ত্তে পারি বলুন! আমার মনে হয় এখন একবার এঁর মেয়ে জামাইদের সংবাদ দেওয়া উচিত। চিকিৎসা কর্ত্তে গেলেই পয়সার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা কড়ি কোথায় আছে না আছে তা আমরা কি করে জান্‌বো বলুন।"

নটবর কোন কথা কহিল না ধীরে ধীরে আসিয়া যদু মিত্রের রোগ-শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু যদু মিত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বেশ একটু উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "চেয়ে দেখুন দেখি কে এসেছে,—একবার চোখ চান দেখি!"

যদু মিত্র চক্ষু মেলিয়া চাহিল,—চক্ষু রক্তবর্ণ,—চোখের বর্ণ দেখিয়া নটবরের সমস্ত প্রাণটা কেমন যেন একবার শিহরিয়া উঠিল।

যদু মিত্রকে চোখ মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু আবার বলিলেন, "দেখুন দেখি একে চিন্‌তে পাচ্ছেন ?"

যদু মিত্র নটবরের মুখের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "খুব চিন্‌তে পাচ্ছি,—যদু মিত্তির কারুকে ভোলে না। খবর দিতে এসেছ,—রাম কানায়ের তিন মাস মেয়াদ্‌ হ'য়েছে,—সে খবর আমি আগেই পেয়েছি। আমি কারুকে মাপ করিনি তোমাকেও মাপ কর্ব্বো না। দরওয়ান—দরওয়ান—"

যদু মিত্র উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু উঠিতে পারিল না,—তাহার ক্ষীণ দেহ শয্যা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া আবার শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বেগে পড়িতে লাগিল। তাহার চোখের তারা দুইটা নটবরের দিকে স্থির হইয়া ছিল,—নটবর সে চাহনি সহ্য করিতে পারিল না ঘাড়টা একটু ফিরাইল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি একবার রোগীর নাড়ীটা পরীক্ষা করিবার জন্য যদু মিত্রের হাতখানা ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি নাড়ীটা দেখিয়া হাতখানা আবার যথাস্থানে রাখিয়া ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "না আর দেরি করা যায় না কালই সিভিল সার্জ্জনকে আনা উচিত। আপনি কালই এঁর মেয়ে জামাইদের আনবার বন্দোবস্ত করুন, রোগ বড় সুবিধে বলে আমার মনে হয় না।"

বৈকুণ্ঠপিসি ডাক ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো দাদাগো তুমি কার কাছে আমায় ফেলে যাচ্ছ গো, ওগো তোমার মেয়ে হ'তেই তোমার প্রাণটা গেল গো। এমন অলক্ষণে মেয়ে দেখিনি গো,—বাপ খেতেই জন্মে ছিল গো।"

ডাক্তারবাবু বৈকণ্ঠপিসিকে ধমক দিয়া উঠিলেন, "আপনি যদি রোগীর কাছে এমন চীৎকার করে ওঠেন তাহ'লে আপনাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হবে।"

বৈকণ্ঠপিসি ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। যদু মিত্রের চক্ষের তারা দুইটা এ পর্য্যন্ত নটবরের দিকে একেবারে স্থির হইয়াছিল,—সে দুইটা একটু নড়িল। যদু মিত্র ঘাড়টা একটু নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার নাম নটবর না,—হুঁ,—তোমাদের অম্বিকে চৌধুরীকে একবার আমার কাছে আনতে পারো। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। যদু মিত্তির কারুকে মাপ করে না,—না—না—আমি কারুকে মাপ কর্ব্বো না। আমি আমার নিজের মেয়েকে মাপ করিনি কারুকে মাপ কর্ব্বো না। রাম কানায়ের তিন মাস মেয়াদ হয়েছে,—বেশ হয়েছে,—আমি তোমাকে মাপ কর্ব্বো না। দরওয়ান—দরওয়ান—নিকাল দেও,—নিকাল দেও।"

যদু মিত্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিল,—তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু আরোও লাল হইয়া উঠিল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি যদু মিত্রকে ধরিয়া ফেলিলেন, জোর করিয়া শয্যার উপর আবার শোয়াইয়া দিলেন। যদু মিত্র শয্যার উপর পড়িয়া কটমট করিয়া নটবরের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—ডাক্তারবাবু বেশ একটু বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আপনি যান এঁর মেয়ে জামাইদের আনবার বন্দোবস্ত করুন সম্পূর্ণ বিকারে দাঁড়িয়েছে। আপনি আর দাঁড়াবেন না আপনাকে দেখে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস নটবরের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নিমাইদাসের কাছারির বেশটা ছিল দেখিবার মত ;—পরিধান সাদা থান ধুতি, তাহার উপর ছিটের চাপকান, গলায় পাকান চাদর, পায়ে শত ছিন্ন চটি জুতা। তাঁহার এই অদ্ভুত বেশ সত্ত্বেও মক্কেলের অভাব ছিল না। কাছারির কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে নিমাই-দাসের প্রায়ই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। সে দিন যখন নিমাইদাস বাড়ী ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা হইতে অনেক বিলম্ব আছে, তখনও রৌদ্রের তেজ একেবারে ম্লান হয় নাই, তবে রুদ্র মূর্ত্তিটা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উঠানে বামীরমা বাসন মাজিতেছে ;—নিমাইদাস তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওরে বামীরমা এক কল্কে তামাক সেজে নিয়ে আয় দেখি।"

নিমাইদাসের কথায় বামীরমা একবার মাত্র নিমাইদাসের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না ;—আবার আপন মনে বাসন মাজিতে লাগিল। নিমাইদাস তামাকের হুকুম করিয়া বরাবর যাইয়া নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৃহের ভিতর রাজুবালা গবাক্ষের নিকট বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন, স্বামীকে এই অসময় কাছারি হইতে ফিরিতে দেখিয়া তিনি হাতের ছুচটা কাঁথার এক স্থানে গুঁজিয়া রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা তুমি যে বড় আজ এত সকাল সকাল কাছারি থেকে ফিরলে ?"

নিমাইদাস গলার উড়ানীখানা আল্‌নায় টাঙ্গাইয়া দিয়া চাপকানের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন,"আজ একটা সংবাদ শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, কাছারিতে থাকতে আর ভালো লাগ্‌লো না তাই সকাল সকাল কাছারি থেকে চলে এলুম। ছোট বৌমাকে আজই বোধ হয় তাঁ'র বাপেরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া দরকার! সংবাদটা যখন কাণে এসেছে তখন তো আর নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাকতে পারিনি।"

স্বামীর স্বরের ভঙ্গিমায় মুখ চোখের গম্ভীর ভাবে রাজুবালার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল,—সে বেশ একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি সংবাদ পেলে গা?"

নিমাইদাস তখন অঙ্গ হইতে চাপকানটা খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি সেইটাকে আবার আল্‌নায় টাঙ্গাইতে টাঙ্গাইতে বলিলেন, "তোমরা মেয়েমানুষ তোমাদের সব কথা শুনে দরকার কি বলো দেখি? যাও বিপ্রকে একবার ডেকে আন,—আর অমনি দেখে এস বামীরমাকে এক কল্কে তামাক সেজে আনতে বল্লুম;—সে তামাক সেজে আনচে কিনা।"

রাজুবালা কোল হইতে সেই অর্দ্ধ সেলাই কাঁথাখানা মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, "মেয়েমানুষ বলে কি কোন কথা শুনতেও দোষ।"

নিমাইদাসের বেশ পরিবর্ত্তন তখন হইয়া গিয়াছিল,—তিনি গৃহের দ্বারের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া বলিলেন, "বোঝনা তর্ক কর ওইতো তোমাদের দোষ; যেটা শুনে তোমাদের কোন লাভ নেই

সেটাই শোনবার জন্যে তোমরা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়। এখন যাও বিপ্রকে একবার ডেকে আন,—আর তামাকের কি হ'লো খোঁজটা একটু নাও। কাছারি থেকে এসে পর্য্যন্ত এখন এক ছিলিম তামাক খাওয়া হ'লো না।"

আজ পোনর ষোল বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া রাজুবালা স্বামীর স্বভাবটি বেশ বুঝিয়াছিল। সে স্বামীর কথার উত্তরে আর কোন কথা কহিল না। স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। পত্নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর নিমাইদাস মনে মনে বলিলেন, "সংবাদটা যা শুনলেম তাতে করে তো একেবারেই ভালো বলে বোধ হয় না। না ছোট-বৌমাকে আজই পাঠিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি যখন সংবাদটা কাণে শুনেছি তখন যে তাঁর চির দিনের মত একটা আপশোষ থেকে যাবে তা হ'তেই পারে না। যেমন করে হ'ক ছোটবৌমাকে আজই পাঠাতে হবে।"

বামীরমা একটা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমাইদাস ছোটবৌমাকে পাঠাইবার চিন্তায় বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন বামীরমার গৃহ প্রবেশের শব্দে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বামীরমা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই নাও তামাক নাও। হুকো কোথায়?"

নিমাইদাস বামীরমার হস্ত হইতে কলিকাটা গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, "দেখদেখি হুকোটা আবার গেল কোথায়?"

বামীরমা তথা হইতেই গৃহের চারি দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিল। গৃহের এক কোন হইতে একটা হুকা আনিয়া নিমাইদাসের হস্তে প্রদান করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। নিমাইদাস কলিকাটায় বার দুই ভালো করিয়া ফুঁ দিয়া লইয়া কলিকাটা হুকার মাথায় বসাইয়া দিলেন। তিনি হুকাটায় সবে টান দিতে যাইতেছিলেন সেই সময় বিপ্রদাস আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিপ্রদাস বাটীতে আসিয়াও তখন পর্য্যন্ত দিবসের নিদ্রাটা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বহু দিনের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা যায় না। সে ঘুম হইতে উঠিয়াই চলিয়া আসিয়াছে,—তখনও তাহার চোখ মুখের উপর ঘুমের একটা আচ্ছন্ন ভাব জড়াইয়া রহিয়াছে। বিপ্রদাসকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিমাইদাসের আর হুকায় টান দেওয়া হইল না,—তিনি ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিপ্র ছোটবৌমাকে আজই নেউলে পাঠিয়ে দেওয়া বোধ হয় কর্ত্তব্য। যা শুন্‌লেম তাতে আমার একেবারেই ভালো বলে বোধ হচ্ছে না। আমার তো মতে আজই ছোটবৌমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার নেউলে রওনা হওয়া উচিত।"

যা শুনলেম সেই খাটা যে কি এবং কেন যে আজই তাহার পত্নীকে লইয়া নেউলে রওনা হওয়া উচিত ভ্রাতার কথায় বিপ্রদাস তাহার একটুও আভাস পাইল না। সে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি এমন শুন্‌লে যার জন্যে আজই একেবারে নেউলে রওনা হওয়া উচিত?"

নিমাইদাস মুখখানাকে বেশ গম্ভীর করিয়া হুকাটায় টানের উপর টান দিতেছিলেন, গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "শুন্‌লেম যা তাতে

একেবারেই ভালো বলে মনে হয় না। আজই রওনা হওয়া উচিত।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুব ভালো। আজই যে রওনা হওয়া উচিত সেটা তো বেশ বুঝলেম, কিন্তু তুমি যে বিষম জিনিসটা শুনলে যেটার সূচনায় তোমার পাঁচ মিনিট কেটে গেল সেটা আমাদেরও তো শোনা প্রয়োজন।"

ভ্রাতার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই নিমাইদাস একরাস তাম্রকূট ধূম শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার শ্বশুর মশায়ের অবস্থা বড় খারাপ,—তিনি বোধ হয় আর এ যাত্রা বাঁচবেন না,—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই বাঁচিবেন না।"

রাজুবালাও দেবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বামীর কথায় তাহার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল,—তিনি মহা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁ্যা বলো কি ছোটবৌয়ের বাপের এমন তর ব্যাম,—বাঁচবার আশা নেই! হাঁ গা কি ব্যাম?"

নিমাইদাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি ব্যাম তা বলতে পারিনি তবে যে শক্ত ব্যাম তাতে কোন ভুল নেই। এত বড় একটা অপমান অত বড় দর্পি লোক কি সহ্য কর্ত্তে পারে! আমি তখনই বুঝে ছিলেম এমনি ধারা একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। সে যাহ'ক্ তুমি আজই ছোটবৌমাকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়,—বাপের মৃত্যুর সময় মেয়ে যদি উপস্থিত হতে না পারেন তাহ'লে সে আপশোষ তাঁর চির দিনের মত থেকে যাবে। তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করেছেন,—বাপের রাজভোগ ত্যাগ করে শ্বশুরের কুঁড়ে ঘরে এসেছেন,—আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া জ্যেষ্ঠের কথায় উত্তর দিল, "তাতো আছে,—কিন্তু সংবাদটা সত্য কিনা তারতো একটা আগে সঠিক জানা উচিত। যদি তিনি সত্যিই মরণাপন্ন হ'তেন,—সে সংবাদটা তার মেয়ের কাছে নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে এসে পৌঁছুতোই পৌঁছুতো। আমার মতে আগে জানা উচিত সংবাদটা সঠিক কিনা।"

ক্রমান্বয় টানে কলিকার তাম্রকূট দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—নিমাইদাস হাতের হুকাটা দরজার এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "ওই যে তোমাদের কেমন খারাপ স্বভাব তর্ক করা তা আর কিছুতেই গেল না। আমি বল্‌ছি শক্ত ব্যাম তোমরা অমনি বল্‌বে হতেই পারে না। সিভিল সার্জ্জেন যখন আজ রওনা হয়েছেন তখন আর কিছু জানবার দরকার নেই। খুব বাড়াবাড়ি না হ'লে আর কি সিভিল সার্জ্জন যায়। তোমার যদি যাবার সুবিধে না হয় আমাকেই ছোটবৌমাকে নিয়ে আজই রওনা হ'তে হবে। কর্ত্তব্যের আমি কিছুতেই গাফিলতী কর্ত্তে পারিনি!"

বিপ্রদাস ভ্রাতার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার যাবার যে অসুবিধে আছে এ কথা তো তোমায় বলিনি। তবে—"

নিমাইদাস বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এর ভেতর আর তবেটা কোথায় আছে বল। তোমাদের ওই এক তর্ক করা স্বভাব তা আর কিছুতেই গেল না। আমি এখনি তোমাদের যাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, আজই ছোটবৌমাকে নিয়ে তুমি রওনা হও। মানুষের জীবন, তার ওপর কি কোন আস্থা আছে, ও বেরুলেই হ'লো। যাও ছোট বৌমাকে সংবাদটা ধীরে সুস্থে গুছিয়ে দাওগে

যাও। তাঁকে বিশেষ কাতর হ'তে নিষেধ করো। কেন না জীবন মরণের কথা কারুর সাধ্য নেই যে বল্‌তে পারে। যাও আর দাঁড়িও না।"

বিপ্রদাস গৃহ হইতে বাহির হইতে ছিল, দরজার নিকট যাইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল ;—জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ সংবাদ কার কাছে পেলে ?"

নিমাইদাস এবার বেশ একটু বিরক্ত স্বরে ভ্রাতার কথার উত্তর দিলেন, "আমি কোথায় সংবাদ পেলুম, কি বিত্তান্ত এত খবরে তোমার কি প্রয়োজন আছে বল দেখি। যা বল্‌লুম পারো কর না পারো বলো আমি নিজেই ছোটবৌমাকে নিয়ে যাচ্ছি। মোক্তারী করে আমার চুল পেকে গেল, আমি সংবাদটা ভালো করে না নিয়েই কি তোমায় বল্‌ছি। হাজার হ'ক্ এই বিশ বৎসর আদালতে মিথ্যে সত্যি অনেক রকম কথা শুনে এটুকুও তো বোঝবার ক্ষমতা হয়েছে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। যাও আর দাঁড়িও না।"

বিপ্রদাস নড়িল না পুনঃরায় বলিল, "যেতে মোটে গা সরে না তুমি তো জান না দাদা শ্বশুরের যে মিষ্টি ব্যবহার।"

নিমাইদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ওই তো তোমাদের দোষ সকল কথায় তর্ক কর। যখন কর্ত্তব্যের কথা আসে তখন আর মিষ্টি কথা, কটু কথা এর মধ্যে তো কোন কথাই উঠ্‌তে পারে না। বৌমা তাঁর কর্ত্তব্য করেছেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য যা আমাদের তা করা উচিত। যাও আর দাঁড়িও না, আমি তোমাদের এখনি রওনা করে দেবার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

নিমাইদাস কথাটা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও মহা ব্যস্ত ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রাজুবালা তাঁহার দেবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বামী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ছোটবৌ এলো দু'দিন যে আদর যত্ন কর্ব্বো তাও হ'লো না। বাপের যখন এমন শক্ত ব্যাম তখন তো আর থাক্‌তে বল্‌তে পরিনি। ঠাকুরপো তুমি আজই ছোটবৌকে নিয়ে যাও, এত বড় ব্যামোর কথা শুনে চুপ করে তো বসে থাকা যায় না।"

"কাজেই," বলিয়া বিপ্রদাস পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভ্রাতার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে নিজের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয় দেখিল কামনা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে। স্বামীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার হাস্যভরা মুখের হাসি আরোও যেন উছলিয়া উঠিল। সে তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বট্‌ঠাকুর তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন গা?"

বিপ্রদাস পত্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গম্ভীর ভাবে পত্নীর কথার উত্তর দিল, "তোমাকে এখনি নেউলে যেতে হবে।"

স্বামীর কথায় কামনার মুখের হাসি নিমিষে মিলাইয়া গেল। একটা কেমন যেন কিসের অজানিত আকাঙ্ক্ষায় তাহার সমস্ত বুকটা দূর দূর করিরা কাঁপিয়া উঠিল। সে মহা ভীতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা? বট্‌ঠাকুর বল্লেন? কেন কি হয়েছে?"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, দাদা এই মাত্র কেমন করে সংবাদ্ পেয়েছেন যে তোমার বাবার নাকি ভারি শক্ত ব্যাম।

তাই তিনি আমায় ডেকে বল্লেন আমাকে তোমায় নিয়ে এখনি নেউলে রওনা হতে।"

পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ স্বামীর মুখে পাইয়া কামনার সমস্ত প্রাণটা পিতার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। আশৈশব পিতার স্নেহের শত কথা একই সঙ্গে হৃদয় পটে ভাসিয়া উঠিল। সে আর কিছুতেই নয়নের জল সাম্‌লাইতে পারিল না, কয়েক ফোঁটা অশ্রু টস্‌ টস্‌ করিয়া নয়ন বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি বলিল, "ভয় কি, মানুষ মাত্রেরই ব্যাম হয় তা ব'লে কি চোখের জল ফেলে তার অমঙ্গল ডেকে আন্‌তে আছে। ছি চোখের জল ফেল্‌তে আছে কি।"

কামনা অঞ্চলে চোখের জল মুছিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, "দাদা বল্লেন আজই আমাকে তোমায় নিয়ে রওনা হতে, কিন্তু তুমি কি বলো আমাদের কি যাওয়া উচিত ?"

কামনা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমি কি জানি বলো তুমি যা বল্‌বে তাই হবে।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমরা যে ভাবে চলে এসেছি তাতেতো আমার মনে হয় যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।"

পিতার পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কামনার সমস্ত প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর কথার উত্তর দিতে তাহার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল কিন্তু তথাপি সে উত্তর দিল, "তুমি যখন বল্‌ছ যাওয়া উচিত নয়, তখন যাবো না।"

কামনার কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে বাহির হইতে

নিমাইদাসের কণ্ঠস্বর ঘরের ভিতর আসিল, "তা হয় না মা তা হয় না। বাপের মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত হওয়াও যে মা তোমার কর্ত্তব্য। তা তোমার পিতা শ্রদ্ধায় তোমায় গ্রহণ করুন আর না করুন। বিপ্র আমি তোমাদের যাবার সব বন্দোবস্ত করে এলুম। কর্ত্তব্যের কাছে কি মান অভিমান মাথা তুলতে পারে মা। নাও আর দেরি করোনা বৌমাকে নিয়ে যত শিগ্‌গির হয় বেরিয়ে পড়।"

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নটবর রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে যদু মিত্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার হস্তস্থিত ভগ্ন লণ্ঠনের আলোয় বাহিরে রজনীর পুঞ্জিভূত নিবিড় অন্ধকার যেন তাহার চারি পার্শ্ব হইতে একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল। সেই জমাট অন্ধকারের উপর একটুখানি আলো পড়ায় তাহার সে কালো মূর্ত্তিখানা যেন আরও কালো হইয়া চারিদিকে একটা বিকট বিভীষিকা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। যদু মিত্রের অবস্থায় কর্কশ স্বরে নটবর সত্যই ভয় পাইয়া গিয়াছিল, বাহিরে এই অন্ধকারের ভিতর আসিয়া তাহার প্রাণটা যেন একেবারে প্রাণের ভিতর বসিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে যেন তাহার নিকটে ও দূরে যমদূতের পদশব্দ শুনিতে লাগিল। আপনা হইতেই শত প্রকার কুচিন্তা মনের ভিতর উদয় হইতেছিল। কে যেন স্পষ্ট তাহার প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া দিতে ছিল, "এ যাত্রা যদু মিত্রের আর কিছুতেই রক্ষা নাই,—তাহার সময় খুবই নিকটবর্ত্তী।"

নটবর চকদীঘির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে ছিল, আর শত সহস্র চিন্তা শত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া তাহার প্রাণের ভিতর লুটাইয়া পড়িতেছিল। যদু মিত্র যে কয়টী কথা কর্কশ কণ্ঠে তাহাকে বলিয়া ছিল, সে কথাগুলা তখন পর্য্যন্ত তেমনি বিকট ভাবে নটবরের কর্ণের

ভিতর বাজিতে ছিল। যদু মিত্র অম্বিকে চৌধুরীকে তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিতে বলিল কেন? এটাও কি অর্থশূন্য বিকারের প্রলাপ,—না সত্যই তাঁহার সহিত তাহার কোন প্রয়োজন আছে! হইতে পারে প্রলাপ কিন্তু যদি সত্যই কোন প্রয়োজন থাকে, না এ কথাটা অম্বিকে চৌধুরীকে সংবাদ দেওয়া উচিত, এই প্রকার শত সহস্র প্রশ্ন শত সহস্র ভাবে নটবরের প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিতে ছিল। নটবর অন্য মনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে একেবারে নিজের কুটীরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সহসা কি মনে হওয়ায় তাহাকে আবার ফিরিতে হইল, সে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দ্রুত গতিতে আবার চকদীঘির পথে রওনা হইল।

সে যখন চকদীঘির কাছারির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন রাত্রি গভীর। চকদীঘি কাছারির সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়াছে, কোথায়ও মানুষের সাড়া শব্দ নাই। কেবল রজনীর নিবিড় অন্ধকারকে আরো যেন নিবিড় করিয়া ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ শব্দ চারিদিক হইতে উত্থিত হইতেছে। নটবর হাতের বাঁশের লাঠি গাছটা ঠক্ ঠক্ করিয়া ঠুকিতে ঠুকিতে কাছারির বারান্দায় গিয়া উঠিল। কাছারি গৃহের সমস্ত জানালা খড়খড়ি বন্ধ। সে একটা খড়খড়ি ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল, গৃহের ভিতর একটা আলো অতি স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। নটবর তাহার লাঠি গাছটা খড়খড়ির গায়ে পাঁচ সাত বার ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওহে কাছারি ঘরে কে ঘুমুচ্ছ,—ওহে কাছারি ঘরে কে ঘুমুচ্ছ একবার দরজাটা খুলে বেরোও দেখি। ওহে কাছারি ঘরে কে ঘুমুচ্ছ——"

কাছারি গৃহে দুইজন পাইক ও মুটবিহারী শয়ন করিত, নটবরের দরজা ঠেলাঠেলি ও চীৎকারে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। একজন পাইক আড়ামোড়া খাইয়া উঠিয়া বসিয়া ভিতর হইতেই সাড়া দিল, "কে হে এত রাত্রে দরজা ঠেলাঠেলি কচ্চ, কে হে তুমি ? কি দরকার।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল চীৎকার ও ঠেলাঠেলির পর সাড়া পাইয়া নটবর যেন একটু সুস্থ হইয়াছিল, সে উত্তর দিল, "কি দরকার কি কি বিত্তান্ত পরে শুন্‌বে এখন, একবার দরজা খুলে বেরোও দেখি।"

সবে মামলা চুকিয়াছে, যদু মিত্রের ভয়ে চকদীঘির সকলেই বেশ একটু সশঙ্কিত হইয়াছিল। এত রাত্রে এই ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিতে তাহারা বেশ একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, গৃহের ভিতর হইতে পুনঃরায় উত্তর আসিল, "কি দরকার, কি নাম না বল্লে রাত্রে দরজা খোলার হুকুম নেই।"

নটবরের প্রাণের অবস্থা একেবারেই খারাপ হইয়াছিল তাহার পর এই রাত্রে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে সে মহা বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাটাদের কি সাহস রে। ঘরের দরজা বন্ধ করে ব্যাটারা ল্যাজ নাড়্‌ছে। খোল ব্যাটারা দরজা; আমি নটবর। তোদের বাবুর সঙ্গে আমার এখনি দেখা করবার দরকার আছে।"

মামলার দরুন চকদীঘির সকলেই নটবরের নামটার সহিত বিশেষ ভাবেই পরিচিত হইয়া ছিল। নটবর নামটা কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র, ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "কে দাদাঠাকুর, এত রাত্রে যে। দাঁড়ান দাঁড়ান দরজা খুলছি।"

কাছারি গৃহের আলো আবার সতেজ হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহের অর্গল খোলার শব্দ হইল। নটবর দরজা ঠেলিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর মুটবিহারী ও পাইক দুইজন তখন উঠিয়া বসিয়াছিল; নটবর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের বাবু কোথায় রে ?"

মুটবিহারী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে তিনি নায়েব মশায়ের কুটীতে শুয়েছেন।"

নটবর একজন পাইকের দিকে চাহিয়া বলিল, "চ' ব্যাটা একজন আমাকে নিয়ে এখনি তোদের বাবুর সঙ্গে আমাকে দেখা কর্ত্তে হবে।"

মুটবিহারী বেশ একটু কিন্তু ভাবে বলিল, "আজ্ঞে এত রাত্রে কি তিনি উঠবেন্ ?"

নটবর বিরক্ত স্বরে উত্তর দিল, "সে ভাবনা তো বাপু তোমার নয় সে ভাবনা আমার।"

আর কেহই কোন কথা কহিল না, একজন পাইক একটা হ্যারিক্যান লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইয়া নটবরের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া নায়েব মহাশয়ের কুটীর দিকে অগ্রসর হইল। নায়েব মহাশয়ের কুটী কাছারি বাটীর পার্শ্বে বলিলেই হয়। নটবর পাইকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নায়েব মহাশয়ের কুটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। কাছারি বাটী যেরূপ নিসাড় হইয়া গিয়াছিল, নায়েব মহাশয়ের কুটী তখনও সেরূপ হয় নাই। কুটীর বারান্দায় একটা গোল টেবিলের উপর একটা প্রকাণ্ড আলো সতেজে জ্বলিতেছে, তাহারই পার্শ্বে একখানা আরাম কেদারায় অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় অম্বিকাবাবু একখানি

ইংরাজি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন, কুটীর সম্মুখের রাস্তায় মনুষ্য পদ শব্দ হওয়ায় তিনি সংবাদ পত্র হইতে মুখটা তুলিয়া রাস্তার দিকে চাহিলেন। টেবিলের উপরিস্থিত সজেজ আলোয় সম্মুখস্থ পথ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সংবাদ পত্র হইতে মুখ তুলিবা মাত্র অম্বিকা-বাবুর দৃষ্টি পাইক ও নটবরের উপর পতিত হইল। এত রাত্রে নট-বরকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতর বড় একটা কৌতূহল যেন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিল, তিনি হস্তস্থিত সংবাদ পত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বিস্ময়ে পথের দিকে চাহিলেন; নটবর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অম্বিকাবাবু মহা বিস্মিত স্বরে নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নটবর বাবু সংবাদ কি?" এত রাত্রে?

দুই তিনখানা চৌকী সেই আরাম কেদারাখানার আসে পাশে রক্ষিত ছিল,—নটবর তাহারই একখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিল, "আজ্ঞে খবর একেবারেই ভালো নয়,—যদু মিত্তির বোধ হয় আর বাঁচবে না।"

"যদু মিত্তির আর বাঁচবে না!" মহা বিস্ময়ে অম্বিকা চৌধুরী নট-বরের মুখের দিকে চাহিলেন। নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে যা দেখে আসছি,—তাঁতে তো সুবিধে বলে বোধ হয় না। একেবারে পূর্ণ বিকার,—চোখের তারা দুটো জবা ফুলের মত লাল টক্‌টক্ কচ্ছে।"

সহসা যদু মিত্রের অবস্থার কথা শুনিয়া অম্বিকাবাবুও বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, নটবর নীরব হইবা মাত্র তিনি

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যদু মিত্রের বাড়ী গেছলেন নাকি? কি রকম দেখ্‌লেন বাঁচবার আর কোন আশা নেই?"

নটবর মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "যে সব লক্ষণ দেখ্‌লুম তাতে তো বাঁচবে বলে মনে হয় না। দুপুর বেলা একটু ঘুমিয়ে ছিলুম,—ঘুম থেকে উঠে সবে এক কল্কে তামাক ধরিয়ে বসেছি দেখি যদু মিত্তিরের ঝি আমারই বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যাচ্ছে। ভাবলুম যে একবার খবরটা নিয়ে দেখি যদু মিত্তিরের ভাবখানা কি! তারই মুখে শুন্‌লেম যদু মিত্তির মরো মরো। এ খবরটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারলুম না। কাজে কাজেই যদু মিত্তিররে বাড়ী যেতে হ'লো। যা দেখ্‌লুম তাতে চোখের জল রাখতে পারলুম না। অত বড় লোকটা বিনা চিকিৎসায় মর্‌তে বসেছে। অত বড় বাড়ীটায় আত্মীয় স্বজন একটীও নেই। রোগীর কাছে বাড়ীর ডাক্তার আর সেই দর্জ্জাল পিসি আছে। কেবা ওষুধ দেয়,—আর কেবা সেবা করে।"

অম্বিকাবাবুর মুখখানা নটবরের কথায় গম্ভীর হইয়া উঠিল,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে গম্ভীর স্বর বাহির হইল,—"এতেও মানুষ বোঝেনা দু'দিনেই সব শেষ হয়ে যাবে। নিজের নিজের অহঙ্কার নিয়েই ব্যস্ত। আপনি কাছে যেতে আপনাকে তিনি চিনতে পারলেন?"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ চিন্‌তে পাল্লে বটে কিন্তু সে অনেক কষ্টে। ডাক্তার দু'তিন বার জিজ্ঞাসা করবার পর আমার দিকে খানিকক্ষণ কট্‌মটিয়ে চেয়ে থাকবার পর বোধ হয় আমাকে চিন্‌তে পাল্লে। কিন্তু সে চাউনী একেবারেই ভালো নয় সেই চাউনী

দেখেই আমার ভয় হয়ে গেছে। আপনি এখানে থাকতে অত বড় লোকটা যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে তা হ'তেই পারে না। আমি সেই জন্যেই এই রাত্রে আপনার কাছে ছুটে এলুম,—এর আপনাকে একটা ব্যবস্থা কর্ত্তেই হবে।"

অম্বিকাবাবু নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া নটবরের কথা গুলি শুনিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন নটবরের মত মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। দুই দিন আগে যে যদু মিত্র তাহার ঘর দোর জ্বালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—যে সুবিধা পাইলে তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না সেই যদু মিত্রের জন্য নটবর এই রাত্রে ছুটাছুটি করিতেছে। সত্যই অম্বিকাবাবু পূর্ব্বে আর কখন এমন মানুষ দেখেন নাই। নটবর নীরব হইবা মাত্র তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "নটবর বাবু আপনার মত মানুষ সত্যই আর আমি একটীও দেখিনি। শত্রুর জন্যে মানুষ কখন এত কর্ত্তে পারে না,—আপনি মানুষ নন আপনি দেবতা। পৃথিবীতে আপনার মত মানুষ যদি আর গোটা কতক বেশী থাকতো তা হ'লে এই পৃথিবীই স্বর্গ হ'তো। আপনি যা বলেছেন তা যথার্থ কথা অত বড় মানুষ যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে তা হ'তেই পারে না,—তাঁর চিকিৎসার যাতে সুব্যবস্থা হয় আমি এখনি তার বন্দোবস্ত কচ্ছি।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ডাক্তার বলছিল,—সিভিল সার্জ্জেনকে কাল সকালেই আনা উচিত। এই রাত্রেই যদি আপনি একজন লোককে সদরে পাঠাতে পারেন তাহ'লে সিভিল সার্জ্জন কাল সকালেই এসে পড়তে পারে। আমি যা অবস্থা দেখে এসেছি,—

তাতে মোটেই বিশ্বাস নেই,—এখন আর এক দণ্ড সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

নটবরের সহিত যে পাইকটা তাহাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়াছিল সে তখনও পর্য্যন্ত বারান্দার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল,—অম্বিকাবাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওরে শিগ্‌গির যা মথুরবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

পাইক বাবুর হুকুম পাইয়া মথুরবাবুকে ডাকিতে চলিয়া গেল। অম্বিকাবাবু নটবরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি এখনি মথুরকে সদরে পাঠাচ্ছি,—কাল সকালেই যাতে সিভিল সার্জ্জেন এখানে এসে পৌঁছায় তাকে সেই ব্যবস্থাই কর্ত্তে বলে দিই।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে,—আর আপনি যদি পারেন,—একবার যদু মিত্তিরকে দেখে আস্‌বেন। হয়তো বিকারের প্রলাপ হতে পারে কিন্তু তবু তো বলা যায় না!"

নটবরের কথায় অম্বিকাবাবু বিস্ময়ে নটবরের মুখের দিকে চাহিলেন; বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলা যায় না নটবরবাবু?"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "যদু মিত্তির আমার দিকে চেয়ে থেকে অনেক রকম প্রলাপ বকৃতে লাগলো তার ভেতর এ কথাটাও বল্‌লে,—তোমাদের অম্বিকে চৌধুরীকে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বলো। আমি নিজেই তার সঙ্গে দেখা কত্তুম,—কিন্তু নটবর আমার ক্ষমতা নেই আমি তো দেখা কর্ত্তে পারবো না।"

অম্বিকাবাবু বলিলেন, "প্রলাপ হ'ক যাই হ'ক সে জানবার

আমাদের প্রয়োজন নেই,—তাঁর এমন যখন ব্যাম তখন আমার কর্ত্তব্যই তাঁকে দেখে আসা,—কাল ভোরেই আমি নেউলে যাব।"

নটবর আবার কি বলিতে যাইতেছিল,—সেই সময় মথুর এত রাত্রে মনিবের ডাকে শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ে আসিয়া মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইল। মথুর আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র অম্বিকাবাবু বলিলেন, "মথুরবাবু আপনাকে এখনি একবার সদরে যেতে হবে,—যদু মিত্তিরের শক্ত ব্যাম বোধ হয় তিনি আর বাঁচবেন না। যেমন করে হ'ক যত টাকা লাগে সিভিল সার্জ্জনকে কালই এখানে আনা চাই। কাছারির পাল্কিতে আপনি এখনি সদরে রওনা হুন।"

মথুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

অম্বিকাবাবু আবার বলিলেন, "যান আর দেরী কর্ব্বেন না,—যত শিগগির পারেন সিভিল সার্জ্জনকে নিয়ে ফের্‌বার চেষ্টা কর্ব্বেন।"

মথুর আর একবার ঘাড় নাড়িয়া যে আজ্ঞে বলিয়া বিদায় হইল। মথুর বিদায় হইবার সঙ্গে সঙ্গে নটবরও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—অম্বিকাবাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আর এ রাত্রে ফিরে কি কর্ব্বেন,—এইখানেই থাকুন কাল সকালে এক সঙ্গেই দু'জনে নেউলে রওনা হ'বো।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে ভালো মন্দ যদি কিছু হয় মেয়ে দুটোকে দেখতে পাবে না। মেয়ে দুটোই যে তার ছিল প্রাণ। ওই যে বিশ্রী রাগই তার সর্ব্বনাশের মূল। তাতেই নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনলে। আমায় ভোরের গাড়ীতেই রওনা হ'তে হবে।

শেষ সময়ে মেয়ে দুটোকে দেখ্‌তে পাবে না,—আমি বেঁচে থাক্‌তে, না তা হতেই পারে না।”

অম্বিকাবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “আপনি স্থির হয়ে বসুন আমি তারও ব্যবস্থা এখনি কচ্ছি। আপনার ও বুড়ো হাড় আর কত সহ্য কর্ব্বে।”

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “এ হাড় থাক্‌লেই বা কি গেলেই বা কি? পৃথিবীতে এসে অনেক দেখ্‌লুম অনেক সহ্য কল্লুম আর কেন এইবার হাড় ক'খানা গেলেই বাঁচি। অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয়নি,—এক ছিলিম তামাক হুকুম করুন।”

নটবর আবার সেই চৌকিখানার উপর উপবিষ্ট হইল,—অম্বিকাবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া শীঘ্র এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাস তাহার পত্নীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ীর দোরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখনও রাত্রি প্রভাত হইতে দুই দণ্ড আড়াই দণ্ড বাকি। যদু মিত্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেন একটা বিকট দৈত্যের মত রাত্রের সেই বিভীষিকাময়ী অন্ধকারের ভিতর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাড়ী আসিয়া শ্বশুরালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাসের প্রাণের ভিতরটা কেমন যেন একবার দুলিয়া উঠিল, কিন্তু কেন যে প্রাণটা সহসা এমন দুলিয়া উঠিল, বিপ্রদাস তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে তাড়াতাড়ি একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। কামনা পিতার পীড়ার চিন্তায় সারা রাত্রের ভিতর একবারও দুই চক্ষের পাতা বুজাইতে পারে নাই, কেমন যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার বুকটা ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইতেছিল,—থাকিয়া থাকিয়া এক আধ ফোঁটা বেদনার তীব্র অশ্রু নয়ন ফাটিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিপ্রদাস বাটী হইতে বাহির হইয়া এ পর্য্যন্ত একবারের জন্যও পত্নীর মুখের দিকে চাহিবার ফুরসুৎ পায় নাই। তাহার কেমন একটা স্বভাবের দোষ ছিল গাড়ীতে উঠিলেই তাহার সমস্ত দেহটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত,—নিদ্রায় দুই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া যাইত। স্বভাবের দোষ বিপ্রদাস কি করিবে, গাড়ীতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল আর এই সারা রাত্রের

ভিতর তাহার দৃষ্টি একবারের জন্যও পত্নীর উপর পতিত হয় নাই। পত্নীর দিকে চাহিবা মাত্র তাহার বিশুষ্ক মুখ, নয়নে অশ্রু দেখিয়া সে যেন একেবারে অবাক্ হইয়া গেল ;—মহা বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "একি তুমি কাঁদ্‌ছ নাকি ? ছি, ছি, এটাতো একেবারেই ভালো লক্ষণ নয়। বাপেরবাড়ীর দোরে এসে মেয়ে যদি চখের জল ফেলে তার চেয়ে আর অলক্ষণ কি হ'তে পারে। দাদা কার মুখে কি শুনেছে, সেটা ঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে। শোনা কথা তার কি কোন মূল্য আছে। বাপেরবাড়ীর দোরে এসে পৌঁছেছ এখন কথাটা সত্যি কি মিথ্যে সেইটার আগে পরীক্ষা হ'ক্ তারপর কাঁদবার হয় যত পারো কেঁদ। সকলেই কাঁদবে কেউ কারুকে নিষেধ করবার থাক্‌বে না। ছি, ছি, বাপের বাড়ীর দোরে এসে চক্ষের জল ফেল্‌ছ"

স্বামীর কথায় কামনা তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণভাবে বাহির হইয়া আসিল, "কই আমিতো চোখের জল ফেলিনি !"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ আছ ! এখনও চোখের কোলে জলের দাগ মেলায়নি, আর তোফা বলে যাচ্ছ কই চোখের জল ফেলিনি। দেখ এই স্ত্রী চরিত্রটা যে কি তার এক বর্ণও আমি বুঝতে পার্‌লুম না। কখন মনে হয় যেন এটা প্রথমভাগের মত সহজ,—একেবারে যুক্ত বর্ণের নাম গন্ধটা পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে এমনি বিকট ঠেকে যেন হিব্রু ভাষা, বোঝে কার বাপের সাধ্যি।"

বিপ্রদাস বলিয়া যাইতেছিল, গাড়োয়ানের কর্কশ কণ্ঠস্বর কর্ণে

প্রবেশ করায় সে মুখ ফিরাইয়া গাড়োয়ানের মুখের দিকে চাহিল। বাবুকে ফিরিতে দেখিয়া গোযানচালক জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর এই জমিদার বাড়ীর দরজায় এসে তো গাড়ী নাগ্‌লো। এইবার গরু খুলে গাড়ী কি নামাব ?"

বিপ্রদাস গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি কি ভাবছ, আমাদের ত্রিশঙ্কুর মত এই রকম শূন্যেই রাখ্‌বে নাকি ?"

গাড়োয়ান মুখখানা কাচুমাচু করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে না হুজুর, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "নাও আর তোমার জিজ্ঞাস করে কাজ নেই এখন গাড়ী নামিয়ে দিয়ে, দরজা খোলার জন্যে ডাকা-ডাকি, ঠেঙ্গাঠেঙ্গি আরম্ভ কর।"

বিপ্রদাসের কথা শেষ হইতে না হইতে গোযানচালক গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল, সে গরু দুইটা খুলিয়া গাড়ীর মুখ মাটীতে নামাইয়া দিল। গাড়ীর মুখ মাটী স্পর্শ করিবা মাত্র বিপ্রদাস গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া গোযানচালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "যা দরজায় ধাক্কা দে, বল্ কে আছ দরজা খুলে দাও।"

গাড়োয়ান দরজার নিকট যাইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিল। প্রায় দশ পনরো মিনিট কাল হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলির পর একজন ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বিপ্রদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে তোদের বাবুর খবর কি ? বাবু ভালো আছে তো ?"

ভৃত্য দরজা খুলিয়া সম্মুখে বিপ্রদাসকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া

গিয়াছিল, সে মৃদুস্বরে বিপ্রদাসের কথার উত্তর দিল, "না হুজুর বাবুর অবস্থা বড় ভালো নয়। বাবুর বড় শক্ত ব্যামো।"

বিপ্রদাস এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ব্যামটা যে অকাট্য সত্য এ কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই, এতক্ষণে কথাটা তাহার বিশ্বাস হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণটাও যেন কেমন নুইয়া পড়িল। সে আবার ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল, "তাঁর কাছে আছে কে রে, ডাক্তার টাক্তার দেখ্‌ছে তো?"

ভৃত্য উত্তর দিল "দাদাঠাকুর আছেন, পিসিমা আছেন, ডাক্তার বাবু আছেন। চকদীঘির জমিদার মশাই সদর থেকে সাহেব ডাক্তারকে আনিয়েছেন। তিনিও আজ থেকে বাবুকে দেখ্‌ছেন।"

"হুঁ।" বিপ্রদাস গোশকটের নিকট যাইয়া পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এস নেমে এস।"

ভৃত্যের সব কথাই কামনার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। উপরে যে গৃহে যদু মিত্র মহা বিকারে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, বিপ্রদাস পত্নীকে লইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর একটী আলো অর্দ্ধ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। গৃহ নীরব,—নিস্তব্ধ। রোগীর শিহরের নিকট নটবর রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া কাট হইয়া বসিয়া আছে, তাহারই সম্মুখে একটু দূরে একখানা আরাম কেদারার উপর ডাক্তারবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছেন। আর মেজের উপর বৈকুণ্ঠ-পিসি গাঢ় নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন;—তাঁহার নিকট

নাসিকা ধ্বনি গৃহের ভিতর যেন একটা বিভীষিকা ছড়াইয়া দিতেছে। বিপ্রদাস ও কামনা রোগীর শয্যার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল, তাহাদের মৃদু পদ শব্দ নটবরের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা অশ্রুজল তাহার নয়ন বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। নটবর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবাজি এসেছ, মিত্তিরজাকে আর রক্ষা কর্ত্তে পাল্লুম না। ব্যামোর কথা আমি যখন থেকে শুনেছি তখন থেকে আমার যা সাধ্য কিছুই কর্ত্তে বাকি রাখিনি। ডাক্তারসাহেব এসেছেন, তিনি ডাক্‌বাঙ্গালায় আছেন, তিনি দেখে একবারেই আশা দিতে পাল্লেন না। তিনি আর কি কর্ব্বেন বলো—আয়ু শেষ হ'লে তাকে আর কেউ ধরে রাখ্‌তে পারে না।"

নটবরের কথাগুলা কামনার কর্ণের ভিতর যেন ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল, তাহার নয়ন বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে যাইয়া পিতার পদতলে উপবিষ্ট হইল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটীও শব্দ বাহির হইল না। নটবরের কণ্ঠস্বরে ডাক্তারবাবুর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তিনি আরাম কেদারা-খানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন, বিপ্রদাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এসে পৌঁছেছেন, আমরাতো ভাবছিলুম আপনারা বুঝি আর এসে পৌঁছুতে পাল্লেন না। বাবুর ছোট মেয়ে আর ছোট জামাই এলেই আর কোন আপশোষ থাক্‌তো না।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই আসবে, আমি খবর

পাঠিয়েছি, না এসে কি থাক্‌তে পারে। তারাও এসে পড়্‌লো বলে।”

বিপ্রদাস শ্বশুরের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল। যদু মিত্রের পলক শূন্য নিমিলিত নয়নের বিকট চাউনীর দিকে সে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিল না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া গবাক্ষের দিকে চাহিল, তাহার মনে হইল বাহিরে পুঞ্জিভূত অন্ধকারের ভিতর হইতে কালের কিঙ্করগণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।”

আয়ু ফুরাইলে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারে সে সাধ্য ধন্বন্তরীরও নাই। আয়ু যে দিন যাহার শেষ হইবে সেই দিন তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইবে,—কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। যদু মিত্রের জীবন মিয়াদ শেষ হইয়াছিল, মৃত্যু আসিয়া একেবারে তাহার শিহরে দাঁড়াইয়াছে,—ডাক্তারের ঔষধে আর কি তাহার রোগ নিরাময় হইতে পারে,—না হওয়া সম্ভব! যদু মিত্র ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে ছিলেন,—কোন ঔষধই তাঁহার সে গতি রোধ করিতে পারিতেছিল না,—টালে বেটালে সে রাত্রিটাও কাটিয়া গেল,—উষার আলো গবাক্ষের ভিতর দিয়া রোগীর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সারা রাত্রের ভিতর যদু মিত্রের চোখের পলক একবারের জন্যও পড়ে নাই রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে মুখ চোখের উপর হইতে রাত্রের বিকট ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। আবার সকলের প্রাণে যেন একটু ভরসা আসিল। ডাক্তারবাবু

রোগীর নাড়ীটা একবার পরীক্ষা করিয়া,—এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। নটবর তখনও ঠিক সেই ভাবে যদু মিত্রের শিহরের নিকট বসিয়াছিল,—ডাক্তারবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নটবর-বাবু এইবার আপনি একটু শুন,—বাবুর মেয়ে কাছে বসে রয়েছেন অনায়াসে এইবার অপনি একটু শুয়ে নিতে পারেন। আর এখন যা নাড়ীর অবস্থা তাতে শিগ্‌গির কোন ভয়ের সম্ভাবনা নেই। যান পাশের ঘরে গিয়ে একটু শুনগে যান।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "শোবার বিশেষ কোন দরকার নেই তবে এক ছিলিম তামাক খেতে পাল্লে মন্দ হতো না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তাহলে তাই যান এক ছিলিম তামাকই খেয়ে আসুন,—সেই সন্ধ্যের সময় বসেছেন আর এই সমস্ত রাত্রির ভেতর একবারও ওঠেননি,—যান বাইরে গিয়ে তামাক খেয়ে মাথাটায় একটু হাওয়া টাওয়া লাগিয়ে আসুন।"

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল কামনার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা হ'লে মা তুমি একটু বোস,—আমি এক ছিলিম তামাক খেয়েই আসছি। মা তোমার ছোট বোনটী এখনও কেন এসে পৌঁছুলো না এই টুকুই শুধু ভাবছি। বেচারী বাপকে শেষ একবার দেখ্‌তেও পাবে না।"

ডাক্তারবাবু নটবরকে আবার তাড়া দিলেন, "যান,—আর দাঁড়াবেন না,—তামাক খানগে যান।"

নটবর আর কোন কথা বলিল না এক ছিলিম তামাকের চেষ্টায় বাহির হইয়া গেল। গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় বিপ্রদাস চিন্তিত মনে

ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছিল,—নটবরকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রকমটা কি রকম বুঝছেন ? গতিক সুবিধে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।"

নটবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "গতিক সুবিধে একেবারেই নয়,—ওই টাল বেটালে দু'টো একটা দিন কাটতে পারে এই পর্য্যন্ত। ডাক্তার সাহেব তো এক রকম জবাবই দিয়েছে,—স্পষ্টই বল্লে বাঁচবার কোন আশা নেই।"

বিপ্রদাস কোন কথা কহিল না কেবল ঘাড়টা বার দুই নাড়িল,—নটবর তামাকের চেষ্টায় নীচের দিকে নামিয়া গেল। বেলা আটটার সময় অম্বিকাবাবু ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একবার মুখ সিটকাইলেন কোন কথা কহিলেন না। তিনি ঔষধের শিশিগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অম্বিকাবাবুও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন,—বাহিরে আসিয়া ডাক্তারসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম দেখিলেন ?"

ডাক্তার সাহেব আর একবার মুখটা সিটকাইলেন,—তাহার পর গম্ভীর ভাবে অম্বিকাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "এখন নাড়ীর যা অবস্থা তাতে আমার মনে হয় আজ রাত্তির আর কিছুতেই কাটবে না। এইবার জ্বর বৃদ্ধির মুখেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমি এখন বিদায় হচ্ছি,—সদরে আজ আমাকে পৌঁছুতেই হবে।"

ডাক্তারসাহেবের কথায় অম্বিকাবাবু সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া

ছিলেন, বেশ একটু ব্যস্তভাবে বলিলেন. "সে কি,—আজ আপনার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না, আজকের দিনটা থেকে আপনি না হয় কাল সকালেই রওনা হবেন।"

অম্বিকাবাবুর কথায় সাহেব একটু মৃদু হাসিলেন, একবার শিশ্ দিয়া বলিলেন, "আপনাদের টাকা আছে আপনারা অনায়াসেই আমাদের ন্যায় ডাক্তারকে এক মাস আটকাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু অনর্থক টাকা ব্যয় করিয়া কোনই লাভ নাই। এ সকল বিকারে মানুষ বাঁচে না। আপনি যখন বল্‌ছেন আমি সন্ধ্যে অবধি রইলুম, এর মধ্যে যদি প্রয়োজন হয় আমাকে সংবাদ দিবেন।"

ডাক্তারসাহেব শিশ্ দিতে দিতে যদু মিত্রের বাটী হইতে বাহির হইয়া বাইক চড়িয়া ডাকবাঙ্গালার দিকে রওনা হইলেন। দিনমানটা এক রকমে কাটিয়া গেল, বৈকাল হইতে রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ডিলিরিয়াম আরম্ভ হইল। দুইজন লোকে যদু মিত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তিনি কেবলই উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিকারের এই উত্তেজনা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নাড়ীর গতিও ততই ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তারবাবু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ রাত্তির কাটবার আর আশা নাই।"

অম্বিকাবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বাহিরে বারান্দায় এক পার্শ্বে বিপ্রদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহার পার্শ্বে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইলেন। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি রকম অবস্থা দেখ্‌লেন!"

অম্বিকাবাবুর কণ্ঠ হইতে একটা গম্ভীর স্বর বাহির হইয়া আসিল, "অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

বিপ্রদাস আবার একটা কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, সেই সময় গৃহের ভিতর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বিপ্রদাসের মুখের কথা ঠোঁটেই আবদ্ধ হইল,—শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ে মহা ব্যস্তভাবে অম্বিকাবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

গৃহের ভিতর একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়াছে;—যদু মিত্রকে যাহারা ধরিয়াছিল তাহারা একটু অন্য মনস্ক হইয়াপড়িয়াছিল সেই সময় যদু মিত্র সহসা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে যাইয়া টেবিলের সম্মুখে একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। তাঁহার সমস্ত দেহটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে,—তিনি চেয়ারে বসিয়া কলম লইয়া কি যেন লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন। গৃহের ভিতরস্থিত সকলে মহা ব্যস্ত ভাবে উঁহাকে ধরিয়া আবার শয্যায় শোয়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল,—কিন্তু দুই তিনজনে ধরিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে চেয়ার হইতে উঠাইতে পারিতেছিল না। অম্বিকাবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওঁকে অমন টানাটানি কর্ব্বেন না,—ছেড়ে দিন দেখুন না কি করেন।"

অম্বিকাবাবুর কথায় যদু মিত্রকে সকলেই ছাড়িয়া দিল। যদু মিত্র উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে গৃহের চারিদিকে একবার চাহিলেন তাহার পর একখানা কাগজ টানিয়া জোর করিয়া লিখিতে লাগিলেন। দুই তিন লাইন লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত শিথিল হইয়া কলম খসিয়া পড়িয়া গেল,—তাঁহার কম্পিত দেহ কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে

মেজের উপর চেয়ার হইতে লুটাইয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া মহা ব্যস্তভাবে যদু মিত্রের অসাড় দেহটা শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল। যদু মিত্র কি লিখিলেন সেই টুকু জানিবার জন্য মহা কৌতূহলে অম্বিকাবাবু সেই লেখাটুকু তুলিয়া লইয়া ছিলেন, লেখা অস্পষ্ট তথাপি তিনি পাঠ করিলেন, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার দুই কন্যাকে সমান ভাগে প্রদান করিলাম।"

ডাক্তারবাবু ছুটিয়া গিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়িল। তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ স্বর বাহির হইয়া আসিল, "সব শেষ।"

গৃহের ভিতর একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বৈকুণ্ঠ পিসির হাউ হাউ চীৎকার পর্দায় পর্দায় একেবারে সপ্তমে উঠিল। ঠিক সেই সময় হিরণ ও বাসনা আসিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। নটবরের নয়ন বহিয়া তখন টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে ছিল, সে জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এলি মা;—এত দেরী। এত করেও তোর বাবাকে ধরে রাখতে পারলুম না,—অত তেজ—অত গর্ব্ব—অত অহঙ্কার সব শেষ।"

"বাবা! বাবা! আমারই জন্য তোমার প্রাণটা এমন করে বার হয়ে গেল।" বাসনা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পিতার বক্ষের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ